

ওয়েস্টার্ন

তালাশ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

তালাশ

গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8229-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

TALASH
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

ছত্রিশ টাকা

তালাশ

ভূমিকা

নানা উদ্দেশে বুনো পশ্চিমে যেত মানুষ–বসতি স্থাপন, ফার বা মোষ শিকার, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, র‍্যাঞ্চিং বা মাইনিং; তবে রেলরোড পশ্চিমের জন্য যুগান্তকারী এক সূচনা। যদিও প্রস্তাবিত সব রেলরোড আদপে তৈরি হয়নি।

রেলরোড তৈরির কাহিনী নয় এটা, তবে রেলরোডের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন মানুষ আর এক মেয়েকে তালাশ করার কাজে জন ক্যালকিনের গল্প এটা। গল্পের পটভূমি কলোরাডোর পুয়েবলোর পশ্চিম এবং দক্ষিণ এলাকা। ফিশার'স হোল নামে এক জায়গার উল্লেখ আছে গল্পে, বাস্তবে ওখানে এখন রয়েছে বুয়েলাহ নামে একটি শহর। কখনও পশ্চিমে গেলে সত্যিই শহরটির দেখা পাবেন আপনি।

নর্থ ক্রীক রাস্তাটাই বহুদিন ধরে হোলে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। গল্পে এই রাস্তার কথা কয়েকবার বলা হয়েছে, তখনকার দিনে ঘোড়ার ট্রেইল বলে খ্যাত এসব পথে পশ্চিমা মানুষ ওয়্যাগনেও যাতায়াত করত।

এক

স্টেশন থেকে একটু দূরে, বিচ্ছিন্ন রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রাইভেট-কারটা, সূর্যাস্তের রক্তলাল আলোয় স্নান করছে। স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল জন ক্যালকিন। উজ্জ্বল বাড়ির মত দাঁড়িয়ে থাকা কারটির দিকে তাকাল আবার, তারপর চ্যাপ্‌স আর স্পার খুলে স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল।

'এখানেই থাক, ব্যাটা, কোথাও সরে পড়িস না,' ঘোড়ার উদ্দেশে বিড়বিড় করল ও। 'বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিল ও, রেল-কারের দিকে এগোনোর সময় হ্যাটের বাড়ি মেরে পরনের কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়বার প্রয়াস পেল। সামনে এসে থামল ও, সামান্য দ্বিধার পর দরজা খুলে অবজার্ভেশন রুমে পা রাখল।

সবকিছু পরিপাটি ভাবে গোছানো, দামি সাটিনে মোড়া এবং সিঁদুর বর্ণের ছড়াছড়ি! ওয়্যাইনের কার-ক্যাফেয় সুদৃশ্য গ্লাসের সমাহার।

লাগোয়া প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এল সাদা কোট পরা এক নিগ্রো। 'বলুন, স্যার?'

'আমি জন ক্যালকিন।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন।'

প্যাসেজ ধরে উধাও হয়ে গেল সে। অপেক্ষায় থাকল জন। পাশের কামরায় মৃদু স্বরের আলাপ কানে এল। একটু পর ফিরে এল নিগ্রো, 'আমার সঙ্গে আসুন, স্যার,' সসম্ভ্রমে বলল সে।

প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। দু'পাশে দুটো স্টেটরুম ফেলে দীর্ঘ ডাইনিং রুমে পৌঁছল। সুদৃশ্য, মনোরম এবং আরামদায়ক কামরা। ঝালরঅলা ভেলভেটের পর্দা আর দেয়াল-মোড়া কার্পেট কামরার শোভা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

হ্যাট হাতে অপেক্ষায় থাকল জন, দুই জানালার মাঝখানে দেয়াল-জোড়া আয়নায় পলকের জন্য নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল: ওয়াইন রঙের শার্ট, কালো টাই, কালো কোট এবং সরু স্ট্রাইপের ধূসর ট্রাউজার পরা দীর্ঘ সুঠামদেহী এক যুবক। উরুর হোলস্টারে দুটো কোল্ট শোভা পাচ্ছে।

পাশের কামরাটাই অফিস। ছোট হলেও গোছানো। ডেস্কের পিছনের মানুষটিকেও মানানসই দেখাচ্ছে। চওড়া কাঁধ তার, দৃঢ় চোয়াল দেখে বোঝা

যার নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। সঠিক বয়স আন্দাজ করা মুশকিল, হয়তো ষাট বা বেশিও হতে পারে, কিন্তু দেখে কমবয়েসী মনে হয়। চুল বা গোঁফ কালো, তবে কয়েক জায়গায় ধূসর হয়ে এসেছে। নিখুঁত ভাবে তৈরি কালো সুট পরনে। পোশাকের মতই চোস্ত আচরণ ভদ্রলোকের। ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল সে, দামি সিগারের বাক্স খুলে অফার করল জনকে।

'না, স্যার, ধন্যবাদ।'

'বোসো।'

'আমি বরং দাঁড়িয়ে থাকব, স্যার।'

কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেল চোয়াল। মেজাজী মানুষ, অল্পতে তেতে ওঠে, ভাবল জন, ছোটখাট কোন ব্যাপারেও নাখোশ হতে পছন্দ করে না।

'আমি হেনরি হলিস্টার,' বলল সে।

'জন ক্যালকিন। আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে?'

'তোমাকে একটা কাজে লাগাতে চাই।'

'যদি কাজটা আমার পছন্দ হয়।'

'ন্যায্য মজুরি পাবে। লোভনীয় বলা যায়।'

'যদি কাজটা পছন্দ হয়।'

ভুরু কোঁচকাল হেনরি হলিস্টার। 'তুমি দেখছি অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা!'

'জ্বী, স্যার। কাজের কথা হোক এবার? আমাকেই বেছে নিলে কেন?'

'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি: সবচেয়ে কঠিন কাজটাও করতে সক্ষম, মুখ বন্ধ রাখতে জানে এবং বেপরোয়া–প্রয়োজনে এক বালতি পানি হাতে নরকে হামলা করতে দ্বিধা করে না।'

'তো?' নিস্পৃহ স্বরে তাগাদা দিল জন, কোটিপতির অদ্ভুত উপমা গ্রাহ্য করল না। হেনরি হলিস্টারের মনের ভাবনা পড়তে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ওকে মোটেই পছন্দ হয়নি বুড়োর, এখুনি ওকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারলে খুশি হত; কিন্তু নিখাদ প্রয়োজন আর বাস্তবতার খাতিরে অপছন্দের সঙ্গে আপস করছে।

'একজনকে খুঁজে বের করবে তুমি–একটা মেয়েকে।'

মাথায় হ্যাট চাপাল জন। 'অন্যের মেয়েলোকের পিছনে ছুটি না আমি।'

'মেয়েটা আমার নাতনী। আমার ছেলের মেয়ে। প্রায় বারো বছর আগে হারিয়ে গেছে ও।'

উঠতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো জন, সামান্য দ্বিধার পর বলল: 'খোলসা করো।'

'বছর পনেরো আগে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয় আমার। পশ্চিমে চলে যায় ও, তারপর থেকে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। কোন খবরও পাইনি।'

'পশ্চিম সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, স্যার? কত লোক হারিয়ে যায় এখানে! প্রতিদিনই কেউ না কেউ মারা যায়, কার খবর কে রাখে! এরকম কয়েকজনকে আমি নিজে কবর দিয়েছি। নাম নেই, পরিচয় নেই,

কোথকে এসেছে বা কোথায় যাচ্ছিল, তারও কোন খোঁজ থাকে না। কেউ ইন্ডিয়ান বা আউটলদের হাতে খুন হয়, কেউ মারা পড়ে ক্ষুৎপিপাসা, কলেরা বা দুর্ঘটনায়।'

'ছেলের সম্পর্কে কিছু না জানলেও ওর যে একটা মেয়ে ছিল এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। ওই মেয়েকে খুঁজে বের করতেই হবে!'

'ছেলেকে খুঁজে বের করতে চাও না?'

'মারা গেছে ও,' সিগার তুলে নিয়ে গোড়ায় কামড় বসাল হলিস্টার, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। 'বেঁচে থাকলে অবশ্যই আমার কাছে আসত। কথাবার্তায় যাই হোক, বরাবরই দুর্বল ছিল ও। মুখের উপর আমার চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করত। রাগ করে কয়েকবার বাড়ি ছেড়ে চলেও গেছে, কিন্তু প্রতিবার ফিরে এসেছে। সেজন্যই বলছি বেঁচে থাকলে ঠিকই ফিরে আসত আমার কাছে।'

'ওর স্ত্রীর কী হলো? মেয়েটার মা?'

সিগার ধরাল হলিস্টার। 'এ নিয়েই তো ঝগড়া হয়েছিল। মেয়েটাকে ঘরে জায়গা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার। এখনও কোন আগ্রহ নেই ওর ব্যাপারে। শুধু নাতনীর খোঁজ চাই আমি, আর কিছু নয়।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিগারের জ্বলন্ত আগুনে। তারপর মৃদু স্বরে যোগ করল: 'জীবনে টাকা-পয়সা কম কামাইনি। বেশ ধনী আমি। কিন্তু বয়স তো থেমে থাকে না। বুড়ো বয়সে বেশ একা লাগছে, তা ছাড়া আর কোন আত্মীয় বা উত্তরাধিকারীও নেই আমার। সেজন্যই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে চাইছি। ওকে খুঁজে পেতেই হবে।'

'ওকে যদি পাওয়া না যায়, তা হলে কার ভাগ্যে জুটবে সব সম্পত্তি?'

মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল হেনরি হলিস্টারের চাহনি। 'এ ব্যাপারে আলাপ করতে চাই না, এটা তোমার বিবেচ্য বিষয়ও নয়। আমার নাতনীকে খুঁজে বের করবে, ব্যস, অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না। যথেষ্টরও বেশি মজুরি দেওয়া হবে তোমাকে।'

'পনেরো বছর আগে চলে গিয়েছিল তোমার ছেলে?'

'আমার অমতে বিয়ে করেছিল ও। কিছুদিন ওহাইও আর সেন্ট লুইসে কাজ করবার পর বউ-বাচ্চা নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে।' সিগার থেকে ছাই ঝাড়ল হলিস্টার।

'মেয়েটাকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'জানি। সম্ভাবনা কম ধরে নিয়েই কাজটা দিচ্ছি তোমাকে।'

'মেয়েটা হয়তো এমন পরিচয়ে আছে, ওকে স্বীকার করতে নাও চাইতে পারো তুমি।'

'এটা একটা সম্ভাবনা।'

'আমাকে বেছে নিলে কেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে পশ্চিম সম্পর্কে জানো তুমি। আর্মিতে ছিলে, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা···অনেক লোকের চেয়ে বেশিই আছে তোমার। আরও একটা

ব্যাপার,' সামান্য থেমে শেষে বলল হলিস্টার: 'আউটল ট্রেইলেও চলাফেরা করেছ তুমি।'

'তাই?'

'তা ছাড়া···তোমার বাবাকে চিনি আমি।'

'সত্যি?' প্রশ্নটা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল, কিছুটা অবাকই হয়েছে জন।

'একটু মাথা গরম বা একগুঁয়ে হলেও সৎ লোক ফ্রেডারিক ক্যালকিন। কখনও মতের মিল হয়নি আমাদের। ওর সম্পর্কে একটা কথা না বললেই নয়, একবার কোন কিছুর পিছু নিলে নিরস্ত হতে জানে না।'

'বন্ধু ছিলে তোমরা?'

সিগার নেড়ে ছাই ঝাড়ল হেনরি হলিস্টার। মোটা ভুরুর নীচে চোখ জোড়া নীল বরফের মত শীতল আর নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে এখন। 'উঁহুঁ, অন্তত আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু বলা যাবে না। প্রথম দেখবার পর থেকে একে অপরকে অপছন্দ করেছি আমরা, অবস্থার হেরফের হয়নি কখনও। ···ফ্রেডের ব্যাপারে কথা বলবার জন্য দুই হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসিনি এখানে!' প্রায় অসহিষ্ণু শোনাল কোটিপতির কণ্ঠ। 'কাজের জন্য সেরা লোক ভাড়া করি আমি। তোমার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা থলে বের করল সে। থলের ওজন দেখে জনের মনে হলো ভিতরে স্বর্ণের কয়েন রয়েছে। 'এক হাজার আছে এখানে,' থলেটা টেবিলের উপর রাখল হলিস্টার। 'খরচার খুঁটিনাটি জানতে চাইব না, তবে সাধারণ একটা হিসাব পেলেই চলবে। এ ধরনের কাজে যে বিস্তর বা ফালতু খরচ হয় জানা আছে আমার।'

'মেয়েটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছিলে?'

'সবই ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি পিঙ্কারটনও হার মেনেছে।'

মুহূর্ত কয়েক ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল জন। মন খুঁতখুঁতে করছে, খটকা লাগছে–কী যেন দুর্বোধ্য ঠেকছে; যদিও হেনরি হলিস্টারের কথাবার্তা বা আচরণে এমন কোন আভাস পায়নি, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সতর্ক করছে যে ঘুণাক্ষরেও এই লোককে বিশ্বাস করা যাবে না। সবকিছুর পরও, কাজটা আগ্রহী করে তুলছে ওকে, এদিকে পকেটও প্রায় গড়ের মাঠ···

'বেশ। মেয়েটা যদি বেঁচে থাকে, ওকে খুঁজে বের করব। আর যদি মারা গিয়ে থাকে, কবরটা খুঁজে বের করব।'

'পারবে? অন্যরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, ওকে খুঁজে বের করতে পারবে তুমি?'

'কেন পারব না? আমার সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী না হলে আমাকে ভাড়া করতে না তুমি।'

সরাসরি, মাপা চাহনিতে ওকে দেখছে কোটিপতি। 'উঁহুঁ, ওরকম কোন ধারণা নেই আমার, যদিও তুমিই শেষ ভরসা।' খামের দিকে ইশারা করল সে। 'ঠিকানা লেখা আছে এখানে, সরাসরি অথবা ওয়েলস ফার্গোর মাধ্যমে

যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে। টাকা দরকার হলে ওদের অফিসে চলে যেয়ো, একবারে সর্বোচ্চ এক হাজার পর্যন্ত তুলতে পারবে। এরচেয়ে বেশি দরকার হলে, অবশ্যই ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে হবে আমার সঙ্গে।'

'কত পর্যন্ত খরচ করবে?'

'পঞ্চাশ হাজার। এর বেশি এক পেনিও নয়।'

বিস্তর টাকা, ভাবল জন। 'হয়তো ঠিক ততটাই খরচ করতে হবে।'

অবহেলা ভরে একটা হাত নাড়ল সে। 'ওই মেয়েই আমার সব, এবং আমার সবকিছু ওরই হবে। ও যদি আমার একমাত্র জীবিত আত্মীয় নাও হত, ওকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য হলেও খুঁজে বের করতাম।'

'সফল হলে কত দেবে আমাকে?'

স্বর্ণের থলেটা দেখাল হেনরি হলিস্টার। 'তোমার খরচা মিটিয়ে দেওয়া হবে। যদ্দিন লাগে, প্রতি মাসে দেড়শো ডলার করে বেতন পাবে। আর কাজ শেষে, যদি সফল হও, এক হাজার বোনাস।'

'মাসে দু'শো ডলার।'

অধৈর্য চাহনি ফুটে উঠল হলিস্টারের চোখে। 'দু'শো? আমি তো শুনেছি ত্রিশ ডলারের পাঞ্চার হিসেবেও কাজ করো তুমি!'

'কিন্তু গরু সামলানোর কাজ নয় এটা,' উঠে দাঁড়াল জন। 'দু'শোর কমে রাজি নই। টাকাটা এল পাসোর ওয়েলস ফার্গো অফিসে জমা দিতে হবে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হচ্ছে না বুড়োর, কিংবা ওকেও যে পছন্দ হয়নি, জানে জন। তবে সামান্য দ্বিধার পর ঠিকই রাজি হয়ে গেল সে। 'বেশ, দু'শোই দেব।'

'অগ্রিম।'

অন্য একটা ড্রয়ার থেকে কয়েন বের করে, গুনে গুনে দু'শো ডলার টেবিলের উপর রাখল সে। 'টাকাটা হালাল করবার চেষ্টা কোরো।'

খাম হাতে বেরিয়ে এল জন, কিছুটা হলেও বিহ্বল বোধ করছে। প্রাইভেট-কার থেকে নেমে ঘোড়ার দিকে এগোল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। মনটা খুঁতখুঁত করছে কেন? কাজটা নেহাত সাদামাঠা মনে হচ্ছে, যদিও হারিয়ে যাওয়া লোকের খোঁজ করতে কখনও তেমন কোন আগ্রহ বোধ করেনি ও।

পিছন ফিরে তাকাল, এইমাত্র যে-সেলুনে ছিল, সেখানে হলিস্টার ছাড়া আরও একজনকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো। কোটিপতির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সে, কথা বলছে দু'জন, দৃষ্টি ওরই দিকে। লোকটা দীর্ঘদেহী, চওড়া শক্তিশালী কাঁধ; প্রায় দানবই বলা চলে, সুঠামদেহী হলিস্টারকে ছোটখাট দেখাচ্ছে তার পাশে।

নিগ্রো পোর্টার নয় এ লোক।

তা হলে কে? হলিস্টারের সঙ্গে আলাপের সময় কোথায় ছিল লোকটা?

পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে সচেতনতার কারণে বেঁচে থাকে মানুষ। এভাবেই নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়েছে জন। তৃতীয় লোকটির উপস্থিতি টের পেতে

ব্যর্থ হয়েছে, ব্যাপারটা ত্যক্ত করে তুলল ওকে।

আসলে কে সে? পরিচয় কি? আড়ি পেতে ওদের আলাপ শুনেছে নাকি?

এত বছর বাদে কেন নাতনীকে খুঁজছে হেনরি হলিস্টার? পিঙ্কারটনের ঘাঘু গোয়েন্দারা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, কেন ওকে বেছে নিয়েছে কোটিপতি?

আউটল ট্রেইলে ওর কয়েকজন বন্ধু আছে, সেজন্য? নাকি হলিস্টার মনে করে আসলে ও একজন আউটল? কিংবা হয়তো তার ধারণা হয়েছে মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানা আছে ওর, পিঙ্কারটনের পাওয়া সূত্র ওকেই নির্দেশ করে?

ব্যাপারটা মিলছে না। ভবঘুরে স্বভাবের কারণে বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে জনের, কিন্তু এদের অতীত বা ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে পিঙ্কারটন চেনে ওকে, কারণ আউটল ট্রেইলে চলাফেরা করে এমন প্রতিটি লোক সম্পর্কে ধারণা রাখে ওরা। তা ছাড়া, গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করবার প্রস্তাবও একবার পেয়েছিল ও।

স্যাডলে চেপে শহরের দিকে এগোল জন। প্রাইভেট-কার আর রেল স্টেশনের ব্যবধান প্রায় একশো গজ। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে দোতলা দালান। ফল্স-ফ্রন্টের ঝুল-ছাদ রয়েছে প্রতি তলায়, শেষ বিকেলের তেরছা আলোয় জানালায় ছায়া বিতরণ করছে ওগুলো।

রাস্তার এপাশে ডিপোর কাছাকাছি তিনটে দালান, যার একটা পরিত্যক্ত, অন্য দুটো স্টোর এবং সেলুন।

রাস্তার ওপাশে গুটিকয়েক দালান। হোটেল, রেস্তোরাঁ, জেনারেল স্টোর, লিভারি স্টেবল, কামারের দোকান এবং আরও কিছু দোকান বা অফিস।

স্টেবলে এসে স্টলে ঘোড়া রাখল জন। ঘোড়ার যত্ন-আত্তির করবার জন্য হসল্যারকে দুই পেনি ধরিয়ে দিয়ে উইনচেস্টার আর স্যাডলব্যাগ তুলে নিয়ে হোটেলের দিকে এগোল।

সাপারের সময় এখন, স্বভাবতই রাস্তায় লোকজন কম। একটা নেড়ি কুকুর ঘুরঘুর করছে, মাঝে মধ্যে লেজ নাড়ছে, বিরক্ত হতে অনিচ্ছুক; হিচিং রেইলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ঘোড়া। পরিত্যক্ত দালানের অন্ধকার হলওয়েতে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল সিগারেটের আগুন, পাফ করেছে কেউ। সোনার কয়েনগুলোর ওজন সম্পর্কে সচেতন হলো জন। ডান হাতে উইনচেস্টার রেখে, দরজা ঠেলে লবিতে পা রাখল ও।

বেশ বড়সড় কামরা। উঁচু সিলিং। মাঝখানে একটা পিলারকে ঘিরে চামড়ার কুশনের তৈরি সিটী রয়েছে। একটু দূরে, দেয়ালের কাছাকাছি কয়েকটা সাধারণ চেয়ার এবং আরও একটা সিটী। ফাঁকে ফাঁকে পেতলের পিকদানি রাখা। সবুজ আইশেড এবং স্লীভ গার্টার পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের পিছনে। মুখমণ্ডলের তুলনায় বেখাপ্পা ও বড় গোঁফ চিবুক ছাড়িয়ে প্রায় ঝুলে পড়েছে; মুখটাও চিপসে যাওয়া। পুরানো একটা পত্রিকা পড়ছে সে।

'একটা কামরা চাই,' বলল জন।

নিরানন্দ চাহনিতে ওকে মাপল লাল গোঁফ। সারা জীবনে অসংখ্য কাউহ্যান্ডকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়। 'তিন বেডের এক কামরায় একটা বিছানা খালি আছে। নেবে? ভাড়া সিকি ডলার।'

'আস্ত একটা কামরা,' পুনরাবৃত্তি করল ও। 'এবং একা।'

'পঞ্চাশ সেন্ট,' অবহেলার স্বরে জানাল লোকটা, ধরেই নিয়েছে রাজি হবে না খদ্দের।

তালু থেকে আধ-ডলারের কয়েনটা কাউন্টারের উপর ছেড়ে দিল জন। 'চাবিটা দাও।'

'চাবি নেই। দরকার হয় না কিনা, লোকজন এমনিতে থাকে।' সিঁড়ির দিকে ইশারা করল সে। 'উপরে ওঠবার পর ডানে। কোণের কামরা। দরকার মনে করলে দবজার নবের নীচে একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে রেখো।'

'আমার ঘুম হালকা, মানুষটা আমি অস্থির প্রকৃতির। বহুদিন ইন্ডিয়ান এলাকায় ছিলাম। রাতে হাঙ্গামা বা গুলির শব্দ হলে উপরে চলে যাবে তুমি, *যন্ত্রণাটা*কে ভাগিয়ে দেবে—সে যেই হোক।'

নিখাদ বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল কেরানি, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে পত্রিকায় মনোযোগ দিল।

'ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যাবে?'

'তিন দরজা পর। ট্রেসি'স কর্নার। ট্রেসিকে অবশ্য পাবে না ওখানে, তবে ওর কুকের রান্না ভাল।'

ভাড়া হিসেবে পাওয়া পঞ্চাশ পেনি নাকি কুকের প্রসঙ্গ, ঠিক বোঝা গেল না, আচমকা আলাপে উৎসাহী হয়ে পড়ল কেরানি। 'ক্যালকিন?' রেজিস্ট্রারে চোখ বুলিয়ে জানতে চাইল সে। 'আইরিশ নাম, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল জন।

'অনেকদিন থাকবে নাকি?'

'এক বা দু'দিন,' থামল ও। ওর এখানে আসবার কারণ জানতে পারলে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করবে না কেরানি, ভেবে শেষে বলল: 'পুরো গ্রীষ্ম বেগার খেটেছি। এবার বিশ্রাম নেব।' সম্ভবত প্রাইভেট-কার থেকে ওকে বেরিয়ে আসতেও দেখেছে কেউ কেউ, তাই যোগ করল: 'তবে ভাল অফার পায়ে ঠেলে কে! আশপাশে থাকতে বলা হয়েছে আমাকে। গাইডের বা ওরকম একটা কাজ পেলে ভাল হত। ভেবেছি গাইড দরকার হবে প্রাইভেট-কারের ওই লোকের, কথা বলবার জন্য গেলাম; কিন্তু ওর নাকি দরকার নেই। কিচ্ছু দরকার নেই! কারও সঙ্গে দেখা করে না ব্যাটা!'

মাথা নাড়ল কেরানি। 'দু'তিনদিন ধরেই আছে। শুনেছি লোকটা জমি কিনতে চায়। নিজস্ব গাইড আছে ওর, এখানেই ঘুমায় লোকটা।'

দোতলায় চলে এল জন।

কামরাটা চলনসই। এরকম ছোট শহরে এরচেয়ে ভাল কিছু আশা

করাও যায় না। ডাবল বেড, সাদা বৌল এবং কলসি সহ ওঅশস্ট্যান্ড, দুটো চেয়ার—যার একটা রকার, আর মেঝেয় বিছানো মোটা কম্বল। বিছানার পাশে ছোট্ট স্ট্যান্ডের উপর কেরোসিন লণ্ঠন রয়েছে। ওটা জ্বালানোর ঝামেলায় গেল না জন, ইতোমধ্যে ঘরের আবছা অন্ধকারের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে: কোন কামরায় উঠেছে, অন্যদের জানিয়ে দেওয়ার খায়েশ নেই ওর। সন্তর্পণে জানালার কাছে সরে এল, পর্দা না ছুঁয়ে রাস্তার উপর নজর চালাল। পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে চলে গেল দৃষ্টি। গাঢ় অবয়বটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

কোন ভবঘুরে বা পকেট ফুটো হয়ে যাওয়া কাউবয়ও হতে পারে, কিংবা কোন যুবক—হয়তো প্রেমিকার জন্য অপেক্ষায় আছে। যাই হোক, সতর্ক থাকতে অসুবিধা নেই, তাতে বরং ঘাড়ের উপর মাথাটা টিকে থাকে বহু বছর।

নীচে নেমে এল জন। হোটেল ছেড়ে বেরোতে গেলে ওকে দেখতে পাবে লোকটা, যদি না—সিঁড়ির গোড়ায় এসে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হলওয়ে ধরে এগোল ও, তারপর পিছনের দরজা-পথে বেরিয়ে এল। বাইরে আসা মাত্র, ঝটিতি একপাশে সরে গেল, গাঢ় অন্ধকার আর ছায়ার মধ্যে মিশে গিয়ে চারপাশে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চালাল। একটু দূরে একটা দালানের পিছনের দরজা-পথে চৌকো আলো ছিটকে পড়েছে, জানালায়ও আলো দেখা যাচ্ছে। তিন দালান দূরে ওটা। সম্ভবত রেস্তোরাঁ, ধারণা করল জন।

অপরিসর, অস্পষ্ট পথ ধরে এগোল ও। কিছুক্ষণ পর আচমকা সামনে এক লোককে দেখতে পেল, পাত্র ভরা পানি ফেলতে পিছন-দরজায় এসেছে লোকটা, সেকেন্ড খানেক দেরি হলে ছুঁড়ে ফেলা পানি ওর গায়ে পড়ত।

'হাউডি!' মৃদু স্বরে স্বাগত জানাল জন। 'রান্নাঘর হয়ে ঢুকলে অসুবিধে নেই তো?'

'তোমার মর্জি,' সাদা অ্যাপ্রন লোকটার গায়ে, দরজার কবাট মেলে ধরল সে। 'ক্যাফের সামনের দরজায় চেহারা দেখাতে চাও না?'

রোদপোড়া মুখ। তবে সময়ও ছাপ রেখে গেছে মুখটায়। কাউ-ক্যাম্পের কুক, এক মাসের রোজগার বাজি রেখে বলতে পারবে জন।

আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ফুটল ওর মুখে। 'যদ্দূর জানি, আমার চাঁদির চামড়ার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে না কেউ। ওপাশে, খালি দালানে এক লোককে দেখলাম, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া যেন কোন কাজ নেই ওর। ভাবলাম অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার। তুমিই এখানকার কুক?'

'চীফ কুক এন্ড বটল-ওয়াশার। চাক ওয়্যাগন আর ট্রেইলে বহুদিন কাজ করেছি, বেকারির কাজও জানি।' লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; সুঠামদেহী। ধূসর গোঁফ চিবুক ছুঁয়েছে। 'মাটিতে শু'তে শু'তে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, পদোন্নতি পেয়ে তাই চলে এলাম এখানে। সকাল ছয়টা থেকে রেস্তোরাঁ খোলা পাবে।'

রান্নাঘর হয়ে এগোনোর সময় ফের ওকে নিরীখ করল সে। 'চিনেছি এবার! মন্টানার ওদিকে ট্রেইলে কয়েকবার দেখা হয়েছে আমাদের, তাই না? তোমার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গেও জানাশোনা আছে আমার। একজনের কথা না বললেই নয় ; মিল্ট ক্যালকিন। ফুর্তিবাজ লোক! স্টেজে শটগান গার্ড হিসেবে কাজ করছিল। দু'বার রাইড করেছি ওর সঙ্গে।'

'মাটিতে শু'তে মাঝে মধ্যে আমারও একঘেয়ে লাগে।'

অ্যাপ্রনে হাত মুছল কুক। 'গরুর রোস্ট আছে, চাইলে ডিমও পাবে। এত রাতে অবশ্য ঝামেলায় যাই না, তবে তুমি যেহেতু পরিচিত মানুষ...'

'ধন্যবাদ। গত তিন মাসে ডিম চোখে দেখিনি। রোস্টও চলবে কিন্তু।'

'জানি,' থামল সে ক্ষণিকের জন্য, দৃষ্টি এখনও স্থির হয়ে আছে জনের উপর। 'আমার নাম ফ্রাংক কেড।'

'আচ্ছা! *লেযি ও-বার*-এ কুক ছিলে? *ওয়াই-ওভার-ওয়াই* আউটফিটে কাজ করেছি আমি।'

'*লেযি ও-বার*-এর ছেলেরা বলত বিস্কুট আউটফিট। ব্র্যান্ডে চ্যাপ্টা ও ব্যবহার করত কিনা ; ভাল আউটফিট।'

সেলুনের মত রেস্তোরাঁও তথ্যের জায়গা, সেটা চিন্তা করে প্রসঙ্গটা তুলল জন। 'রেল-কারের ওই লোকটা, হেনরি হলিস্টারের ডাকে এসেছি এখানে। বলল আমাকে একটা কাজ দেবে।'

'হলিস্টার? রেস্তোরাঁয় আসেনি কখনও। কারে বসেই খায়, ঘুমায়ও ওখানে। তবে দেখেছি লোকটাকে। ওর বডিগার্ডকেও দেখেছি।' অর্থপূর্ণ চাহনি হানল কেড। 'দেখেছ ওকে—দীর্ঘদেহী, ঢালু কাঁধের লোক? তোমার চেয়েও ভারী, রোদপোড়া রং। শুনেছি পিস্তলেও নাকি দারুণ ওর হাত।'

'নাম আছে তো একটা?'

'স্মোক রেফার্টি। দক্ষিণের লোক বোধহয়। হলিস্টার ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। চালু মাল। নিজের ওজন বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন।'

কুককে ছাড়িয়ে গেল জনের দৃষ্টি। বেশিরভাগ টেবিলই শূন্য। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, জানতে চাইল: 'হলিস্টার কি অনেকদিন ধরে আছে এখানে?'

'না, সেদিন এলো কেবল,' নিচু হয়ে গেল কেডের কণ্ঠ। 'কয়েকজনের কাছে শুনেছি বিশ মাইল পিছনে একটা পানির ট্যাঙ্কের কাছে থেমেছিল, প্রায় সপ্তাহ খানেক ছিল ওখানে। আশপাশে কিছু রাইডিংও করেছে ওরা। আলাদা বগিতে ঘোড়া নিয়ে এসেছিল।'

রেস্তোরাঁর সামনের অংশে ঢুকল জন। কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল, দরজা আর বাইরের রাস্তায় অনায়াসে নজর রাখতে পারবে। পরিত্যক্ত দালানটা এখান থেকে অনেক দূরে, তাই অপেক্ষমাণ ওয়াচারকে চোখে পড়ছে না। খদ্দেররা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কেউ মুখ তুলে দেখল না ওকে।

জানালায় পর্দা আর টেবিলে লাল-সাদা টেবিল-ক্লথ এবং ন্যাপকিন শোভা পাচ্ছে। টিনের থালায় নয়, বরং খাঁটি চাইনিজ তৈজসপত্রে খাবার পরিবেশন করা হয়। ঝকঝকে পরিষ্কার।

একটা টেবিলে সস্ত্রীক বসেছে এক র‍্যাঞ্চার, সম্ভবত রুচি বদল করতে র‍্যাঞ্চ থেকে শহরে চলে এসেছে। নীল শার্ট আর ওভারঅল পরা দু'জন রেল কর্মচারী অন্য এক টেবিলে বসেছে। চকচকে ইমিটেশনে মোড়া হীরার স্টিক-পিন ঝুলছে এক ড্রামারের কোটে, সে বসেছে বেশ দূরের একটা টেবিলে; আর কাছাকাছি টেবিলে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী, পরনে ঝকঝকে নতুন পোশাক।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো ওদের, তারপর জনকে ছাড়িয়ে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। সুন্দরী মাত্র যা হয়, মেয়েটার চাহনিতে আমন্ত্রণ বা প্রলোভন দূরে থাক, স্বাভাবিক কৌতূহলও নেই; বরং সন্ত্রস্ত এবং বিক্ষিপ্ত মনে হলো।

রান্না করা ডিম, গরুর মাংসের রোস্ট আর আলুর ফ্রাই পরিবেশন করল কেউ। থালা নামিয়ে রেখে কফি আনতে রান্নাঘরে ফিরে গেল সে।

ধীরে-সুস্থে খাওয়া শুরু করল জন। মনে দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। একজন লোকের দেওয়া টাকা রয়েছে পকেটে, এবং কাজ শেষ করে টাকাটা হালাল করবার ষোলোআনা ইচ্ছে আছে ওর; কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন ভিড় করেছে মনে, যেগুলোর উত্তর পাওয়া জরুরি মনে হচ্ছে।

পশ্চিম বুনো জায়গা। হেনরি হলিস্টারের মত পুবের মানুষ এখানে এলে সঙ্গে দেহরক্ষী রাখবে, এতে অস্বাভাবিকতা নেই। জমি কিনবার ইচ্ছে থাকলে আশপাশের এলাকা সম্পর্কে জানে এমন কাউকে প্রয়োজন হবে তার। রেল-কারের তৃতীয় লোকটা রেলরোড ডিটেকটিভ হতে পারে, তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে ওকে অবগত করবার যৌক্তিক কারণও ছিল না হলিস্টারের। কোটিপতি বলেনি যে একাই আছে ওরা, কিংবা গোপনেও নাতনীর খোঁজ করছে না সে।

বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, অন্তত পশ্চিমে—যেখানে কোথাও স্থির হতে পারে না মানুষ। কোত্থেকে হারিয়ে গেছে, প্রথমে ওই জায়গার সন্ধান জানতে হবে ওকে।

মেয়েটার বাবা, হলিস্টারের ছেলে সম্ভবত মারা গেছে। সত্যিই কি মৃত? সেক্ষেত্রে মা-র কী হলো? মহিলা সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেত। স্বামী মারা যাওয়ার পর নিশ্চই স্বজনদের কাছে চলে গেছে, নাকি অন্য কোথাও থাকছে?

পশ্চিমে হারিয়ে যাওয়া সহজ মনে হলেও আসলে ততটা সহজ নয়। একা ভ্রমণ করে না কেউ; আর ভ্রমণকালে আশ্রয়, খাবার, পোশাক বা যাতায়াতের জন্য অন্যদের সাহায্য নিতে হয়। আবহাওয়া, ট্রেইল কিংবা ওঅটরহোলের উৎস বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ করতে গেলে স্বভাবতই গন্তব্যের প্রসঙ্গ চলে আসে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিঙ্কারটনের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, গোয়েন্দাদের কেউ কেউ পশ্চিমের লোক। কিন্তু সত্যিই কি পশ্চিম বা এখানকার লোকজন সম্পর্কে ততটা জ্ঞান রাখে ওরা?

র‍্যাঞ্চার দম্পতি বেরিয়ে গেল। একটু পর ড্রামারও উঠে দাঁড়াল, তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে চরম ব্যর্থ হয়েছে বেচারা, বিরস বদনে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে।

হঠাৎ, সামান্য পাশ ফিরে নিচু স্বরে জনের মনোযোগ আকর্ষণ করল মেয়েটি। 'স্যার? দয়া করে কি আমাকে সাহায্য করবে?'

'বলো, ম্যা'ম।'

রেলরোড কর্মচারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে। একজনের মধ্যে চলে যাওয়ার তেমন ইচ্ছে দেখা গেল না, আড়চোখে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। সামান্য ইতস্তত করবার পর বেরিয়ে গেল। লোকটার চাহনি আর দ্বিধা দেখে খটকা লাগল জনের, যেন কথা বলতে চেয়েছিল ওর সঙ্গে।

কেন?

'খাবারের দাম শোধ করতে পারব না আমি, স্যার,' দারুণ অপ্রতিভ দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। 'অত টাকা নেই আমার কাছে। খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম।'

খানিক বিরক্তি অনুভব করল জন। একাকী এবং কপর্দকশূন্য মহিলাদের জন্য পশ্চিম বড় কঠিন জায়গা। 'কোথাও যাচ্ছ তুমি?' মুহূর্ত খানেক পর জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, কিন্তু যথেষ্ট টাকা নেই আমার কাছে। যা ছিল এতদূর আসতে খরচ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে আমার।'

'এখানে?' ভদ্র কোন মেয়ের উপযুক্ত জায়গা নয় এটা। পুরো শহরে হয়তো বড়জোর ষাটজন লোক বাস করে।

'চলে আসা ছাড়া উপায় ছিল না আমার,' সামান্য দ্বিধার পর বলল মেয়েটা। 'হাতে যা ছিল সব খরচ করে টিকেট কিনেছি, ভেবেছি যত দূর যাওয়া সম্ভব...'

টাকার অপব্যবহার বা অমিতব্যয়িতার পরিণতি কখনোই সুখকর হয় না। মেয়েটির পরনে আনকোরা পোশাক থাকবার পরও, নিষ্পাপ এবং সৎ ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে জনের মনে। অস্থির হয়ে পড়েছে বেচারী, ছটফট করছে, বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে বা থাকবে। মেয়েটির একটা ব্যাপার প্রথমেই নজর কেড়েছে—দৃঢ় চিবুক বা তাকানোর ভঙ্গিতে এক ধরনের দৃঢ়তা রয়েছে, যা দেখে নীরবে সমীহ বোধ করছে জন।

'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই তোমার?'

'না, স্যার।'

এবার বোধহয় মিথ্যে বলেছে, ভাবল জন। 'কিছু টাকা দেব তোমাকে। ডেনভার, সান্তা ফে বা বড় কোন শহরে গেলে মনমত কাজ খুঁজে পাবে।

এখানে এমন কিছু নেই…' তখুনি একটা আইডিয়া খেলে গেল ওর মাথায়।
'এখানেই থাকবার ইচ্ছে আমার। জায়গাটা ভাল লেগেছে।'

এখানে? পছন্দ করবার মত কী আছে এখানে? সামান্য রেল স্টেশন, কাছাকাছি র‍্যাঞ্চারদের জন্য গরুর বাজার–সাইড ট্র্যাক, লোডিং পেন, বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে ওঠা কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি। নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ জায়গা! শীতে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে, গ্রীষ্মে মরুভূমির মত শুষ্ক আর তপ্ত থাকে। সবসময় ঝড়ো বাতাস বয়ে যায়।

'একশো ডলার দেব তোমাকে,' বলল জন, মনে মনে ভাবছে নেহাত বোকামি করছে কিনা। একজন কাউহ্যান্ডের তিন মাসের রোজগার অপাত্রে দান করছে হয়তো।

আরক্ত হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'স্যার, আমি…'

'বলেছি দেব, দান করব বলিনি। ইচ্ছে করলে ধারও মনে করতে পারো। শহরটা রেলরোডের শেষ প্রান্তে, সামনের দিকে আর কিছুই নেই। ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ থাকে না এখানে।' একটু আগের আইডিয়াটা ফিরে এল ওর চিন্তায়। 'মনে হয় না কোন কাজ পাবে, যদি না ফ্রাংক কেড এখানেই কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারে…হয়তো একজন ওয়েট্রেসের দরকার আছে ওর।'

রেস্তোরাঁর মালিক, ট্রেসির মতামত কে নেবে? এ ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া হবে মহিলার?

পকেট থেকে পাঁচটা স্বর্ণঈগল বের করে মেয়েটির টেবিলে চলে এল জন, টেবিলের উপর রাখল কয়েনগুলো। 'এবার বোধহয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। হিসাব করে খরচ করলে, অন্তত একটা কাজ খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত এতেই চলে যাবে তোমার। যদি চলে যেতে চাও, ডেনভার পর্যন্ত ভাড়াও হয়ে যাবে।'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলেছিল মেয়েটি, কিন্তু হাত নেড়ে বাধা দিল জন। 'এরকম বিপদে আমিও পড়েছি, ম্যা'ম। তাই জানি ব্যাপারটা কেমন। সত্যি কথা হচ্ছে, সমস্যাটা মোকাবিলা করা পুরুষদের জন্য অনেক সহজ।'

নিজের টেবিলে ফিরে এসে হেনরি হলিস্টারের দেওয়া বাদামি রঙের খামটা খুলল ও। কয়েকটা ছবি রয়েছে ভিতরে। প্রথম ছবি নিখুঁত ও পরিপাটি পোশাক পরা এক যুবকের, একটা চেয়ারের ব্যাকরেস্টে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখে বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি, কিন্তু নিরানন্দ মুখ।

দ্বিতীয় ছবিটাও তার, তবে পাশে কমবয়েসী এক যুবতী বসে আছে। সুশ্রী কিন্তু দুর্বিনীত মুখ, দেখেই কৌতূহলী হয়ে উঠল জন। তৃতীয় ছবিটাও এদের, তবে এটায় যুবক দাঁড়িয়ে আর কোলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে বসে আছে মহিলা।

শেষ দুটো ছবি বাইরে তোলা। ছবির মুখগুলো ছাড়াও কয়েকটা ব্যাপার

মনোযোগ কেড়ে নিল জনের।

ছবি নামিয়ে রেখে কাপে কফি ভরল ও, খাম থেকে চিঠিগুলো বের করল। উপরের চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটা কাগজ পিন দিয়ে আটকানো, তাতে কয়েকটা নামের তালিকা:

জ্যাক হলিস্টার
স্ত্রী : নোরা বেলচার
কন্যা : অ্যান
সন্দেহভাজন সহযোগী :
স্যাম স্নাইডার
বব পিটার্স

নামগুলো অপরিচিত।

অ্যান! মনে মনে নামটা আওড়াল জন। হেনরি হলিস্টার এই মেয়ের কথা বলেছে, একেই খুঁজে বের করতে হবে।

যুবতী অর্থাৎ নোরা বেলচারের উপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। মুখের আদল চেনা চেনা ঠেকছে! কখনও দেখেছে নাকি, নিজেকে প্রশ্ন করল জন, পরিচয় হয়েছিল?

ছোট্ট নোটের সারবস্তু: নোরা বেলচারকে বিয়ে করেছিল জ্যাক হলিস্টার আর অ্যান তাদের সন্তান। জ্যাক বা নোরার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রয়েছে স্যাম স্নাইডার এবং বব পিটার্সের।

পিঙ্কারটনের রিপোর্ট পড়তে গিয়ে বিরক্তি অনুভব করল ও। প্রচুর টাকা আর সময় খরচ করেছে ওরা, রিপোর্টটাও সেরকম দীর্ঘ, জটিল; অথচ আসল প্রশ্নের উত্তর নেই। পিঙ্কারটনের ক্ষেত্রে যা খুবই অস্বাভাবিক। প্রায় অবিশ্বাস্য।

পিঙ্কারটনের রিপোর্টে লেখা: চিঠিগুলোর প্রাপক মৃত। ওগুলো কোত্থেকে এসেছে, এমন কোন তথ্য নেই।

সব ছবি আর কাগজপত্র একত্র করে খামে ভরতে গিয়ে তৃতীয় ছবিটা মেঝেয় পড়ে গেল, খানিক দূরে সরে গেল ওটা। পাশ ফিরে তাকাল জন, দেখল ঝুঁকে ছবিটা তুলে নিয়েছে তরুণী। ওর দিকে বাড়িয়ে দেওয়ার সময় ছবির উপর নজর পড়ল মেয়েটার, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল।

ছবিটা তুলে নেওয়ার জন্য জনও ঝুঁকে পড়েছিল, চোখ তুলে মেয়েটির বিস্ময় আর আঁতকে ওঠা অভিব্যক্তি দেখতে পেল। প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তরুণীর ঠোঁট জোড়া। 'কোন সমস্যা, ম্যা'ম?' সিধে হয়ে জানতে চাইল ও। 'এদেরকে চেনো নাকি?'

'চিনি কিনা? নাহ্! কীভাবে চিনব? ব্যাপারটা আসলে···মেয়েটা এত

সুন্দরী!'

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে ছবিটা ফেরত দিল মেয়েটি, অন্তত তাই মনে হলো জনের।

'ধন্যবাদ। ভেবেছি তুমি হয়তো চেনো এদের।'

'ওরা কি তোমার আত্মীয়?'

'না। তবে এদের খোঁজ জানবার চেষ্টা করছি।'

'তাই? তুমি কি অফিসার?'

'না, ব্যাপারটা ব্যবসায়িক।' মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল ও: 'তুমি কিন্তু পরিচয় দাওনি, ম্যা'ম।'

'তুমিও,' প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল পুরুষ্টু ঠোঁটে। 'আমি ক্যাথরিন টার্নার।'

'জন ক্যালকিন,' রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি চালাল জন, দেখল নিজের কাজে ব্যস্ত ফ্রাংক কের্ড। 'এখন বোধহয় কথা বলতে পারবে না ও, তবে এখানে থাকবার ইচ্ছে থাকলে পরে ওর সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। হয়তো বাড়তি একজন লোক পেলে খুশি হবে কেড।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাথি। একটু পর রাস্তায় দেখা গেল ওকে, হোটেলের দিকে যাচ্ছে।

আচ্ছা, ভাবছে জন, এমনও হতে পারে রাস্তার ওপাশের লোকটা ওকে নয়, বরং এই মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখছে? এ ধারণাটা বেশি যৌক্তিক। ক্যাথি টার্নার নিঃসন্দেহে দারুণ সুন্দরী।

একটা একটা করে, চিঠি পড়তে শুরু করল ও, যদিও মোটেই মনোযোগ দিতে পারছে না; মনটা পড়ে আছে অন্য কোথাও। ছবির দম্পতির দু'জনকে না হলেও অন্তত একজনকে চেনে ক্যাথি টার্নার, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া মেয়েটার আঁতকে উঠবার কোন কারণ ছিল না।

ক্যাথরিন টার্নার আসলে কে? কেন এসেছে, কী কারণে থাকতে চাইছে এখানে?

রেস্তোরাঁয় ক্যাথির উপস্থিতি কি শুধুই কাকতালীয় ঘটনা? সাহায্যের জন্য ওকেই বা বেছে নিল কেন? হয়তো শেষ খদ্দেরকে একা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল মেয়েটা, যদিও সাহায্য করতে মুখিয়ে ছিল ড্রামার লোকটা, স্পষ্ট বুঝিয়েও দিয়েছে।

অতীত থেকে জানে জন, মেয়েরা বরাবরই আগ্রহী হয়ে পড়ে ওর প্রতি, যদিও কারণটা কখনও স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। হয়তো ওর মুখে দূর অঞ্চলের গল্প শুনতে পায় বলে–যেসব অঞ্চল কখনও দেখতে পায়নি তারা, সম্ভবত দেখতে পাবেও না।

এত জায়গা থাকতে কেন এখানেই থাকতে চাইছে ক্যাথরিন টার্নার? অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরও দুটো প্রশ্ন এসে যাচ্ছে: নাতনীর খোঁজ করবার জন্য কেন অখ্যাত এই শহরে এসেছে হেনরি হলিস্টার?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ওকেই বা বেছে নিল কেন?

দুই

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্রাংক কেড। 'তরুণী লেডির সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম তোমাকে। দারুণ সুন্দরী, তাই না?'

'একটা কাজ দরকার ওর, ফ্রাংক। রেলরোডের কর্মচারীরা যদি দেখে সুন্দরী একজন ওয়েট্রেস আছে তোমার, দ্বিগুণ ব্যবসা করতে পারবে।'

'সেটা কি বুঝি না আমি? যদি সত্যিই কাজের দরকার থাকে ওর, অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যদি এখানে কাজ করবার ইচ্ছে থাকে মেয়েটার।'

যে-কোন উৎস থেকে তথ্য মিলতে পারে। অন্তত চেষ্টা করতে দোষ কি! 'ফ্রাংক, জ্যাক হলিস্টার নামে কাউকে চেনো? নোরা বেলচার নামটা শুনেছ কখনও?'

'উঁহুঁ,' মুখ তুলে তাকাল সে। 'জ্যাক হলিস্টার? প্রাইভেট-কারের ওই লোকটার আত্মীয় নাকি?'

'ছেলে।'

'আচ্ছা! শুনিনি, তবে অন্য নামটা···বেলচার···চলতি না হলেও পরিচিত লাগছে।' রান্নাঘরের দিকে এগোল কুক। 'নাস্তার সময় আসবে নাকি? ছয়টার সময় রেস্তোরাঁ খুলি।'

'আসব। জানালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাইরে তাকাবে, ফ্রাংক? দেখো তো দরজার ধারে কেউ আছে কিনা, হোটেলের কাছাকাছি রাস্তায়ও থাকতে পারে।'

ফিরে এসে এঁটো বাসন-কোসন জড়ো করতে শুরু করল সে। দু'বার জানালা পথে বাইরে তাকাল। শেষে জানাল: 'নেই কেউ।'

অন্ধকার এবং নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। এক ব্লক দূরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা লণ্ঠন, আর একটা বাড়ির জানালা-পথে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। সেলুনের হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলো উধাও হয়ে গেছে, একটা রিগও নেই।

বোর্ডওঅকে চাপা প্রতিধ্বনি তুলল ওর বুটের শব্দ। এ পর্যন্ত কত শহরে গেছে? কত বোর্ডওঅক আর ছোট্ট হোটেলে পা রেখেছে? এখানে কেন এল, অথচ কলোরাডোর বাথানে স্বজনদের সঙ্গে আয়েশে কাটিয়ে দিতে পারত

বিশ্রামের সময়টুকু? হয়তো ইতোমধ্যে ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছে জেফ।

সরু গলিতে স্যাডল পরানো একটা পনি চোখে পড়ল, যে-কোন সময়ে যাত্রা করবার জন্য তৈরি। এমন জায়গায় ওটাকে রাখা হয়েছে যে সহজে কারও চোখে পড়বে না। ঘোড়াটার নিতম্বে সাদা-ছোপ।

সঙ্গে কিছু স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে, এ ছাড়া অস্বস্তি বোধ করবার কারণ না থাকলেও এ মুহূর্তে ঠিক তাই বোধ করছে জন।

শূন্য লবিতে প্রবেশ করল ও। ডেস্কের পিছনের চেয়ারে শরীর এলিয়ে ঢুলছে লাল গোঁফের কেরানি, বুকের উপর পড়ে আছে পত্রিকাটা। চামড়ার সিটী থেকে দুটো পত্রিকা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল জন, দোতলায় চলে এল। উল্টোদিকে, এক কামরা বাদে অন্য একটার দরজার নীচ দিয়ে সরু আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে প্রায় অন্ধকার করিডরে। ক্যাথি টার্নারের কামরা? বোধহয়।

নিজের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, অস্বাভাবিক হলেও দ্বিধা করছে। হঠাৎ এমন অস্থির হয়ে পড়ল কেন? দরজার একপাশে সরে গিয়ে নব ধরে মোচড় দিল, ভিতরের দিকে ঠেলে দিল পাল্লা। অন্ধকার এবং নীরব কামরা। ডান হাতে পিস্তল রেখে বাম হাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল···শূন্য কামরা।

এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠন জ্বালাল জন। বিছানার উপর পড়ে থাকা জিনিসপত্র নজর কেড়ে নিল ওর, ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সবকিছু। ঝটপট স্যাডলব্যাগ থেকে বের করেছে বটে, কিন্তু ঢুকিয়ে রাখবার গরজ অনুভব করেনি তল্লাশি করতে আসা লোকটা। নাকি সময় পায়নি? কী খুঁজছিল সে? ব্ল্যাঙ্কেট-রোলের ভাঁজ খোলা, ছড়িয়ে আছে মেলে দেওয়া মাদুরের মত।

কোন কিছুই খোয়া যায়নি, একনজর দেখে নিশ্চিত হলো জন। পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজের থলে, পানি-নিরোধক দেয়াশলাই বাক্স, তীক্ষ্ণধার ছুরি, দুটো পরিষ্কার শার্ট–সযত্নে ভাঁজ করে ব্ল্যাঙ্কেট-রোলে রেখেছিল ও, ধোয়া মোজা, রুমাল আর কয়েকটা বুট পলিশ। চকচকে বুটের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে ওর।

বাড়তি বোতাম ছাড়াও সেলাই করবার জন্য জিনিসপত্র আছে ওর, এক প্যাকেট চকমকি পাথরও রয়েছে–সবকিছু কোন কারণে ভিজে গেলে আগুন জ্বালানোর জন্য কাজে লাগে।

ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে নিজেকে নগ্ন এবং অসহায় মনে হচ্ছে ওর। কঠিন পরিশ্রমী জীবনে পুঁজি বলতে এসবই, নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু এগুলো দেখে বোঝা যাবে না যে জুড়তে গিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে–বালিঝড়, তুষার বা স্ট্যাম্পিডকে মোকাবিলা করতে হয়েছে, কেটেছে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বিনিদ্র অনেক রাত। ত্রিশটা বসন্তের প্রাপ্তি হচ্ছে বিছানার উপর পড়ে থাকা টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস আর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা।

এই বয়সে ওর বাবা গুটিকয়েক সেতু আর স্টীমবোট তৈরি করেছেন, কুইবেকের গ্যাসপে পেনিনসুলা থেকে সুদূর কলোরাডোয় পাড়ি জমিয়েছেন। যেখানেই থেমেছেন, কিছু একটা তৈরি করে নিজের চিহ্ন রেখে গেছেন। ওর যদি কিছু হয় এখন, জন ক্যালকিনের কী চিহ্ন থাকবে পৃথিবীর বুকে? কিচ্ছু না। বিদগ্ধ গ্রীষ্মে ইবলিশের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে প্রেয়ারিতে বয়ে যাওয়া ধূলিঝড় মাটির বুকে যে-চিহ্ন রেখে যায়, ঠিক তাই রেখে যাবে ও। সামান্য, খুবই সামান্য। কিংবা একেবারে কিছুই নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে যুগপৎ ক্ষুব্ধ এবং ত্যক্ত জন। সবারই ন্যূনতম গোপনীয়তা রয়েছে, থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, অন্য কারও সেটা লঙ্ঘন করা অনুচিত কিংবা এভাবে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাড়াচাড়া করাও অপরাধ। ক্ষোভটা ক্রমশ রাগে রূপান্তরিত হচ্ছে, টের পেল জন, ধীরে ধীরে বাড়ছে। এভাবে ওর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দেওয়ার অধিকার নেই কারও।

হয়তো…অ্যান হলিস্টারকে খুঁজে পেলে কারণটা জানা যাবে। ক্ষোভ বা রাগ কিছুটা হলেও প্রশমন হবে তখন। আর যাই হোক, অঢেল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে মেয়েটা, এই মুহূর্তে হয়তো নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় কোথাও আছে।

প্রতিটি সকাল থেকে জীবনের শুরু, জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে রাখবার সময় দার্শনিকের মত ভাবল জন। সকাল মানেই বর্তমান, নতুন দিনের শুরু, নতুন জীবনের শুরু; অতীত নিয়ে চিন্তিত না হলেও চলে। অতীতে যাই হোক, বর্তমান থেকে যে-কারও জীবন নতুন ভাবে শুরু হতে পারে।

রাগটা ফিরে এল আবার। কী খুঁজছিল ওরা? এমন কী আছে ওর কাছে যে অন্যরা চাইতে পারে? টাকা?

হয়তো…বাদামি ম্যানিলা খামটার খোঁজ করছিল? কিন্তু কেন?

বিছানায় বসে বুট খুলল জন, মাংসপেশি শিথিল করে দিয়ে ম্যাসেজ শুরু করল—ক্লান্তি ঘুচাবার ইচ্ছে। সত্যি কি মেয়েটাকে খুঁজে পাবে? সম্ভব? নিজের বিশ্বাসকে প্রশ্ন করল ও। নাকি কাজের ছুতোয় কিছুদিন আয়েশে কাটিয়ে দিতে চায় বলেই রাজি হয়েছে? গরু দাবড়ানোর চেয়ে হারিয়ে যাওয়া কোন মেয়েকে খোঁজা অনেক আরামের কাজ।

সেন্ট লুইস থেকে শুরু করা উচিত, কারণ ওটাই জ্যাক হলিস্টারের শেষ ঠিকানা। বড় শহর বলে ওখানে তেমন পরিচিতি নাও থাকতে পারে জ্যাকের, খোঁজ পাওয়াও সহজ হবে না, কিন্তু শুরু তো করতে হবে। জীবনে কারও টাকা মেরে খায়নি ও, কেউ বলতে পারবে না একদিনের মামুলি পারিশ্রমিকও মুফতে হজম করেছে জন ক্যালকিন।

বিছানার লাগোয়া চেয়ারের পিছনে গানবেল্ট ঝুলিয়ে রেখে ক্যাথরিন টার্নারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল ও। ছবিটা দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল মেয়েটি। উঁহুঁ, শুধু বিস্মিত নয়, শঙ্কিতও হয়ে পড়েছিল।

কেন?

হেনরি হলিস্টারের দিকে চলে গেল ভাবনা। ঠিক এখানেই কেন এসেছে লোকটা? এই শহরটাকে বেছে নিল কেন? আর ওকেই বা যোগ্য মনে করল কেন?

ক্যাথি টার্নার আসলে কে কিংবা কীভাবে এখানে এল? নোরা বেলচারকে কীভাবে চেনে ও? ঠিক একই সময়ে হেনরি হলিস্টারও এসেছে এখানে, স্রেফ দৈবাৎ যোগাযোগ? নাকি একে অপরকে চেনে ওরা? জানে পরস্পরের সম্পর্কে?

ছবির মেয়েটিকে না চিনলেও, সম্ভবত জ্যাক হলিস্টারকে চেনে ক্যাথি, কিংবা বাচ্চাটাকে। আবার জায়গাটাও চেনা থাকতে পারে ওর।

ছবিগুলো দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। তুলনামূলক নতুন শিল্পচর্চা হলেও ফটোগ্রাফি সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছে ইদানীং। ব্রাডি আর জ্যাকসন ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে পশ্চিমের পথিকৃৎ।

দরজার নবের নীচে চেয়ার ঠেসে দিয়ে বিছানায় এসে বসল জন, সিক্সশূটার বের করে হাতের নাগালে রাখল। হেনরি হলিস্টারের দেওয়া চিঠির বান্ডিল হজম করবে এবার। চিঠির উপর আলাদা কাগজে একটা নোট লেখা, পিঙ্কারটনের রিপোর্ট:

> *চিঠিগুলোর প্রাপক ছিল মৃত ওয়েস ও মলি ফ্লেচার। এগুলো অবশ্য ওদের কাছে ছিল না। ডাক বিভাগে একটা ব্যাগেজের সঙ্গে ছিল। ব্যাগেজ ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে ডাকমাসুল হিসেবে এক্সপ্রেসম্যান জার্মান শেফারকে বিশ ডলার পরিশোধ করা হয়েছিল, কিন্তু রহস্যজনক কোন কারণে ফ্লেচাররা কিংবা কেউই চিঠি বা ব্যাগেজ তুলে নেয়নি।*

মৃত? একসঙ্গে নাকি আলাদা আলাদা মৃত্যু হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর? মৃত্যুর কারণ? পিঙ্কারটন নিশ্চই এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে। কিংবা সঠিক ভাবে বললে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল; যদিও সব ধরনের গোয়েন্দাই রয়েছে। কেউ কেউ যথেষ্ট দূরদর্শী, বিচক্ষণ; কেউ নিরেট অধ্যবসায়ী–ধীর গতিতে এগোলেও লেগে থাকতে জানে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা কাজের ধারা রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় একটিই: যথেষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ কি করা হয়েছিল?

"মৃত" শব্দটা সন্দেহজনক। মৃত্যুর কারণটা কৌতূহলী করে তুলেছে ওকে। কীভাবে মারা গেছে ফ্লেচাররা? যদি অ্যান হলিস্টারের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক থেকে থাকে, তা হলে আরও দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে: কোথায় এবং কখন মারা গেছে এরা?

নিঃসন্দেহে পিঙ্কারটন গোয়েন্দার হাতে আরও কাজ ছিল, কারণ শুধু একটা কেস নিয়ে কখনও কাজ করে না ওরা। জনের হাতে আছে মাত্র

একটা, স্বভাবতই বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময় ও সুযোগ রয়েছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করবার ফুরসত বা যেখানে ইচ্ছে যাওয়ার অবকাশ। প্রয়োজনীয় সবই করবে ও।

বেওয়ারিস ব্যাগেজের কী হলো? সাধারণত যা হয়, নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে? জার্মান শেফার কি এখনও কোম্পানির হয়ে কাজ করছে?

এগুলোই কি সব, নাকি আরও চিঠি আছে? ব্যাগেজে কী থাকতে পারে?

সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে কেবল সেন্ট লুইসে।

আগে এখানে কয়েকটা কাজ সারতে হবে। ক্যাথরিন টার্নারকে জানাতে হবে চাইলে রেস্তোরাঁয় ফ্রাংক কেডের সঙ্গে কাজ করতে পারবে ও। কেড ভদ্র এবং যোগ্য অভিভাবক।

ফের ছবি দেখতে শুরু করল জন। দারুণ উঠেছে ছবিগুলো, ওর দেখা সেরা। জ্যাকসনের হাতের কাজ? খুঁটিয়ে দেখবার পর জন নিশ্চিত হলো জ্যাক হলিস্টার সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কোটিপতি বাবার মতে দুর্বলচেতা ও উড়নচণ্ডী, অথচ যুবকের চাহনিতে চাপা বিদ্বেষ আর অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে; ভিতরে দৃঢ়তা না থাকলে দুর্বিনীত হতে পারে না কেউ, সেটার উৎস অহঙ্কার আর সাফল্য, যাই হোক।

নিজেকে নিরস্ত করল ও, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না, যেহেতু মানুষটি সম্পূর্ণ অচেনা এবং তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেও না।

বোর্ডে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো, খুবই ক্ষীণ, কিন্তু ঠিকই শুনতে পেল জন। ঝটিতি পিস্তলের বাঁটে চলে গেল ওর হাত, অপেক্ষায় থাকল।

দরজার দিকে চলে গেল দৃষ্টি। ধীরে ধীরে ঘুরছে নবটা, পাল্লায় ঠেলা দিল কেউ। কিন্তু নবের নীচে চেয়ার থাকায় খুলল না। অপেক্ষায় থাকল জন, লোকটাকে ফের চেষ্টা করবার সুযোগ দিল, মনে মনে ভাবছে এ মুহূর্তে ঠিক কী ভাবছে ওর অনাকাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী।

আগের অবস্থানে ফিরে গেল নব, দরজার উপর চাপও সরে গেল। হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। হলওয়ের দিকে চলে গেল হালকা পদশব্দ।

কাগজপত্র গুছিয়ে স্যাডলব্যাগের ভিতরে গোপন পকেটে রাখল ও। গুরুত্বপূর্ণ কাগজ বা ওয়ারেন্ট রাখবার জন্য পকেটটা তৈরি করা হয়েছে। পরে ঠাণ্ডা মাথায় কাগজগুলো পড়বে।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল জন, হাতের মুঠিতে থাকল পিস্তলের বাঁট। সাবধানের মার নেই।

তিন

অভ্যাসের ব্যতিক্রম করা বেশ কঠিন বৈকি। জন যখন জাগল, সবে ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে পুবাকাশে। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল সেরে নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরে, উইনচেস্টার আর স্যাডলব্যাগ হাতে হলওয়ে ধরে এগোল ও। কোন ভদ্রমহিলাকে জাগানোর সময় নয় এটা, তবে ক্যাথি হয়তো উঠে পড়েছে ভেবে মেয়েটির কামরার সামনে থামল। অবশ্য নিশ্চিত জানে না যে এটাই উদ্দিষ্ট কামরা, স্রেফ অনুমান করেছে। ভিতরে হালকা খসখসে শব্দ শুনতে পেয়ে দরজায় করাঘাত করল ও।

মুহূর্ত খানেকের নীরবতা, তারপর মৃদু স্বর শোনা গেল: 'কে?'

'ক্যালকিন। অন্য কোন পরিকল্পনা করবার আগে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ফ্রাংক কেডের সঙ্গে কথা বোলো।'

'ধন্যবাদ।'

শূন্য লবিতে নেমে এল ও। ডেস্কে নেই কেউ। নেই রাস্তায়ও। বোর্ডওঅকে শুয়ে আছে একটা কুকুর, জনের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল, লেজ নাড়তে শুরু করল।

'কুত্তা মিয়া, কী করছ এখানে?' ঝুঁকে কুকুরটার মাথা স্পর্শ করল জন, এই সুযোগে রাস্তার দু'ধারে চকিত দৃষ্টি চালাল।

নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও।

মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে ফ্রাংক কেড। 'কফি তৈরি করে রেখেছি,' বলল সে। 'জানতাম আগে আগে এসে পড়বে।'

'কাউ-ক্যাম্পে বহুদিন কেটেছে কিনা,' ছোট্ট ব্যাখ্যা দিল জন।

'আমারও। প্রায়ই কাউবয়দের সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম। আহ্, কী যে দিন ছিল! ব্লকার, চার্লি গুডনাইট, ড্রিস্কল, স্লেটার...এদের সঙ্গে রাইড করবার আনন্দই আলাদা! কথা ছিল কুক পাওয়া পর্যন্ত ঠেকার কাজ চালিয়ে নেব, কিন্তু শেষে পুরোদস্তুর বাবুর্চি বনে গেলাম! তবে মাঝে মধ্যে পাঞ্চারদের সঙ্গে হাত লাগাতে হত।' কফি পরিবেশন করল কেড। 'মেয়েটার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আলাপ করবে ও।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত! ওর মত সুন্দরী মেয়ে একা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। সঙ্গে স্বজন থাকলেই স্বাভাবিক দেখাত।'

'হয়তো ওর কোন আত্মীয় নেই।'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমার তো মনে হয় তাড়াহুড়োর মধ্যে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। হাতে যা ছিল তা দিয়ে টিকেট কিনেছে, কোথায় যাচ্ছে বা কত দূরে যাচ্ছে চিন্তা করেনি।'

'এখন আর টাকার সমস্যা হবে না ওর।'

'হ্যাঁ,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল সে। 'তুমি দিয়েছ। আমার কাছে থাকলে আমিও দিতাম। ভদ্র কোন মেয়ের জায়গা নয় এটা। থাকা উচিতও নয়।'

'সত্যি কি পালাচ্ছে মেয়েটা?'

'আলবৎ! এ জীবনে মানুষ তো কম দেখিনি। পালাচ্ছে মেয়েটা। এমন কিছু পিছনে ফেলে এসেছে যেটার কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকতে চাইছে।' কফিপট তুলে নিল কুক। 'ডিম চলবে? একেবারে তাজা জিনিস।'

'মুরগী আছে এখানে?'

'শহরের পুবে এক মহিলা মুরগী পালে। কয়েকটা রোড আইল্যান্ড রেড আর ওয়াইনডট আছে ওর। ভালই করছে। গরুর দেশে মুরগী দেখা যায় না তেমন।'

রান্নাঘরে গিয়ে বাসন-কোসন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্রাংক কেড। কফিতে চুমুক দিয়ে থমকে গেল জন। এত গরম যে মুখ পুড়ে যাওয়ার দশা। স্যাডলব্যাগের পকেট থেকে ফ্লেচারদের উদ্দেশে লেখা চিঠিগুলো বের করল।

প্রথমটায় তারিখ বা শিরনামা নেই। সরাসরি এভাবে লেখা:

মনে রেখো, কখনও যদি কোন তদন্ত হয়, টেরই পাবে না তুমি। আমি নিশ্চিত তদন্ত হবেই। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, যেহেতু তোমার দিকটা সময়ে ঠিকই সামাল দেওয়া হবে। আমাদের অবস্থান নিরাপদ। জায়গাটা নির্জন হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব। ইদানীং ভালই রোজগার করছি আমি, নোরাও সন্তুষ্ট। অ্যান বেশ দ্রুত বড় হচ্ছে। আরও একটু বড় হোক, মা-কে ছাড়া ভ্রমণ করবার মত যোগ্য হলে হয়তো দেখা হবে আমাদের। একটা ছবি পাঠালাম। নিরাপদ জায়গায় রেখো এটা।

জ্যাক হলিস্টারের চিঠি, বাপকে লেখা। অদ্ভুত চিঠি। *"তোমার দিকটা সময়ে ঠিকই সামাল দেওয়া হবে"* কথাটা যেন ঘুষ বা বিশেষ সুবিধার প্রস্তাব, কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে কেন এত অধীর হয়ে পড়েছিল জ্যাক হলিস্টার?

অ্যান নিশ্চই এতদিনে *"মা-কে ছাড়া ভ্রমণ করবার মত যোগ্য"* হয়ে উঠেছে। মা-কে ছাড়া ভ্রমণ করতে হবে কেন? ওর মা কোথায় থাকবে

তখন? ছবিটা নিরাপদ জায়গায় রাখবার দরকারই বা কি? নিঃসন্দেহে, স্রেফ স্মৃতিস্বরূপ পাঠানো ছবি এটা, কিন্তু জ্যাকের লেখার ধরনে এরচেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে জনের কাছে।

ছবিটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। দম্পতির পিছনে ঢালু পাহাড় এবং একটা দালানের কোণা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা গাছ আর পাহাড়ী ঢালে কিছু ঝোপ রয়েছে।

পাইন গাছ। পাতাগুলো দীর্ঘ, জীর্ণ এবং ক্ষুদ্র আঁটির মত। দালানের কোণে মোচা আকৃতির একটা কিছু পড়ে আছে। পিঙ্কারটনের কাছে ছবিগুলোর কোন গুরুত্ব থাকুক বা না-থাকুক, জনের কাছে রয়েছে। ছন্নছাড়া স্বভাবের কারণে বিভিন্ন জায়গায় অনেক জিনিস চোখে পড়ে মানুষের, জনের ক্ষেত্রেও কাজে আসল ব্যাপারটা।

আঁটির মত পাতাগুলো ডিগার পাইনের, আর মোচাকৃতির জিনিসটা, জন একরকম নিশ্চিত, পাইনের চোঙ। কখনও কখনও আনারসের চেয়েও বড় হয় ওগুলো। চোঙের ভিতরের বীজ খেতে পছন্দ করে ইন্ডিয়ানরা।

উষ্ণ, শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্মায় ডিগার পাইন, তবে মরুভূমিতে মোটেও দেখা যায় না। দালানের পিছনে পাহাড়ী শিলা দেখে জায়গাটা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা করতে সক্ষম হয়েছে জন। দালানের লাগোয়া একটা গাছ কটনউড, তার মানে কাছাকাছি কোন ঝর্না বা পানির উৎস রয়েছে।

এরকম নির্জন, জনমানবহীন জায়গায় কেন আত্মগোপন করেছে জ্যাক হলিস্টার?

ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু খনি এলাকায় ডিগার পাইন রয়েছে, জানে জন। জ্যাক হলিস্টারের চিঠি থেকে স্পষ্ট যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ খুঁজে পেয়েছিল সে। আচমকা জনের মনে হলো, জ্যাকের শিক্ষা বা অতীত সম্পর্কে জানা থাকলে দারুণ কাজে আসত তথ্যগুলো।

ছবি সরিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিল ও, জানালা-পথে বাইরে তাকাল। সকালের সূর্যের কোমল আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, ব্যস্ততার শুরু হয়েছে সারা শহরে। ফুটপাত বা রাস্তা ধরে হাঁটছে লোকজন, বোর্ডওঅক ঝাঁট দিচ্ছে দোকানিরা।

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল ক্যাথি টার্নার। ধূসর রঙের ট্র্যাভেলিং ড্রেস পরনে, পুরানো হলেও গতকালের ঝকঝকে পোশাকের তুলনায় বরং এটাই বেশি মানিয়েছে ওকে।

'এখানেই বসো,' প্রস্তাব করল জন। 'আমি খাবারের দাম দিলে কিছু মনে করবে না তো?'

মেকি অসন্তোষে ঠোঁট বাঁকাল ক্যাথি। 'আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছ তুমি! এরপর আর ঘুমাই কী করে, তাই তৈরি হয়ে চলে এলাম।'

'তা হলে বলতেই হচ্ছে তোমার ঘুম খুব হালকা, সহজে জেগে যাও। দরজার কাছে আসতে একটুও দেরি করোনি।'

'একটু আগে-ভাগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল,' জানাল মেয়েটি। 'ঘুমও হয়নি ঠিকমত।'

'দুশ্চিন্তায় ছিলে? অযথাই ভাবছ। চাইলেই কাজ পেয়ে যাবে, ঠিকঠাক করা আছে একটা। কেড ভালমানুষ। ওকে সাহায্য করতে পারবে তুমি।'

রান্নাঘরের দরজায় উদয় হলো ফ্রাংক কেড, মিনিট খানেক পর ওদের টেবিলে চলে এল। 'ম্যা'ম? শুধু কাজ দেওয়া নয়, এরচেয়ে বেশিই করব তোমার জন্য। নগদ পঁচাত্তর ডলার হবে তোমার কাছে? তা হলে রেস্তোরাঁর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার এখুনি কিনে নাও। প্রতিষ্ঠানটা তোমার নিজের হবে, সমাজেও সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবে।'

'রাজি হয়ে যাও,' পরামর্শ দিল জন। 'শহরটা ছোট হতে পারে, কিন্তু এখান থেকে গরু বাজারজাত করা হয়। এক মরসুম থাকলেই যথেষ্ট লাভ করতে পারবে।'

দরজা খুলে গেল আবার, র‍্যাঞ্চার দম্পতি প্রবেশ করল। দৃশ্যত, রাতটা শহরে কাটিয়েছে তারা। ড্রামারের চিহ্নও নেই কোথাও।

কেড রান্নাঘরে চলে যেতে তার সম্পর্কে ক্যাথিকে জানাল জন। 'কেডের সঙ্গে কাজ করলে তোমাকে বিরক্ত করবে না কেউ। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু সাহস বা দৃঢ়তা একটুও কমেনি ওর। কঠিন মানুষ। ওর পেশাটাই এমন। বহু বছর ধরে বেয়াড়া কাউহ্যান্ডদের সামলে এসেছে। মেয়ের মত যত্ন পাবে ওর কাছে।'

'বুঝতে পারছি না কী করব...হয়তো চলে যেতে হবে।'

তা হলে ঠিকই বলেছে কেড, পালাচ্ছে মেয়েটা?

'কেড ধারে-কাছে থাকলে ভয়ের কোন কারণ নেই তোমার।'

'কিচ্ছু জানো না তুমি! জানবেই বা কীভাবে!' বিড়বিড় করল ক্যাথি।

'জানি না, কিন্তু চাইলে বলতে পারো আমাকে,' প্রস্তাব করল ও, দেখল মাথা নাড়ছে ক্যাথি—মুখ খুলবার ইচ্ছে নেই।

'কেড লড়াকু লোক। ঠাণ্ডা মাথায় ওকে ঘাঁটানোর সাহস করবে না কেউ।' ফ্রাংক কেডের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক না থাকলেও কিংবা বেশি কিছু না জানলেও জন এটুকু জানে যে মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। কাউবয় থাকবার সময় কেড সম্পর্কে শোনা কিছু গল্প এখনও মনে আছে।

'আর তুমি?' ক্যাথির চোখে প্রত্যাশা। 'তুমি কি থাকছ এখানে?'

'অন্তত একবার সেন্ট লুইসে যেতে হবে।'

'যেয়ো না! প্লীজ, ওখানে যেয়ো না!'

'মিস টার্নার, আমি তো...'

'ক্যাথি ডেকো আমাকে। তুমি তো আমার বন্ধু, তাই না?'

'নিশ্চই। কেডও তোমার বন্ধু।' প্রসঙ্গ বদল করল জন। 'সেন্ট লুইসে যেতে আমাকে মানা করছ কেন?'

'তুমি এখানে থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করব আমি। ব্যস, অন্য কোন কারণ

নেই।'

মেয়েটা কেন ভাবছে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে? জানালা-পথে বাইরে দৃষ্টি চালাল জন, রাস্তায় হাঁটতে থাকা লোকজন দেখল–চিন্তিত। ক্যাথি আসলে কে? এখানে এসেছে কেন? ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য কেন তুচ্ছ এই জায়গা বেছে নিয়েছে হেনরি হলিস্টার?

'উহুঁ, যেতেই হবে,' প্রায় অন্যমনস্ক স্বরে বলল ও। 'একটা মেয়েকে খুঁজে বের করবার জন্য ভাড়া করা হয়েছে আমাকে। মেয়েটা তোমার বয়সী হবে।' বলবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাথির দিকে তাকিয়ে ছিল, আশা করেছিল কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে, কিন্তু নিরাশ হলো। মুখ নিচু করে কফির কাপে চুমুক দিল মেয়েটি, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেছে। ক্ষীণ বা সামান্য কোন প্রতিক্রিয়া যদি হয়েও থাকে, ওর চোখ এড়িয়ে গেছে।

খাওয়ার ফাঁকে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করল ওরা: দৈনন্দিন জীবন, ছোট্ট এই শহরের জীবনযাত্রা, কীভাবে অতি উৎসাহী কাউবয়দের সামাল দিতে হবে–সাধারণত ভালমানুষ এরা, কিন্তু টগবগে তারুণ্যের কারণে শহরে এলে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে পড়ে, এই যা।

ক্যাথির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে অ্যান হলিস্টারের কথা ভাবছে জন–মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে, প্রাথমিক কিছু কাজও শুরু করেছে ইতোমধ্যে। কেবলই মনে হচ্ছে অসহায় অবস্থায় বা বিপদে আছে অ্যান হলিস্টার। অথচ নিশ্চিত এবং সৌভাগ্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

আবার নাও হতে পারে। সত্যি কথা হচ্ছে, হেনরি হলিস্টার সম্পর্কে যত ভাবছে, ততই সন্দিহান আর দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছে জন। ঠিক বুড়ো বলা যাবে না কোটিপতি ব্যবসায়ীকে, গড়পড়তার চেয়ে অনেক সুঠামদেহী এবং কমবয়েসী মনে হয় তাকে, অন্তত ওর কাছে মনে হয়েছে; এখনই নিজের উত্তরাধিকার সম্পর্কে ব্যস্ত হওয়ার মত বয়স হয়নি।

রান্নাঘর থেকে ফ্রাংক কেডকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল জন। ত্বরিৎ একটা ভাবনা খেলে গেল মাথায়। 'এই রেস্তোরাঁর মালিক তো ট্রেসি, তাই না?' কেড সামনে আসতে জানতে চাইল। 'মহিলা এখানে আসে না?'

'কাছাকাছি থাকে,' মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল কুক। 'ইদানীং শহরে আসে না ও। একটা অংশ আমি কিনে নিয়েছিলাম, আর এখন অংশীদার তিনজন। এ নিয়ে ভেবো না, রেস্তোরাঁ চালানোর দায়িত্ব পুরোপুরি আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে ট্রেসি।

'বাড়িতেই থাকে ও, প্রচুর পড়াশোনা করে। প্রয়োজন না পড়লে দেখা করে না কারও সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল ক্যাথি, আড়ষ্ট আচরণ স্বাভাবিক হয়ে গেল; শহর সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করছে, কিন্তু এ সম্পর্কে জনের জ্ঞানের ভাণ্ডার সীমিত হওয়ায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চাইল ও, তবে তেমন সফল হলো না। ঝাড়া বিশ মিনিট চেষ্টার পর শুধু জানতে পারল বেঞ্জোয় সামান্য দক্ষতা রয়েছে ক্যাথির, অথচ সুকৌশলে নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে তো গেছেই, উল্টো ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে গেল মেয়েটির।

মা-বাবা সম্পর্কে তেমন কিছু বলেনি জন, তবে জেফ সম্পর্কে বলেছে বিস্তর। সুশিক্ষিত বলে জেফের কথা বলতে সবসময়ই পছন্দ করে ও। নিজের কাউপাঞ্চিং, শটগান গার্ড হিসেবে চাকুরি এবং এক শহরে ডেপুটি মার্শালগিরি সম্পর্কে কিছুটা জানিয়েছে; বুনো ঘোড়া, মোষ আর ফার শিকারের গল্প করেছে। এতকিছু জানালেও, ক্যাথির কাছ থেকে প্রায় কিছুই জানতে পারল না–মেয়েটি কোত্থেকে বা কীভাবে এসেছে, কিংবা কেনই বা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। কোন ভদ্রমহিলার থাকবার মত উপযুক্ত জায়গা নয় এটা, প্রতিশ্রুতিহীন ছোট্ট একটা শহর।

শেষ ভাবনাটাই চিন্তিত করে তুলেছে জনকে। কেন এখানে এসেছে ক্যাথি? স্রেফ ঘটনাচক্রে? নাকি বিশেষ কোন কারণে? হেনরি হলিস্টারই বা কেন এসেছে এখানে?

আপাত দৃষ্টিতে পিঙ্কারটনের রিপোর্টটা খুবই সাদামাঠা এবং গুরুত্বহীন মনে হলেও; জনের সন্দেহ হয়তো গভীর কোন তাৎপর্য রয়েছে ওটার; আরও মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে অর্থটা বেরিয়ে পড়বে। গোয়েন্দাদের প্রচেষ্টা কি সত্যিই নিষ্ফলা ছিল? সময়ের আগেই হাল ছেড়ে দেয়নি তো?

ওকে পছন্দ করল কেন হেনরি হলিস্টার? আউটল ট্রেইলের দু'পাশে ওর সমান যাতায়াত থাকবার কারণে, যেহেতু কোটিপতি বিশ্বাস করে জনের আমলনামা মোটেই স্বচ্ছ বা পরিষ্কার নয়?

জন আউটল নয়, কখনও ছিলও না। তবে আউটল ট্রেইলে যাতায়াত আছে ওর, আছে আউটলদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাও। কোন অফিসার যেখানে যেতে অক্ষম, অনায়াসে সেখানে যেতে পারে ও। হয়তো হলিস্টারের ইনফর্মার জানিয়েছে জন ক্যালকিন আসলে ধোঁয়াটে চরিত্রের একজন লোক, অনায়াসে ওকে কাজে লাগানো যেতে পারে কিংবা ব্যবহারও করা যেতে পারে বিশেষ পরিস্থিতিতে।

অবচেতন মনের গভীরে ক্ষীণ সন্দেহ আর অস্পষ্ট একটা ধারণার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে জন।

হঠাৎ আগের রাতের কথা মনে পড়ল–দারুণ সতর্কতার সঙ্গে হলওয়ে ধরে ওর কামরার সামনে চলে এসেছিল এক লোক, সন্তর্পণে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলবার চেষ্টা করেছিল। ভুল করে চলে এসেছিল কোন আগন্তুক? উঁহুঁ, অসম্ভব! কারণ অতিমাত্রায় সতর্ক ছিল লোকটা। ছিঁচকে চুরি বা খুনের ধান্ধা ছিল তার? যদি খুন করবার জন্য এসে থাকে···কেন?

'ভাবছি এখানেই থাকব,' নীরবতা ভাঙল ক্যাথি। 'ধার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। রেস্তোরাঁর শেয়ার কিনতে অসুবিধে নেই তো?'

'মোটেই না,' মৃদু হাসল জন। 'কি জানো, টাকাটা ব্যবসায় খাটালে ফেরত দেওয়ার সুযোগ পাবে।'

'ফেরত পাওয়ার চিন্তা করেছ কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার, মি. ক্যালকিন,' চোখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'সত্যি কথা কি জানো, এখান থেকে কোথায় যাব, এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কোন জায়গাই চিনি না। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব। দারুণ ভয় পাচ্ছিলাম। ভয়টা কাটেনি এখনও।'

'পালিয়ে লাভ নেই, ক্যাথি। পথ কখনও ফুরায় না। পালাতে অভ্যস্ত মানুষ থামতেও জানে না। পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া আউটলদের কথাই চিন্তা করো, এদের কাউকে মনে রাখে না কেউ, পরোয়াও করে না; অথচ সেই কবে কে কোন্ অপরাধ করেছে, পরিণামে এখনও পালাতে হচ্ছে।'

দরজা খুলে গেল, চওড়া একটা কাঠামো ঢেকে ফেলল দোরগোড়া। চোখ তুলে তাকাল জন।

বিশালদেহী এক লোক ঢুকেছে। জনের চেয়ে দেড়গুণ চওড়া এবং ওজনদার হবে লোকটা, উচ্চতায়ও ছাড়িয়ে যাবে ওকে। লম্বাটে, কঠিন মুখ; ধূসর চোখে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত চাহনি। ভিতরে ঢুকে সরাসরি ওর দিকে তাকাল সে, মুহূর্ত খানেক নিরীখ করল, তারপর ক্যাথি টার্নারের দিকে সরে গেল দৃষ্টি।

একনজর দেখেই তাকে চিনতে পারল জন–স্মোক রেফার্টি।

কামরার ওপাশে, দূরের এক টেবিলে বসে খাবারের ফরমাশ দিল সে। একবারও বন্দুকবাজের দিকে তাকাল না জন, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে লোকটার চিন্তা।

শুধু নাস্তা করবার জন্য এখানে এসেছে রেফার্টি? নাকি নজরদারিও করছে? ক্যাথির উপর লোকটার দৃষ্টি স্থির হয়ে যেতে দেখে সচকিত হলো জন, অনুভব করল ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে সবক'টা চুল আর রোম। এই লোকটি দারুণ বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া মানুষ।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, পিঠ টানটান করে বসে আছে ক্যাথি; ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ঠোঁট।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'হেনরি হলিস্টারের কাজ করে ও।'

উত্তরে কিছু বলল না মেয়েটি।

'চেনো ওকে?'

'না। শুধু...আমি বরং রুমে চলে যাই। জিনিসপত্র বের করতে হবে,' ক্ষণিকের জন্যে শঙ্কা ফুটে উঠল ক্যাথির চাহনিতে। 'তোমার সঙ্গে কি দেখা হবে? জানতে চাইছি, তুমি কি থাকছ এখানে?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন থাকব।'

তড়িঘড়ি করে চলে গেল ক্যাথি। স্মোক রেফার্টির মুখে ভাবান্তর নেই, মেয়েটির চলে যাওয়া বা অনুপস্থিতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। মাঝে

মধ্যে কফিতে চুমুক দিচ্ছে সে, জানালায় স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। কিন্তু জন নিশ্চিত, এখানে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, কোনটাই তার অগোচরে নেই।

গতরাতে রেফার্টি ওর কামরায় ঢুকবার চেষ্টা করেছিল? উঁহুঁ, বাড়তি ওজনের কারণে বোর্ডের তৈরি মেঝেয় আরও জোরাল শব্দ হওয়ার কথা। অন্য কেউ ছিল লোকটা। তা ছাড়া, স্মোক রেফার্টি চোর কিংবা ভীতুও নয়। যা করবার, সরাসরি করে সে। লুকাছাপা কোন ব্যাপার নেই বিখ্যাত এই বন্দুকবাজের মধ্যে।

স্মোক রেফার্টির চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সেন্ট লুইস সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল জন। ট্রেনে ওখানে যেতে-আসতে কয়েকদিন লেগে যাবে, অথচ সে-সময় এখানে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্ত বোধ করত ও। সেন্ট লুইসে গিয়ে যে-তথ্যই জানুক, জনের ধারণা আসল রহস্য এখানে বা আশপাশে রয়েছে।

আচমকা পল জার্ভিসের কথা মনে পড়ল ওর। সাধারণত সেন্ট লুইসে থাকে, তবে অন্য সময়ে নাচেজ বা নিউ অর্লিন্সে কাটিয়ে দেয় ওর এই বন্ধু।

জার্ভিস হচ্ছে তথ্যের খনি। কীভাবে যেন সবকিছু জেনে যায়, অথচ জনের জানা মতে বেআইনি কোন কাজ করেনি সে। বহুবার আউটলদের তথ্য সরবরাহ করেছে, আবার উল্টোটা, অর্থাৎ আইনকেও তথ্য দিয়ে সাহায্য করে।

জানা না থাকলেও, চাইলে জেনে নিতে পারবে জার্ভিস।

এল পাসোয় পরিচয় হয়েছিল ওদের। একটা গলিতে তিন ত্যাঁদোড় লোক চেপে ধরেছিল জার্ভিসকে। তিনজনের সঙ্গে পেরে উঠছিল না সে, জন সাহায্য করল। সুঠামদেহী বলা যাবে না জার্ভিসকে, তবে দীর্ঘদেহী; কিছুটা ঝুঁকে পড়ে হাঁটবার সময়। অভিনয়, মাস্টারি, সাংবাদিকতা কিংবা ওয়েলস ফার্গোর কেরানির কাজ, সবই ঝালিয়ে দেখেছে; কোথাও স্থির হতে পারেনি। পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মিল খুঁজে পেয়েছে ওরা, সে-কারণেই স্রেফ আগন্তুক হলেও খুব দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে এগোল জন। ট্র্যাক ধরে তাকাল, হেনরি হলিস্টারের ব্যক্তিগত রেল-কারটা উধাও হয়ে গেছে।

হোটেলে ফিরে এসে জার্ভিসের উদ্দেশে ছোট্ট একটা নোট লিখল ও:

মৃত ওয়েস ও মলি ফ্রেচার সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য চাই। সম্ভবত হোটেলের কর্মচারী ছিল ওরা। বেওয়ারিস একটা লাগেজ রয়েছে ওদের নামে। এক্সপ্রেসম্যান জার্মান শেফার লাগেজের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত। ডাকমাসুলের টাকা (বিশ ডলার) পরিশোধ করা হলেও কেউ তুলে নেয়নি ওটা। যদি খোঁজ পাও, যে-অবস্থায় আছে ওভাবেই এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।

পরের দু'দিন স্রেফ চিন্তা-ভাবনা, কাগজপত্র দেখে আর চিঠি পড়ে

কাটিয়ে দিল ও। বারবার ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল। তৃতীয়দিন রেলরোড স্টেশন থেকে একটা তার এল ওর কাছে:

বাদ দাও।

প্রায় একইরকম সংক্ষিপ্ত উত্তর পাঠাল জন:

অসম্ভব। তোমার সহযোগিতা না হলেই নয়।

জার্ভিস যথেষ্ট বিচক্ষণ। "বাদ দাও"-বলবার নিশ্চই যৌক্তিক কারণ রয়েছে, ভাবছে জন। যাই হোক, হাল ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর, যদিও বন্ধুর অনুরোধে রীতিমত বিস্মিত বোধ করছে। বেওয়ারিশ একটা লাগেজ বা দু'জন মৃত মানুষ সম্পর্কে খোঁজ করবার মধ্যে এমন কী বিপজ্জনক ব্যাপার রয়েছে?

দরজার নবের নীচে চেয়ার ঠেলে দিয়েছে ও; মাথার পিছনে দু'হাত বেঁধে শুয়ে পড়েছে বিছানায়, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা বাচ্চা মেয়েকে–এতদিনে নিশ্চই পরিপূর্ণ যুবতী–খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং বিচক্ষণতা থাকলে প্রায় সহজই। কিন্তু অ্যান হলিস্টারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেও সহজ বলে মনে হচ্ছে না।

অ্যানের বাবা-মা কেন লুকিয়ে থাকতে চাইছিল?

এ পর্যন্ত যা তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, দেখা যাচ্ছে হলিস্টার দম্পতির সঙ্গে দু'জন মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অথচ তারাও মারা গেছে। দু'জনেই কমবয়েসী, তাই এদের মৃত্যু সন্দিহান করে তুলেছে জনকে। কীভাবে মারা গেছে ফ্লেচাররা? এত কাছাকাছি সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু রীতিমত অস্বাভাবিক। একজন হলে প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু দু'জন? সম্ভব, তবে প্রশ্ন থেকে যায়।

অবশ্য অনেক রহস্যময় ও অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে, সেক্ষেত্রে অযথাই সন্দেহ করছে ও।

ঠাণ্ডা মাথায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটা বিচার করল জন। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছে ও? কাল রাতের লোকটা বোধহয় টাকা চুরি করতে এসেছিল, কিংবা ছবি দেখে ক্যাথরিন টার্নারের প্রতিক্রিয়া সত্যিই নির্ভেজাল। জার্ভিস হয়তো ব্যস্ত আছে, বাড়তি ঝামেলা এড়ানোর জন্যই ওকে পিছিয়ে আসতে বলেছে।

ব্যাখ্যাগুলো যতই সহজ হোক, বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না জন, যুক্তির বিচারে হালে পানিও পায় না ওগুলো। কোথাও একটা ঘাপলা রয়েছে। জনের কেবলই মনে হচ্ছে অযথাই অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে, এমন

ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে পরিণতিতে হয়তো ওর মৃত্যুও হতে পারে।

নিজের অবস্থান বিচার করল জন। গোয়েন্দা নয় ও, এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতাও নেই। মামুলি একজন কাউহ্যান্ড, যদিও পীস অফিসার হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিল। তবে এ ধরনের জটিল, ঘোলাটে পরিস্থিতিতে পড়েনি কখনও। স্রেফ বসে বসে টাকার শ্রাদ্ধ করছে, চিন্তা-ভাবনায় কাটিয়ে দিচ্ছে সময়, কিন্তু আসল কাজে এক পাও এগোতে পারেনি। সম্ভবত ওর নিজেরই সেন্ট লুইসে যাওয়া উচিত। উঁহুঁ, সুবিধে হবে না, চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল; সুবিধে করা যাবে না ওখানে। সেন্ট লুইস স্যাম জার্ভিসের নিজের শহর, আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতিটি অলি-গলি হাতের তালুর মত চেনা আছে তার; অথচ শহরটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর। কোন তথ্য বের করতে হলে, জার্ভিসই উপযুক্ত লোক।

অস্থির বোধ করছে জন, কারণটা জানে: নজর রাখা হচ্ছে ওর উপর। কেন ওকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে? কাজটা ঠিকমত করছে কিনা, নাকি অন্য কারও পা মাড়িয়ে দেয় কিনা দেখবার জন্য? নাকি ও কিছু আবিষ্কার করবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইছে কেউ? মোক্ষম সময়ে নিজে উপস্থিত হয়ে ওকে সরিয়ে দিয়ে সুফল ভোগ করবে?

মা-র সঙ্গে কথা বলতে পারলে দারুণ উপকার হত এখন, মনে মনে আফসোস করছে জন। রান্নাঘরে বসে কফি গিলবার ফাঁকে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। জেসিকা ক্যালকিন জনের দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ মহিলা, চট করে যে-কোন সমস্যার সমাধান বের করে ফেলতে পারেন। অনেক পুরুষেরই এতটা বিচক্ষণতা নেই, জানে জন।

কিন্তু হাজার মাইল দূরে আছেন ওর মা। যোগাযোগ করবার কোন উপায় নেই। সমস্যাটা ওর নিজেরই সামলাতে হবে। একা।

পাহাড়ের দিকে চলে গেলে কেমন হয়? কেউ অনুসরণ করবে ওকে? কেউ ওর উপর নজর রাখছে কিনা, নিশ্চিত হওয়া যাবে। তা ছাড়া, সেন্ট লুইস থেকে আসা ব্যাগেজটাও তুলতে হবে। আদৌ যদি আসে। এতদিনে হয়তো চুরি হয়ে গেছে ওটা, কিংবা হারিয়ে যেতে পারে। নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

একটা ব্যাপারে জন একশো ভাগ নিশ্চিত: ব্যাগেজটা যদি এখনও থেকে থাকে, ঠিকই খুঁজে বের করবে জার্ভিস।

ব্যাপারটা জার্ভিসের উপর ছেড়ে দাও, নিজেকে শুধাল ও, *তুমি বরং এই ফাঁকে একটু গা-ঝাড়া দাও।*

চার

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। খোলা প্রেয়ারির একেবারে শুরুতে শহরের অবস্থান, কোথাও কোন গাছ বা গুল্ম নেই। কিছু ঘাস রয়েছে, উচ্চতা হবে বড়জোর হাঁটু সমান। দিগন্তের শেষ সীমানায় নিচু পাহাড়সারির আবছা অবয়ব।

পিছন ফিরে তাকাল জন, নিশ্চিত হলো কেউ অনুসরণ করছে না ওকে। বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তর থাকায় ওর অগোচরে আসতে পারবে না কেউ।

শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে আসবার পর নিচু একটা জায়গা দেখতে পেল ও, তলায় পানি জমেছে, পাড়ে রয়েছে সবুজ কচি ঘাস। ঘোড়াকে গ্রাউন্ট-হিচ করে অ্যারোয়োর ঢালু পাড়ের ঘাসের উপর এসে শুয়ে পড়ল। সকালের উষ্ণ রোদে ঝিমুনি চলে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। চারপাশ নিশ্চুপ। জন নিশ্চিত প্রেয়ারি ধরে কোন ঘোড়সওয়ার এলে খুরের শব্দ শুনতে পাবে।

জটিল একটা সমস্যার মুখোমুখি, অথচ হাতে রয়েছে সূর্যালোকিত ঝকঝকে সকাল আর কয়েক ঘণ্টার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ। ওর ঘোড়াটা অবশ্য ভাগ্যবান, কচি ঘাস পেট ভরে খাওয়ার মওকা পেয়েছে। শহর থেকে কেউ অনুসরণ করেনি ওকে, কিংবা ও কোথায় যাচ্ছে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে বলেও মনে হয়নি।

স্মোক রেফার্টিই কি নজর রাখছে ওর উপর? যদি তাই হয়, শুধু একাই সে, নাকি অন্য কেউ আছে সঙ্গে?

স্থির ভাবে পড়ে থাকল জন, ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথায়। ঘোড়ার ঘাস টানবার আওয়াজ কানে আসছে, এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চারপাশে সুনসান নীরবতা। চিন্তা-ভাবনা করবার জন্য আদর্শ সময়। বারবার সমস্যাটার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করল ও, একটা উপসংহারে পৌঁছানোর ইচ্ছে। কিন্তু শেষে দেখা গেল, যেখান থেকে শুরু করেছিল, ঠিক সেখানেই রয়ে গেছে।

ঘণ্টা খানেক বাদে শহরে ফিরে এল ও। দূরাগত হুইসেলের শব্দ শুনে বুঝতে পারল ট্রেন আসছে।

ট্রেনের আগমন ছোট্ট শহরটার জন্য একমাত্র উত্তেজনার বিষয়, তাই বেশ কয়েকজন লোক ভিড় করেছে প্ল্যাটফর্মে। কয়েকটা রিগও রয়েছে। মেয়ে আসবে বলে অপেক্ষা করছে এক র‍্যাঞ্চার, মেয়েটা ট্রেন থেকে নামতে

উপস্থিত পুরুষদের প্রায় প্রত্যেকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ভাল করে দেখবার জন্য।

দারুণ সুন্দরী মেয়ে। সম্ভবত সেও এ ব্যাপারে সচেতন। পাদানি থেকে নীচে নামবার আগে ক্ষণিকের জন্য থামল, উপস্থিত মহিলাদের ওর পরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক দেখবার সুযোগ দিল; স্কার্টের ঝুল সামান্য উঁচু করল যাতে অনায়াসে নামতে পারে, সুগঠিত গোড়ালি বলতে যা বোঝায়–এক ঝলকের জন্য দেখবার সুযোগ পেল পুরুষরা।

জনের উপর দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির, মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেল অপরিচিত এবং ড্রিফটার গোছের সুদর্শন একজন যুবক। আগ্রহ হারিয়ে ভিড়ে চোখ চালাল মেয়েটা, বাপকে খুঁজছে।

জনের মনোযোগ ব্যাগেজ-কারে, এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যাতে ব্যাগেজ-কারে নজর রাখবার পাশাপাশি ট্রেনে আগত যাত্রীদেরও দেখতে পায়।

স্মোক রেফার্টি আছে এখানে। স্টেশন-দালানের লাগোয়া একটা বেঞ্চে বসে আছে। নির্বিকার মুখ, দুনিয়ার কোন কিছুতে আগ্রহ পাচ্ছে না যেন। বন্দুকবাজের বিশাল পেশিবহুল হাত প্রথমেই নজর কাড়ে, এবারও ব্যতিক্রম হলো না। ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জন, দারুণ বিপজ্জনক লোক। সহজে সামাল দেওয়া যাবে না মি. রেফার্টিকে। একটা বেয়াড়া ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী এবং অদম্য।

ওর উপস্থিতির ব্যাপারে একেবারে অসচেতন মনে হচ্ছে তাকে, জন আশা করছে তাই থাকুক।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভিড় আলগা হয়ে গেল, সেলুন বা স্টোরে চলে গেল বেশিরভাগ লোক।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা সেলুনে ঢুকল জন। মোটাসোটা বারটেন্ডার স্বাগত জানাল ওকে। শুয়োরের মত চোখ, ভারী পাপড়ি লোকটার। বীয়ার পরিবেশন করে বারের অপর প্রান্তে চলে গেল সে, টুলের উপর ভরাট পাছা চাপিয়ে দিল। তারপর বারের তলা থেকে বিশাল একটা স্যান্ডউইচ বের করে কামড় বসাল, জিনিসটা এত বড় যে মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

ছোট্ট জানালার কাছাকাছি টেবিলে তিনজন লোক বসে আছে। এদের একজন মেক্সিকান ভ্যাকুয়েরো। বীয়ার পান করবার ফাঁকে গল্প করছে। তবে গল্পে কাউকেই খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না। রাস্তার তুলনায় সেলুনের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত শীতল।

'গাঁট হয়ে বসে আছে,' বলছে একজন। 'কোথাও যায়নি ওরা। কাজকর্ম কিচ্ছু নেই বোধহয়! চিন্তা করো, কারের ভিতরে কেমন গরম পড়ছে। আর বাতাস? দিনের পর দিন ওখানে কাটিয়ে দিচ্ছে, দু'একবার হয়তো পানির ট্যাঙ্কের ছায়ায় চলে গেছে। ব্যস, এই হচ্ছে ওদের কাজকারবার! আসলে মাথা খারাপ লোক, তাই না? বদ্ধ উন্মাদ!'

'উন্মাদ? নোংরা বাঙ্কহাউসে কারা ঘুমায়? কারা গরু দাবড়ায়? ওই লোক? ম্যানসনের মত বিলাসবহুল একটা কারে থাকে সে! সেরা খাবার খায়, যা ইচ্ছে পান করতে পারে! আর তুমি বলছ লোকটা উন্মাদ?'

'আরাম-আয়াশে যদি থাকবে, তা হলে এই রোদ আর ঝড়ো বাতাসের মধ্যে পড়ে আছে কেন? বড় কোন শহরে চলে গেলেই পারে! অথচ দিনের পর দিন এখানে কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা, স্রেফ বসে আছে, একটা আঙুলও নাড়ছে না কেউ!'

'আমার তো মনে হয় কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে ওরা,' মৃদু স্বরে বলল স্বল্পভাষী একজন। 'হয়তো কারও অপেক্ষায় আছে। লোকটা এলেই চলে যাবে ওরা।'

'যাক বা না-যাক, সেটা পরের ব্যাপার,' বলল প্রথমজন। 'এখানে এসেছে ওরা। এখানে–এই শহরে! ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? চিন্তা করো, কেন এল? এমন কী আছে এখানে?' দু'হাত ছড়িয়ে নেতিবাচক একটা ভঙ্গি করল সে। 'কিচ্ছু নেই, অন্তত ওদের জন্য! অথচ স্রেফ অপেক্ষায় থেকে কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়েছে ওরা!'

'কারটা কিন্তু চলে গেছে,' বলল স্বল্পভাষী। 'দৈত্য অবশ্য রয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, ব্যাটা করে কি?'

'বসে থাকে শুধু। মাঝে মধ্যে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে, তারপর কোথাও বসে যায় আবার। কোন কাজই করে না!'

নীরব হয়ে গেল লোকগুলো।

বীয়ারে চুমুক দিল জন। স্বল্পভাষী ভ্যাকুয়েরো চোখ তুলে তাকাতে ধরা পড়ে গেল–চোখাচোখি হলো দু'জনের। গ্লাস তুলে উইশ করল ও: 'গুড লাক!'

শূন্য গ্লাসের দিকে তাকাল সে, তারপর শ্রাগ করল।

'বীয়ার দাও ওদের।' বারটেন্ডারকে ইশারা করল জন, তিন গল্পবাজের দিকে ফিরে বলল: 'ভাগ্যটা ভালই যাচ্ছে আমার। পুরানো কিছু পাওনা আদায় করেছি...ষাট ডলার। পাক্কা দুই মাসের কামাই!'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে স্যান্ডউইচ রেখে বীয়ার পরিবেশন করল বারকীপ।

তিনজনের সঙ্গে যোগ দিল জন। 'আগামী তিনদিন ইচ্ছেমত আয়েশ করব–ঘুমাব, খাব, ট্রেন আসতে-যেতে দেখব। তারপর কোন কাজ পেলে থাকব হয়তো, নইলে চলে যাব।'

'মাঝে মধ্যে অলস সময় কাটানো মন্দ নয়, কিন্তু এখানে কোন কাজ পাবে না, বন্ধু। আশপাশে গরুর চাহিদা নেই, ভেড়ার কদর চলছে এখানে,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল একজন।

'ভেড়ায় কিন্তু লাভ বেশি,' মন্তব্য করল স্বল্পভাষী লোকটা। 'জবাই করলে গরুর উপকারিতা ওখানেই শেষ। ভেড়ার ক্ষেত্রে পশমও কাজে

লাগে।'

'কারের ওই লোকটার ক্ষেত্রে কী বলবে? সে কি ভেড়া না গরুর ব্যবসা করে?'

শ্রাগ করল ভ্যাকুয়েরো। 'এ পর্যন্ত কোন স্টক কেনেনি লোকটা। আমার তো ধারণা স্টীম-কারের সঙ্গে জড়িত সে।'

'শুনেছি কারও সঙ্গে দেখা করে না সে?'

'হাহ্, এই তোমার ধারণা?' চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ভ্যাকুয়েরো। 'কিচ্ছু জানো না তুমি। কিন্তু আমি জানি! দু'জন। এ পর্যন্ত দু'জন লোক দেখা করেছে ওর সঙ্গে। রাতের বেলায়। আলাদা আলাদা ভাবে এসেছিল ওরা। চুপিসারে, সম্ভবত কারও চোখে না পড়েই লোকটার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'মেসার উপর তৃণভূমিতে ঘোড়া জড়ো করছি আমি, ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় রেল-কারটা। তো, লোক দুটো বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খুলেছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য, আলো এসে পড়েছিল বাইরে। এ থেকে বুঝে নিয়েছি।

'দু'জনই রাতের বেলায় গোপনে দেখা করেছে লোকটার সঙ্গে। দ্বিতীয়জনের চারদিন আগে দেখা করেছে প্রথম মক্কেল।'

'নিশ্চই কোন ঘাপলা আছে,' মন্তব্য করল তৃতীয় মেক্সিকান। 'শুধু রাতের বেলায় কেন? কারের লোকটা নিশ্চই চোর নয়?'

'মাত্র দু'জন? আর কেউ থাকে না?' জানতে চাইল জন।

শ্রাগ করল ভ্যাকুয়েরো, প্রায় দ্বিধান্বিত স্বরে বলল: 'আরেক রাতে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমার কুকুরটা ঘোড়ার সঙ্গে ছিল, হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়ে ওটা। প্রথমে অবশ্য মনে হয়েছিল ধারে-কাছে নেকড়ে আছে, আসলে ছিল না। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু কুকুরটা…দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছিল।

'ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব দেইনি, শুয়ে পড়লাম। চারপাশ ছিল নীরব। হঠাৎ শব্দটা কানে এল, মনে হলো একজন লোক দৌড়াচ্ছে।'

'ঘোড়সওয়ার নয় তো?'

'না। খুব দ্রুত ছুটছিল এক লোক, দারুণ ভয় পেয়েছিল বোধহয়।'

'পালাচ্ছিল? কিন্তু কোথায় পালাবে, জেরিটো? চারপাশে খোলা জমি, পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার বা লুকানোর মত জায়গা নেই।'

'আমি নিশ্চিত, কেউ পালাচ্ছিল,' একগুঁয়ে স্বরে বলল জেরিটো। 'সন্ত্রস্ত কোন লোক ছুটতে থাকলে কেমন শব্দ হয়, জানি আমি। ঘোড়া নয়, কিংবা গরু বা ভেড়াও নয়। একজন মানুষ ছুটছিল…প্রাণপণে ছুটছিল।'

'কোন্ দিকে গেছে লোকটা?' জানতে চাইল জন।

অবজ্ঞা ভরে শ্রাগ করল তৃতীয়জন উপহাসের সুরে বলল: 'অদ্ভুত প্রশ্ন!

আশপাশে যা এলাকা, সারাদিন ছুটলেও কোন আশ্রয় খুঁজে পাবে না কেউ। জেরিটো, আসলে তুমি স্বপ্ন দেখেছ!'

'দৌড়ানোর শব্দ না হয় ভুল শুনেছি, কিন্তু চিৎকারটা?'

স্থির দৃষ্টিতে জেরিটোর দিকে তাকিয়ে থাকল অন্যরা।

ভাবশূন্য জেরিটোর মুখ, কিন্তু চাহনিতে উত্তেজনা। 'এটা একদিন আগের ঘটনা। মাত্র একবার চিৎকার করেছিল লোকটা, স্পষ্ট শুনেছি।'

'কোন পশু বোধহয়,' বলল একজন। 'পাহাড়ী সিংহ হতে পারে।'

'আরেক রাউন্ড চলবে নাকি?' প্রস্তাব করল জন। 'একসময় হয়তো সব টাকা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যতক্ষণ পকেটে আছে…গলা ভেজাতে দোষ কি!'

গল্প আর বীয়ার চলতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল ওরা। রেল-কার বা ছুটন্ত লোকটার প্রসঙ্গ উঠল না আর; গরু, ঘোড়া, স্যাডল, ল্যাসো, স্পার নিয়ে গল্প জমে উঠল। বুনো এলাকায় গরু দাবড়ানোর অভিজ্ঞতার ফিরিস্তি দিল দু'জন, অন্যদের সেই অভিজ্ঞতা নেই বলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ভেবে মনোযোগ দিয়ে শুনল।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল জন, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য জেরিটোকে রাস্তায় দেখতে পেল। সুযোগটা ছাড়ল না। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' নিচু স্বরে বলল ও। 'খোলা প্রান্তর ধরে ছুটছিল এক লোক। চিৎকারের ব্যাপারটাও রহস্যময়।'

সিগারেট রোল করছে মেক্সিকান ভ্যাকুয়েরো। 'আমি নিশ্চিত, কেউ চিৎকার করছিল, *সেনর,*' দৃঢ় স্বরে বলল সে, জিভ দিয়ে সযত্নে কাগজের কিনারা ছুঁলো। 'চিৎকারটাও স্বাভাবিক ছিল না–ভয়ঙ্কর ব্যথায় আর্তনাদ করেছিল লোকটা।' সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল সে। 'গৃহযুদ্ধের সময় এমন চিৎকার শুনেছিলাম একবার।' সিগারেট ধরাল জেরিটো। 'আমার ধারণা, রেল-কার থেকে এসেছিল চিৎকারটা।'

'রেল-কার থেকে?'

'কার কিন্তু দুটো। একটায় ধনী ওই লোকটা থাকে, অন্যটা বক্স-কার। সবসময় তালা আটকানো থাকে ওটায়।'

অলস বা ফালতু আলাপ করছে না মেক্স, বলবার ভঙ্গিও উদ্দেশ্যপূর্ণ। মৃদু কিন্তু উত্তেজিত স্বর।

'জেরিটো, এ নিয়ে কথা বলা দরকার–শুধু তুমি আর আমি। তবে এখানে নয়, অন্য কোথাও আলাপ করব।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'বেশিদিন অবশ্য থাকব না, বড়জোর এক সপ্তাহ! এখান থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পুবে পাবে আমাকে। ঘণ্টাখানেক লাগবে ওখানে পৌঁছতে।'

'আসব,' ঘুরে দাঁড়িয়েও দ্বিধা করল জন। 'জেরিটো, সতর্ক থেকো!'

'সি,' সিগারেটে কষে টান দিল সে। 'লোকটার চিৎকার শুনেছি আমি, *সেনর।'*

ট্রেসি'স কর্নারে এসে এ নিয়ে গভীর ভাবে ভাবল জন। সত্যিই বক্স-কারে বন্দি ছিল কেউ? লোকটা কে?

কোন ভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছিল লোকটা। প্রাণভয়ে খোলা প্রেয়ারির দিকে ছুটেছে। সেক্ষেত্রে...এখনও পায়ের ছাপ থাকতে পারে। হয়তো ট্র্যাক ছাড়াও আরও বেশি কিছু পাওয়া যাবে। খুব বেশি লোকজন নেই এদিকে, খোলা জায়গা হওয়ায় চলাচলও কম।

'হেনরি হলিস্টার,' নীরবে স্বগতোক্তি করল জন। 'আগে না হলেও এখন তোমার ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

পাঁচ

সূর্য উঠবার আগেই ট্রেসি'স কর্নারে চলে এল জন ক্যালকিন। পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটছে তখন, যদিও পশ্চিম আকাশে কিছু তারা রয়ে গেছে। শূন্য বোর্ডওঅকে প্রতিধ্বনি তুলল ওর বুটের শব্দ।

স্টেশনের একটা কামরায় আলো দেখা যাচ্ছে। কোন স্টাফ কাজ শুরু করেছে বোধহয়। সারা শহরে আর মাত্র দুই জায়গায় আলো জ্বলছে–হোটেল এবং ট্রেসি'স কর্নারে।

শহরের একমাত্র রাস্তাটা দু'দিকে খোলা প্রেয়ারিতে উন্মুক্ত হয়েছে। দু'পাশে প্রায় সব দালান ফল্স-ফ্রন্টের কিংবা ফ্রেমের দোতলা। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় জীর্ণ এবং রুগ্ন দেখাচ্ছে আবহাওয়া-জর্জরিত কাঠামোগুলো।

দিনটা শুরু হলো উত্তরহীন, কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে: এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?

রেস্তোরাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে জন দেখতে পেল মগে কফি ঢালছে ফ্রাংক কেড।

'বোসো,' প্রস্তাব করল সে। 'একসঙ্গে কফি খাব।'

'জেরিটো নামে এক ভ্যাকুয়েরোকে চেনো?' টেবিলে বসে কফির মগ পূর্ণ করল জন।

'চিনি। ভালমানুষ। ল্যাসো বা দড়ি হাতে আমার দেখা সেরা একজন। ওর ছুঁড়ে দেওয়া ল্যাসো কখনও মিস্ হয় না।'

'কথা হলো ওর সঙ্গে। পাহাড়ের কিনারে ঘোড়া জড়ো করছে ও।'

'ওয়াই-আপ আউটফিটের হয়ে রাইড করে জেরিটো। ছেলেরা অবশ্য ইয়াপ ব্র্যান্ড বলতে পছন্দ করে। বড় আউটফিট। খরার কারণে সময়টা ভাল

যাচ্ছে না ওদের। পানির খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সব গরু।'

'ভালই মনে হলো ওকে।'

'ভাল, কিন্তু হালকা ভাবে নিয়ো না ওকে। অ্যাপাচীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য মেক্সিকান আউটফিটে যোগ দিয়েছিল ও, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। পরের সাতটা বছর শুধু শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিয়েছে। পোড়খাওয়া মানুষ। বহু লড়াই করেছে জীবনে। মার খেয়েছে, গুলি লেগেছে, ছুরির ঘা খেয়েছে। বয়স হলেও এখনও টাফ মানুষ।'

রান্নাঘরে চলে গেল কেড।

প্রথম কাপ শেষ করে কফিপটের দিকে হাত বাড়িয়েছে জন, এসময় খুলে গেল দরজা। রেলের কর্মচারী। প্রথমদিন এসে দেখেছিল লোকটাকে।

জনের সামনে টেবিলের উপর একটা চিঠি রাখল সে। 'আমাদের এক বন্ধু তোমাকে এটা দিতে বলল। ডাক বিভাগের উপর আস্থা নেই কিনা।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার নাম এড ডিলন। কোন সাহায্য দরকার হলে জানিয়ো।'

আরেক টেবিলে গিয়ে বসল সে। চিঠিটা দেখল জন, উপরের লেখা নিরীখ করল। পল জার্ভিসের হস্তাক্ষর। জার্ভিস যদি ডাক বিভাগের উপর আস্থা রাখতে না পারে তা হলে...

খামের কিনারা ছিঁড়ল ও। ব্যাগেজের একটা রসিদ ছাড়াও ছোট্ট নোট রয়েছে ভেতরে। নোটটা পড়ল জন:

রসিদের ব্যাপারে সাবধান। কাউকে জানিয়ো না কিছু।

স্লেচাররা খুন হয়েছিল। আচমকা, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে খুন করা হয়েছে তাদের। বিক্রি করবার মত কিছু ছিল ওদের কাছে, এবং সেটা বিক্রিও করতে যাচ্ছিল। দাম কিংবা কার কাছে বিক্রি করত, জানা যায়নি। নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, বিপদের আশঙ্কা করেনি ওরা। এক বোতল মদ দেওয়া হয়েছিল ওদেরকে। মদে বিষ মেশানো ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার, মৃত্যুর পর শরীরে মদের কোন প্রভাবই ছিল না।

নেহাত সৌভাগ্যবশত জার্মান শেফারকে পেয়েছি। পুরানো রেজিস্ট্রার ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ ব্যাগেজটার ব্যাপারে জানতে পারলাম। সম্ভবত ইচ্ছে করেই এটা দাবি করেনি কেউ। তবে পিঙ্কারটনকে একটা ব্যাগ তল্লাশি করতে দিয়েছিল শেফার। কিন্তু আরও একটা ব্যাগ যে আছে, তা জানায়নি। বোধহয় নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার ধান্ধায় ছিল লোকটা, কোন ভাবে টের পেয়েছিল সামান্য এই ব্যাগের মাধ্যমে বড়সড় দাঁও মারতে পারবে।

ব্যাগটা ছুঁইনি আমি। বেটি হ্যারিগানের ঠিকানায় পাঠিয়ে

দিলাম। তোমার ওখান থেকে পশ্চিমের প্রথম স্টেশনে ছোটখাট একটা স্টোর-কাম-কফি শপ চালায় মহিলা।

ওখানে গিয়ে বেটির সঙ্গে দেখা কোরো।

খোদার দোহাই, সাবধানে থেকো। এসবের পিছনে যারাই থাকুক, বিশ্বাস করো, দারুণ বিপজ্জনক মানুষ। খুন-খারাবি ওদের কাছে মামুলি ব্যাপার।

চিঠির শেষে স্বাক্ষর বা নাম নেই। জার্ভিসের ভীতির প্রমাণ। দৃশ্যত, এমন কোন প্রমাণ সে রাখতে চায়নি পরে যা থেকে ওকে জড়াতে পারবে কেউ।

বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে চিঠির বিষয়বস্তু বেখাপ্পা এবং অর্থহীন মনে হলো জনের কাছে।

ফ্লেচাররা খুন হলো কেন? কে খুন করেছে তাদের? হেনরি হলিস্টারের ব্যক্তিগত রেল-কারে মাঝ রাতে গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল কারা? জেরিটোর গল্প যদি সত্যি হয়ে থাকে, নির্জন রাতে প্রাণভয়ে খোলা প্রেয়ারিতে ছুটছিল কে?

ঘরের কোণে পেটমোটা একটা স্টোভ রয়েছে। চিন্তিত মনে ওটার কাছে এল জন, দেয়াশলাই জ্বালিয়ে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল। খামটাও বাদ গেল না।

হঠাৎ করেই কাজটা বাদ দেওয়ার চিন্তা এল ওর মনে। যত যাই হোক, ও তো গোয়েন্দা নয়। সামান্য একজন ড্রিফটার, কাউহ্যান্ড। একসময় হয়তো রেঞ্জার ছিল, গৃহযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতেও ছিল; কিন্তু সেসব এখন সুদূর অতীত। এ মুহূর্তে স্রেফ ভবঘুরে ও। যখন যে-কাজ পায়, তাই করতে অভ্যস্ত।

হেনরি হলিস্টারের কাছ থেকে নেওয়া অগ্রিম ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, কারণ টাকাটা খরচ হয়ে গেছে। তবে এও ঠিক, হাল ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও নেই। রহস্যটা টানছে ওকে। এখন হাল ছেড়ে দিলেও, আপসে ওকে সরে যেতে দেবে প্রতিপক্ষ? ইতোমধ্যে কি যথেষ্টরও বেশি জানা হয়ে যায়নি ওর? অন্তত প্রতিপক্ষ যে তাই ভাবছে, এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত জন।

একমাত্র উপায়: দীর্ঘ টানেলের শেষ প্রান্তটা খুঁজে পেতে হবে; তা হলে বেরিয়ে যাওয়ার পথ পেয়ে যাবে।

তা ছাড়া, যে-মেয়েটিকে খুঁজছে, অবচেতন মনে কেবলই মনে হচ্ছে বিপদে আছে মেয়েটা। অ্যান হলিস্টার। সমস্ত রহস্যের মূলে রয়েছে মেয়েটি, এবং সম্ভবত অ্যানেরই বিপদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। হেনরি হলিস্টার কেন এতদিন পর নাতনীকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে পড়েছে, প্রশ্নটা উপেক্ষা করতে পারছে না জন। নাতনীকে নিরাপদ হেফাজতে রাখবার জন্য?

হয়তো।

হলিস্টারের অতীত জানতে পারলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। তবে, সেজন্য সময় দরকার।

ফিরে এসে টেবিলে বসল ও, বেশ কয়েকটা চিঠি লিখল। ফ্লেচার দম্পতি, স্যাম স্নাইডার, বব পিটার্স, স্মোক রেফার্টি এবং হেনরি হলিস্টার সম্পর্কে খোঁজ চাইল কয়েকজন বন্ধুর কাছে। কম সময়ের মধ্যে তথ্য জানবার এটাই সহজ উপায়।

ট্রেন আসবার আগে স্টেশনে চলে এল ও, চিঠিগুলো সরাসরি ট্রেনের মেইলে পাঠিয়ে দিল। কিছু কিছু চিঠি ট্রেন থেকে স্টেজের মাধ্যমে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছবে।

খুব একটা আশা করছে না ও, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জানা থাকতে পারে কারও। আউটল ট্রেইলে অলিখিত একটা নিয়ম মেনে চলে অপরাধীরা: নিজেদের মধ্যে গোপন তথ্য আদান-প্রদান করে সবাই। এটা নিরাপত্তার পূর্বশর্তও বটে। কারণ সামান্য তথ্যও কাজে আসে। দুই আউটলর কাছে চিঠি লিখেছে ও, আশা করছে এরা হয়তো হেনরি বা জ্যাক হলিস্টার সম্পর্কে কোন তথ্য জানাতে পারবে।

একটা আইডিয়া রূপ নিয়েছে মাথায়। কেউ যদি ওর উপর নজর রেখে থাকে, তার বা তাদের সন্দেহ না জাগিয়ে বেটি হ্যারিগানের সঙ্গে দেখা করে ব্যাগেজটা নিয়ে আসতে হবে। খুব সতর্ক থাকতে হবে। ওর আসল উদ্দেশ্য কাউকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।

স্টোরে ঢুকে অযথাই এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করল ও, নির্দিষ্ট কিছু দেখছে না। ওর সামনে এসে দাঁড়াল স্টোরমালিক, জানতে চাইল: 'বিশেষ কিছু খুঁজছ?'

যা খুঁজছে, সেটা স্টোরে নেই এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে জন, তাই নির্দ্বিধায় উত্তর দিল: 'বড়সড় একটা সুটকেস দরকার। ভাবছি সেন্ট লুইসে যাব।' স্টোরে থাকা অন্য খদ্দেররাও শুনতে পাচ্ছে ওর কথা। 'কাপড়চোপড় নেওয়ার জন্য সুটকেস লাগবে। তা ছাড়া যে-সব সঙ্গে নেব না, ওগুলো তুলে রাখবার জন্যও একটা ব্যাগ দরকার।' দু'হাত ছড়িয়ে বিশাল একটা সুটকেসের আকার দেখাল ও।

'অতবড় নেই আমার কাছে।'

'লারকিন'স নামে একটা স্টোর আছে না? ওদের কাছে থাকতে পারে?'

'লারকিন'স? ওটা তো অন্য শহরে। এখানে থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে। হ্যাঁ, ওদের কাছে বড় সুটকেস থাকতে পারে। ওদের কালেকশন ভাল।'

'কারে চড়বার অজুহাত পেয়ে গেলাম!' আলাপী সুরে জানতে চাইল ও: 'কখনও চড়েছ কারে?'

'নাহ্। চড়তে চাইও না,' বলল দোকানি। 'ওগুলোর গতি বেশি। এক লোকের কাছে শুনেছি শুরুতেই নাকি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছোটে! নিশ্চই মিথ্যে বলছিল ব্যাটা, কিন্তু ওই গতিতে গেলেও টিকতে পারব না

আমি।'

'তাই? চড়ে দেখা দরকার কেমন লাগে! যাকগে, মনে হচ্ছে লারকিন'স-এ একবার ঢুঁ মারা উচিত।'

'স্টোরটা অনেক বড়, সম্ভবত অতবড় সুটকেসও আছে ওদের কাছে।'

রেস্তোরাঁয় যখন এল জন, ততক্ষণে প্রায় পুরো শহর নিশ্চুপ হয়ে গেছে, শুধু গোল্ডেন স্পার থেকে পিয়ানোর হালকা সুর ভেসে আসছে। জানালার লাগোয়া একটা টেবিলে বসে আছে স্মোক রেফার্টি। এতক্ষণ নিশ্চই ওর প্রতিটি পদক্ষেপ নজরে রেখেছে ব্যাটা, ভাবল জন।

আর এটাই চাইছে ও।

ওর ফরমাশ নিল ক্যাথি। 'ভাবছি স্টীম-কারে চড়ব,' বলল জন। 'তার আগে অবশ্য লারকিন'স-এ যাব। বড় একটা সুটকেস আর কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে। কখনও স্টীম-কারে চড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেনেই আসা-যাওয়া করব। দুপুরে গিয়ে সাপারের আগে ফিরে আসব। এত কম সময়ের মধ্যে আসা-যাওয়া প্রায় অসম্ভব শোনাচ্ছে, তাই না? কিন্তু ট্রেনটা নাকি বেশ দ্রুত চলে।'

সত্যি কথা হচ্ছে, ট্রেনে চড়বার বহু অভিজ্ঞতা আছে জনের, তবে স্মোক রেফার্টি বা অন্যদের সেটা জানা থাকবার কথা নয়। কুশন, রড এমনকি ছাদে যাতায়াত করবার অভিজ্ঞতাও আছে ওর। সুটকেস কিনবার অজুহাত জানাল ও এবার: 'সেন্ট লুইসে তো যেনতেন পোশাক পরে যাওয়া যাবে না, তাই সঙ্গে কাপড় নিয়ে যাব।'

নতুন কাজে বেশ চটপটে মনে হচ্ছে ক্যাথিকে। রেশমি একটা ড্রেস পরনে, উপরে অ্যাপ্রন চাপিয়েছে। সাধারণ পোশাকেও আকর্ষণীয়া দেখাচ্ছে ওকে।

'রেস্তোরাঁর অংশীদার হয়ে কেমন লাগছে?' হালকা চালে জানতে চাইল জন। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল খাওয়ায় ব্যস্ত স্মোক রেফার্টির কাঁটা চামচ মাঝ পথে থেমে গেছে প্রশ্নটা শুনে, মুখে খাবার পুরছিল সে।

'মন্দ নয়। এই প্রথম মনে হচ্ছে আমার নিজস্ব একটা কিছু আছে, আর মি. কেড তো মেয়ের মত স্নেহ করছে আমাকে।'

'কেউ যদি বিরক্ত করে, কেডকে জানিয়ো। শটগানে খুব চালু ওর হাত।'

খাবার পরিবেশন করে রান্নাঘরে ফিরে গেল ক্যাথি। রেফার্টি আর জন ছাড়াও আরও দু'জন খদ্দের রয়েছে–সকালে ট্রেন থেকে এদের নামতে দেখেছে জন–শীর্ণদেহী বয়স্ক এক লোক, পরিপাটি পোশাক পরনে। সুদর্শন, বয়স অন্তত পঞ্চাশ হবে।

অন্যজন চাইনিজ। সময় নিয়ে, আয়েশ করে খাচ্ছে ভদ্রলোক, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না।

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল বয়স্ক লোকটি, টেবিলে একটা কয়েন রেখে দ্রুত পায়ে এগোল দরজার দিকে। ডান পায়ে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটে সে, খেয়াল করল জন।

আচমকা প্রতিটি স্নায়ু সজাগ ও টানটান হয়ে গেল, শীতল শিহরণ বয়ে গেল শিরদাঁড়ায়। খোঁড়া পা, সরু হ্যান্ডলবার গোঁফ, চাঁদির ঠিক মাঝখানে ছোটখাট টাক, ভাবছে জন···ন্যাট হিনম্যান না হয়েই যায় না!

চট করে রেফার্টির দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। দু'হাতে টেবিলের কিনারা চেপে ধরেছে সে, যেন উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝ পথে কোন কারণে থমকে গেছে। তারপর, ধীরে ধীরে শরীরে ঢিল দিল সে, পাশ ফিরে তাকাল জনের দিকে।

রেফার্টিও চেনে হিনম্যানকে। আরকান্সয়ার ন্যাট হিনম্যান। পেশাদার খুনি।

বাজি রেখে বলতে পারবে জন, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে হিনম্যান। কাউকে খুন করতে এসেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে: কাকে?

ছয়

ট্রেন-যাত্রার সময় চিন্তা-ভাবনা করবার সুযোগ পেল জন। সকাল ন'টার সময় ট্রেনে চড়েছে ও, শেষদিকের একটা বাগিতে। সকালটা সুন্দর, ঝকঝকে রোদ মন চাঙা করে তোলে। মিনিট কয়েক জানালা দিয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখল ও, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে শুরু করল।

ওর মতই, স্মোক রেফার্টিও বিস্মিত হয়েছে হিনম্যানকে দেখে। তার মানে: দু'জন একসঙ্গে কাজ করছে না। সেক্ষেত্রে, তৃতীয় একটা পক্ষ যোগ দিয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, হোটেলে ওর কামরার দরজা খুলতে চেষ্টা করেছিল যে-লোক, তার কথা মনে পড়ল।

হিনম্যান? মনে হয় না। ঘটনার পরদিন নিজের চোখে লোকটাকে ট্রেন থেকে নামতে দেখেছে ও।

পশ্চিমে আসলে গোপন বলতে কিছু নেই, অন্তত মানুষের আনাগোনা বা চরিত্র বিচার করলে। কারও সম্পর্কে একটা খবর অনেক দূরে থাকতেই জানা যায়, এমনকি লোকটাকে না দেখেও; এর কারণ মানুষের গল্প করবার দুর্বলতা। নিঃসঙ্গ কঠিন জীবনে অভ্যস্ত দু'জন লোক একত্র হলে খুঁটিনাটি সব

বিষয়ে আলাপ করে। আর এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে খবর। এমনকি, হাজার মাইল দূরের কোন মানুষের গল্পও চালু হয়ে যায়।

ন্যাট হিনম্যানের ব্যাপারটাও সেরকম। ষোলো বছর বয়সে সান্তা ফে ট্রেইল ধরে পশ্চিমে আসে সে। ইউরোপ বা পুবে তখন বীভার হ্যাটের বদলে সিল্কের হ্যাটের প্রচলন শুরু হয়েছে, স্বভাবতই পশ্চিমে বীভার শিকারের গুরুত্বও কমে যায়। কয়েক বছর ফার শিকার করবার পর, কোমাঞ্চিদের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অনিয়মিত সদস্য হিসেবে চাকুরি করে হিনম্যান, তারপর চিহুহুয়ায় রেনিগেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয়।

স্যান্ড ক্রীক ম্যাসাকারের সময় চিভিংটনের ডান হাত ছিল সে, ক্যান্সাসে ছিল ব্লাডি বিল অ্যান্ডারসনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। গৃহযুদ্ধের সময় ক্যান্সাস আর মিসৌরিতে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের নৃশংস ভাবে খুন করেছে। তারপর হঠাৎ করেই পেশাদার খুনি বনে যায় সে, আবিষ্কার করে অন্য যে-কোন পেশার চেয়ে এটাই তার জন্য লাভজনক–শুধু খানিকটা সতর্ক থাকলেই বিপদের সম্ভাবনা নেই। নীতি বা মানবতার প্রশ্ন হিনম্যানের কাছে অবান্তর। টাকা পেলে যে-কাউকে খুন করতে রাজি সে, লোকটা ভাল কি মন্দ, সেই বিচার করতে যায় না কখনও। মানুষ খুন হিনম্যানের কাছে খরগোশ হত্যার মতই গুরুত্বহীন, সহজ এবং দায়হীন ব্যাপার। কিন্তু তার উপলব্ধি হয়নি যে সময় বদলে গেছে।

হিনম্যান কয়োটির মত ধূর্ত ও সজাগ থাকতে জানে সর্বক্ষণ, সেজন্যই ধরা পড়েনি কখনও, ওর উপস্থিতির প্রমাণও কেউ পায়নি। কাজ নিয়ে নতুন কোন এলাকায় আসে সে, উদ্দিষ্ট লোকটাকে খুন করে সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। অভিযুক্ত হওয়া দূরে থাক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওর দিকে সন্দেহের আঙুলও নির্দেশ করতে পারেনি আইন। সারা পশ্চিমে অসংখ্য ভবঘুরে মানুষ ঘুরে বেড়ায়, আর হিনম্যান সতর্ক বলে পিছনে চিহ্ন রেখে যায় না। মন্দ মানুষ হিসেবে কুখ্যাত না হোক, পেশাদার খুনি হিসেবে ঠিকই নাম কিনে ফেলেছে সে। সবাই জানে কাউকে খুন করতে হলে সবার আগে ন্যাট হিনম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

আউটল ট্রেইলে চলাফেরা করেছে বলে হিনম্যানের মত পেশাদার খুনিদের বহু গল্প শুনেছে জন। এদের কাউকে স্বচক্ষে দেখেছে, কারও বর্ণনা শুনেছে; তাই পরে কখনও দেখলে অনায়াসে চিনতে পারে। একজন জাতখুনির ধাত সাধারণ মানুষ থেকে ঢের আলাদা, জন বা স্মোক রেফার্টির মত পোড়খাওয়া মানুষের চোখে ওই ধাতটাই প্রথমে ধরা পড়ে।

পশ্চিম এখনও বিস্তীর্ণ, প্রায় বিরান অঞ্চল। ছোট ছোট শহর বা বসতি গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু অনেক সময় শত মাইল পাড়ি দিয়েও কোন লোকালয় চোখে পড়ে না। জীর্ণ বাঙ্কহাউস, পাহাড়, সমান জমি বা হোটেলে কাগজের মত পাতলা দেয়াল-ঘেরা কামরায় রাত কাটায় লোকজন। ধোঁয়াটে অতীত নিয়ে কথা বলে না কেউ। নিজের কাজ কীভাবে করল, বিপদ কিংবা

প্রয়োজনের সময় নিজস্ব অধিকার নিয়ে কতটা সোচ্চার হলো একজন লোক, এখানে সেটাই বিচার করা হয়। আসলে, পশ্চিমে পালিয়ে যাওয়ার বা কোন কিছু এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সুনাম বা দুর্নাম খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে এখানে, ট্রেইলের আনাচে-কানাচে গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

ন্যাট হিনম্যানের আরেক নাম আরকান্সয়ার। কোন শহরে ওর আগমন ঘটে, কেউ খুন হয়ে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তল্লাট ছেড়ে চলে যায় হিনম্যান। খুনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে করতেও কয়েকটা দিন লেগে যায়, ততক্ষণে অনেক দূরে সরে যায় হিনম্যান; এ ব্যাপারটাও ঘটেছে কদাচিৎ। শহরের সন্দিহান মার্শাল যদি ওকে শহর ছাড়বার নির্দেশ দেয়, বিনা তর্কে নির্দেশটা পালন করে সে। ল-অফিসার দূরে থাক, সাধারণ কোন মানুষকেও ঘাঁটাতে অনভ্যস্ত হিনম্যান, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অযথা ঝুঁকি নেয় না কখনও।

ন্যাট হিনম্যানের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াচ্ছে: কাকে খুন করতে এসেছে সে? হয়তো ওকেই, ভাবছে জন, কিন্তু যৌক্তিক কোন কারণ নেই। তবে যুক্তি বলছে: অ্যান হলিস্টারকে খুঁজে পাওয়ার আগে ওকে খুন করতে চাওয়ার কারণ নেই কারও।

প্রশ্নটা চলে এল আবারও: কেন ওকেই পছন্দ করেছে হেনরি হলিস্টার? কোটিপতির কি ধারণা বিশেষ কিছু জানা আছে ওর? লোভনীয় অফারটা কি পরোক্ষ ভাবে ওর মুখ খুলবার জন্য?

ধারণাটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল জন, পরিচিত কিংবা ট্রেইলে পরিচয় হওয়া বিভিন্ন মেয়ের কথা স্মরণ করল—হয়তো এদের কেউ হবে অ্যান হলিস্টার। পিঙ্কারটন কি এমন কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছিল, নইলে কেন ওর মত সামান্য ড্রিফটারকে ভাড়া করবে কোটিপতি? সেক্ষেত্রে, গোয়েন্দারা সরাসরি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল না কেন?

ত্যক্ত মনে ভাবনা সরিয়ে রাখল ও। হিসাব মিলছে না।

*

লারকিন সিটিতে ট্রেন থেকে নেমে স্টোরের দিকে এগোল জন। স্টোরটা স্টেশনের লাগোয়া, বড়জোর ষাট গজ দূরে হবে। স্টোরের পোর্চে উঠে এসে পিছন ফিরল ও, দেখতে ইচ্ছুক কারা ট্রেন থেকে নামে।

বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে নামল মোটাসোটা এক মহিলা। তাকে অনুসরণ করল এক ড্রামার।

স্টোরে ঢুকল জন।

ছোটখাট এক লোক এগিয়ে এল। সবুজ আইশেড তার চোখে, তাই চোখজোড়া দেখা সম্ভব হলো না। 'কিছু লাগবে তোমার?' জানতে চাইল সে।

'একটা সুটকেস। বেশ বড় হতে হবে। ট্রেনে করে সেন্ট লুইসে যাব, ভাবছি ওখান থেকে কিছু সৌখিন জিনিস কিনব।'

'খুঁজে দেখো,' ইশারায় ভিতরের দিকটা দেখাল সে। 'দেখো পছন্দ হয়

কিনা।' জন এগোতে যোগ করল: 'তুমি বরং একটা কার্পেটব্যাগ নাও।'

ঠিকই বলেছে লোকটা। তবে কার্পেটব্যাগ নয়, সুটকেসই দরকার ওর, কারণ আদপে সেন্ট লুইসে যাচ্ছে না ও এবং ব্যাগেজটা সুটকেসে ভরে নিয়ে যেতে হবে।

ছোটবড় বেশ কয়েকটা সুটকেস চোখে পড়ল। সবক'টাই টেকসই, বৃষ্টির পানি ভিতরে ঢুকবে না। তবে সেদিকে মনোযোগ নেই জনের, বরং আকার আর দামের কথা ভাবছে।

'ট্রেন আসবার আগেই ফিরব,' প্রতিশ্রুতি দিল ও।

পাশের দোকানটাই সেলুন। ভিতরে ঢুকে কোণের একটা টেবিলে বসল জন, বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চারপাশে নজর চালাল। কেউ ওর দিকে খেয়াল করছে বলে মনে হলো না। বীয়ার শেষ করে রাস্তায় চোখ চালাল ও, বেটি হ্যারিগানের স্টোরের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। উঁহুঁ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সেলুন থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে এগোল ও। স্টোর-কাম-কফি শপ পেরিয়ে গেল, আচমকা মনে পড়েছে যেন কিছু, থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরল; পিছনে কেউ অনুসরণ করছে না–নিশ্চিত হয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বেটি হ্যারিগানকে চেনে না চৌহদ্দিতে এমন লোক পাওয়া যাবে না। স্কুলে পড়ানোর জন্য পশ্চিমে এসেছিল মহিলা, নিজের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এক র‍্যাঞ্চারকে বিয়ে করে। দাম্পত্য জীবনে সুখীও ছিল বেটি। এলাকায় হ্যারিগানই প্রথম গরু এনেছিল, মজার একটা ব্র্যান্ড ব্যবহার করত: বি-ফোর। 'ঠিক নামই তো,' ব্র্যান্ডের নামের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় প্রায়ই বলত সে। 'এখানে সবার আগে তো আমিই এসেছি।'

হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা পড়ে হ্যারিগান। ফুলে-ফেঁপে ওঠা ক্রীক ধরে গরু পার করছিল, আচমকা ঘোড়ার পা হড়কে যায়, স্রোতের তোড়ে ভেসে যায় দু'জনেই। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যায় বেটি। র‍্যাঞ্চ বেচে লারকিন সিটিতে চলে আসে ও, হোটেল আর কাছাকাছি একটা দোকান কিনে ব্যবসা শুরু করে।

মহিলাদের জন্য টুকিটাকি জিনিস পাওয়া যায় ওর স্টোরে–ফিতা, পিন, সুঁই-সুতা, বোতাম, পেন্সিল, ট্যাবলেট ছাড়াও ছোটখাট জিনিস যেগুলো রাখবার ঝামেলায় যায় না অন্য কোন স্টোরমালিক। লাল চেক টেবিল-ক্লথে মোড়া তিনটে টেবিল রয়েছে স্টোরের এক অংশে, কফি আর ডুনাট পরিবেশন করা হয় ওখানে।

একটা মেসেজ সার্ভিসও পরিচালনা করে বেটি। নিখরচায় শিকাগো বা ক্যান্সাসে গরুর মাংস এবং পশমের বাজার কিংবা চাহিদা সম্পর্কে যে-কোন তথ্য পাওয়া যায় ওর কাছে।

স্টোরে এ মুহূর্তে নেই কেউ। কোণের একটা টেবিলে বসল জন, রাস্তার উপর নজর রাখতে পারবে এখান থেকে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে মেঝেয়

পাশে রাখল। স্টোরের পিছন দিকের কামরাটা সিটিংরুম হিসাবে ব্যবহার করে বেটি, ওকে দেখে এগিয়ে এল।

'হাউডি, ম্যা'ম,' শুভেচ্ছা জানাল জন। 'কফি আর পশ্চিমের সেরা চারটে ডুনাট দাও আমাকে।'

চোখের কোণে হাসির ভাঁজ পড়ল, মুহূর্তের জন্য, তারপর সচরাচর যা থাকে–ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত হয়ে গেল মহিলার চাহনি। 'অন্যের কাছে শোনা মন্তব্য প্রচার করবার আগে যাচাই করা উচিত। ডুনাটের মান তোমার নিজেরই পরখ করতে হবে।'

ভিতরের কামরায় চলে গেল বেটি, একটু পর কফি আর ডুনাটের থালা নিয়ে ফিরে এল। 'পশ্চিমের সেরা কিনা জানি না, তবে এ এলাকার সেরা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ পাঁচশো মাইলের মধ্যে কেউই ডুনাট তৈরি করে না।'

'আমার সঙ্গে যোগ দিলে খুশি হব।'

'বেশ। তুমি জন ক্যালকিন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে থাকবে নাকি?'

'ট্রেন আসা পর্যন্ত। একটা সুটকেস কিনতে এসেছি। বড়সড় সুটকেস পাওয়া দেখছি মহা মুশকিল।'

'পেলে আমাকে দেখিয়ে যেয়ো,' বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না বেটি হ্যারিগানের মুখে, কথাবার্তায় বোঝাও গেল না পল জার্ভিসের কাছ থেকে ঠিকই ওর কথা জেনেছে মহিলা। 'বুঝি না এতবড় সুটকেস কী কাজে লাগতে পারে ছেলেদের!'

'ঠিকই বলেছি, ডুনাটগুলো দারুণ হয়েছে,' ক্ষণিকের জন্য থামল জন, তারপর মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। 'এমন একটা ব্যবসা করছ তুমি, ম্যা'ম, আশপাশের অনেক খবরই জানবার সুযোগ রয়েছে তোমার।'

'কফি খেয়ে লোকজন চাঙা হয় বটে, কিন্তু গরু, ভেড়া, ঘোড়া বা আবহাওয়া ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে কথা তেমন বলেই না।'

'তা হলে তো আমার ভাই, জেফের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার ছিল তোমার। দারুণ গল্পবাজ ও। ইংল্যান্ডে আছে। প্রথমে সাহিত্য নিয়ে পড়লেও আইন পড়ছে এখন। ও এখানে থাকলে বোধহয় ভাল হত, কিংবা মা-র সঙ্গে কথা বলতে পারলেও হত।'

ডুনাট মুখে পুরে কফিতে চুমুক দিল জন, তারপর বলল: 'একটা কাজ পেয়েছি। জেফ বা মা-র বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি। ওদের পরামর্শ পেলে খুব কাজে আসত।'

নীরব থাকল বেটি হ্যারিগান, সম্ভবত ওর মন্তব্যটা সম্পর্কে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করছে।

'নাতনীকে খুঁজে বের করবার জন্য এক লোক ভাড়া করেছে আমাকে।

নাম অ্যান হলিস্টার। মায়ের দিকের পদবী, বেলচার নামটাও ব্যবহার করে থাকতে পারে।'

'জানতাম না ডিটেকটিভ হিসেবেও কাজ করো তুমি।'

'ভালুক, গরু, বুনো ঘোড়া ট্র্যাক করেছি। মানুষও করেছি—আউটলদের। তবে মেয়েমানুষ এই প্রথম।'

'মি. ক্যালকিন, হারিয়ে যাওয়া গরু বা ভালুককে যেভাবে ট্র্যাক করেছ, ওভাবে কোন মেয়েকে খুঁজে পাবে না। ট্রেইলের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কাজে লাগবে না এক্ষেত্রে।'

'শুনে অবাক হবে যে পশুর মত একই ধরনের চিহ্ন পিছনে রেখে যায় মানুষ। লোকটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলেই হলো, যদি তার লক্ষ্য জানা যায়, তা হলে অনায়াসে খুঁজে বের করা সম্ভব।'

'জীবনে চাওয়া-পাওয়া নেই, এমন মানুষও আছে, মি. ক্যালকিন। একা বা নিঃসঙ্গ থাকতেই পছন্দ করে এরা। আমিও তেমন একজন। একজন স্বামী চেয়েছিলাম, পেয়েছিলামও পছন্দমত। ওর মৃত্যুর পর আমার চাওয়া ছিল এমন একটা কাজ, যাতে নিরাপত্তা এবং ব্যস্ততা দুটোই থাকবে, তাই এই স্টোরটা খুলে বসলাম। কয়েক জায়গায় টাকাও খাটিয়েছি আমি। যা আছে, এ ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই আমার।

'ভাল কিছু বই আর একটা পিয়ানো আছে আমার। বন্ধুরা আসে মাঝে মধ্যে, গল্প করি ওদের সঙ্গে। পারলে বন্ধুদের উপকার করি। আর কী চাইতে পারে একজন মানুষ?'

'বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বাড়তি প্রত্যাশা থাকে তাদের, সেটা যতই অযৌক্তিক আর নিষ্ফল হোক।' আরও একটা ডুনাট মুখে পুরল জন। 'আমি যে-মেয়েকে খুঁজছি, ও হয়তো নিজের অতীত বা আসল পরিচয় জানে না, কিংবা এমনও হতে পারে জানলেও কোন কারণে ভীত।'

'ভীত?'

'ওকে খুঁজে পাওয়া না গেলে কারও কারও লাভ হতে পারে। এমন লোকও থাকতে পারে যারা চায় না মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাক। আবার অন্য পক্ষও আছে, যারা ওকে খুঁজে বের করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে চায়।'

'কিন্তু তারপরও ওকে খুঁজছ তুমি?'

'কথা দিয়েছি মেয়েটাকে খুঁজে বের করব।'

আরও আধ-ঘণ্টার মত বেটি হ্যারিগানের সঙ্গে কথা বলল জন, তারপর লারকিনের স্টোরে চলে এল। বেটির কাছ থেকে আভাস পেয়েছে, সে-অনুযায়ী প্রায় জীর্ণ চেহারার একটা সুটকেস পছন্দ করল। বোধহয় বহুদিন ধরে পড়ে আছে ওটা, তবে জনের চাহিদার সঙ্গে মানানসই।

'তোমাদের হিংসে হচ্ছে আমার,' টাকা মিটিয়ে দেওয়ার সময় বলল ও।

'মিসেস হ্যারিগান দারুণ ডুনাট তৈরি করে!'

'হ্যাঁ। মহিলা নিজেও দারুণ।'

ঘড়ির উপর নজর বুলাল ও। 'ট্রেন আসতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। মনে হচ্ছে এ সুযোগে আরও কিছু ডুনাট পেঁটে চালান করা উচিত।'

'আমিও যেতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু কাজে আটকা পড়ে গেছি,' ইশারায় স্টোরটা দেখাল সে। 'বুড়ো ডেনভারে গেছে, সব দায়িত্ব এখন আমার উপর।'

সুটকেস হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল জন। কাউকে চোখে পড়ল না, মনেও হলো না কেউ নজর রাখছে ওর উপর, কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধ করছে। যদিও জনের ধারণা, ধাপ্পাটা নিখুঁত হয়েছে—কেউই বুঝতে পারবে না আসলে সেন্ট লুইস থেকে আসা ব্যাগেজটা নেওয়ার জন্য এত কিছু করেছে।

কফি-শপে ঢুকে সরাসরি কাউন্টারের কাছে চলে গেল ও, সুটকেসটা নামিয়ে রাখল। 'আরও কফি গিলতে এলাম,' বেটির উদ্দেশে বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে গেল মহিলা। কফি আর ডুনাট নিয়ে এল ওর জন্যে।

ঠিক আগের চেয়ারে বসল ও।

পিছন ফিরে তাকাল একটু পর, সুটকেসের অবস্থান দেখল—কাউন্টারের শেষপ্রান্তে রাখা সুঁই-সুতা আর অন্যান্য জিনিসের পাশে। স্টোরের জানালা বা দরজা-পথে বাইরে থেকে চোখে পড়বে না। ঠিক জায়গাই পছন্দ করেছে বেটি। দারুণ চালাক মহিলা।

কফি ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল বেটি, তারপর টেবিল ছেড়ে কাউন্টারের পিছনে চলে গেল। সুটকেস খুলবার শব্দ কানে এল, খানিক বাদে তীক্ষ্ণ শব্দে বন্ধ হওয়ার আওয়াজও শুনতে পেল জন। ফিরে এসে ওর উল্টোদিকে বসল বেটি।

'এবার তোমার কথা বলো,' আন্তরিক স্বরে বলল মহিলা। 'তুমি কি বিপদে পড়বে না?'

'এই দেশে এটাই তো স্বাভাবিক জীবন। অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'জার্ভিসকে আগে থেকে চেনো তুমি?'

'সত্যিকারে কে চেনে ওকে? বেশ কয়েকবারই একে অন্যের উপকার করেছি আমরা।'

'ও কিন্তু দুশ্চিন্তায় আছে।'

মহিলা সুন্দরী এবং জনের প্রত্যাশার চেয়ে কমবয়েসী। 'তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে ওর?' জানতে চাইল ও।

হাসল বেটি হ্যারিগান। 'ক্যাকটাস ক্যান্ডি পাঠাই ওকে। খুব পছন্দ করে জার্ভিস। জিনিসটা অবশ্য এক বন্ধুর মাধ্যমে টুকসন থেকে আনাই আমি। ক্যাকটাস ক্যান্ডি বা পেকান পেলে আর কিছুই লাগে না ওর।'

'জানি। আমিও এক বুশেল ক্যান্ডি পাঠিয়েছিলাম একবার।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, শুধু লারকিনের স্টোরের সামনে একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে, আর স্টেশনের কাছাকাছি হুড তোলা একটা ওয়্যাগন রয়েছে। সিক্সশূটারের হ্যামার থেকে সুতোর বাঁধন ঢিলে করে দিল জন।

'বেটি,' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল ও। 'ওই ওয়্যাগনটা কার?'

চারপাশে তাকাল মহিলা। 'জানি না। একটু আগেও তো ওটা ছিল না এখানে।' ভুরু কোঁচকাল বেটি। 'আজকের আগে কখনও দেখিওনি।'

চারটা তাগড়া মিউল জোড়া হয়েছে ওয়্যাগনে, কিন্তু আসনে কোন চালক নেই কিংবা ধারে-কাছে কাউকে দেখাও যাচ্ছে না।

স্টোরের সামনে দিয়ে যেতে হবে, পেরিয়ে যাওয়ার পথে একই সময়ে যদি ওয়্যাগনটাও এগোয়, কোন এক পর্যায়ে ওটার পিছনে পড়ে যাবে জন, শেষে স্টেশন আর ওয়্যাগনের মাঝখানে পড়বে—পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবে, স্টোর থেকে চোখে পড়বে না ওকে।

'কী জানো, ব্যাচেলরদের পিকনিকে আসা কুমারী মেয়ের মত অস্বস্তি হচ্ছে আমার, বেটি। প্রতিটা ঝোপের পিছনে ভূত আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। ট্রেনটা কতক্ষণ অপেক্ষা করে এখানে?'

'ঠিক নেই। মালপত্র খালাস করতে বা তুলতে যতটা সময় লাগে।'

দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। ওয়্যাগনের উপর স্থির হলো জনের দৃষ্টি, অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল—কোন চালক না থাকলেও, লাইনে সামান্য নড়াচড়া দৃষ্টি কাড়ল, যেন কেউ হাতে তুলে নিয়েছে।

স্টেশনে যাওয়ার পথটা আবারও দেখে নিল জন, মনে মনে পরিকল্পনা করল—লারকিনের স্টোরের শেষপ্রান্তে পৌঁছবার পর আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে ডিপোর দিকে যাবে। সুটকেসটা তুলে নিল ও, ওজন বেড়ে গেছে ওটার। 'ধন্যবাদ, বেটি। নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

বেরিয়ে এসে রাস্তার আড়াআড়ি এগোল ও, আচমকা গতিপথ বদলে ওয়্যাগনের পিছনে সরে এল, তারপর সরু এক চিলতে সাইডওঅক ধরে ওপাশে চলে গেল। ডিপোর কাছে যখন পৌঁছল, কাশতে কাশতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল ট্রেন।

কন্ডাক্টর সিঁড়ি নামিয়ে দিল। কাউকে নামতে না দেখে চট করে ট্রেনে উঠে পড়ল জন, কোচে ঢুকে কোণের একটা আসন পছন্দ করল।

প্রতিপক্ষ আছে এখানে, নিশ্চিত ও। তবে তাদের টার্গেট কি, সেটা জানে না। হয়তো ওকেই চাইছে, কিংবা সুটকেসটা—যদি জেনে থাকে ওটার ভিতরে কী রয়েছে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে কোলে রাখল ও, হ্যাটের নীচে ঢাকা পড়ল সিক্সশূটার ধরা হাত।

হুইসেল বাজল। ট্রেন আড়মোড়া ভেঙে চলতে শুরু করতে দু'জন লোককে ছুটে আসতে দেখতে পেল জন। প্রাণপণে ছুটছে ওরা, কিন্তু চেষ্টাই সার হলো শুধু। অল্পের জন্যে ট্রেনে চড়তে ব্যর্থ হলো।

স্টোর থেকে বেরিয়ে, ওয়্যাগন পেরিয়ে এসে ট্রেনে চড়েছে জন। আধ-মিনিট পর ট্রেন ছেড়েছে। সব মিলিয়ে মিনিট তিনেক লেগেছে, কমও হতে পারে। ওয়্যাগন পেরিয়ে আসবার সময় সাইডওঅকের দিকে সরে গিয়েছিল ও, কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছিল; সে-কারণেই তৎপর হতে একটু দেরি হয়ে গেছে লোকগুলোর: এগিয়ে থাকবার বাড়তি সুবিধাটা পেয়েছে ও। নইলে ঠিকই ট্রেনে চড়ত লোক ওরা।

*

ট্রেন ছেড়ে নামবার সময় প্রথমেই স্মোক রেফার্টিকে দেখতে পেল জন, স্টেশনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো একটা চেয়ারে বসে আছে বন্দুকবাজ। পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠিয়ে বাম হাতে সুটকেস তুলে নিল ও, দৃঢ় পায়ে নেমে এল ট্রেন থেকে। বন্দুকবাজের মনোযোগ অন্যদিকে, ভাবভঙ্গিতে মনে হলো না আদৌ দেখেছে ওকে; তবে এ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করল না জন, সরাসরি হোটেলের দিকে এগোল। নিজের কামরায় ঢুকে সুটকেসটা মেঝেয় নামিয়ে রাখল।

না পাওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সুটকেসে, আশা করছে ও। তবে একইসঙ্গে সন্দিহানও। যাই হোক, সম্ভাবনা আছে যেহেতু, সুযোগটা হারাতে রাজি নয়।

রাস্তা ধরে বাড়ির ছাদগুলোর দিকে তাকাল ও, নিশ্চিত হলো ওদিক থেকে ওর কামরায় নজর রাখবার সুবিধে পাবে না কেউ; স্রেফ ওঅশস্ট্যান্ড আর লাগোয়া সামান্য কিছু অংশ চোখে পড়বে। দরজার নবের নীচে চেয়ারটা রেখে সুটকেস খুলল ও, ভিতরের ছোটখাট ব্যাগেজটা বের করল।

দুটো চামড়ার বেল্ট দিয়ে মজবুত করে বাঁধা ওটা, তালাও রয়েছে। মুহূর্ত কয়েক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। জার্ভিসের ধারণা ফ্লেচাররা খুন হয়েছে, এই সুটকেসটা তাদেরই ছিল। অথচ ইচ্ছে করে ডাক বিভাগ থেকে ছাড়ায়নি, রসিদ রেখে দিয়েছিল নিজেদের কাছে। সম্ভবত এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কতটা নিরাপদ, সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই ভেবেছিল ফ্লেচাররা।

জার্মান শেফার কি এটা খুলে দেখেছে? কেসটা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে কখনও খোলা হয়নি। পিঙ্কারটন অন্য ব্যাগটা খুঁজে পেয়েছিল, সম্ভবত আগ্রহী হয়ে ওঠবার মত কিছু পাওয়া যায়নি ওটায়, নইলে ঠিকই এটা খুঁজে বের করে ফেলত ঝানু গোয়েন্দারা।

কোট খুলে বিছানার কিনারে বেডপোস্টে ঝুলিয়ে রাখল জন, হোলস্টার থেকে একটা সিক্সশূটার তুলে নিয়ে নাগালের মধ্যে রাখল।

জার্ভিসের ধারণা ফ্লেচাররা খুন হয়েছে। এর তাৎপর্য: উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পাওয়ার চেয়েও বেশি কিছু আছে ব্যাপারটায়। জনের সন্দেহ, ওর জীবন-মৃত্যুও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে; যদিও ওর জীবনের অর্ধেকটা ঠিক এভাবে কেটেছে। শুধু একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও—অ্যান হলিস্টারকে নিয়ে

চিন্তিত। মেয়েটা যেখানেই থাকুক, হয়তো এসবের কিছুই জানে না কিন্তু নিঃসন্দেহে দারুণ ঝুঁকির মধ্যে আছে।

স্ট্র্যাপ খুলে তালা ভেঙে ফেলল জন। সুটকেসের ডালা তুলতে প্রথমেই পরিপাটি ভাবে ভাঁজ করা একটা কাপড়ের ব্যাগ চোখে পড়ল। দামি কাপড়ে তৈরি, প্রায় আনকোরা বলা চলে। তিনটা শার্ট, আন্ডারওয়্যার, মোজা, দুটো বাড়তি কলার, সাসপেন্ডার আর টুকিটাকি কিছু জিনিসও রয়েছে। কয়েকটা চিঠি, একটা নোটবুক আর ছবি ভরা খাম ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে সুটের নীচে।

এবার সুটকেসের লাইনিং পরখ করল ও। ঠিকই সন্দেহ করেছে। লাইনিংটা নিখুঁত ভাবে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে ঠিকই বোঝা যাচ্ছে একবার খোলা হয়েছে। লাইনিঙের নীচে একটা বড়সড় পেইন্টিং, সুটকেসের প্রায় সমান হবে। বসন্তের সময়কার পাহাড়ের ছবি। ঢেউ খেলানো পাহাড়ে ফুটে উঠেছে হাজারো ফুল। সামনের পাহাড়ের জমি যেন নীল সাগর, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছুটা উজ্জ্বল কমলা ধারণ করেছে পাহাড়ের প্রতিকৃতি।

দক্ষ হাতে আঁকা, তবে সৌন্দর্য বা মান নিয়ে ভাবছে না জন, বরং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছবির দিকে–প্রায় বিহ্বল বোধ করছে। অদ্ভুত হলেও চেনা চেনা মনে হচ্ছে জায়গাটা।

দরজায় করাঘাতের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও।

সাত

ঝটিতি সক্রিয় হলো জন, পিস্তল তুলে নিয়ে এক লাফে দরজার কাছে চলে গেল। মুহূর্ত খানেক অপেক্ষা করল, কান পাতল। কামরার দেয়ালগুলো পাতলা, একটা বুলেট অনায়াসে ছেঁদা করতে পারবে।

'কে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে! এখনই!' দরজার ওপাশ থেকে ক্যাথি টার্নারের উদ্বিগ্ন, অধীর কণ্ঠ ভেসে এল।

ক্যাথিকে ক'দিন ধরে চেনে, ঠিক কতটা জানে মেয়েটা সম্পর্কে? সুটকেসের দিকে তাকাল জন। উঁহুঁ, সবকিছু গুছিয়ে রাখবার সময় নেই।

বাম হাতে নবের নীচ থেকে চেয়ার সরাল ও, তারপর দরজা খুলে আহ্বান করল: 'ভিতরে এসো।'

ভিতরে ঢুকল মেয়েটা। দ্বিধা করছে, ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে চকিত

দৃষ্টি চালাল। সুনাম বজায় রাখতে চাইলে কখনও অন্য পুরুষের কামরায় ঢোকে না কিংবা পুরুষদের সঙ্গে হোটেলেও যায় না কমবয়েসী কোন মেয়ে।

'মি. ক্যালকিন, আমি...'

'জন ডাকতে পারো আমাকে।'

'জন, রেস্তোরাঁয় একটা লোক এসেছে, বুড়ো এক লোক। ওর আচরণ কেমন যেন!' ভড়কে গেছে ক্যাথি, ভয়ও পেয়েছে, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

হিনম্যান? ভাবছে জন। পেশাদার বন্দুকবাজের চেহারার বর্ণনা দিল।

'উঁহুঁ, এই লোক এখানে নতুন এসেছে। যদ্দূর মনে হচ্ছে আগে কখনও দেখিনি ওকে। লোকটা...সারাক্ষণই তাকিয়ে ছিল আমার দিকে!'

'তুমি খুব সুন্দরী বলে বোধহয়।'

'ব্যাপারটা ওরকম কিছু নয়। আমাকে সুন্দরী মনে করে যখন তাকায় কেউ, পুরুষদের চোখের ওই ভাষা চিনি আমি; কিন্তু যখন অন্য ভাবে তাকায়...মনে মনে অন্য কিছু চিন্তা করে...ওহ্, কীভাবে বোঝাব তোমাকে! এ ব্যাপারটা পুরোপুরি অন্যরকম। রেস্তোরাঁয় ঢুকবার পর থেকে আমাকে দেখছিল লোকটা, তারপরই হঠাৎ প্রশ্ন করতে শুরু করল।'

'প্রশ্ন?'

'শুনতে হয়তো সাধারণ বা গুরুত্বহীন মনে হবে। লোকটা নাকি আমার মত এত সুন্দরী মেয়েকে এমন অখ্যাত শহরে দেখে অবাক হয়েছে। উত্তরে কিছু বলিনি আমি। তারপরই সে প্রশ্ন করল এখানে ক'দিন আছি। বেশিদিন নয় জানিয়ে ওর টেবিল থেকে সরে আসি, কিন্তু খাবার পরিবেশন করবার জন্য যেতে হলো আবার। সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন শুরু করল সে। মনে হলো আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইছে...কাদের কাদের চিনি, এখানে ক'দিন আছি, কীভাবে কাজটা জোগাড় করলাম–হাজারো প্রশ্ন!

'এড়ানোর জন্য ওকে বললাম ব্যস্ত আছি, রান্নাঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। শেষে...ওহ্, হয়তো উচিত হয়নি কাজটা করা, কিন্তু এত ভয় পেয়েছিলাম যে...'

'কী করেছ?'

'বলেছি ওর যদি কিছু জানবার থাকে, তা হলে যেন তোমাকে জিজ্ঞেস করে।'

'আমাকে?'

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! ওই লোকটাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। লোকটা বিশালদেহী, মোটাসোটা...উঁহুঁ, পুরোটা বোধহয় চর্বি নয়।

'তারপর, তোমার জবাব শুনে কী বলল লোকটা?'

'সেজন্যই তো এলাম। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দ্রুত চলে এসেছি এখানে, কারণ তোমার নাম শুনেই খিস্তি করল লোকটা। চেহারা এমন বদলে গেল...ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই ছিল সাধারণ আলাপ বা কৌতূহল মেটানোর মত, অথচ হঠাৎ খেপে গেল লোকটা। বলল:

"এসবের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?"

'বললাম ওর কথা বুঝতে পারছি না। জানতে চাইলাম: "এসব বলতে কী বোঝাতে চাইছ? জন ক্যালকিন আমার বন্ধু, ব্যস, আর কিছু নয়। বেশ ব্যস্ত আছি আমি। ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ করবার সময় নেই। মি. ক্যালকিন হয়তো কোন ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।" '

'গুড গার্ল। কথাটা শুনে কী করল সে?'

'দারুণ খেপে গিয়েছিল। অধৈর্যও হয়ে পড়েছিল। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল, যেন খুব বিরক্ত হয়েছে। তারপর বলল: "আমি তো এমনিতে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। জন ক্যালকিনের সঙ্গে কোন কাজ নেই আমার।" আমি কিন্তু তোমার নামের প্রথম অংশ বলিনি, অথচ সেটা ঠিকই জানে লোকটা।'

'ধন্যবাদ, ক্যাথি। তুমি বরং রেস্তোরাঁয় চলে যাও। কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি আমি।'

জনকে ছাড়িয়ে গেল ক্যাথির দৃষ্টি, সুটকেস আর বিছানায় ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখতে পেল। মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ, জনের সন্দেহ হলো হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে মেয়েটা। 'ওহ্, খোদা!' অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ক্যাথি, চোখে শঙ্কা ও ভয় খেলা করছে, বলবার সুরটাও এত শঙ্কিত যে মনে হলো প্রার্থনা করছে।

ঘুরে দরজার উদ্দেশে এগোল ক্যাথি, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ওর বাহু চেপে ধরল জন। 'ক্যাথি, ভয় পেয়ো না। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই তোমার।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, আলগোছে নিজের বাহু ছাড়িয়ে নিল। দরজা খুলে ফেলল।

'ক্যাথি, সবকিছু আমাকে খুলে বলছ না কেন?'

বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা।

ঘুরে দাঁড়াল জন, দেখতে চায় কী দেখেছে ক্যাথি, কেন এত ভড়কে গিয়েছিল। মুহূর্ত খানেক স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও। খোলা সুটকেস, চিঠির স্তূপ, পেইন্টিং...

কী দেখে এমন ভীত হয়ে পড়েছিল ক্যাথি? কোন্ জিনিসটা চিনতে পেরেছে? পেইন্টিং? ছবির জায়গাটা? নাকি সুটকেস বা সুট?

দ্রুত হাতে সবকিছু সুটকেসে ঢুকিয়ে রাখল জন, ডালা বন্ধ করে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দিল। শেষে ঠেলে বিছানার তলায় ঢুকিয়ে ফেলল সুটকেসটা। লুকানোর মত জায়গা ঘরে থাকতেও পারে, তবে খোঁজাখুঁজির ঝামেলায় গেল না, আপাতত ওই লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়া এরচেয়ে অনেক জরুরি।

কে সে? এসবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, কিংবা কীভাবে ওর নাম জানে? ওর নাম শুনে খেপে গেল কেন?

রেস্তোরাঁয় গিয়ে লোকটাকে পেল না জন।

একটা চেয়ারে বসে ফরমাশ দিল ও। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ফ্রাংক কেড। 'দেখেছি ওকে,' গম্ভীর স্বরে জানাল কুক। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে

পারছি না, কিন্তু ওর মত লোক যখন আশপাশে ঘুরঘুর করছে…'

'কে?'

'ব্যাগট। বাড ব্যাগট এসেছিল এখানে। ওই টেবিলে বসে খেয়েছে।'

'ব্যাগট কি দেখেছে তোমাকে?'

'ওর সামনে যাইনি আমি। তবে দেখলেও, মনে হয় না চিনতে পারত। বহুদিন আগের ঘটনা, এতদিন পর না চিনবারই কথা। কি জানো, তখনই ওকে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'প্রমাণ ছাড়া কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানো অনুচিত। কেউ কিন্তু নিশ্চিত ছিল না যে ব্যাগট জড়িত।'

'ব্যাগট এত কুকর্ম করেছে যে দশবার ঝোলালেও পাপমোচন হবে না। নেক-টাই পার্টির জন্য এমন যোগ্য লোক সারা জীবনেও দেখিনি আমি।'

'যদ্দূর জানি, কখনও ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যাক্‌গে, এখানে কেন এসেছে সে, এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।'

'টাকার গন্ধ পেয়েছে হারামজাদা! আমার মত তুমিও জানো টাকার ধান্ধা ছাড়া একটা আঙুলও নাড়ে না ও।'

'খুলে বলো তো, ফ্রাংক। বেশ কয়েকবার শুনেছি, কিন্তু কেউই তোমার মত ঘটনাটা কাছ থেকে দেখেনি।'

'তেষট্টির ঘটনা। পে-রোল ওয়্যাগনে ড্রাইভার ছাড়াও তিনজন গার্ড ছিল, ষাট হাজার ডলার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। পথে লুট হয়ে যায় সব টাকা।

'উল্টোদিক থেকে আসা একটা স্টেজ খুঁজে পায় ওদের। ড্রাইভার আর সব গার্ড ছিল মৃত, ওদের লাশ ওয়্যাগনে তুলে পুড়িয়ে দিয়েছিল লুটেরারা। টাকার ট্রাঙ্কটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। মৃতদের কবর দিয়ে, লুটের খবর নিয়ে সনোরায় ফিরে আসে ওরা। কয়েক সপ্তাহ পর এক অ্যাপাচীকে ধরে ফেলি আমরা।

'ওয়্যাগন লুটের ব্যাপারে প্রায় সবকিছু জানত সে। সবার ধারণা ছিল তল্লাট থেকে বিতাড়িত ইন্ডিয়ানরা কাজটা করেছে। কিন্তু আসলে ওয়্যাগনের কেউ করেছে কাজটা। মজার ব্যাপার, ড্রাইভার আর তিন সৈন্য সহ চারজন ছিল ওরা। কিন্তু অ্যাপাচীর মতে পাঁচজন ছিল।

'ওরাও টাকা লুট করবার ধান্ধায় ছিল। কিন্তু ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে দেখতে পায় গার্ডদের লাশ সহ ওয়্যাগনটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপাচী লোকটা দাবি করেছে এরা কেউই ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়নি, বরং আগে একবার লুট করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওদের দু'জন খুন হয়েছে সৈন্যদের হাতে। তখনই ওয়্যাগনে পঞ্চম লোকটাকে দেখেছে। অ্যাপাচী কসম খেয়ে বলেছে লোকটাকে নাকি দেখামাত্র চিনতে পারবে।

'তো, জেলে ঢুকানো হলো ওকে। রাতে খুন হয়ে গেল লোকটা। হাতের কাছে একটা পিস্তল পাওয়া গেল। হয় সে আত্মহত্যা করেছে, কিংবা কেউ

তাকে খুন করে পিস্তলটা পাশে রেখে গিয়েছিল।'

'মনে পড়ছে. পত্রিকায় এমনই পড়েছি।'

'এ নিয়ে বহুদিন তর্ক-বিতর্ক করেছে লোকজন। ঘটনার দু'দিন পর শহরে ফিরে এসেছিল বাড ব্যাগট, দাবি করল লুটের জন্য ইন্ডিয়ানরা দায়ী। বাহুতে একটা গুলি বিঁধেছিল ওর। সেটাই বোধহয় ওর নির্দোষিতার ক্ষেত্রে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল, অন্তত কিছুদিনের জন্য।

'কিন্তু উল্টোদিক থেকে আসা ওয়্যাগনটা শহরে পৌঁছতে ঘটনা রহস্যময় হয়ে উঠল। ওদের কাছে জানা গেল তিন সৈন্য আর ড্রাইভারকে পিঠে গুলি করে মারা হয়েছে। লাশগুলো ওয়্যাগনে তুলে আগুন লাগানো হলেও সম্পূর্ণ পুড়ে যায়নি।

'ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেল। লুটের জন্য আসলে ব্যাগট দায়ী। উন্মত্ত মব যখন ওকে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য পাকড়াও করল, ওই লইয়ার লোকটা, জো ডিকম্যান উদয় হলো। সবাইকে পটিয়ে ফেলল সে, বোঝাল অপরাধী হোক বা না-হোক, কোর্টে বিচার হওয়া উচিত ব্যাগটের। অনেকের ধারণা, শহরে আসবার আগে ডিকম্যানের সঙ্গে রফা করেছিল ব্যাগট।

'যাকগে, এরপর কিন্তু ভাগ্য ফিরে গেল ডিকম্যানের। শহর ছেড়ে সমুদ্রের কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করল সে, ব্যবসা ছেড়ে দিব্যি অলস মানুষ বনে গেল। কার টাকায় ওর ভাগ্য ফিরল, কেবল ও-ই জানে।'

'এমনই শুনেছি। অনেকের ধারণা, সাহায্য চাইতে সৈন্যদের কাছে গিয়েছিল ব্যাগট, ইন্ডিয়ানরা এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরপরই। সৈন্যরা যখন ইন্ডিয়ান হামলার আশঙ্কায় পজিশন নিয়ে ছিল, তখনই গুলি করে সবাইকে খুন করে সে। শেষজনকে খুন করতে গিয়ে নিজেও আহত হয়েছে।

'কয়েক বছর পর যখন সনোরায় ফিরে এল সে, ততদিনে ঘটনাটা চাপা পড়ে গেছে। সেনাবাহিনী অন্য জায়গায় চলে গেছে। কয়েকদিন শহরে ছিল সে, রহস্যময় লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করত।'

'ব্যাগটের বিচার হয়নি?'

'হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ না থাকায় খালাস পেয়ে যায়।'

'টাকাটার কী হলো?'

'ভাল প্রশ্ন। কারও কারও ধারণা টাকার বেশিরভাগই ডিকম্যান নিয়েছে, বাকিটা নিজেই খরচ করেছে ব্যাগট। তবে কেউ কখনও নতুন কয়েন খরচ করতে দেখেনি ওকে। আবার কেউ কেউ মনে করে পাহাড়ের কোথাও সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে রেখেছে ও, কিন্তু কখনও তুলে নিতেও ফিরে আসেনি।'

'মনে হয় না।'

'ঠিক তাই ঘটেছে। অ্যাপাচীদের আনাগোনা ছিল তখন, বোকা ছাড়া এতবড় ঝুঁকি নিয়ে ওদিকে যাওয়ার কথা নয় কারও। স্বর্ণমুদ্রাগুলো সম্ভবত এখনও ওখানেই আছে।'

নীরব হয়ে গেল ওরা, যার যার নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত।

বাড ব্যাগট পুরোদস্তুর সন্দেহজনক ও রহস্যময় চরিত্র। সবার অগোচরে হেন অনেক কাজই করেছে সে, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সীমান্তের দু'পাশে গরু কেনা-বেচা করেছে, কয়েকটা খনিতে ক্লেইম করেছে। সনোরার কাছাকাছি ওসব ব্যবসা প্রায় সবই অবৈধ।

গত ছয়-সাত বছরে দেখা গেছে বাড ব্যাগটের সব শত্রু একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে দুর্নাম কিনে ফেলল সে। পারতপক্ষে কেউ আর ঘাঁটায়নি তাকে।

ছোট্ট এই শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে লোকটা, ভাবছে জন, ক্যাথি টার্নারকে প্রশ্ন করেছে এবং জনের উপস্থিতি জানতে পেরে প্রায় খেপে গেছে।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে, তবে জনের অবচেতন মন বলছে গুরুত্ব আছে। জীবনে সমস্যা বা ঝামেলায় কম পড়েনি ও, কিন্তু যতদূর মনে করতে পারছে কখনও বাড ব্যাগটের সঙ্গে ঝামেলা হয়নি ওর, লোকটার পা মাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

আর যাকেই হোক, বাড ব্যাগটকে সামলাতে হবে, এমন কিছু ভাবেনি ও। বারো আঁটির পর তেরো বীচি গিলবার অবস্থা! একটা মেয়েকে খুঁজে বের করবার কাজ পেয়েছে, অথচ কয়েকটা পক্ষ নাক গলাতে চাইছে। ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর। হেনরি হলিস্টারের টাকা নিয়েছে যখন, যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে…

রাস্তায় নেমে এল ও। ততক্ষণে সূর্য অস্ত চলে গেছে। প্রেয়ারি থেকে তেড়ে আসছে দমকা বাতাস। শহর ছেড়ে পশ্চিমে যাচ্ছে একটা বাকবোর্ড, চোখে পড়ল ওর। "রেড ডগ" সেলুনের সামনের পোর্চে বসে বীয়ার গিলছে দুই কাউবয়। সাপারের সময় হয়ে গেছে, তাই বেশিরভাগ লোক যার যার বাড়িতে চলে গেছে।

এমন একটা সময়, যখন নিজের নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্ব উপলব্ধি করে মানুষ। বাড়ি ফিরবার তাড়া অনুভব করে।

বাড়ির কথা মনে পড়ল ওর। মা-বাবার বয়স হয়েছে, দু'জনের জন্য এতবড় একটা বাথান সামাল দেওয়া যথেষ্ট কঠিন বৈকি। বিশাল বাড়ি, ওর বাবার হাতে তৈরি, সম্ভবত শত মাইলের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর। ভালবাসার মানুষের জন্য নিজের হাতে ওটা তৈরি করেছেন ফ্রেড ক্যালকিন। মানুষটা সারা জীবন কাঠ নিয়ে কাজ করেছেন, তাই এ ধরনের সুদৃশ্য এবং মজবুত সুবিশাল একটা বাড়ি তৈরি সম্ভবত শুধু তাঁকেই মানায়।

হোটেলের ডেস্কে কেরানিকে পেল ও। সরাসরি ডেস্কে এসে রেজিস্ট্রার খাতা খুলল জন, খদ্দেরদের নামের উপর চোখ বুলাল।

'কাউকে খুঁজছ নাকি?' জানতে চাইল সে।

'কৌতূহল হচ্ছে। জানতে চাইছি কারা আছে শহরে।'

'মন্দা যাচ্ছে এখন। অর্ধেক কামরাই খালি।'

ব্যাগটের নাম নেই রেজিস্ট্রারে। ওর নামটাই সবার শেষে।

তা হলে কোথায় উঠেছে লোকটা? ভাবছে জন। শহরে কোন বন্ধু আছে ওর, তারই বাড়িতে উঠেছে?

নিজের কামরায় এসে দরজার নবের নীচে চেয়ার ঠেসে দিয়ে বিছানার নীচ থেকে সুটকেসটা বের করল ও। খুলল ওটা।

চিঠি, নোটবুক আর পেইন্টিং একপাশে সরিয়ে রেখে, সুটের পকেটে তল্লাশি চালাল। খুঁটিয়ে দেখবার পর মনে হলো যতটা আনকোরা ভেবেছিল তা নয় সুটটা, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

তারপরও, সুটের ব্যাপারে খটকা রয়ে গেছে মনে, উপলব্ধি করছে জন। সুটের লাইনিং পরখ করল, ল্যাপেল উল্টে দেখল; কিন্তু কিছু পেল না।

দূরে মেঘের গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি আসবে শিগগিরই। উষর জমি উপকৃত হবে, কিন্তু প্রেয়ারিতে পড়ে থাকা সব ট্র্যাকই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সম্ভবত আরও একটা সূত্র হাতছাড়া হয়ে গেল!

তারপরও কাল একবার বেরোবে, সিদ্ধান্ত নিল জন, যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়। জেরিটোর সঙ্গে কথা বলবে আবার, হয়তো কোন সূত্র পেতেও পারে।

দমকা বাতাসে কেঁপে উঠল জানালার শার্সি, পরপরই বৃষ্টির ফোঁটা ছুঁড়ে ফেলা পানির মত আঘাত করল জানালায়। তুমুল বেগে বর্ষণ শুরু হলো। হলওয়েতে পদশব্দ শুনতে পেল জন, অপেক্ষায় থাকল, শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

অযথাই কি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে ও? নাকি আরকান্সয়ারকে দেখেছে বলে? কিংবা বাড ব্যাগটের উপস্থিতিতে? সুট, শার্ট এবং অন্যান্য কাপড় ঢুকিয়ে রেখে সুটকেস বন্ধ করল ও, একপাশে সরিয়ে রাখল। তারপর মাথার পিছনে বালিশ গুঁজে আধ-শোয়া হয়ে বিছানায় বসল। চিঠিগুলো তুলে নিল।

প্রায় সবগুলোই নোরা হলিস্টারের উদ্দেশ্যে লেখা। বিষয়বস্তু নিতান্ত সাধারণ–মহিলাদের মধ্যে চিঠি বিনিময় হলে যেসব প্রসঙ্গ থাকে, তার বাইরে কিছু নয়–জীবন-মৃত্যু, বিয়ে, কারও বাচ্চা হওয়ার বা ঘুরতে যাওয়ার সংবাদ, কারও বাবা মারা গেছে, এত ভালমানুষ ছিল···

তারপর হঠাৎ অন্য একটা চিঠি মনোযোগ কেড়ে নিল ওর:

যাই ঘটুক বা জ্যাক যতই জোরাজুরি করুক, কোন কিছুতে স্বাক্ষর কোরো না। অ্যানের কথা মাথায় রাখতে হবে। ওর ভবিষ্যৎ মানেই তোমার ভবিষ্যৎ। তোমার কাছ থেকে যা জেনেছি, তাতে মনে হচ্ছে বেশ বদলে গেছে জ্যাক, ওর বাপের মতই হয়ে গেছে; যদিও আমার ধারণা ছিল পরস্পরকে অপছন্দ করে ওরা। কখনও যদি খারাপ কিছু হয়ই, ওই ছেলেটার কাছে চলে যেয়ো, তোমার মায়ের বন্ধু ছিল সে। হয়তো শিক্ষা নেই ওর, কিন্তু বিশ্বস্ত এবং তোমার মা-কে শ্রদ্ধা করত সে। তোমাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে।

নামটা তোমার মনে থাকবার কথা, তবে আমি পুরোপুরি ভুলে গেছি। পাহাড়ে একটা জায়গা আছে ওর। তোমার মা-র মুখে জায়গাটার কথা শুনেছিলাম। হারকিন'স বা ওরকম নামের একটা স্টোরের কথাও বলেছে, ওখান থেকে নাকি সাপ্লাই কেনে ওরা।

আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়ল জন. চিঠি রেখে উঠে দাঁড়াল। হারকিন'স। লারকিন'স হবে শব্দটা। "পাহাড়ে একটা জায়গা"–এটাও সূত্র হতে পারে।

কার চিঠি এটা? যে-ই লিখুক, প্রাপক নিঃসন্দেহে নোরা বেলচার। সম্ভবত বেলচারই লিখেছিল। জ্যাক নিশ্চই নোরাকে কোন কাগজে স্বাক্ষর করতে জোরাজুরি করছিল, সেজন্যই পরামর্শ দিয়েছে বেলচার।

বেলচারকে ছেড়ে আসবার পরও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিল নোরা? কেন? নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল বলে?

জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল ও, রাস্তায় চোখ চালাল। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে, কী যেন মনে পড়বে পড়বে করেও মনে করতে পারছে না...

উঁহুঁ, মনে পড়বে না। চিঠি আর নোটবুক নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

আট

বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে চলে এল জন, বাইরে দৃষ্টি চালাল। অন্ধকার আর নীরব হয়ে আছে রাস্তা, কোথাও কেউ নেই। দূরে এক বাড়ির জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

কী কারণে মন খুঁতখুঁত করছে? কিছু একটা জানে, অথচ স্মরণ করতে পারছে না বলে? অস্পষ্ট কোন স্মৃতি, নাকি প্রায় ভুলে যাওয়া কোন সাক্ষাৎ?

অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করছে ও, কেবলই বাড়ছে সেটা। এ ধরনের অস্থিরতার সঙ্গে অভ্যস্ত নয় জন। জীবনের বেশিরভাগ সময় খোলা প্রেয়ারি, মরুভূমি কিংবা পাহাড়ে কেটেছে ওর; এবং ওসব জায়গায় নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে হয়। অথচ জানে বর্তমান সমস্যার সমস্ত রহস্যের বীজ এই শহরে আছে।

মনে পড়ল পানির ট্যাঙ্কের কাছাকাছি ব্যক্তিগত কার নিয়ে কয়েকদিন

অপেক্ষায় ছিল হেনরি হলিস্টার। সেলুনে মেক্সিকানদের সঙ্গে একমতও হয়েছিল ও–হলিস্টারের মত কোটিপতির এমন অখ্যাত একটা শহরে আসা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি সারাক্ষণ রেল-কারে নিজেকে আটকে রাখাও উদ্ভট এবং বেখাপ্পা; বরং যেখানে খুশি, এরচেয়ে আরামদায়ক পরিবেশে থাকতে পারত সে, অথচ থেকেছে প্রচণ্ড গরম আর দমকা বাতাসে পূর্ণ একটা জায়গায়। কোন ভবঘুরেও থাকতে চাইবে না এখানে।

কেন ওখানে ছিল সে? কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্য? কার সঙ্গে? কেন? নাতনীকে খুঁজতে অন্য লোকও লাগিয়েছে? রাতে আর্তনাদটা কে করেছিল? প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর একজন মানুষের অসহায় চিৎকার।

সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে, ভাবছে জন, জেরিটোর সঙ্গে কথা বলবে। আগেরবার মনে পড়েনি, হয়তো এমন কিছু বলতে পারবে সে। মেক্সিকান ভালমানুষ, তাকে পছন্দ হয়েছে জনের। বলা যায় একই ধাতের মানুষ ওরা।

বিছানায় ফিরে এসে দ্বিতীয় খামটা খুলল ও। ভিতরে কোন চিঠি নেই, তবে দুটো খবরের কাগজের ক্লিপিং রয়েছে।

বিশিষ্ট খনি ব্যবসায়ীর মৃত্যু

বাট, পনি এবং ব্ল্যাক হিলের বেশ কয়েকটি খনির মালিক জুডাস বেলচার আজ বিকেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। খনি ব্যবসা বা রেলরোড তৈরির কাজে তাঁকে নেতৃস্থানীয় মনে করা হয়। বেলচারের একমাত্র আত্মীয় তাঁর সাবেক স্ত্রী নোরা, বর্তমানে মিসেস জ্যাক হলিস্টার।

ইদানীংকার পত্রিকা এটা। দ্বিতীয়টা দু'দিন পরের, একইরকম সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য সংবাদ আর বিজ্ঞাপনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে মূল খবরটা।

ডাবল স্ট্যাম্প **কেন্টাকি বুরবন হুইস্কি চাই? গ্যালন প্রতি দাম মাত্র তিন ডলার!**

মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় ফ্লানেলের ভেস্ট এবং হোসিয়ারি। লাকি স্ট্রাইক ক্যাশ স্টোরে আসুন। আগে এলে আগে পাবেন।

পয়েন্ট ফোর-ফোর উইনচেস্টার কার্তুজ। প্রতি বাক্সের দাম মাত্র পঁচাত্তর পেনি। বোস্টন স্টোরে পাবেন।

শূটিং ক্লাবের আয়োজনে শূটিং প্রতিযোগিতা! আপনার পছন্দমত ছয়জন সদস্য বাছাই করুন…প্রতিপক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিযোগী

থাকবে। বাজির দর পঞ্চাশ থেকে এক হাজার। গ্লাসের বল বা পায়রাকে গুলি করতে হবে, পিস্তল বা রাইফেলে এবং স্ন্যাপ-শুটিং কিংবা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করবার নিয়ম থাকবে। হয় যোগ দিন নয়তো মুখ বুজে থাকুন।

অফিসে রহস্যময় ডাকাতি

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সকাল আটটার মধ্যবর্তী কোন সময়ে স্থানীয় বেলচার এন্ড কোম্পানির অফিসে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা জানালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে এবং অফিসে রাখা সেফ নিয়ে কেটে পড়ে।

বুককীপার জন কার্টল্যান্ডের কাছ থেকে জানা গেছে সেফে গুরুত্বপূর্ণ বা দামি কিছুই ছিল না। বেলচার এন্ড কোম্পানির মালিক জুডাস বেলচারের বিশেষ নোট পেয়ে আগেই সেফ থেকে সমস্ত দরকারি কাগজ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার মারা গেছেন বিশিষ্ট এই খনি ও রেল ব্যবসায়ী।

ফিচ এন্ড কর্নওয়েল-এর
"ঐতিহ্য"-এ আসুন
মহিলাদের সব ধরনের আধুনিক পোশাক রয়েছে

তা হলে···দেখা যাচ্ছে, জুডাস বেলচার মারা যাওয়ার পরপরই তৎপর হয়ে উঠেছিল কেউ। বেলচার এন্ড কোম্পানিতে ডাকাতির ঘটনা সাধারণ সিঁদেল চোরদের কাজ নয়, যদিও দক্ষ একজনের মাধ্যমে কাজটা সারা হয়েছে। সেফ চুরি করেছে, নিশ্চই ভেবেছিল গুরুত্বপূর্ণ কিছু রয়েছে ভিতরে?

অধৈর্য হয়ে কাগজের কাটিং দুটো সরিয়ে রাখল জন। ব্যাপারটা পুরোপুরি ধোঁয়াটে লাগছে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়, কারা ওর প্রতিপক্ষ বা শত্রু এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, কিংবা অ্যান হলিস্টারকে চাওয়া ছাড়া এরা অন্য কিছু চায় কিনা তাও জানা নেই ওর।

কোথায় আছে অ্যান? হেনরি হলিস্টারের দৃঢ় বিশ্বাস জ্যাক মারা গেছে, তা হলে নোরার কী হলো? সেও কি মারা গেছে? দৃশ্যত, ফ্লেচারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল জ্যাক হলিস্টারের। সম্ভবত এদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল একই। কিন্তু জিনিসটা কি?

নোরা হলিস্টারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কোন কিছুতে স্বাক্ষর না করতে। তার মানে মহিলা এমন কিছুর মালিক ছিল, যা স্বাক্ষর করলে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেত। ধারণাটা হালে পানি পাওয়ার মত, মনে মনে বিচার করবার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন। ক্ষমতার কাঙাল বলে দুর্নাম রয়েছে হেনরি

হলিস্টারের। কোটিপতির সাম্রাজ্যে ক্ষমতা মানেই টাকা, সমৃদ্ধি এবং সুনাম। নোরা হলিস্টারের কাছে কী জিনিস ছিল যে অন্যরা চাইতে পারে? মহিলার নিজস্ব কিছু, যা পেতে চেয়েছিল হেনরি হলিস্টার?

জুডাস বেলচারের রেখে যাওয়া নোটে কী ছিল? কাউকে সন্দেহ করছিল সে? নইলে সেফ থেকে কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেবে কেন? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নেহাত সৌভাগ্যের কারণে তৎপর হতে পেরেছিল বুককীপার, তাই সেফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খোয়া যায়নি।

ব্যবসার ব্যাপারে জনের ধারণা খুব সীমিত। ঘোড়া, কুকুর এবং মানুষ সম্পর্কে জানা আছে ওর। মহিলাদের সম্পর্কেও কিছুটা জ্ঞান রাখে। গরু বা ঘোড়া সামাল দিয়েছে ও, খনিতে কাজ করেছে; পশ্চিমের আর সব মানুষের মতই অসংখ্য শহরে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এর বাইরে ওর জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য।

হেনরি হলিস্টার মূলত রেল ব্যবসায়ী, যদিও অন্যান্য ব্যবসায়ও টাকা খাটিয়েছে।

নিজেকে বা অ্যান হলিস্টারকে রক্ষা করবার জন্যই হেনরি হলিস্টার সম্পর্কে বিস্তর খোঁজখবর নিতে হবে ওকে। খুব দ্রুত। যদি সময় পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে রক্ষা করতে হবে কেন? নিজের চিন্তার ধারায় থমকে গেল জন। হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে এমন কোন প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়নি ওর, কিন্তু অবচেতন মনে টের পাচ্ছে সত্যিই নিরাপত্তা দরকার মেয়েটির; ক্রমশ জোরাল হচ্ছে অনুভূতিটা। হয়তো অ্যানের অবস্থা এক পাল নেকড়ের মাঝখানে একটা ভেড়ার মত।

বেটি হ্যারিগানকে মনে পড়ল ওর। মহিলা ঝানু ব্যবসায়ী। ব্যবসা তো করছেই, কাজের ফাঁকে অন্যদের জন্য খুঁটিনাটি তথ্যও সংগ্রহে রাখে। সম্ভবত ক্যাফেয় খেতে আসা লোকজনের আলাপ শুনে এসব জানতে পারে।

বেটির কাছ থেকে মূল্যবান কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা মনে এল আবারও: এত লোক থাকতে কেন ওকেই ভাড়া করেছে হেনরি হলিস্টার?

কোটিপতির কি ধারণা বিশেষ কোন তথ্য জানা আছে ওর? হয়তো তার বিশ্বাস অ্যান হলিস্টার কোথায় আছে, জানে জন। পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করবার অফার আসলে পরোক্ষ ভাবে ওকেই দেওয়া হয়েছে, যাতে মেয়েটির অবস্থান জানিয়ে দেয়? কিংবা অ্যানকে নিয়ে আসবার জন্য? এজন্যই কি ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে, যাতে ওকে অনুসরণ করে অ্যানের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে তারা?

মুহূর্তের জন্য চেনা-জানা সব ক'জন মেয়ের কথা মনে করল জন, কিন্তু কারও সঙ্গে মিলছে না ব্যাপারটা—অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের পরিচয় জানা আছে ওর, বাবা-মা কারা কিংবা কোথায় থাকে···সবই জানে। উঁহুঁ, অ্যান

হলিস্টার ওর অচেনা-অজানা কেউ হবে।

আচমকা অন্য একটা ধারণা খেলে গেল মাথায়। জুডাস বেলচারের মৃত্যুর পরপরই অফিসে হানা দিয়েছিল ডাকাতরা। দুটো ঘটনার মধ্যে সময়ের কতটা পার্থক্য ছিল? সত্যিই কি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল বেলচার, নাকি ব্যাপারটা সাজানো? পরিকল্পিত ভাবে তাকে খুন করবার পর সেফ খোলা হয়েছিল?

অসংখ্য প্রশ্ন, কিন্তু কোনটারই উত্তর নেই। বিরক্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জন।

ভোরের উন্মেষে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল ও। নোটবুক আর চিঠিগুলো সঙ্গে নিয়েছে।

জেরিটোর ক্যাম্পে পৌঁছতে আনুমানিক এক ঘণ্টা লাগল। সদ্য তৈরি ক্যাম্প, বড়জোর কয়েকদিন আগের। জন কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই ছুটে এল দুটো কুকুর, সমানে চিৎকার করছে। মেক্সিকানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়ের কিনারে একটা শীপ-ওয়্যাগন রয়েছে, ওটাকে ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করছে জেরিটো। একশো পা দূরে থাকতে মেক্সিকানের নাম ধরে ডাকল জন।

কোন উত্তর এল না।

ক্ষীণ শব্দ হলো বাম দিকে। ঝট করে সে-দিকে মাথা ঘোরাল জনের ঘোড়া। ওটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল জন, নিচু একটা অ্যারোয়ো থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল জেরিটোকে।

এগিয়ে এল সে, বগলের সঙ্গে চেপে ধরেছে উইনচেস্টারটা। 'এসো, *অ্যামিগো,'* সহাস্যে বলল জেরিটো। 'সতর্ক থাকাই মঙ্গল, তাই না?'

ওয়্যাগনের পাশে এসে বসল ওরা। আগুন জ্বালিয়ে কফির আয়োজন করল মেক্সিকান। 'কেমন চলছে তোমার?' জানতে চাইল জন। 'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'না। তোমার?'

'হয়নি এখনও, তবে শিগ্‌গিরই হবে।'

'এখানেও হবে।'

'ঘুরে-ফিরে দেখতে এলাম। এদিকে বৃষ্টি হলো কেমন?'

'হালকা। পশ্চিমে সরে গেছে সব মেঘ।'

'জমিতে ট্র্যাক পাওয়া যাবে তা হলে?'

চোখ তুলে তাকাল জেরিটো। 'যেতে পারে। কী খুঁজবে তুমি?'

'চিৎকারের কথা বলেছ না? ওই লোকটাকে খুঁজে বের করব, এখনও যদি লাশটা থেকে থাকে। আর যদি না থাকে, তা হলে দেখতে চাই ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে। কোন চিহ্ন থাকতেও পারে...'

'হয়তো।'

'জেরিটো?' সামান্য দ্বিধার পর কথাটা বলেই ফেলল জন। 'এদিকের পাহাড়ে কোথাও থাকছে এক লোক···অন্তত দশ বছর তো হবেই। সঙ্গে একটা মেয়েও থাকতে পারে—ওর মেয়ের বয়সী।'

ধীর ভঙ্গিতে সিগারেট রোল করছে মেক্সিকান। 'খুব বেশি লোক থাকে না আশপাশে। একে বুনো এলাকা, তারওপর ইন্ডিয়ানদের উৎপাত রয়েছে। দশ বছর ধরে থাকছে এমন মানুষের সংখ্যা একেবারে কম। সব মিলিয়ে হয়তো ছয় বা সাতজন হবে।' আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠি তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাল সে। 'যার কথা বলছ, সে কি বিপদে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার বা আইনের পক্ষ থেকে নয়, ওর বিপদ অন্যদের কাছ থেকে। এখনও যদি লোকটাকে খুঁজে না পেয়ে থাকে, শিগ্‌গিরই বের করে ফেলবে ওরা।'

'যে-লোকটা চিৎকার করেছিল···ওর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এদের?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'হয়তো সত্যিই আছে কেউ। চিন্তা করতে হবে।'

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। ভাবছি চারপাশে একটা চক্কর মেরে আসব। কতদূরে জায়গাটা?'

শ্রাগ করল সে। 'সে-রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছিল, বাতাস ছিল পরিষ্কার। হয়তো সিকি মাইল হবে···বড়জোড় আধ-মাইল। আমার ধারণা, কাছাকাছিই হবে।' হাত তুলে দেখাল সে। 'সেদিনের ক্যাম্প থেকে এখানে সরে এসেছি আমি, তবে আগের ক্যাম্পের ধারে-কাছে কোথাও হবে।'

স্যাডলের পেটি টাইট করবার সময় প্রেয়ারিতে নজর চালাল জন, সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কোথাও কোন সাড়া নেই—কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিছু নড়ছেও না। দক্ষিণে, স্টেশনের দিকে তাকাল ও, কিন্তু পানির ট্যাঙ্কটা চোখে পড়ল না। হেনরি হলিস্টারের প্রাইভেট কারটা ট্যাঙ্কের পাশেই ছিল। ওই জায়গাটাও দেখতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল।

'অ্যাডিওস, অ্যামিগো,' বলল ও।

'কুইডাডো,' জবাব দিল মেক্সিকান। 'ওখানে অবশ্যই কিছু একটা বা কেউ আছে।'

দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছোটাল জন। চলার পথে প্রেয়ারিতে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। সমতল আর বৈচিত্র্যহীন বলে গা-ছাড়া ভাব বা ঢিলেমি চলে আসা সম্ভব, কিন্তু দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার, যেহেতু আপাত দৃষ্টিতে সমতল মনে হলেও পুরোপুরি সমতল নয় প্রেয়ারি। মাঝে মধ্যে অগভীর কিছু খাদ রয়েছে, তারই একটার কিনারে ঘোড়ার ছাপ খুঁজে পেল ও।

অভিজ্ঞ চোখে ঘোড়াটার দুই পায়ের দূরত্ব বিচার করল, আকার অনুমান করতে অসুবিধে হলো না। জেরিটোর ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল ঘোড়াটা, মেক্সিকানের ঘোড়া নয় ওটা, কিংবা যেগুলোকে সে পোষ মানাচ্ছে, সেগুলোর কোনটাও নয়।

কিছুদূর ব্যাক-ট্র্যাক করল ও, আবিষ্কার করল উত্তর-পুব দিক থেকে এসেছে ঘোড়াটা। স্টিরাপের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো, প্রেয়ারির বুকে দৃষ্টি চালাল–কিছুই চোখে পড়ল না। ট্রেইল ছেড়ে সরে এসে ছুটন্ত লোকটার ছাপ খুঁজতে থাকল। এতদিন পর না পাওয়াই স্বাভাবিক, তবে অসম্ভবও নয়।

হিমেল বাতাস বইছে এখন, আকাশে মেঘের আনাগোনা। দুপুর হয়নি এখনও, তবে আবহাওয়ার যা অবস্থা, অচিরেই একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে ওকে। বৃষ্টি নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ওর, তবে খোলা প্রেয়ারিতে বজ্রপাতে পড়বার সম্ভাবনা সবসময়ই বেশি। ভেজা ঘোড়ার ভেজা স্যাডলে, তুলনামূলক উঁচু স্থানে থাকবার চিন্তাটা অস্বস্তিকর; কিন্তু নিরাপদ জায়গা–অর্থাৎ মাথার উপর কিছু থাকবে এমন কোন জায়গাই চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ জিনিসটা চোখে পড়ল। গোড়ালির ছাপ, তবে পুরোটা নয়। আদৌ গোড়ালিও নয়, বুটের ছাপ।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল জন, স্যাডল থেকে ঝুঁকে পড়ে ছাপটা নিরীখ করল। ইঞ্চিখানেক বা তারও কম হবে, একটা বুটের গোড়ালির ছাপ–পিছনের বাঁক দেখে বোঝা যায় দক্ষিণে যাচ্ছিল লোকটা। ঘোড়া ঘুরিয়ে সে-দিকে এগোল ও, মাটিতে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। পরপর দুটো ছাপ পেলে লোকটার হাঁটবার ধরন, দৈর্ঘ্য বা স্ট্রাইড সম্পর্কে জানতে পারবে, তা হলে তাকে অনুসরণ করতেও সুবিধে হবে।

কিন্তু পাওয়া গেল না।

পশ্চিমে বাঁক নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজের মত আড়াআড়ি এগোল ও, ছাপের খোঁজে মাটিতে নজর রাখছে। না পেয়ে পুব দিকে একই দূরত্বে খোঁজ চালাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুটের পিছনের অংশের ছাপ খুঁজে পেল, এটাও বড়জোড় ইঞ্চিখানেক হবে। এখানে পুব দিকে যাচ্ছিল লোকটা, সঠিক ভাবে বললে উত্তর-পুবে।

আচমকা নিচু হয়ে গেল জমি, শুকিয়ে যাওয়া একটা নদীর তলায় রূপ পেল, দক্ষিণ-পুবে বাঁক নিয়েছে নদীটা। কিনারে ঘোড়া থামিয়ে নজর চালাল জন, বালিময় তলা খুঁটিয়ে দেখল ট্র্যাকের আশায়। শক্ত এঁটেল মাটি, মসৃণ। কোথাও কোন ভাঁজ বা ফাটল নেই। কিনারা ধরে এগোল ও, হতোদ্যম হয়ে উল্টো ঘুরবে, ঠিক এসময়ে কিনারায় খসে পড়া মাটি চোখে পড়ল।

ঝরঝরে মাটি খসে পড়েছে, তবে একটু নীচে ছাপ রয়েছে। দৌড়ে উঠবার চেষ্টা করেছিল কেউ, খাড়া ঢাল ধরে প্রাণপণে ছুটছিল, কিন্তু কিনারার কাছাকাছি এসে পড়ে যায় লোকটা। বালির উপর গাঢ় দাগ পড়ে আছে এক জায়গায়। রক্তের শুকনো দাগ।

কাছে গিয়ে ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে দেখল জন। লোকটা আহত ছিল, সম্ভবত এখানে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত হয়েছে। শরীর থেকে ঝরে পড়া প্রথম রক্তের দাগ এটা, যেটা মাত্র ওর চোখে পড়েছে।

পড়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, তারপর আবারও পড়ে

গিয়েছিল। দু'বারের চেষ্টার পর, শেষে টলমল পায়ে নদীর শুকনো তলার দিকে এগিয়েছে।

ট্র্যাক ধরে আনুমানিক কয়েকশো গজ এগোল জন। এতদূর আসতে বারবার পড়ে গেছে লোকটা, এবং প্রতিবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়েছে আবার। সহসা একটা জায়গায় পৌঁছল ও যেখানে নদীর তীর ভেঙে পড়েছে, কয়েকটা ঘোড়ার ছাপ দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি।

বুটের ছাপ দেখেই লোকটার করুণ পরিণতি আঁচ করতে পারল জন। এত আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল যে নিজের অজান্তে পড়ে গিয়েছিল সে, উঠে দাঁড়িয়ে ছুটবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নদীর তলায় তাকে নিয়ে গেছে রহস্যময় ঘোড়সওয়াররা। তুলনামূলক শক্ত মাটির বুকে। সবগুলো ঘোড়া থেমেছে এখানে। প্রচুর ট্র্যাক রয়েছে, প্রায় জগাখিচুড়ি অবস্থা–তার মানে ঘোড়াগুলো ছোটাছুটি বা লাফালাফি করেছে। নিচু জায়গা, তীরের বালির আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা বুট।

নদীর তীর ধরে এগিয়ে আসবার সময় সামনে কী পাবে, সহজে অনুমান করেছে জন; কিন্তু যেটা জানত না তা হচ্ছে লোকটার পরিচয়।

নয়

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, নিশ্চিন্ত হয়ে স্যাডল ছেড়ে নামল, তারপর দ্রুত হাতে বালি সরিয়ে হতভাগ্য লোকটার লাশ বের করে আনল। ঠাণ্ডা আবহাওয়া আর শুকনো বালির কারণে পচন ধরেনি। উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা দেখল ও–চিনতেও পারল।

বিদ্যুৎ চমকের মত কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। দুই সঙ্গী সহ ওদের বাথানে গিয়েছিল লোকটা, জমির খোঁজ করছিল। সঙ্গীদের একজন তাকে স্নিড বলে ডাকছিল।

নদীর তীরে উঠে এল জন, আলগা বালি সরিয়ে লাশের উপর ফেলতে শুরু করল। সম্পূর্ণ দেহ ঢাকা পড়তে স্যাডলে চাপল ও, নদীর তলায় নেমে এল। শক্ত মাটির কারণে স্পষ্ট ট্র্যাক পড়েনি এখানে। কিন্তু যা আছে, জনের ধারণা অন্তত তিনজন রাইডার ছিল। বৃত্তাকার পথে কয়েকবার চক্কর কেটেছে ঘোড়াগুলো, বোধহয় রক্তের গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিক্ষিপ্ত কিছু নালের ছাপ রয়েছে অবশ্য, আর আছে একটা বুটের ছাপ। স্নিড নামের লোকটার শরীর থেকে দড়ি খুলে নেওয়ার জন্য স্যাডল ছেড়ে নেমেছিল যে-কোন

একজন।

একটা জিনিসই বেখাপ্পা—বালি খামচে ধরেছিল স্নিড, এবং এখনও ঠিক ওভাবে রয়েছে হাত দুটো। সম্ভবত বালিতে চাপা পড়বার সময়ও জীবিত ছিল সে। মুখ থুবড়ে পড়ে দু'হাতে বালি খামছে ধরেছিল লোকটা। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কষ্টেসৃষ্টে এক হাঁটুয় ভর রেখে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেয়েছিল; তারপর শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেছে। তীর থেকে ঠেলে ফেলা বালিতে চাপা পড়ে বাতাসের অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

নদীর তলা হয়ে অন্য তীরের দিকে এগোল জন। একটা হরিণের ছাপ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। প্রেয়ারিতে উঠে এসে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথে জেরিটোর ক্যাম্পের দিকে এগোল। চলার ফাঁকে স্নিড নামের লোকটার রহস্যময় মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে ধন্দে পড়ে গেল, অথচ ধাঁধার জবাব পাওয়ার মত তথ্য জানতে পারেনি। যা জেনেছে, নেহাত সামান্য।

অন্তত তিনজন লোক খুন করেছে স্নিডকে। পালানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সে, প্রায় আধ-মাইল ছুটেছে, কিন্তু ঠিকই অনুসরণ করে নদীর তীর পর্যন্ত চলে এসেছিল খুনিরা। খুন করবার আগে স্নিডকে ল্যাসোয় বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে, বালি চাপা দিয়ে কষ্টকর মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। কলোরাডোয় ওদের বাথানে গিয়েছিল স্নিড। সঙ্গে আরও দু'জন লোক ছিল।

ওদের বাথানে যাওয়ার ঘটনাটা কি কাকতালীয়? নাকি এখানে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?

স্মৃতি হাতড়াল জন, হিসাব করল। অন্তত এক বছর আগের ঘটনা। দেড় বছরও হতে পারে। তিনজন লোকের উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু কোন একটা ব্যাপার নিশ্চই ওর মনে দাগ কেটেছিল, নইলে মনে থাকত না এতদিন; কিংবা ওর মা এদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলেছিল?

পল জার্ভিসের আশঙ্কা অমূলক নয়, ভাবছে জন, পরিস্থিতি সত্যিই বিপজ্জনক। বিষ খেয়ে মারা গেছে ফ্লেচাররা। স্নিড খুন হয়েছে। খুনি যে-ই হোক, আরও দু'একটা খুন করতে দ্বিধা করবে না। অবচেতন মনের তাগাদা টের পাচ্ছে জন: আরও সতর্ক থাকা উচিত ওর, এবং ক্যাম্প ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত জেরিটোর।

দুপুরে মেক্সিকানের ক্যাম্পে পৌঁছে পরামর্শটা দিতে ভুল করল না ও, ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতি।

'যাব,' একমত হলেও নিমরাজি মনে হলো জেরিটোকে।

'আজই। উঁহুঁ, এখনই। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

দ্বিধা করল সে। 'কিন্তু আমার বসের আসবার কথা। আমাকে এখানে না পেলে...'

'তোমাকে খুঁজে নেবে সে। লোকগুলো ভয়ঙ্কর, জেরিটো।'

শ্রাগ করল মেক্সিকান। 'ভয়ঙ্কর লোক জীবনে কম দেখিনি, *অ্যামিগো।*

আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঝামেলা পছন্দ করি না, কিন্তু ওরা যদি আসে...'

এবারও তাকে থামিয়ে দিল জন। 'তোমাকে কোন সুযোগ দেবে না ওরা।'

'মৃত ওই লোকটা কি তোমার পরিচিত?'

'একবার দেখেছিলাম। জমি কিনতে আমাদের বাথানে গিয়েছিল ও, সম্ভবত বসতি করতে চেয়েছিল।'

'এত ছোট ঘটনা, কিন্তু ঠিকই মনে রেখেছ!'

'মা-র কারণেই মনে আছে। কোন কারণে লোকগুলোকে ভাল লাগেনি ওঁর। কাউকে যখন অপছন্দ করেন মা, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলেন না।'

হাসল জেরিটো। 'জেসিকা ক্যালকিন তোমার মা? ওর কথা শুনেছি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল সে, যেন স্মৃতি হাতড়াচ্ছে, এমন সুরে বলল: 'স্নিড? এটা আবার কেমন নাম!'

'ডাক নাম বোধহয়...হয়তো আসল নামের সংক্ষেপ, যেমন স্নাইডার...' আচমকা থেমে গেল জন, ভাবছে এ নামটাই কেন প্রথমে মনে এল।

'কী ব্যাপার?'

'স্যাম স্নাইডার,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'নামটা হেনরি হলিস্টারের কাছ থেকে জেনেছি। স্যাম স্নাইডার এবং বব পিটার্স। জ্যাক হলিস্টারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে ওদের।'

'সম্ভব।'

খাওয়ার পাট চুকিয়ে সব ঘোড়া জড়ো করল ওরা। তারপর উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল। জেরিটো ওয়্যাগন চালাচ্ছে। ঝামেলা বা বিপদ এড়ানো হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু রহস্যের প্রাণকেন্দ্র থেকে যতদূরে সরা যায়, ততই স্বস্তিকর। সব ধাঁধার মূলে রয়েছে ছোট্ট এই শহর আর প্রাইভেট কারটা।

'পাহাড়ের কাছে একটা জায়গা আছে,' জানাল জেরিটো। 'কটনউডের ঝাড় আর ঝর্না আছে ওখানে। আগামী সপ্তাহে ওখানেই থাকব।'

জমি ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, তবে সুবিস্তৃত ঢালের কারণে তেমন আয়াস লাগছে না। সন্ধ্যায় ছোট্ট একটা ঝর্নার কিনারে ক্যাম্প করল যখন, ততক্ষণে পিছনে পনেরো মাইল ফেলে এসেছে ওরা। ঝর্নার পাশে সবুজ তৃণভূমি।

আসবার পথে পিছনের ট্রেইলে নজর রেখেছে জন। জেরিটোকে কারও অনুসরণ করবার কারণ নেই, কিংবা ঠিক এ মুহূর্তে মেক্সিকানের সঙ্গে ওর সম্পর্কও খুঁজতে যাবে না কেউ, যদি না সেদিন শহরে জেরিটোর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে থাকে। তবে সেটাও অস্বাভাবিক নয়, কারণ বীয়ারের আড্ডায় পরিচয়ের সূত্রতা কখনোই বেশিদূর গড়ায় না। তারপরও, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জন, তাই ঝুঁকি নিতে নারাজ।

'অযথা ঘুম নষ্ট করবার দরকার নেই,' প্রস্তাব করল জেরিটো। 'ককব

দুটোই পাহারা দেবে। আর ভাল ঘাস বা পানি পাওয়ায় ঘোড়াগুলোও দূরে সরে যাবে না।'

'ইন্ডিয়ানরা?'

শ্রাগ করল সে। 'আসতে পারে। কিন্তু বহুদিন ধরে এদিকে আসে না ওরা।'

নিজের ঘোড়াকে কাছাকাছি পিকেট করল জন। ঘুমানোর আগে অস্থির ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না।

এখানে কী করছিল স্নিড বা স্যাম স্নাইডার? জমির খোঁজ করছিল। সেক্ষেত্রে বলতেই হয়, বহুদিন চেষ্টার পরও থিতু হতে পারেনি সে। সময়টা অন্য এক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ–একই সময়ে নাতনীর খোঁজ করছে হেনরি হলিস্টার। নিশ্চই কোন সূত্র পেয়েছিল স্নিড, নইলে ওদের র‍্যাঞ্চে গেল কেন?

'এলাকাটা চেনো কেমন?' জানতে চাইল ও।

পাশ ফিরল জেরিটো। 'সমতল জমির চেয়ে পাহাড়ী এলাকাই বেশি চিনি আমি।' মাথা নেড়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানকার ছোট্ট একটা উপত্যকায় আমার জন্ম। বাবার সঙ্গে প্রায় সবার ভাল সম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে উতেদের। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করত, একসঙ্গে শিকার করেছে। কিওয়াদের আক্রমণের সময় আমাদের বাড়িতে উতেদের আশ্রয়ও দিয়েছে কয়েকবার।' এবার হাসল মেক্সিকান। 'এজন্যই ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা নেই আমার। ওরা চেনে আমাকে, আমিও জানি ওদের সম্পর্কে।'

'আমার বাড়িও একটা পাহাড়ের কিনারে,' আকাশে হাজারো তারার মেলার দিকে তাকাল জন। চিন্তিত। হয়তো একই ভাবনা জেরিটোর মনেও চলছে: পাহাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে মেয়েটা!

উঠে বসল সে। 'জায়গাটা কেমন?'

'বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কয়েক সারি পাহাড়, একটার চেয়ে আরেকটা আরও বেশি উঁচু। মাঝখানে তৃণভূমি আর ট্রেইল।'

'এখানেও তাই। আমার তো মনে হয় একটা সূত্র পেয়ে গেছি আমরা, বন্ধু।'

'উঁহুঁ, কলোরাডোর নয়, আমি নিশ্চিত ছবিগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার।'

'এমনও হতে পারে একসময় ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিল মেয়েটা, তারপর এদিকে চলে এসেছে।'

সম্ভাবনাটা আগেই ভেবেছে জন। জ্যাক হলিস্টারের চিঠিতে লেখা ছিল একা ভ্রমণ করবার মত বয়সী হলে···তারমানে চিঠিটা লিখবার সময় ক্যালিফোর্নিয়া বা যেখানেই ছিল, ওখানে থাকবে না মেয়েটা, তাই বুঝিয়েছে জ্যাক।

ভোরে ঘুম থেকে জাগল ও। শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়েছে, এসময় দূরাগত খুরের শব্দ শুনতে পেল।

'জেরিটো?'

'শুনেছি। হাতের কাজ ফেলে রাখতে নেই। তবে তৈরি থেকো, *অ্যামিগো।* মনে হচ্ছে ঝামেলা হবে।'

লোকগুলো যখন ক্যাম্পে পৌঁছল, ততক্ষণে আগুন জ্বেলে কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে জন। তিনজন। স্যাম স্নাইডারকেও তাড়া করেছিল তিনজন লোক, মনে পড়ল ওর।

ক্যাম্পের কিনারে এসে থামল ওরা। সশস্ত্র সবাই। স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রয়েছে, তবে ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে নেহাত দরকার না পড়লে ব্যবহার করবার ইচ্ছে নেই। কোটের বোতাম খুলে কিনারা সরিয়ে দিয়েছে যাতে দ্রুত ড্র করতে পারে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জন। হয়তো বোকামি করছে কিংবা অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ও, কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন নয়। এ ধরনের বিপদ ওর কাছে নতুন নয়, একাধিক লোকের মুখোমুখি আগেও হয়েছে।

'এই যে!' শুরুটা করল লাল-মুখো বিশালদেহী এক লোক, সরু গোঁফ রয়েছে তার, মাথায় চওড়া ব্রিমের বহুল ব্যবহৃত হ্যাট। 'হনুমানটা কোথায়?'

'আমার সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছে একটা!'

কথাটা বুঝতে খানিক সময় নিল সে, তারপর নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল। 'জিভটা দেখছি খারাপ তোমার! হয়তো এটার জন্য খুন হয়ে যাবে একদিন!'

'একই পরামর্শ তোমাকে দিচ্ছি।'

মেকিনঅ কোট পরা ছোটখাট এক লোক কথা বলল এবার। 'ব্যাটা নিজেকে বহুত সেয়ানা ভাবছে, বর্ডেন। ওকে দেখিয়ে দেওয়া দরকার...'

'সময় হয়নি,' কঠিন, সাবধানী চাহনি বিশালদেহীর চোখে। 'জানতে চেয়েছি হনুমানটা কোথায়?'

আগুনের ওপাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে জেরিটো, রাইফেল কক্ করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল এবার।

'তো, এবার জেনে গেছ কোথায় আছে ও,' স্মিত হেসে বলল জন। 'শর্টি, তুমি জেনেছ? কী দেখাবে আমাকে? শুধু তুমি আর আমি হলে কেমন হয়?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছোটখাট লোকটা, দ্বিধান্বিত; হিসাব কষছে মনে মনে।

'যে-কোন সময়, শর্টি,' উদার কণ্ঠে আহ্বান করল জন। 'আমার পকেটে পঞ্চাশ ডলার আছে। বাজি ধরছি, ঠিক নাকের নীচে তোমার গোঁফ দু'ভাগ করে ফেলব।'

'গোল্লায় যাও!'

'আগে তুমি যাবে, শর্টি। সময়টা ইচ্ছেমত ঠিক করে নিয়ো।' শর্টিকে বাতিল করে দিয়ে বিশালদেহী বর্ডেনের দিকে ফিরল ও। 'বেশ তাড়াহুড়ো করে এসেছ এখানে। কিছু খুঁজছ নাকি?'

'এই এলাকায় ঘুরঘুর করছ কেন তুমি?'

'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি আমি। তোমরা কী করছ?'

পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না বর্ডেনের। আশা করেছিল ওদের দেখতে পেলে ভড়কে যাবে এরা, অনায়াসে খেদিয়ে দিতে পারবে। জনকে চেনে না সে, কিন্তু কথাবার্তা আর আচরণে বোঝা যাচ্ছে সেয়ানা লোক। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা মেক্সিকানের রাইফেল কক্ করবার শব্দটাও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে না থাকলেও, উপসংহারে পৌঁছল সে, আপাতত চলে যাওয়াই শ্রেয়।

'এগুলো কার ঘোড়া?' জানতে চাইল বর্ডেন।

'জিমি হেন্ডারসনের,' জবাব দিল জন, জেরিটোর কাছ থেকে জেনেছে নামটা। 'এখানকার কোন কিছু যদি তোমার পছন্দ না হয়ে থাকে, হেন্ডারসনের সঙ্গে আলাপ কোরো।'

জিমি হেন্ডারসন এলাকার প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার। প্রায় দশ হাজার গরু আর প্রচুর ঘোড়ার মালিক। র‍্যাঞ্চে নিয়মিত ক্রু ছাড়াও রয়েছে প্রায় বিশজন হ্যান্ড, বুনো ঘোড়া ধরা এবং পোষ মানানোই যাদের কাজ। সবাই এরা কঠিন, সাহসী মানুষ। সম্ভবত এদের প্রত্যেককে চেনে বর্ডেন।

'তুমিও হেন্ডারসনের হয়ে কাজ করছ?'

'কারও হয়ে কাজ করি না আমি।'

উত্তরটা পছন্দ হয়নি বর্ডেনের, কিংবা জনকেও ভাল লাগছে না। কিছু বলতে গেল সে, কিন্তু বাধা দিল জন। 'কী মনে করে এখানে এসেছ জানবার ইচ্ছে নেই আমার, তবে মোটেই ভদ্র বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করোনি তোমরা। সৎ একটা পরামর্শ দিচ্ছি: যেখান থেকে এসেছ, জলদি ফিরে যাও। বাড়ি পৌঁছে তোমার বস্কে বোলো: তাস না দেখিয়ে এবার আর খেলতে পারবে না সে, বাজির দর চড়া হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'তোমার বুঝে কী কাজ? ওকে বোলো, ঠিকই বুঝবে সে।'

তৃতীয় লোকটা নীরব ছিল এতক্ষণ, তবে পুরো সময়টা জনকে চোখে চোখে রেখেছে। 'চলো, কেটে পড়ি, বিল,' কিছুটা ত্যক্ত স্বরে বলল সে। 'বুঝতে পারছ না ধাপ্পা দিচ্ছে না ও?'

রাগে কটমট করে জনের দিকে তাকাল বর্ডেন, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। সামান্য দ্বিধা করল শর্টি, শূন্য হাতে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু জনের গা-ছাড়া ভঙ্গি দেখে বুঝে গেল বেতাল কিছু করতে গেলে কপালে দুঃখ আছে।

'আরেকটা কথা,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'আমার বন্ধুকে এভাবে হেনস্তা না করাই ভাল। চাইলে তোমাদের যে-কাউকে কায়দা করে ফেলতে পারবে ও।'

ফিরে চলল লোকগুলো, পিছন ফিরে তাকাল না কেউ। দাঁড়িয়ে থেকে তাদের চলে যেতে দেখল জন। ধাপ্পা দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিল ওরা

প্রয়োজনে খুনও করত। জনের সন্দেহ, এরাই খুন করেছে স্যাম স্নাইডারকে।

'কফির পানি ফুটছে, জেরিটো।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, হাতে রাইফেল।

'তোমার জন্যই এসেছিল ওরা,' কফিতে চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল মেক্সিকান।

'জানি। সমস্যা কি জানো, জেরিটো, আমি ছাড়াও বেশ কিছু লোক খেলছে এখানে, অথচ এদের কাউকে চিনি না।'

নাস্তা সেরে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল ও। অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করেছে মনে।

কার পক্ষে ছিল স্নাইডার? কারা, কী কারণে খুন করেছে তাকে? জুডাস বেলচারের সেফে মূল্যবান কী ছিল, যেটা সরিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছিল সে? জিনিসটা কোথায় এখন? কী আবিষ্কার করেছিল ফ্লেচাররা?

জুডাস বেলচারের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে ব্যবসা। র‍্যাঞ্চিং বা মাইনিং-এ সফল ছিল সে, জনের ধারণা রেলরোড-ব্যবসায়ও এর অন্যথা হয়নি। হেনরি হলিস্টারও রেলরোড ব্যবসায়ী। অ্যান যদি উত্তরাধিকার সূত্রে বেলচারের সম্পত্তি পেয়ে থাকে, ওর প্রতি হলিস্টারের আগ্রহ সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। একই কারণে নোরাকে বিয়ে করেছিল জ্যাক, যাতে নাবালিকা অ্যানের কর্তৃত্ব পেতে পারে? নইলে অ্যানকে নিয়ে কেন আত্মগোপন করবে সে?

জ্যাকের শঠতা ধরতে পেরেছিল জুডাস বেলচার, সেজন্যই কি নোরাকে কাগজে স্বাক্ষর না করতে পরামর্শ দিয়েছিল?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার। বাপকে ঘৃণা করত জ্যাক, এবং একপেশে ছিল না সেটা। সত্যিই কি বাপের অমতে বিয়ে করেছিল সে?

ধরা যাক…বাপের ইচ্ছে বা চাহিদা পূরণ করতে নোরা বেলচারকে বিয়ে করেছিল জ্যাক, অথচ প্রচার পেয়েছে ঠিক উল্টোটা? এমনও হতে পারে সেফে রাখা মূল্যবান ওই জিনিসটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল হেনরি হলিস্টারের, আর সেটা হাতিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসাবে নোরাকে বিয়ে করেছিল জ্যাক?

সবই অনুমান, উপসংহারে পৌঁছল জন, কিন্তু কোনটাই অসম্ভব নয়।

হলিস্টার বা বেলচার সম্পর্কে আরও জানতে হবে। বেটি হ্যারিগানের কাছ থেকে তথ্য পেতে পারে, অন্তত জানা যাবে কোথায় বা কার কাছে গেলে তথ্য মিলতে পারে।

সূর্যাস্তের পরপরই শহরে পৌঁছল জন। লিভারি স্টেবলে ঘোড়া রেখে রাইফেল আর স্যাডলব্যাগ হাতে হোটেলে ঢুকল।

রুমের সবকিছু ঠিক আছে, কেউ আসেনি বা নাড়াচাড়া করেনি। সুটকেস থেকে পেইন্টিংটা বের করে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল। পাহাড়ী ঢালে দীর্ঘ গাছগুলো ডিগার পাইন, মোটামুটি নিশ্চিত ও, আর ভূতুড়ে গাছটা বোধহয় বাকাই (Buckeye)। সোনালি রঙের ফুলগুলো ক্যালিফোর্নিয়া পপি, এবং

ছোট নীল রঙেরগুলো নিঃসন্দেহে বেবি ব্লু আই...

ছবির পিছনের জায়গাটাও বোধহয় ক্যালিফোর্নিয়ার উঁচু মরুভূমি অঞ্চল, কিংবা সান জোয়াকুইন ভ্যালি; কিন্তু প্রথমটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

পাওয়া তথ্যগুলো কাজে লাগাতে পারলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য হয়তো অতদূর যেতে হবে না ওকে। তবে আরও একটা শর্ত আছে: তার আগেই যদি প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়ে না যায়।

দশ

শুয়ে শুয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল জন। জেরিটোর ক্যাম্পে আসা তিনজন লোক জেনে-শুনেই এসেছিল। যার হয়ে কাজ করুক, সম্ভবত উপরঅলার নির্দেশ ছাড়াই এসেছে ওরা, নইলে এত সহজে নিরস্ত্র করা যেত না ওদের।

আচমকা উঠে বসল ও, দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে আয়েশ করে বসল, জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি চালাল। কে কী করছে, কী ঘটছে যদি জানতে পারত! অন্তত ঝুঁকির পরিমাণটা যদি জানা থাকত!

একটা একটা করে ঘটনা এবং জানা তথ্য সাজাল ও, কিন্তু প্রায় সব জায়গায় ফুটো রয়েছে। যথেষ্ট জানে না।

মা-র কাছ থেকে কেন অ্যানকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল জ্যাক হলিস্টার? ফ্লেচারদের খুন করল কে? স্নাইডার একা কাজ করছিল, নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল জ্যাকের সঙ্গে? স্নাইডারকে নির্যাতন করা হচ্ছিল কেন—অ্যানের অবস্থান জানবার জন্য?

ত্যক্ত বোধ করছে জন। বুঝতে পারছে এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। এ ধরনের কাজে অভ্যস্তও নয় ও। খোলা প্রেয়ারি, বিস্তৃত তৃণভূমি আর সুনীল পাহাড়সারি হাতছানি দিচ্ছে ওকে। ছোট্ট শহরে বসে জটিল রহস্যের সমাধান বা নিখোঁজ একটা মেয়েকে খুঁজে বের করবার চেয়ে বরং গরু দাবড়ানোর কাজই ভাল। স্রেফ ভবঘুরের মত চলতে থাকলেও স্বস্তি পাওয়া সম্ভব। টাকার জন্য কাজটা নিয়েছে? নিজেকে প্রশ্ন করল ও, ঠিক, কিন্তু এক ধরনের চ্যালেঞ্জ বা রোমাঞ্চেরও হাতছানি ছিল সমস্যাটায়।

আরকান্সয়ারকে ভাড়া করেছে কে? ওকে খুন করবার জন্য এসেছে লোকটা?

সমস্ত প্রশ্ন এবং দুর্ভাবনা সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

বরাবরের মত ভোরে জাগল জন। হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল হোটেল

থেকে। ঠাণ্ডা সতেজ বাতাস। পোর্চের সিঁড়িতে শুয়ে ছিল কুকুরটা, ওকে দেখে লেজ নাড়ল আব্দারের ভঙ্গিতে। গোড়ালির উপর ভর রেখে বসল ও। 'কেমন চলছে তোর, ব্যাটা?'

উত্তরে লেজ নাড়ল ওটা। কুকুরটার পিঠে হাত বুলাল ও, তারপর হেঁটে রেস্তোরাঁয় চলে এল। এখনও পুরোপুরি সকাল হয়নি, ভোরের আলো ফুটে উঠছে ক্রমশ; তবে কিছু কিছু বাড়িতে বাতি জ্বলছে।

পশ্চিমের বেশিরভাগ শহরে লোকজন ঘুম থেকে একটু তাড়াতাড়ি ওঠে, কিন্তু আজ সকালে কেউ যদি বিছানায় থাকে, দোষ দেওয়া যাবে না তাকে। ঠাণ্ডা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া, বৃষ্টি হতে পারে। এমন দিনে আলসেমিতে পেয়ে বসে সবাইকে।

রেস্তোরাঁর দরজায় মুহূর্তের জন্য থামল ও, আচমকা রাস্তার ওপাশের একটা বাড়ির দোতলায় আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানালার পর্দা ফেলে দিল কেউ।

সাতসকালে জানালা খুলে বাইরে তাকানোর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, কিন্তু পরিস্থিতি বা নিজের অবস্থানের বিচারে ধারণাটা আমল দিতে নারাজ জন। সাবধানের মার নেই।

'ওপাশের বাড়ির দোতলায় কে থাকে, জানো?' ভিতরে ঢুকে ফ্রাংক কেডকে জিজ্ঞেস করল ও।

'এক মহিলার গেস্ট হাউস ওটা। দোতলার চারটে রুম ভাড়া দেওয়া হয়। শর্ত হচ্ছে: অন্তত এক সপ্তাহ থাকতে হবে।' জনের জন্য গোলআলুর ফ্রাই আর চারটে ডিম নিয়ে এল সে। 'বেশ বয়স্ক মহিলা, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বছরের এ সময়ে ফাঁকাই থাকে, কিন্তু রাউন্ড-আপের সময় গরু ব্যবসায়ীরা আসে বলে জমজমাট থাকে ওর ব্যবসা।'

ডিমের স্বাদ দারুণ লাগল। নাস্তা সেরে আয়েশ করে কফি পান করছে, এসময় ভিতরে ঢুকল ক্যাথি টার্নার। ওকে দেখে স্মিত হাসল মেয়েটি, তারপর দ্রুত পিছনের কামরায় চলে গেল, ফিরেও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গায়ে অ্যাপ্রন চাপিয়েছে।

'ওহ্, আমি মনে করেছি তুমি চলে গেছ!' অ্যাপ্রনের ফিতা বাঁধবার সময় বলল মেয়েটা।

'স্নিড নামে কাউকে চেনো?' জানতে চাইল জন, ধরে নিয়েছে অজ্ঞতা প্রকাশ করবে ক্যাথি। কোন সম্ভাবনাই পায়ে ঠেলা উচিত নয় বলে প্রশ্নটা করেছে।

ফিতা বাঁধতে ব্যস্ত হাত দুটো থেমে গেল, চট করে ওর দিকে তাকাল ক্যাথি। ফিতা বেঁধে টেবিলে এসে বসল। 'জন, বাদ দাও না এসব। অযথা ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল।'

'কতটা জানো তুমি?'

দ্বিধা করল ক্যাথি, তারপর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। 'আমি চাই না তোমার

কোন ক্ষতি হোক।'

'স্নিড খুন হয়েছে ওদের হাতে।'

এবারও, কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ক্যাথি।

'ক্যাথি, একসময় কাউকে বলতেই হবে তোমার। তা হলে আমাকে বলছ না কেন? আগে বা পরে, ওরা ঠিকই জেনে যাবে তুমি কে বা কতটা জানো। মেয়ে বলে তোমাকে খাতির করবে না ওরা।'

'আমি ক্যাথি টার্নার, ব্যস, এটাই হচ্ছে কথা।' উঠে গিয়ে নিজের জন্য কফি নিয়ে এল ক্যাথি। বসবার পর বলল: 'হ্যাঁ, স্যাম স্নাইডারকে চিনতাম আমি। ও খুন হয়েছে শুনে মোটেই অবাক লাগছে না। বরাবরই রহস্যজনক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত সে।'

'জ্যাক হলিস্টারকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ। কথাবার্তা বা আচরণে নিপাট ভদ্রলোক মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে সে খুবই খারাপ মানুষ। দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং বিদ্বেষী।'

'ওর বাবা?'

'উঁহুঁ, জ্যাক হলিস্টারের বাবাকে চিনি না। তবে এটা জানি যে বাপকে ঘৃণা করত জ্যাক।'

'জ্যাকের মেয়েকে চেনো নাকি?'

'ওর কোন মেয়ে ছিল না।'

'বলো কি! কিন্তু...?'

'অ্যান ওর মেয়ে নয়।'

'তা হলে কার মেয়ে? আমি তো ভেবেছিলাম...'

'সবাই তাই জানে।'

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল জন। সাধারণ মানুষের জীবন আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ—একইসঙ্গে বিশেষত্ব এবং জটিলতাহীন। চাইলেও জীবনকে জটিল করে তুলতে পারে না এরা। এদিকে, হলিস্টারদের কোন ভাবেই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ বলা যায় না। 'আমি তো শুনেছি জ্যাক হলিস্টারকে বিয়ে করেছিল নোরা,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'ঠিকই শুনেছ। জুডাস বেলচার ভালমানুষ হলেও দারুণ একরোখা ছিল। স্বজনদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক হলেও সেটা প্রকাশ করতে পারত না। সময় থাকতে তাকে বুঝতে পারেনি নোরা। জ্যাকের সঙ্গে পালিয়ে যায় ও। মি. বেলচারকে ডিভোর্স দিয়ে বিয়ে করে জ্যাককে। সবচেয়ে জঘন্য যে-কাজটা করেছে মহিলা, সঙ্গে অ্যানকে নিয়ে গিয়েছিল।'

বিহ্বল বোধ করছে জন। ক্যাথি নিজের কাজে চলে যাওয়ার পরও সদ্য জানা তথ্যগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। কয়েকটা ব্যাপার খোলসা হয়েছে বটে, কিন্তু আরও কয়েকটা প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে।

'ক্যাথি?' পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটিকে ডাকল ও। 'হেনরি হলিস্টার তা হলে কোন্ অধিকারে অ্যানকে নাতনী বলে দাবি করছে?'

'জ্যাকের সঙ্গে নোরার বিয়ে হয়েছে বলে বোধহয়। কি জানো, নিজের উত্তরাধিকারী করবার জন্য অ্যানকে খুঁজছে না সে, বরং অ্যানের অভিভাবকত্ব পেতে চাইছে, যাতে ওর সম্পত্তি গ্রাস করতে পারে। ঠিক একই কারণে নোরাকে বিয়ে করেছিল জ্যাক হলিস্টার।'

'বাপকে সাহায্য করবার জন্য?'

'উঁহুঁ, বাপকে সত্যিই ঘৃণা করত জ্যাক। নোরাকে সে বিয়ে করেছে অ্যানকে নিজের কর্তৃত্বে রাখবার জন্য, সে চায়নি হেনরি হলিস্টার বা জুডাস বেলচারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকুক মেয়েটার। নোরা নয়, বরং অ্যানই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মি. বেলচারের প্রায় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল অ্যান। স্বভাবতই, ও যার অভিভাবকত্বে থাকবে, সে-ই সম্পত্তি পরিচালনা করবার সুযোগ পাবে।

'এসব অবশ্য শোনা কথা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও কয়েকটা মাইনে যৌথ ব্যবসা ছিল হলিস্টার আর বেলচারের। মাইনগুলোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল হলিস্টার, কিন্তু আগাগোড়া সৎ বলে জুডাস বাধা দিয়েছিল। সেই থেকে দু'জনের শত্রুতা।

'কয়েকবারই জুডাসকে খুন করবার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। তো, সমস্ত সম্পত্তি অ্যানের নামে লিখে দেয় সে। খবরটা অবশ্য গোপন ছিল বহুদিন, হেনরি হলিস্টার অনেক পরে জেনেছে।'

প্রত্যাশার চেয়েও বেশি তথ্য পেয়েছে জন, কিন্তু প্রায় বিভ্রান্ত বোধ করছে। তিক্ত উপলব্ধি হচ্ছে ওর: অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাচ্ছে এবং ভুল কাজ বেছে নিয়েছে। একটা কাজই করা উচিত এখন: হেনরি হলিস্টারকে টাকা ফেরত দিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিতে হবে অ্যানকে খুঁজে পায়নি।

কিন্তু ওকে ভাড়া করল কেন কোটিপতি? প্রশ্নটা আবারও জাগল মনে।

তা ছাড়া, অবচেতন মন কু গাইছে কেবল: চাইলেও নিরস্ত হতে পারবে না। ইতোমধ্যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। হয়তো সেজন্যই ভাড়া করা হয়েছে ন্যাট হিনম্যানকে, জন সরে যেতে চাইলে বা পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে যেন ওর "গতি" করা হয়।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিবেচনা করল জন। যতই ভাবল, ততই সরে পড়বার ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু সারা জীবনে এ পর্যন্ত কোন কাজ নিয়ে পিছিয়ে আসেনি বা অসম্পূর্ণও রাখেনি। নিরস্ত হওয়ার চিন্তা এলেও, জন নিশ্চিত জানে অন্তত এ কাজটা করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

আচমকা একটা ধারণা খেলে গেল মাথায়। 'ক্যাথি? তুমি যে এত কিছু জানো, কেউ কি জানে এটা?'

'আমার তো মনে হয় কেউই জানে না, তবে...'

'এখানে এসেছ কেন? আমাকে যা বলেছ, ওটাই কি একমাত্র কারণ?'

উত্তর দিতে ইতস্তত করল ক্যাথি।

'আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না,' বলল জন। 'কিন্তু তোমার জানা উচিত অনেক লোক জড়িয়ে পড়েছে ব্যাপারটায়, এবং এরা প্রত্যেকে বেপরোয়া। এতটাই যে যে-কোন মূল্যে স্বার্থোদ্ধার করতে চাইছে, তাতে কেউ মরল বা বাঁচল, তার পরোয়া করছে না। সেদিন এখানে বসে খেয়েছিল কর্কশ চেহারার এক বুড়ো, উচ্চারণে দক্ষিণের টান ছিল ওর। লোকটাকে খেয়াল করেছ?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'ওকে আরকান্সয়ার নামে ডাকে সবাই। আমার ধারণা আরকান্সাস নয়, আসলে সে মিসৌরিরি লোক। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। লোকটার নাম ন্যাট হিনম্যান। পেশাদার খুনি। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করে না সে। টাকা পেলে যে-কাউকে খুন করতে পারে।

'আমি জানি না এখানে কেন এসেছে লোকটা। সম্ভবত আমাকে খুন করবার জন্য, কিন্তু অন্য কেউও ওর টার্গেট হতে পারে। নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। একটা পরামর্শ দেব? দয়া করে জানালা থেকে দূরে থেকো আর প্রতিদিন একই সময়ে এখান থেকে বেরিয়ো না।'

'ধন্যবাদ, জন,' স্মিত, আন্তরিক হাসি ফুটল ক্যাথির ঠোঁটে, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'কথাগুলো মনে রাখব।'

পেছন-দরজা দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল জন।

জেরিটোর সঙ্গে দেখা হতে পারে ভেবে স্টেশনের লাগোয়া ছোট্ট সেলুনের দিকে এগোল ও। কিন্তু নিরাশ হতে হলো ওকে। দিন কয়েক আগে জেরিটোর সঙ্গে যে-টেবিলে বসে গল্প করেছিল, কর্কশ চেহারার দু'জন মেক্সিকান বসে আছে। একজনকে চেনা মনে হওয়ায় মৃদু নড করল ও। কালো চোখে শীতল চাহনি ছুঁড়ে দিল লোকটা, উত্তর দেওয়ার গরজ অনুভব করল না।

বারে এসে বীয়ারের ফরমাশ দিল জন। দরজা খুলবার শব্দে পাশ ফিরে তাকাল, দেখল দু'জন লোক ঢুকেছে সেলুনে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়ল একজন, অন্যজন বারের ও-প্রান্তে চলে এল।

বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে পানীয় ঢালল জন।

চেয়ারে বসা লোকটা চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। কেউ যখন সেলুনে ঢোকে, প্রথমে গলা ভেজানোই স্বাভাবিক, তা হলে দরজার কাছাকাছি বসল কেন লোকটা?

কিছুটা বাম দিকে ফিরল ও, বাম হাতে বীয়ারের গ্লাস তুলে বারের অন্য প্রান্তে বসা লোকটার উদ্দেশে উইশ করল। ঢুকবার পর, এই প্রথম ওর দিকে তাকিয়েছে সে। শর্টি!

'বিদায় জানাতে এলাম,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে।

'কোথাও যাচ্ছ, শর্টি?'

'উঁহুঁ, আমি নই। তুমি যাচ্ছ। দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে,

যে-কোন একটা বেছে নাও। হয় ভাগবে, নইলে চালিয়ে যাবে খেলাটা।'

দু'জন ওরা। শর্টিকে মোটেই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। অন্য লোকটা ডান দিকে, কিছুটা পিছনে। দু'জনকে গুলি করতে হলে...সহজ হবে না, ভাবছে জন, বেশ খানিকটা ঘুরতে হবে ওকে। যদি...আমচকা প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা অনুমান করতে পারল। শর্টি চ্যালেঞ্জ করবে, আর ও ড্র করবার আগেই গুলি করবে অন্যজন।

দারুণ কৌশল। দু'জনের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই কৌশল আগেও প্রয়োগ করেছে।

'মেক্সিকান হনুমানটাকে নিয়ে অনেক ঘোড়া জোগাড় করেছ তুমি,' তির্যক সুরে বলল শর্টি।

তো, আমাকে চোর সাব্যস্ত করবে ওরা, আনমনে ভাবল জন। *তারপর...*

'ঘোড়াগুলোর ব্র্যান্ড দেখেছি। আসলে তোমরা দু'জনেই...'

যাই বলবার ইচ্ছে থাকুক শর্টির, বলা হলো না। জনের পিছনে কর্কশ স্বরে গর্জে উঠল একটা পিস্তল।

চট করে এক পা পিছিয়ে এল জন, ফলে দৃষ্টিসীমার পরিধি বেড়ে গেল। শর্টির উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল চেয়ারে বসা লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেয়, উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিল সে-কিন্তু সফল হয়নি, মাঝপথে তাকে আঘাত করেছে বুলেট। হাতের পিস্তলটাও খসে পড়েছে।

কালো চোখের মেক্সিকান এখন দাঁড়িয়ে আছে। সবক'টা দাঁত বের করে জনের উদ্দেশে হাসল সে। 'ব্যাটা ড্র করেছিল, *সেনর।* মনে হলো আমাকেই গুলি করবে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' একমত হলো জন।

'জেরিটোর বন্ধু মানে আমারও বন্ধু।' আলগোছে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল মেক্স। কিঞ্চিৎ ঝুঁকে বো করল, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। পিছু নিয়েছে অন্য মেক্সিকান।

অসুস্থ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে শর্টির মুখ।

'কী যেন বলতে চেয়েছিলে, শর্টি? বলে ফেলো।'

বলবার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু শব্দগুলো বেরোল না। ঢোক গিলে গলা ভেজাল, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়ার পর শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেল। 'কি-কিছু না। এমনিতে গল্প করছিলাম।'

'কপাল মন্দ, শর্টি। তোমার পক্ষে যাবে এমন কিছু ঘটবে না এখানে, বুঝেছ বোধহয়? ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছ না কেন? দক্ষিণে অনেক সুন্দর জায়গা পাবে, নিরাপদও।'

পকেটে হাত ঢোকাল সে, হাতটা কাঁপছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'ড্রিঙ্কের পয়সা দেবে তো? দরকার নেই। ওটা আমার ভাগে পড়ল।'

দরজার দিকে এগোল সে।

'আরে! একা যাচ্ছ কেন?' শর্টি তার বন্ধুর লাশের কাছাকাছি হতে পিছন থেকে ডাকল জন। 'দোস্তের প্রতি দায়িত্ব নেই তোমার? একসঙ্গে এসেছ যখন, ওকে নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, পিস্তলটা এখানেই থাকুক।'

লাশের দুই কব্জি চেপে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল শর্টি। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল বারটেন্ডার, তারপর নিজের জন্য একটা কড়া ড্রিঙ্ক ঢালল গ্লাসে।

*

স্টোরে পা রাখতে জন দেখল কফি তৈরি করছে বেটি হ্যারিগান। ওকে দেখতে পেয়ে হাসল মহিলা, আগেরবার এসে যে-টেবিলে বসেছিল সেটার দিকে ইশারা করল। 'যা খুঁজছিলে, পেয়েছ?' জানতে চাইল এরপর।

'খুঁজে দেখবার সময় পাইনি,' স্বীকার করল জন। 'আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে সময় কেটে গেছে।' ডুনাট মুখে পুরে আসল প্রশ্নটা করল ও: 'কখনও জুডাস বেলচারের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ। দারুণ সফল একজন মানুষ। মাইনিং, রেলরোড নির্মাণ, র‍্যাঞ্চিং বা কাঠ ব্যবসা···প্রায় সব জায়গায় সফল হয়েছে সে।'

'হেনরি হলিস্টার ঈর্ষা করত বেলচারকে। একইসঙ্গে বোধহয় বেলচারের গুরুত্বপূর্ণ কোন সম্পত্তির মালিক হতে চেয়েছিল?'

কিছুক্ষণ ভাবল বেটি, শেষে বলল: 'এক অর্থে বেলচারের সবকিছুই কাঙ্ক্ষিত ছিল হলিস্টারের। তবে নির্দিষ্ট কিছু যদি জানতে চাও, তা হলে বলতে হয় ক্ষমতা। রেলরোড এবং তিনটা সমৃদ্ধ খনির নিয়ন্ত্রণ ছিল জুড বেলচারের হাতে। আরও কয়েকটা খনির শেয়ারও ছিল ওর, ফলে অন্য এক বা দু'জন অংশীদারের ভোট পেলেই অনায়াসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করবার সুযোগ ছিল বেলচারের।

'জুড বেলচার যেটাই ধরেছে, শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এমন জায়গায় টাকা খাটাত, যেখানে কর্তৃত্ব করতে পারবে। কর্তৃত্ব না থাকলে অর্জন করে নিত সে। হেনরি হলিস্টারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, উন্নয়ন বা ব্যবসা বাড়ানোর বদলে শেয়ার বিক্রি করতে আগ্রহী ছিল সে। বেলচার মোটেই পছন্দ করত না হলিস্টারকে, এবং সেটা গোপনও রাখত না।

'সবকিছু বুঝতে হলে,' বলে চলল বেটি। 'আগে হেনরি হলিস্টারের ধাত বুঝতে হবে। আসলে সে খুব নীচ মনের মানুষ, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। জুডাসকে ঈর্ষা করত, এতটাই যে বেশ কয়েকবার ওর ক্ষতিও করতে চেয়েছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ, সহজে কিছু ভোলে না, সেটা অপমান, পরাজয় কিংবা বিদ্বেষই হোক।

'জুডাস খুন হওয়ার পর প্রথমে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অ্যানের অভিভাবকত্ব অর্জন করবার চেষ্টা করে সে। প্রায় সফলও হয়েছিল। কিন্তু নোরা বেলচারকে বিয়ে করেছে বলে আইনত জ্যাক হলিস্টারই অ্যানের

অভিভাবক হয়ে পড়ে। বিয়ের পরপরই বউ-মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল জ্যাক, হলিস্টারের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।'

সংশ্লিষ্ট না হয়ে যতটা জানা সম্ভব, জেনেছে বেটি হ্যারিগান। কিছু তথ্য পত্রিকা পড়ে, আর কিছু জেনেছে এখানে সাহায্য বা পরামর্শ নিতে আসা লোকজনের কথাবার্তা থেকে। নিতান্ত সাধারণ গল্প শুনে সেটার সম্ভাব্যতা বা গুরুত্ব বিচার করবার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে ওর। জ্ঞানটা নিজের ব্যবসায়ও প্রয়োগ করেছে বেটি। ডুনাটের আকর্ষণ তো বটেই, শুধু গল্প করবার জন্যও এখানে আসে ব্যবসায়ীরা।

তাছাড়া, জার্ভিসের মত অনেক বন্ধুই রয়েছে ওর, চাইলেই যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে যায়।

ট্রেনে ফিরে আসবার পথে, খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে ভাবল জন। খুব একটা এগিয়েছে বলা যাবে না। বহু আগে অ্যান হলিস্টারকে খুঁজতে ওদের বাথানে গিয়েছিল তিনজন লোক, ঘটনাটা দ্বিধান্বিত এবং বিহ্বল করে তুলেছে ওকে; তবে এমনও হতে পারে ন্যূনতম কিছু সূত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তারা।

কলোরাডোয় ক্যালকিন র‍্যাঞ্চের লে-আউট মনে পড়ল ওর। বিস্তৃত উপত্যকায় নয়ন জুড়ানো অবারিত সবুজ তৃণভূমি, দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা। একপাশে ছোট্ট একটা মুখ রয়েছে—ওটাই ক্যালকিন সাম্রাজ্যের প্রবেশপথ। সামনে, অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় দুটো বাথান রয়েছে। মেরি রায়ান আর গ্রিফিনদের র‍্যাঞ্চ।

উঁহুঁ, আরও একটা রয়েছে, সহসা মনে পড়ল ওর। ক্যালকিন র‍্যাঞ্চের পিছনে, পাহাড়শ্রেণীর গভীরে উঁচু উপত্যকায় ছোটখাট একটা বাথান আছে।

একদিন রাইড করলে পৌঁছে যাবে ও, সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলবে হয়তো। কিন্তু তার আগে নোটবুকটা দেখতে হবে।

এগারো

হোটেলে এসে প্রথমেই নোটবুকটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকাল জন, সুযোগ পেলে পড়বে। বেরিয়ে আসবার পথে ডেস্কে থামল। কয়েকজন বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষীকে লেখা চিঠির জবাব এসেছে, ওগুলো নিয়ে নোটবুকের সঙ্গে একই পকেটে রাখল।

লিভারি স্টেবলে এসে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাল ও। ট্রেসি'স কর্নারের

উল্টোদিকে, দোতলায় পর্দার নড়াচড়া দেখেছিল গতকাল। ঘটনাটা মনে পড়তে স্টেবলের পিছন-দরজা হয়ে বেরিয়ে এল। ঘুরপথে রেস্তোরাঁর পিছন-দরজায় এসে পৌঁছল ও। রেইলে লাগাম বেঁধে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

দরজায় পদশব্দ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল ফ্রাংক কেড, চুলোয় রান্না চড়িয়েছে। 'দেরি করেছ। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করছিল মেয়েটা।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল জন, কিছু বলল না। ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটা টেবিলে বসে আছে স্মোক রেফার্টি। জন ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল। ওকে ছাড়িয়ে রান্নাঘরের দরজায় চলে গেল বন্দুকবাজের দৃষ্টি।

মুহূর্তের জন্য জানালার পর্দা নড়াচড়ার খবরটা তাকে জানানোর ঝোঁক পেয়ে বসল জনকে, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ও। একটা টেবিলে বসে পড়ল।

কফি নিয়ে এল ক্যাথি। 'দেরি করেছ,' মাত্র দুটো শব্দ খরচ করল ও।

'ঘোড়া আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভাবছি বেরোব। শহরে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে, তাজা বাতাস দরকার।'

'তাজা বাতাসের জন্য রাইড করতে হবে কেন, কয়েক কদম পা চালালেই হলো! এত ছোট শহর, যে-কোন দিকে একশো গজ গেলে খোলা প্রেয়ারি পেয়ে যাবে।'

'আমার কাছে রীতিমত বড় শহর এটা,' তামাশার সুরে বলল জন, তবে ক্যাথিকে বিভ্রান্ত করতে নয়, স্মোক রেফার্টিকে তথ্যটা গেলানোর ইচ্ছে ওর। 'বিশ বছর বয়স হওয়ার আগে বড় কোন শহর দেখিনি আমি। যা দেখেছি, সবচেয়ে বড়টায় ছিল তিনটা টীপী আর একটা *চোসা।*'

'*চোসা* কি?'

'এক ধরনের ট্রেঞ্চ।'

ওর কাপ ভরে দিল ক্যাথি।

'ওটা অবশ্য তেষট্টির খরার সময়কার কথা। চারদিকে ছিল শুধু অভাব। রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অসহ্য লাগত আমাদের।'

'চার্চে যাওয়ার জন্য?'

'পানি পান করবার জন্য। শুধু রোববারে কয়েক চুমুক পান করবার সুযোগ পেতাম। অন্য সময়ে পাথর চুষতাম আমরা। সেজন্যই এলাকায় ছোট ছোট পাথর ছড়ানো-ছিটানো থাকত। ধুলোর নদী যেন!'

'ধুলো?' বিস্ফারিত চোখে জানতে চাইল ক্যাথি।

'ঠিকই তো!' সোৎসাহে চাপাবাজি চালিয়ে গেল জন, না দেখলেও জানে প্রচণ্ড মনোযোগে ওর গল্প গিলছে স্মোক রেফার্টি; লোকটা বিশ্বাস করল কি না-করল, এ নিয়ে অবশ্য ভাবছে না ও। 'ধুলোয় পড়ে থাকা পাথর চুষে পানি পাওয়ার চেষ্টাকে আর কী বলবে? কখনও কখনও মাছও নদীতে থাকতে চায় না। বর্ষায় প্রথম বৃষ্টির সময়, অভ্যস্ত নয় বলে ভরা জোয়ারে হাবুডুবু খায় কিছু কিছু মাছ। উজান ধরে নদী থেকে উঠে আসে ওরা। নদীর তীর বরাবর

হাঁটতে থাকলে ডজন ডজন মাছ পাওয়া যেত।'

'তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

জনের অবচেতন মনের ধারণা কোন একদিন স্মোক রেফার্টির মুখোমুখি হতে হবে। ঝামেলা করবার বা সেধে লাগবার ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু লোকটার লাগাতার উপস্থিতি অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। সম্ভবত ঠিক এ কারণে তাকে ভাড়া করেছে হেনরি হলিস্টার, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখলে সামাল দেবে রেফার্টি।

এ পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, যথেষ্ট ঝামেলা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জন চায় না সময়ের আগেই ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নিক অন্য কেউ।

সমস্যার ব্যাপার, জীবনে প্রথমবারের মত কিছুটা হলেও দ্বিধায় ভুগছে ও। পিস্তল লড়াই বা হাতাহাতি ওর জন্য নতুন নয়, কিন্তু স্মোক রেফার্টির মধ্যে ভয়ঙ্কর কী যেন আছে। দারুণ শক্তিশালী মানুষ, প্রায় দানব বলা চলে, চওড়া কাঁধে পুরুষ্টু পেশি কিলবিল করে, বিশাল হাতের পাঞ্জা···অসম্ভব ক্ষিপ্র সে, বাজি ধরে বলতে পারবে জন।

ভিতরে ভিতরে লড়াকু লোকটার মুখোমুখি হওয়ার ষোলোআনা ইচ্ছে রয়েছে ওর, ভাবলেই রোমাঞ্চ অনুভব করছে। খাসা লড়াই হবে নিশ্চই! ঠিক এ কারণেই চায় না অন্য কেউ পিস্তলে কায়দা করে ফেলুক রেফার্টিকে, আগে ও নিজে লোকটার মুখে আচ্ছামত কয়েকটা ঘুসি হাঁকাবে।

ন্যাট হিনম্যানের টার্গেট রেফার্টিও হতে পারে, কিংবা ও-ই।

অথবা ক্যাথি। কারণ···যতটা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে ও। কেউ কেউ হয়তো চায় না এই জ্ঞান নিয়ে মূর্তিমান বিপদ হয়ে ঘুরে বেড়াক মেয়েটা। হোক না মেয়ে, তাতে কী? এটাই হচ্ছে দুশ্চিন্তার কথা।

ঠিক সেজন্যই রেফার্টিকে খানিকটা আভাস দেওয়ার ইচ্ছে ওর।

'মি. হিনম্যানকে দেখেছ নাকি?' চোখের কোণ দিয়ে বন্দুকবাজের উপর নজর রেখেছে জন, দেখল প্রশ্নটা শোনা মাত্র মুখ তুলে তাকাল সে, মুখে খাবার পুরতে উদ্যত চামচ মাঝপথে থেমে গেছে।

'স্টোর থেকে কেনাকাটা করেছে বোধহয়। একটা বড়সড় ব্যাগ হাতে রাস্তা ধরে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে দেখেছি।'

'রেস্তোরাঁর উল্টোদিকের দোতলায় ওই ব্যাটাই উঠেনি তো?' বলে গেল জন। 'কেউ একজন আছে ওখানে। আর হিনম্যান কখনও হোটেলেও থাকে না।'

নাস্তা পরিবেশন করল ক্যাথি। জনও প্রসঙ্গটা ওখানেই শেষ করে দিল। মোটামুটি নিশ্চিত যে শুধু স্মোক রেফার্টিই নয়, রেস্তোরাঁয় অন্য যারা আছে, তারাও মোটামুটি বুঝে গেছে দোতলার কামরাটায় কে থাকছে। সব মিলিয়ে ছয়-সাতজন হবে।

নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এল ও, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে স্যাডলে চাপল।

প্রথমে, পশ্চিমে এগিয়ে পানির ট্যাঙ্কের কাছে চলে এল। ট্যাঙ্কটা ছাড়া আর কিছু নেই আশপাশে। ছায়ার কারণে জায়গাটা ঠাণ্ডা। ট্যাঙ্কের একপাশ দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। কয়েক গজ দূরে সাইড-ট্র্যাক, এখানেই ছিল প্রাইভেট কারটা। বৃত্তাকারে পুরো জায়গাটা জরিপ করল ও, কিন্তু গরু আর ঘোড়ার পুরানো ট্র্যাক ছাড়া কিছুই পেল না।

নদী অতিক্রম করে, শহরকে পিছনে ফেলে হূকার হিল্‌সের দিকে ঘোড়া ছোটাল ও। হিউর্ফানো নদীর কিনারার ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। ইচ্ছে অনেক দূরে যাবে, তবে রাতটা জেরিটোর ক্যাম্পে কাটাবে। রাত না কাটালেও, অন্তত খাওয়ার জন্য থামবে।

কয়েকদিন আগেও পাহাড়গুলো ছিল বাদামি বা হলদেটে রঙের, কিন্তু সদ্য বৃষ্টির ছোঁয়ায় বদলে গেছে এখন–পরিবেশে সবুজ সতেজতা। ঘন ঘাস নেই হয়তো, কিন্তু এতদূর থেকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে পাহাড়গুলো। মাঝে মধ্যে স্যান্ডস্টোন বা বোল্ডার চোখে পড়ছে। পশ্চিমে এগোচ্ছে ঘোড়াটা, চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখবার পাশাপাশি পিছনেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে জন।

অ্যান হলিস্টারকে খুঁজে বের করা ওর কাজ। অ্যান বেলচার হিসেবেও নিজের পরিচয় দিতে পারে মেয়েটা। অ্যানকে খুঁজে পাওয়ার পর কী ঘটবে, সেটা নির্ভর করছে মেয়েটার ইচ্ছে আর অবস্থানের উপর। দৃশ্যত, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে অ্যান, এবং চায়ও না কেউ খুঁজে বের করুক ওকে।

অদ্ভুত হলেও প্রাসঙ্গিক একটা ধারণা খেলছে জনের মাথায়–আন্দ্রিয়া হয়তো চিনতে পারে অ্যানকে। নাকি আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবার ছুতো খুঁজছে? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। কোন লোক যখন গোপনে একটা কাজ করতে চায়, নানা যুক্তি বা সম্ভাবনা তখন কাজটার গুরুত্ব আর অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

সুতরাং ছুতো খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ও।

কয়েক বছর আগে পরিচয় হয়েছিল আন্দ্রিয়ার সঙ্গে। পরিবার সহ এসেছিল মেয়েটা, ওদের বাথানে কয়েকদিন কাটিয়েছিল। দক্ষিণে যাচ্ছিল ওরা, ইচ্ছে ছিল বসতি করবে। চারজন ছিল দলে–বয়স্ক একজন পুরুষ আর এক মহিলা, ছোট্ট একটা ছেলে আর আন্দ্রিয়া। ছয় মিউলের একটা ওয়্যাগন ছিল ওদের সঙ্গে। লোকটা ড্রাইভার হিসাবে দক্ষ ছিল।

আন্দ্রিয়া গম্ভীর স্বভাবের মেয়ে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। জনের সঙ্গে যে খুব গল্প বা আলাপ হয়েছে, তাও নয়; সত্যি কথা হচ্ছে, নিতান্তই অল্প। একবার হাঁটতে বেরিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করেছে। ব্যস, এ-ই। পড়তে ভালবাসে আন্দ্রিয়া। বুদ্ধিমতী, চটপটে এবং গুণী মনে হয়েছে ওকে; কিন্তু যে-জিনিসটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে জনের, তা হচ্ছে বুনো প্রকৃতির প্রতি আন্দ্রিয়ার অসীম আগ্রহ আর ভালবাসা।

দু'তিনদিন থাকবার কথা ছিল ওদের, কিন্তু সপ্তাহ পেরিয়ে দশদিনে ঠেকল। আন্দ্রিয়ারা চলে যাওয়ার পর আশপাশে ঘোরাঘুরি করে কয়েকদিন

কাটিয়ে দিল জন, তারপর ওর মা অদ্ভুত প্রস্তাবটা করে বসলেন: হাতে যদি কাজ না থাকে, তা হলে একটা ঘোড়া নিয়ে ছুট দিতে, আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। 'বাড়ি ফিরতে ভুলো না কিন্তু!' বলেছিলেন জেসিকা ক্যালকিন।

সত্যি সত্যি বেরিয়েছিল ও। তবে খুঁজে পায়নি আন্দ্রিয়াদের। ট্র্যাকার হিসেবে ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু সেই দক্ষতা আদৌ কাজে আসেনি। ধারে-কাছে কোথাও থিতু হয়েছে আন্দ্রিয়ারা, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবার সময় ধারণা করেছিল ও।

পরে শুনেছে, পরিত্যক্ত একটা উপত্যকায় বসতি করেছে ওরা। একসময় মেক্সিকান দস্যুরা থাকত ওখানে। পর্যাপ্ত পানি বা ঘাস রয়েছে। কয়েকজন ড্রিফটারের কাছ থেকে খবরটা পেলেও ততদিনে প্রায় মাস খানেক চলে গেছে, জন নিশ্চিত ছিল না সেখানে গেলে আন্দ্রিয়াদের পাবে কিনা।

তো, সেই উপত্যকায় যাওয়ার ইচ্ছে জনের। আন্দ্রিয়া বা ওর স্বজনরা হয়তো কিছু জানতেও পারে। যদি এখনও সেখানে থেকে থাকে।

জেসিকা ক্যালকিন এদের বলতেন "ভবঘুরে আউটফিট"। যাযাবরদের মতই কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না এরা। চালচুলোহীন কাউবয়রাও একই শ্রেণীর। নামেই আউটফিট, বড়জোর কয়েকটা গরু আর একটা ওয়্যাগনের মালিক, অর্থকষ্টে ভুগতে অভ্যস্ত। আন্দ্রিয়ার স্বজনদের অবস্থা অবশ্য তারচেয়ে শ্রেয়তর মনে হয়েছে, কিন্তু ভবঘুরে স্বভাবটা সত্যিই ছিল ওদের মধ্যে। ঝর্না বা তৃণভূমি আছে, ছোটখাট এমন একটা জায়গা ওদের দেখিয়েছিলেন জেসিকা ক্যালকিন, কিন্তু থাকতে রাজি হয়নি আন্দ্রিয়ারা।

আনমনা ছিল জন, তাই টেরই পেল না জেরিটোর ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ সচেতন হলো ও। শূন্য ক্যাম্প। একটা ঘোড়াও নেই!

সঠিক ভাবে বললে, জেরিটোও লাপাত্তা হয়ে গেছে। ওয়্যাগনটা আছে বটে, তবে একপাশে উল্টানো এবং আধ-পোড়া।

ধক্ করে উঠল জনের কলজে। পরিচয়টা দীর্ঘদিনের না হলেও একে অপরকে বন্ধু বলেই জেনেছে ওরা। জেরিটো যদি খুন হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই ওর কারণে ঘটেছে ব্যাপারটা।

ধীরে ধীরে ক্যাম্প এবং চারপাশ জরিপ করল ও।

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এসেছিল একদল ঘোড়সওয়ার, ক্যাম্পের একশো গজ দূর পর্যন্ত ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছিল। সম্ভবত রাতের ঘটনা এটা, আন্দাজ করল জন, অন্ধকার আড়াল করেছে তাদের। তারপর আচমকা হামলা করেছে। উল্টে পড়া ওয়্যাগনের গায়ে কয়েকটা বুলেটের ফুটো চোখে পড়েছে ওর, খুরের দাপটে চটকে গেছে মাটি আর ঘাস, ছাই ছড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়।

উল্টে পড়ে আছে ডাচ অভেনটা। পাশেই কফিপট, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ওটা, সম্ভবত খুরের নীচে পড়েছিল। একটা ফুটোও রয়েছে গায়ে, কেউ গুলি করেছিল।

ওয়্যাগনের এক চাকায় গাঢ় ছোপ–লাল এখনও। রক্তের দাগ।

কোন লাশ নেই।

যথাসাধ্য চেষ্টা করল জন, কিন্তু জেরিটোর কোন ট্র্যাক দেখতে পেল না।

ক'জন এসেছিল ওরা? অন্তত সাত-আটজন, এবং জেরিটো কিছু টের পাওয়ার আগেই ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিল…নইলে নিঃশব্দ রাতে এত কাছাকাছি পৌঁছতে পারত না।

সময় নিয়ে মাটি জরিপ করছে জন। এক জায়গায় কিছু চিহ্ন দেখতে পেল, কেউ পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। রক্ত পড়েছে এখানে এবং যন্ত্রণায় মাটি খামচে ধরেছিল লোকটা। একটা ব্যাপার বিহ্বল করে তুলছে ওকে–চলে যাওয়ার সময় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে হামলাকারীরা। অসংখ্য ট্র্যাক ফেলে গেছে পিছনে।

সাধারণত অ্যাপাচীরা করে এই কাজ। কিন্তু এরা সাদা মানুষ। সবক'টা নাল-লাগানো ঘোড়া, তা ছাড়া কয়েকটা বুটের ছাপও চোখে পড়েছে ওর, স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নেমে কিছু খোঁজ করেছিল কয়েকজন। সম্ভবত দামি মালামালের খোঁজে ওয়্যাগন তল্লাশি করেছে।

জেরিটোর সঙ্গে রাত কাটানোর পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, অথচ আশ্রয় নেওয়ার জন্য একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে ওকে। রাতটা ঠাণ্ডায় কাটবে, কারণ আগুন জ্বালানোর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। যা ঘটে গেছে, এ ব্যাপারে কিছুই করবার নেই ওর। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

স্যাডলে বসেই শেষবারের জন্য পিছন ফিরে তাকাল জন, তারপর পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল। ভুল না হলে সেইন্ট চার্লস নদীর স্প্রিং ব্রাঞ্চের পাঁচ মাইলের মধ্যে আছে ও। বহুদিন আগে একবার ক্যাম্প করেছিল এখানে।

ক্লান্ত বোধ করছে জন, ঘোড়াটাও ক্লান্ত। গন্তব্যে পৌঁছতে অন্তত আরও এক ঘণ্টা লাগবে। ওয়েট মাউন্টেনের আড়ালে চলে গেছে সূর্য, স্যাগ্রে ডি ক্রিস্টোসের চিরুনির খাঁজের মত চূড়াগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

স্প্রিং ব্রাঞ্চের পাশে ক্যাম্প করল ও। যথেষ্ট পানি রয়েছে নদীতে। সারা বছর অবশ্য এত পানি থাকে না। নদীর কিনারে সমতল একটা জায়গায় কিছু সিডার আর পাইন রয়েছে। ঘন ঝোপ থাকায় মোটামুটি আড়াল পাওয়া যাবে।

এক কাপ কফির জন্য আঁইটাই করছে মন, কিন্তু উপায় নেই। জেরিটোর ক্যাম্পে রাত কাটাবে বলে কফির সরঞ্জাম নিয়ে আসেনি সঙ্গে।

জীর্ণ কিছু ঘাস রয়েছে এক চিলতে জায়গায়, ঘোড়াটাকে ওখানে পিকেট করল জন। তারপর বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। জায়গাটা এমন জায়গায়, ট্রেইলের দু'দিক থেকে আসা যে-কাউকে দেখতে পাবে। সেইন্ট চার্লস নদী কয়েক মাইল দূরে টার্টল বাটের দিকে চলে গেছে। টার্টল বাটের পিছনের

উপত্যকা জনের আপাত গন্তব্য।

এতদিনে হয়তো উপত্যকা ছেড়ে চলে গেছে আন্দ্রিয়ারা, কিন্তু যদি থেকে থাকে—ভাল খাবার এবং কিছু তথ্য মিলবে।

কিন্তু জেরিটোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ রয়ে যাচ্ছে। মেক্সিকান বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে, বোঝা যাচ্ছে না; কিংবা এমনও হতে পারে গুরুতর আহত হয়ে ধুঁকছে। উঁহুঁ, আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে যতই তীব্র হোক, ফিরে যেতে হবে ওকে।

খিদে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল ও। দিনের প্রথম আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল।

বেডরোল গুটিয়ে স্যাডলের পিছনে বেঁধে ফেলল ও। জনের মতই ছুটতে উন্মুখ হয়ে আছে গেল্ডিংটা। ফিরতি পথে রওনা দিল ওরা। তবে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আর গাছের ছায়া ধরে এগোচ্ছে। কেউ যদি নজর রেখে থাকে, তার কাজটা কঠিন করে তুলবার ইচ্ছে জনের।

জেরিটোর পরিত্যক্ত ক্যাম্পের মাইল খানেকের মধ্যে পৌঁছে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল ও। বহু বিপদ বা ঝামেলা গেল্ডিংটার সঙ্গে ভাগাভাগি করেছে জন, তাই এ ধরনের পরিস্থিতি আগাম টের পেয়ে যায় ওটা; হালকা, সতর্ক কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত পা ফেলছে, যেন জানে সামনে আছে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে আরোহী, ওটার কাছে এর মানে হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে কিছু অ্যাকশন ঘটবে। যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়া বলে লড়াইয়ের আভাস ওটাকেও রোমাঞ্চিত করে বোধহয়।

কয়েকটা গাছের নীচে এসে ঘোড়া থামাল জন, পাতার ফাঁক দিয়ে ক্যাম্পটা জরিপ করল। জায়গাটা কিছু দূরে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু জমি বলে মোটামুটি সবই চোখে পড়ছে।

কিচ্ছু নেই দৃষ্টিসীমায়। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, পাহাড়ী ঢাল খুঁটিয়ে দেখছে। হয়তো অন্য কেউও আছে ধারে-কাছে, ওর মতই নজর রাখছে; সেক্ষেত্রে তাদের অবস্থান জানতে হবে।

নিশ্চই ওর মতই উঁচু কোন জায়গা থেকে নজর রাখছে প্রতিপক্ষ, কিংবা আরও উপরে—পাহাড় থেকে। তবে তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না জন, বরং জেরিটোর জন্য রীতিমত উদ্বেগ বোধ করছে।

কী ঘটেছে ওর ভাগ্যে? ঘোড়াগুলো চুরি হয়েছে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা? উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে থাকা কোন ঘোড়া নজরে পড়েনি ওর। জেরিটোর জায়গায় নিজেকে চিন্তা করল, আচমকা বিনা নোটিশে হামলার শিকার হলে কী করত ও? আক্রমণ আসতে পারে জানা থাকলে কী পরিকল্পনা করত ঠেকানোর জন্য? জেরিটো পোড়খাওয়া লোক, হামলার আশঙ্কা করছিল এবং সেভাবে কোন পরিকল্পনা করেছিল নিশ্চই? মেক্সিকানের চেনা কোন হাইড-আউট আছে নাকি, কারও চোখে না পড়ে যেখানে চলে যেতে পারবে এবং নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারবে কয়েকটা দিন?

জেরিটোকে হামলা করল কেন? ওদের ধারণা অনেক কিছু জানে সে? নাকি স্রেফ জনের বন্ধু বলে?

ঢালের নীচের জমি খুঁটিয়ে দেখছে ও, আচমকা অস্পষ্ট একটা পথ চোখে পড়ল–দুটো নিচু টিলার মধ্যবর্তী অগভীর খাদ, বিশ গজ দূরে শুকনো ক্রীকের তলায় গিয়ে মিশেছে। উবু হয়ে পড়ে থাকলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়! আশপাশ থেকে চোখে পড়বে না।

ক্রীকের পিছন দিয়ে যেতে হবে...সিদ্ধান্ত নিল জন।

ঝকঝকে সুনীল আকাশ। মেঘ সরে গেছে। পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল ও, কিন্তু মাটিতে কোন চিহ্ন বা ছাপ চোখে পড়ল না। ক্রীকের শুরুতে পৌঁছবার পর একটা পাথরে রক্তের শুকনো দাগ চোখে পড়ল, বালিতে শরীর ছেঁচড়ে এগিয়ে যাওয়ার নমুনা দেখতে পেয়েছে আরও এক জায়গায়।

ঘোড়ার গতিপথ বদলে ক্রীক ধরে এগোল জন, জেরিটোর চিহ্ন অনুসরণ করছে। অবশ্য আদৌ যদি মেক্সিকান হয়ে থাকে লোকটা। অন্য কেউও হতে পারে, তবে জনের সন্দেহ জেরিটোই। নরম বালির উপর দিয়ে এগোচ্ছে বলে শব্দ হচ্ছে না। আচমকা খাড়া হয়ে গেল গেল্ডিংয়ের দুই কান, স্যাডলের নীচে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওটার সমস্ত পেশি–স্পষ্ট টের পেল জন।

সামনে কিছু লগ আর ঝোপ, বিশাল দুটো বেলেপাথরের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পথকে আধাআধি ঢেকে ফেলেছে। গেল্ডিংটা এগোতে চাইছে না, কিন্তু জনের তাগাদায় এগোতে বাধ্য হলো। কয়েক গজ এগিয়ে আচমকা নিজেই রাশ টানল ও।

বেলেপাথরের ওপাশে বসে আছে অতিকায় পাহাড়ী একটা সিংহ!

বারো

এক ঝলকের জন্য ওদের দেখল সিংহটা, অশ্বারোহীর অকস্মাৎ উপস্থিতিতে বিরক্ত হলেও গ্রাহ্য করল না, শিকারের দিকে মনোযোগ দিল। "শিকার"টা কী জানে জন: জেরিটো। রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ওর, এবং রক্তের গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে সিংহটা।

গেল্ডিংয়ের ঘাড়ে হাত রেখেছে জন, নিচু স্বরে কথা বলছে; কিছুটা হলেও শান্ত হলো ঘোড়াটা। আগেও দু'জনে মিলে শিকার করেছে ওরা। বাঘ বা সিংহের গন্ধ পছন্দ না হলেও ওটার উপস্থিতি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে গেল্ডিং।

জনের অবস্থান থেকে জেরিটোকে–যদি সে-ই হয়ে থাকে–দেখা যাচ্ছে না। প্রকাণ্ড বেলেপাথরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে, অবশ্য সিংহটার শরীরও পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না জন–মাথা, একটা থাবা, ঘাড়ের কিছু অংশ আর লেজের গোড়ার কাছে প্রায় এক ফুট চোখে পড়ছে–সবই বেলেপাথরের উপর দিয়ে।

সিংহটা বড়জোর ষাট ফুট দূরে, মাঝামাঝি জায়গায় জীর্ণ কিছু ঘাস আর ঝোপ রয়েছে। দূরত্বটা কমই, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে গুলি করবার মত কাছাকাছি নয়। ঝোপ বা বেলেপাথর এড়িয়ে করতে হবে গুলিটা, সিংহের মাথায় বা কানের কাছাকাছি লাগাতে হবে। টার্গেট খুবই ছোট, বাচ্চাদের হাতের তালুর সমান হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এরচেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায় না বটে, কিন্তু ঘাস বা ঝোপে লেগে দিক পরিবর্তন করতে পারে বুলেট।

মাত্র একটাই সুযোগ পাবে ও। মিস্ হলে শিকারীর উপর লাফিয়ে পড়বে পশুরাজ। আহত সিংহের চেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী সারা দুনিয়ায় নেই আর।

জেরিটোর কি জ্ঞান আছে? সশস্ত্র ও? 'জেরিটো?' নিচু স্বরে জানতে চাইল জন, তবে ষাট গজ দূর থেকে শুনতে পাবে যে-কেউ। 'অস্ত্র আছে তোমার সঙ্গে?'

উত্তর নেই।

নড়ে উঠল সিংহের লেজ। সাধারণত লাফ দেওয়ার আগে লেজ নাড়ে বাঘ বা সিংহ। কখনও কখনও আক্রমণের আগে উঠে দাঁড়ায়, মাথা নিচু করে লাফ দেয়। এই ব্যাটা তা করলে, ভাবছে জন, মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে পারবে। যদিও মাত্র একটা গুলি করবার সুযোগ পাবে।

খানিক অপেক্ষা করে আবারও কথা বলল: 'জেরিটো?'

নুড়িপাথর গড়ানোর হালকা শব্দ শুনতে পেল জন। মেক্সিকান হয়তো শুনবার মত দূরত্বে নেই। গেল্ডিংয়ের ঘাড়ে হাত রাখল ও। 'শান্ত হ, বাছা। সবই ঠিক আছে।'

নিখাদ বিরক্তি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল পশুরাজ, দাঁত খিঁচাল। স্বাভাবিক সময় হলে হয়তো চলে যেত ওটা, কিন্তু রক্তের গন্ধ আর শিকারের নৈকট্য অনীহা জাগানোর জন্য যথেষ্ট। সিংহের দৃষ্টিভঙ্গিতে: এটা *তার* শিকার, *সে* নিজেই খুঁজে পেয়েছে, নাক গলানোর অধিকার নেই জনের।

সিংহটার সৌন্দর্য দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু সৌন্দর্য দেখবার সৌভাগ্য জনের হলো শরীর টানটান করে পশুরাজ ঠিক লাফ দেওয়ার মুহূর্তে।

ট্রিগারে স্থির হয়ে ছিল আঙুল, কিছুটা হলেও ঢিল পড়েছিল পেশিতে। চিন্তা করবার সময় নেই। তৎক্ষণাৎ ট্রিগার টেনে দিল ও।

শূন্যে ঝাঁকি খেল সিংহের দেহ। গুলির পরপরই স্পার দাবিয়েছে জন, লাফিয়ে আগে বাড়ল গেল্ডিং। বেলেপাথর সংলগ্ন মোড় ঘুরে ডানে বাঁক নিল.

খোলা জায়গায় পৌঁছতে দেখতে পেল শিকারের কাছ থেকে দুই ফুট দূরত্বে থাকতে, পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়েছে পশুরাজ। পাথরের উপর থাবা চালাল ওটা, নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরবার প্রয়াস পেল, কিন্তু পিছলে গেল, হড়হড় করে নেমে এল শরীর। রক্তের একটা ধারা রেখে গেল পাথুরে মাটির বুকে।

একটা খাঁজে পড়ে আছে জেরিটো। শার্টের কয়েক জায়গায় রক্তের গাঢ় দাগ।

পলকের মধ্যে দৃশ্যটা দেখেছে জন, তারপর মনোযোগ দিয়েছে সিংহের দিকে, কারণ মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়িয়েছে ওটা, ফের লাফ দিয়েছে–এবার জনের উদ্দেশে। রাইফেল তুলে তৈরি ছিল ও, বাতাসে ধেয়ে আসতে দেখল অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত সুঠাম পেশির ভয়ঙ্কর ইঞ্জিনটাকে। মাত্র দশ ফুট দূরে থাকতে গুলি করল ও।

গম্ভীর ভোঁতা শব্দে আছড়ে পড়ল সিংহ, গড়িয়ে বালির উপর চলে গেল। সারা শরীরে খিঁচুনি উঠল, তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

অস্থির হয়ে পড়েছে গেল্ডিং। জনের ইচ্ছে মরা সিংহকে পেরিয়ে জেরিটোর কাছে যাবে, কিন্তু এতই ভড়কে গেছে যে এগোতে চাইছে না ঘোড়াটা। মনে করছে যথেষ্ট ধকল সওয়া হয়েছে, আর নয়।

শেষপর্যন্ত জনের তাগাদায় এগোতে বাধ্য হলো ওটা, গাল্‌শ ধরে প্রায় ত্রিশ গজ এগোল, পেরিয়ে গেল মরা সিংহকে। স্যাডল ছেড়ে গেল্ডিংটাকে একটা সিডারের গুঁড়ির সঙ্গে জুত করে বাঁধল জন। নুড়িপাথর পেরিয়ে জেরিটোর উদ্দেশে ছুটল।

উবু হয়ে পড়ে আছে মেক্সিকান, সারা শরীর রক্তাক্ত। পাথুরে একটা স্পারের ছায়া পড়েছে এখানে। চৌহদ্দিতে বোধহয় এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা।

প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। কনুইয়ের একটু উপরে বাহুতে আঁচড় কেটেছে বুলেট, তারপর বগলের নীচের মাংসপেশী ছেঁদা করে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতের গভীরতা বড়জোর ইঞ্চি দুয়েক, কিন্তু দুই ক্ষত থেকে সমানে রক্ত ঝরেছে।

হ্যাটে পানি ঢেলে সযত্নে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করল জন। নড়ে উঠল মেক্সিকান, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

'মনে হচ্ছে তোমাকে একা ছেড়ে যাওয়া যাবে না,' হালকা চালে বলল ও। 'এক মিনিটের জন্যও নয়!'

'আহ্, *অ্যামিগো!* সত্যি এসেছ তুমি!'

'সৌভাগ্য তোমার, *কমপাদ্রে!* সিংহটাকে দেখেছ? তোমাকে ডিনার হিসেবে গিলবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল ব্যাটা।'

'লাফ দেওয়ার সময় দেখেছি ওটাকে।'

'ক্যাম্পে কী ঘটেছিল?'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল,' পানি খেয়ে ধাতস্থ হলো মেক্সিকান, নড়েচড়ে

আরামদায়ক অবস্থানে শুলো। 'সিংহের গর্জন কানে এল, সম্ভবত এটাই গিয়েছিল ক্যাম্পের ধারে। ঘোড়াগুলো ভড়কে গিয়েছিল, দেখলাম উসখুস করছে। একটু পর আকাশের বুকে একটা হ্যাট চোখে পড়ল, তারপর আরও একটা···নিচু জায়গা থেকে উঠে আসছিল ওরা।

'নিমেষে হামলা চালাল ওরা। সব ঘোড়া ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কাভার নিতে ছুটলাম আমি। দৌড়ের মধ্যে কয়েকটা গুলি করেছি। কিন্তু অনেক লোক ছিল ওরা, আট-দশ জন হবে। একজনকে বোধহয় খতম করেছি, ততক্ষণে অবশ্য আমিও আহত হয়েছি। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছিল ওরা। তো, বাধ্য হয়ে ক্রীকের দিকে ছুটলাম, জানতাম এদিকে এলে ছুটতে থাকলেও শব্দ হবে না।

'অনেকক্ষণ ধরে আমার খোঁজ করল ওরা। সমানে গাল দিচ্ছিল, হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই নষ্ট করেছে। এদিকে ক্রীকের তলায় পড়ে ছিলাম আমি, তখনও বুঝতে পারিনি কতটা আহত হয়েছি, সমানে রক্ত ঝরছিল। আমার খোঁজে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

'পিছিয়ে এখানে চলে এলাম। জানতাম দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা ট্রেইল আছে। আসবার পথে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সচেতন হতে টের পেলাম ক্রীক পর্যন্ত চলে এসেছে ওরা, একসময় আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। পাথরের উপর দিয়ে এখানে এসেছি বলেই রক্ষা! ট্র্যাক পড়েনি। হয়তো আবারও আসবে ওরা।'

'হাঁটতে পারবে? আরেকটু পানি খাও।' ক্যান্টিনটা মেক্সিকানের হাতে ধরিয়ে দিল জন।

জেরিটোর তেষ্টা যেন মিটবার নয়। পানিশূন্যতার নমুনা এটা। ক্যান্টিন ফেরত নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল জন, তারপর মেক্সিকানকে ওর গায়ে হেলে পড়তে দিল। বাম হাতে জেরিটোকে ধরে রেখে উঠে দাঁড়ানোর সময় চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও।

'চলো, এগোই।'

ঘোড়ার দিকে এগোল ওরা। দারুণ ক্লান্ত জেরিটো, প্রায় বিপর্যস্ত বোধ করছে। ক্ষতটা তেমন গুরুতর না হলেও রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কষ্টেসৃষ্টে ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছল ওরা। মেক্সিকানকে স্যাডলে তুলে ঘোড়ার লাগাম হাতে পাশে হাঁটতে শুরু করল জন।

জেরিটোর পিস্তলটা হোলস্টারে রয়েছে এখনও, ফিতায় আটকে থাকায় পড়ে যায়নি। কিন্তু রাইফেলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, সে নিজেও বলতে পারবে না।

'বোধহয় স্ক্যাবার্ডে রয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল সে। 'যে-ঘোড়াটায় চড়ে রাতে রেকি করেছি। স্যাডল পরানো ছিল ওটার পিঠে, কিন্তু হামলাটা এমন আচমকা হয়েছিল যে চড়বার সুযোগ পাইনি।'

দ্রুত হাঁটছে জন। গাছপালার ফাঁক গলে পাহাড়ী ঢাল ধরে ক্রমশ উপরে

উঠছে। ফিশার'স হোলে যাওয়ার ভিন্ন একটা পথ আছে, জানে ও, পথটা খুঁজে পেলে আন্দ্রিয়্যাদের বসতিতে পৌঁছতে সক্ষম হবে। অসুস্থ এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে জেরিটোর মুখ, জনের সন্দেহ হলো হয়তো যাত্রার ধকল সইতে পারবে না সে। নিরাপদ কোন জায়গায় মেক্সিকানকে ছেড়ে যাওয়া উচিত, তারপর সমতল জমিতে গিয়ে জেরিটোর ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করা উচিত।

অবচেতন মন বলছে, বাড়তি একটা রাইফেলের প্রয়োজন অচিরেই পড়বে।

গাছপালায় ঘেরা পাহাড়ী একটা খাঁজে থামল জন। স্যাডল থেকে নামিয়ে বেডরোলে শুইয়ে দিল জেরিটোকে। পানির ক্যান্টিন পাশে রেখে মেক্সিকানের কোল্ট পরখ করল। গোলাগুলি করবার পর কেউ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সচেতন হলে ক'টা গুলি করেছে বেশিরভাগ সময় মনে রাখতে পারে না।

তিনটা গুলি করেছিল জেরিটো।

শূন্য খোল বের করে নতুন কার্তুজ ভরে দিল জন। ঘুরপথে নামতে শুরু করল ও; পিছনে গাছপালা বা পাহাড়ী গাঢ় পটভূমি রেখে এগোচ্ছে সবসময়, যাতে দূর থেকে সহজে ওকে চোখে না পড়ে।

প্রেয়ারির কিনারে পৌঁছতে নীচের তৃণভূমিতে কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়ল। এ মুহূর্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বটে, তবে একসময় একত্রে ছিল বলে ক্রমশ জড়ো হচ্ছে। পাহাড়শ্রেণীর অন্য অংশ এটা, জেরিটোর ক্যাম্প থেকে কয়েক মাইল দূরে। পাহাড়ী ঢাল ধরে নেমে যাওয়া ঝর্না মাডি ক্রীক নামে প্রেয়ারির বুক চিরে চলে গেছে, দশ মাইল দূরে সেইন্ট চার্লস নদীতে পতিত হয়েছে শেষে। দূরে, বহু দূরে ক্রীকের কাছাকাছি আরও কিছু ঘোড়া চোখে পড়ল, ক্রমশ এগিয়ে আসছে। চোখ কুঁচকে তাকাল জন, কিন্তু কোনটার পিঠে স্যাডল দেখতে পেল না।

দ্বিতীয় পালটাকে জড়ো করল ও, তারপর মূল পালের দিকে খেদিয়ে নিয়ে চলল।

অগভীর ড্র থেকে স্যাডলঅলা একটা ঘোড়াকে আচমকা বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল জন। পালের সঙ্গে যোগ দিল ওটা। সব ঘোড়ার পিছন পিছন এগোতে শুরু করেছে, এসময় খুরের শব্দ কানে এল ওর। ঘোড়া ঘুরিয়ে তাকাতে নিজেকে দু'জন রাইডারের মুখোমুখি আবিষ্কার করল।

লোকগুলোও চমকে গেছে ওকে দেখে।

চমকের সুবিধা নিল জন, চট করে রাইফেল তুলে নিল হাতে। 'তোমরা রাসলার নাকি?' শীতল গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানতে চাইল ও।

'মানে? রাসলার বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

'স্যাডল পরানো একটা ঘোড়ার পিছু নিয়ে এসেছ। সম্ভবত মি. জিমি হেন্ডারসনের স্টক হাতানোর ধান্ধায় আছ। অথচ তোমরা ওর রাইডার নও।'

'এক মেক্সকে খুঁজছি আমরা,' ছোটখাট এক লোক জবাব দিল। কর্কশ চেহারা, পরনে নোংরা রেঞ্জ-পোশাক। পোশাক যাই হোক, চেহারা-সুরতে স্পষ্ট যে ল্যাসোর চেয়ে পিস্তল চালানোয় বেশি দক্ষ।

'খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে,' পরামর্শ দিল জন। 'ঘরে ফিরে যাও। ওই মেক্সের অনেক বন্ধু আছে, যারা চায় না কোন ক্ষতি হোক ওর।'

'ওর বন্ধুবান্ধবের পরোয়া করি না আমি! কোথায় সে?'

'ওর বন্ধুদের একজন আমি।'

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল লোকটার দৃষ্টিতে। 'তোমাকেও পরোয়া করি না!'

স্মিত হাসল জন। 'টাফ লোক দেখছি! বাজি ধরে বলছি স্কুলের বাচ্চারা তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে যেত!' হাসিটা ধরে রাখল ও, নিখাদ বেদান মুখে বলল: 'ওহ্, ভুলে গেছি! তুমি তো জীবনে স্কুলেই যাওনি!'

'কে বলল স্কুলে যাইনি?' স্পষ্ট কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল লোকটা। 'অবশ্যই স্কুলে গেছি আমি।'

'আমার তো মনে হচ্ছে কখনও যাওনি। যাই হোক, স্কুলে গেলেই যে সবসময় জেতা যায় না, শোনোনি?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'তামাশা করছ?'

'না,' টানটান স্বরে বলল জন। দু'জনকে চোখে চোখে রেখেছে সারাক্ষণ, ভাবছে আরও লোক আছে কিনা। 'গতরাতে কয়েকজন রাসলার জিমি হেন্ডারসনের সব ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছে, তোমরাও কি ওই দলে ছিলে?'

'রাসলার? কাকে রাসলার বলছ? মেক্সিকান কুত্তাটাকে খুঁজছি আমরা, ব্যস, আর কিছু জানি না!'

'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছিল ও, তোমাদের তো কোন ক্ষতি করেনি। যাক্‌গে, হেন্ডারসন নিশ্চই আসবে। এলে সবকিছু খুলে বলব ওকে। ওর ব্যাপারে যতটা জানি, নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি দড়ি হাতে তোমাদের পিছু নেবে। একবার ওর পাল কেড়ে নিতে চেয়েছিল রাসলাররা, তিনজনকে ধরে টপাটপ লটকে দিয়েছিল। তোমাদের ঝুলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেলে মনে হয় খুশিই হবে সে।'

অন্যজন কিছুটা নার্ভাস বোধ করছে। 'ওয়ালি? চলো, কেটে পড়ি।' তারপর জনের দিকে ফিরল সে। 'বন্ধু, হেন্ডারসনের ঘোড়ার ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমাদের। আমরা শুধু ওই মেক্সিকান লোকটাকে খুঁজছি।'

'কিন্তু হেন্ডারসনের হয়ে কাজ করে সে। যত ইচ্ছে খোঁজাখুঁজি করো, ঘাড় তো আমার মটকাবে না!'

'তোমার কথাবার্তা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ওয়ালি। 'আমার মন বলছে…'

'মন কী বলছে, ভুলে যাও,' কাটাকাটা স্বরে তাকে থামিয়ে দিল জন।

'নইলে মনের সঙ্গে শরীরটাও হারাবে, কারণ তোমাকেও পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

জেরিটোর কাছে যাওয়া উচিত, কিন্তু দুই আপদ বিদায় না হলে যাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া মেক্সিকানের ঘোড়াটাকেও নিয়ে যেতে হবে।

'কে তুমি?' জানতে চাইল ওয়ালি। 'আমার মনে হচ্ছে...'

'যে-কোন সময়!'

ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে লোকটা, ড্র করতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু অবচেতন মন বোধহয় সতর্ক করল ওয়ালিকে। সাবধানী চাহনিতে জনকে মাপল সে, উইনচেস্টারের দিকে চলে গেল চকিত দৃষ্টি, তারপর আবারও জনের মুখে স্থির হলো।

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, এমন ভাবে জনকে দেখছে যেন ওর ছবি আঁকছে। মনে মনে ভাবছে ও গুলি করবার আগেই পিস্তল বের করে গুলি করতে পারবে কিনা। ঠাণ্ডা মাথায় এত বড় ঝুঁকি নেবে না কেউ, কিন্তু নিজেকে অনেক বেশি টাফ ভাবছে সে, এবং প্রমাণ করবার জন্য মুখিয়েও আছে, সেক্ষেত্রে হিসেবের গরমিল হতে বাধ্য। পরিণামে যে নিজেরই ভরাডুবি হতে পারে, কখনোই আমল দেয় না এসব অতি টাফ বোকারা।

ওয়ালির উপর স্থির হয়ে আছে জনের দৃষ্টি, তবে চোখের কোণ দিয়ে অন্যজনকেও দেখতে পাচ্ছে। 'এই যে, তুমি,' ওয়ালির সঙ্গীকে বলল ও। 'নীল শার্ট? তুমিও ওর সঙ্গে আছ? নাকি বেঁচে থাকতে চাও?'

'এক মেক্সকে খুঁজছি আমি,' দ্রুত বলল সে, প্রায় সন্ত্রস্ত শোনাল কণ্ঠ। 'সেজন্যই পাঠানো হয়েছে আমাদের। ব্যস, আর কোন কিছুতে নেই আমি। ওয়ালি? এসো তো! চলো, ফিরে যাই।'

'তুমি যাও,' বলল সে, এখনও ছবি আঁকছে, শেষে বলল: 'বেশ, আসছি আমি।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরাল সে, উল্টোদিকে ফিরে এগোবে সঙ্গীর পিছন পিছন, মাঝপথে ড্র করল। মোটামুটি ক্ষিপ্র সে, ধাপ্পা দিয়ে ঠকাতে চেয়েছিল জনকে। অন্যের বিচক্ষণতাকে খাটো করে দেখবার পরিণামটা হলো ভয়াবহ।

পিস্তল বের করে এনেছে ওয়ালি, চোখে-মুখে চাপা উল্লাস। মনে মনে ভাবছে: *হারামজাদা, দেখিয়ে দেব তোকে! দেখবি কত ধানে...!*

গুলি করল জন।

পয়েন্ট ফোর-ফোরের ধাক্কায় স্যাডলচ্যুত হলো না সে, তবে বাতাসের জন্য একটা পথ তৈরি করে দিল গলা বরাবর। সিক্সশূটার ছেড়ে দিয়ে স্যাডল হর্ন খামচে ধরল অতি চালাক ওয়ালি, কোন রকমে স্যাডলে টিকে থাকল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে মুখ, একটু আগের উল্লাস কোথায় যে চলে গেছে!

'দুঃখিত, ওয়ালি। তোমার বন্ধুর মত চলে গেলেই পারতে!'

'আমি...ভেবেছি...' হুড়মুড় করে স্যাডলের উপর আছড়ে পড়ল সে

ছেঁচড়ে মাটিতে নেমে এল দেহটা, একটা পা স্টিরাপে আটকে গেছে। ভড়কে গিয়ে দু'পা এগোল ঘোড়াটা।

এগিয়ে গিয়ে ওটার ব্রিডল চেপে ধরল জন। 'বাড়ি নিয়ে যাও ওকে,' ওয়ালির সঙ্গীর উদ্দেশে বলল ও। 'আর এমন লোকের সঙ্গে চলাফেরা কোরো যে যখন-তখন পিস্তলে হাত দেয় না, তা হলে অনেকদিন বাঁচবে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না! উইনচেস্টার দিয়ে…'

নীল শার্টের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঘোড়া ছোটাল জন, জেরিটোর ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে।

সব ঘোড়াকে খেদিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে এগোল ও। গুলির শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাবে, আশপাশে অন্য কোন রাইডার থাকলে দ্রুত চলে আসবে। একদিনে একজনকে খুন করেই সন্তুষ্ট জন, আর গোলাগুলি করবার ইচ্ছে নেই।

নিজেকে টাফ মনে করত ওয়্যালি, কথাবার্তায়ও সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রয়োজনের সময় টাফ হওয়া হয়ে ওঠে না ওর মত লোকদের, বুঝতেও পারে না টাফ কথাবার্তা আসলে বুট হিলের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

পাহাড়ে গিয়ে কী দেখবে, ভাবছে না জন, ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ঘোড়ার পালের উপর পুরো মনোযোগ ওর।

জন যখন পৌঁছল, উঠে বসেছে জেরিটো। ঘোড়ার পালটাকে দেখল সে, তারপর স্যাডলঅলাটার উপর স্থির হলো দৃষ্টি।

'গুনে দেখো,' বলল ও। 'ক'টা আছে কে জানে!'

'গোলাগুলি হয়েছে নাকি?'

'ওয়ালি নামের এক লোক মারা গেছে। ওর ঘোড়ার ট্র্যাক দেখে মনে হলো গতরাতে দলের সঙ্গে সেও ছিল।' স্যাডল থেকে নামল জন। 'একজন। অন্যজনের বিচারবুদ্ধি ওয়ালির চেয়ে ঢের সরেস।'

তেরো

এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে জনের। গুলির শব্দে আগ্রহী হয়ে উঠবে ওয়ালির বন্ধুরা, দলটা যে বড়সড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওয়ালির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। আর কোন ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর। তা ছাড়া, হাতের কাজটাও শেষ করতে হবে।

দুর্বল বোধ করছে জেরিটো। বিশ্রাম এবং শুশ্রূষা দরকার তার। আন্দ্রিয়া যদি ফিশার'স হোলে থেকে থাকে, ভাবছে জন, সাহায্য করতে পারবে। জেরিটোকে স্যাডলে তুলে গ্লিসন ক্যানিয়ন হয়ে সেইন্ট চার্লস নদীর দিকে এগোল ও।

মেক্সিকানের বর্তমান অবস্থায় রাইডিং অনুচিত হলেও, ভিন্নমত পোষণ করছে জন। পাহাড়ী মানুষ অন্যদের চেয়ে ঢের সহিষ্ণু, কঠিন জীবনযাত্রা বা নিরন্তর পরিশ্রমে অভ্যস্ত বলে এ ধরনের ধকল উতরে যেতে সক্ষম। জেরিটোও তাই। চাইলেই ডাক্তার পাওয়া যায় না এখানে, তাই হাতের কাছে যা পাওয়া যায় বা মামুলি জ্ঞান নিয়ে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে হয়। সবসময় যে সাফল্য আসে তা নয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেঁচে যায় হতভাগ্য মানুষটি। জনের ধারণা চিকিৎসাশাস্ত্রের সুবিধা যত সহজলভ্য হয়, ব্যক্তিগত জীবনে জিনিসটার চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাও ততই বেড়ে যায়।

বুনো এলাকা পাড়ি দিচ্ছে ওরা। বেশ কয়েকবার হরিণ দেখেছে, কিছু গাছ দেখেছে যেগুলোর গুঁড়িতে আঁচড় কেটেছে বুনো ভালুক। ক্যাম্প ছাড়বার আগে মরা সিংহটা দেখেছে জন, অন্তত দু'শো বিশ-ত্রিশ পাউন্ড হবে ওটার ওজন।

দেখতে চমৎকার ছিল পশুরাজ। পুরুষ্টু পেশি কিলবিল করছিল দেহে, রেশমী পশম উজ্জ্বল রোদে ঝিলিক মারছিল। খাওয়ার মাংস পাওয়া যাবে না এমন পশুকে হত্যা করা ধাতে নেই ওর, কিন্তু কয়েক বছর আগে এক পাল ভেড়ার উপর পাহাড়ী একটা সিংহের নৃশংসতা দেখে দ্বিধাটা চলে গেছে। জেরিটোর যা অবস্থা ছিল, কোন প্রতিরোধই করতে পারত না বেচারা।

গাছপালার ফাঁকফোকর গলে এগোচ্ছে ওরা, ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে জন, ট্রেইলও বাছাই করছে সযত্নে। মাঝে মধ্যে স্যাডলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে জেরিটো, তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না জন, জানে কাউহ্যান্ড মাত্রই অর্ধ-সচেতন অবস্থায়ও স্যাডলে টিকে থাকতে পারে।

হালকা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উচ্চতায় আছে ওরা এখন, একটু পর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামল। পিছনে, অর্থাৎ নীচের দিকে তাকাতে গাছপালার ফাঁকে বহু নীচে প্রেয়ারি আর সমতল জমি চোখে পড়ল। প্রেয়ারির সামনের অংশ এটা, পশ্চিমে বাঁক নিয়ে রকি পর্বতমালার দিকে বিস্তৃত হয়েছে সবুজ তৃণভূমি, তারপর সুদূর মিসিসিপি পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে।

মাঝে মধ্যে থেমে পিছনের ট্রেইল জরিপ করছে জন। দৃষ্টিসীমার পরিধি সংক্ষিপ্ত বলে বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নীচে কোন সাড়াশব্দ নেই, কিংবা নড়াচড়া বা কারও অনুসরণ করবার নমুনাও চোখে পড়েনি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে কেউ অনুসরণ করছে না ওদের।

রাইড করবার ফাঁকে, হেনরি হলিস্টার আর অ্যানকে নিয়ে ভাবল ও।

জার্ভিসের ধারণা ফ্লেচাররা খুন হয়েছিল। স্যাম স্নাইডারও নৃশংস পরিণতির শিকার। দৃশ্যত, কেউ একজন দারুণ নির্মম হয়ে উঠেছে···

জুডাস বেলচারের সেফে দামি কী ছিল যেটা সরিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছিল সে? অফিসে ডাকাতির নেপথ্যে কী ছিল—সেফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরিয়ে নেওয়া, সেক্ষেত্রে কী সেটা? বেলচার আগাগোড়া সৎ ছিল, যদিও রগচটা এবং কঠোর ধাতের মানুষ। নিশ্চই অ্যানের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করবার চেষ্টা করেছিল কোটিপতি।

জ্যাক হলিস্টারের স্ত্রী নোরার ভাগ্যে কী ঘটেছে? জ্যাকই বা কোথায় আছে? নাকি অন্যদের মতই খুন হয়েছে?

জনের সমস্যা, এমন একটা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে যেখানে কোন চিহ্নই বুঝতে পারছে না। পিঙ্কারটন যে হাল ছেড়ে দিয়েছে—যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

নিঃসন্দেহে জুডাস বেলচারের কাছে এমন কিছু ছিল যেটা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল হেনরি হলিস্টার। বাপকে ঘৃণা করত জ্যাক, কাঙ্ক্ষিত সেই জিনিসটা পাওয়ার ষোলোআনা ইচ্ছে নিয়ে বোধহয়, নোরা বেলচারকে বিয়ে করে হলিস্টারের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় সে।

কিন্তু মা-র কাছ থেকে অ্যানকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল কেন? সম্ভবত নোরাকে বিয়ে করে ভুল ঘোড়ার পক্ষে বাজি ধরেছিল জ্যাক। ভেস্তে গিয়েছিল তার পরিকল্পনা। সম্পত্তি বা যাই হোক, উত্তরাধিকারী হয়ে যায় অ্যান। মা-র কাছ থেকে অ্যানকে সরিয়ে রেখে জিনিসটা হাতাতে চেয়েছে জ্যাক—ভয় দেখিয়ে, কৌশলে কিংবা শর্ত সাপেক্ষে লিখে নিতে চেয়েছিল অ্যানের কাছ থেকে। এভাবেই হলিস্টারকে নিজের হিম্মত দেখাতে চেয়েছিল সে, বোঝাতে চেয়েছিল বাপকে ছাড়াও কিছু করতে সক্ষম।

হয়তো।

ফ্লেচাররা বোধহয় সাহায্য করেছিল জ্যাককে, কিংবা কোন ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার পর উল্টো বেঈমানি করছিল। ফ্লেচারদের খুন করে সে। অন্য কারও মাধ্যমে, নাকি নিজেই?

হতে পারে। সবই অনুমান, আসল সত্য জানতে হবে।

বিয়ের পর, নোরাকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায় সে, লুকিয়ে রাখে ছোট্ট মেয়েটিকে। ছবিতে দেখা ডিগার পাইনগুলো জনের পরিচিত, সিয়েরার পাহাড়ী পাদদেশে এবং টেহাচাপি পর্বতশ্রেণীতে বিরল জাতের গাছগুলোকে জন্মাতে দেখেছে ও। আর নীল ছোপটা···বসন্তে মরুভূমির ছবি এঁকেছে কেউ; কমলা রঙের ফুলগুলো যে ক্যালিফোর্নিয়া পপি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পুনরায় থামল ওরা, স্যাডল ছেড়ে জেরিটোর কাছে চলে গেল জন. প্রায় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে মেক্সিকানকে। গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না সে, একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

স্প্রিং ব্রাঞ্চের উৎপত্তিস্থল অতিক্রম করেছে ওরা, সামনে কিছুটা বাম দিকে সেইন্ট চার্লস পীক।

'আরও কয়েক মাইল যেতে পারবে?'

সাহস আছে বটে মেক্সিকানের! স্মিত হাসবার প্রয়াস পেল সে। *'সি।* দুই…চার মাইল তো? পারব।'

'সেইন্ট চার্লসের ওপাশে যেতে হবে,' ব্যাখ্যা করল জন। 'একটা তৃণভূমি আছে ওখানে।'

আবার যাত্রা করল ওরা। পিছু পিছু আসছে জড়ো করা ঘোড়াগুলো। জন আশা করছে পিছনে ফেলে যাওয়া ট্র্যাক ঘোড়ার খুরের দাপটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অনুসরণরত যে-কেউ ভাববে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে গেছে ওরা, কিংবা বুনো ঘোড়ার দল ভেবে দু'একটাকে ধরবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠতেও পারে।

তৃণভূমির কিনারে পৌঁছে ক্যাম্প করল ওরা। ছোট করে আগুন জ্বালাল জন, পানি গরম করে জেরিটোর ক্ষতের পরিচর্যা করল। উচ্চতার কারণে ক্ষত দ্রুত শুকাবে, সংক্রমণের সম্ভাবনাও কম।

কিছু কচি ডালপালা জোগাড় করে মেক্সিকানের জন্য বিছানা করল ও। তৃণভূমিতে চলে গেছে ঘোড়ার পাল, ওদের দুটোও যোগ দিয়েছে। পানি আর ঘাস থাকায় দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

'জেরিটো?'

চোখ মেলে তাকাল সে।

'নিশ্চিন্তে ঘুমাও এবার। চারপাশে চক্কর দিয়ে আসি, দেখি কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা। কাছাকাছি অবশ্য পরিচিত একটা মেয়ে থাকে। ওকে পেলে খাবার বা তোমার শুশ্রূষা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আর।'

'বুয়েনো।' চোখ বুজল মেক্সিকান।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জন, দ্বিধায় ভুগছে, বুঝতে পারছে জেরিটোকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না, আবার না গিয়েও উপায় নেই। তা ছাড়া, আহত হলেও মোটেই অসহায় নয় জেরিটো, এ ধরনের সঙ্কটপূর্ণ বহু রাত কাটিয়েছে জীবনে; এবং জনও একেবারে চলে যাচ্ছে না। গন্তব্য বেশি দূরে নয়, ওর ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে, বড়জোর চার-পাঁচ মাইল।

প্রথমে উইনচেস্টারটা পরখ করল ও, তারপর দুটো কোল্টই দেখল। নিশ্চিন্ত হয়ে হেন্ডারসনের একটা ঘোড়া ধরে স্যাডল চাপাল। উত্তর-পশ্চিমে এগোল ও, ফিশার'স হোলের নির্দিষ্ট ট্রেইল খুঁজছে।

যদ্দূর জানে, দক্ষিণ দিক ছাড়া উপত্যকায় ঢুকবার আর কোন পথ নেই।

নিরাপদ জায়গায় কয়েকদিনের বিশ্রাম আর শুশ্রূষা পেলে শক্তি ফিরে পাবে জেরিটো, এই ফাঁকে ফিশার'স হোলের খোঁজ করতে পারবে জন। কাজ হবে, আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখাও হবে।

যে-পথে যাচ্ছে, এরচেয়ে সুবিধাজনক কোন পথ থাকতে পারে, কিন্তু খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই। ওর জানা পথটাই সবার জন্য উন্মুক্ত–সেইন্ট চার্লসের উত্তর শাখা ধরে যেতে হবে। গাছপালার মাঝখান দিয়ে, পুরানো অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ও, গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে আসা রোদ ঝিলিক মারছে। সুযোগটা ছাড়ল না, নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাল।

অগ্রিম হিসাবে হলিস্টারের দেওয়া টাকার প্রায় পুরোটাই ক্যাথিকে দিয়ে দিয়েছে, তবে স্বর্ণঈগলগুলো সবই রয়ে গেছে। ওর অবচেতন মনের সন্দেহ এই শেষ, কোটিপতির কাছ থেকে আর কোন টাকা পাবে না। অ্যানকে খুঁজে বের করবার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করবার কথা বলেছে সে। কিন্তু জনের সন্দেহ ওর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সার্ভিস পাবে না হলিস্টার।

কোন ভাবে সে আন্দাজ করেছিল অ্যান সম্পর্কে কিছু জানা আছে ওর, যদিও আদপে তা সত্যি নয়। কৌতূহল আর সহজাত প্রবৃত্তির কারণে বিষয়টা নিয়ে কিছুটা খোঁচাখুঁচি করেছে ও, সেটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেরিটোর ক্যাম্পে হামলাকারী লোকগুলো নিঃসন্দেহে হলিস্টারের···কিংবা এই খেলায় তৃতীয় পক্ষের।

ফিশার'স হোলের ট্রেইল একসময় খুঁজে পেল ও। ঘোড়া থামিয়ে জরিপ করল পথটা। আপাত দৃষ্টিতে বিপজ্জনক মনে না হলেও, একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর। জেরিটোর খোঁজে আসা লোকগুলো নেহাত বহিরাগত, এই উপত্যকার কথা সম্ভবত জানেও না ওদের কেউ।

ট্রেইলটা এমন, মাত্র একজন লোক রাইফেল হাতে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কয়েকজনকে–এটাই ওর অস্বস্তির কারণ।

তাজা কোন ট্র্যাক নেই ট্রেইলে, যা আছে কয়েকদিন আগের। হাতে উইনচেস্টার নিয়ে ঘোড়াকে আগে বাড়াল ও।

কাছাকাছি দুটো শহর আছে। ক্যানন সিটি এবং ফাউন্টেন টাউন। ক্যানন সিটিতে যাওয়ার আরও একটা ট্রেইল আছে।

ফিশার'স হোলে একটা স-মিল চালায় কেউ, শুনেছে জন; চেরা কাঠ পরে ফাউন্টেন টাউনে নিয়ে যায়। ব্যবসা ভাল যাচ্ছে এমন কোন নমুনা চোখে পড়ল না ওর।

বাতাসে পাইনের মিষ্টি সুবাস। একসময় উপত্যকায় প্রবেশ করল ও, কেবিনের উদ্দেশে চলে যাওয়া ট্রেইলে উঠে এল। একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, শুধু আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এতদূর আসেনি। জেরিটোর জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

বড়সড় একটা লগ কেবিন। লাগোয়া করাল রয়েছে একপাশে। চলবার পথে, দূর থেকে জানালা দিয়ে ভিতরে কারও নড়াচড়া দৃষ্টি কেড়ে নিল ওর, তারপরই দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক লোক। হাতে শটগান ছাড়াও কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা পিস্তল গোঁজা লোকটার। বিশালদেহী মানুষ,

চওড়া পেশিবহুল কাঁধ। ঘন ভুরুর নীচে সন্দিহান একজোড়া চোখ।

'কিছু খুঁজছ?'

'আন্দ্রিয়াকে খুঁজছি। দয়া করে ওকে বলো জন ক্যালকিন এসেছে।'

'নামটা কখনও শুনিনি।'

'আমার নামটা জানাও ওকে, নিশ্চই মনে পড়বে ওর।'

'কোন ভবঘুরেকে দেওয়ার মত সময় নেই ওর! মানে মানে কেটে পড়ো এবার।'

'এক কাপ কফি ছাড়াই? ও যখন আমাদের বাথানে গিয়েছিল, এরচেয়ে ঢের সমাদর পেয়েছিল।'

বাড়ির ভিতরে কিছু বলল কেউ। দ্বিধা করছে বিশালদেহী, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'তুমি দেখছি হেন্ডারসনের ঘোড়ায় রাইড করছ,' শেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

'ঠিকই দেখছ। এক পাল ঘোড়া আছে আমার সঙ্গে। একজন আহত লোকও আছে, চিকিৎসা দরকার ওর। গুলি লেগেছে ওর গায়ে।'

'কারা গুলি করেছে ওকে?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে লোকটা।

'চিনি না ওদের, দেখিওনি কখনও। হেন্ডারসনের ক্যাম্পে হামলা করেছিল কিছু লোক, সব ঘোড়াকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। গোলাগুলির এক পর্যায়ে আহত হয়েছে জেরিটো। ইয়াপ আউটফিটের হ্যান্ড ও। অবস্থা অবশ্য ততটা খারাপ নয়, তবে শুশ্রূষা দরকার ওর।'

সাহায্য দরকার, এমন কাউকে ফিরিয়ে দেওয়ার রীতি নেই পশ্চিমে। কেউই করে না কাজটা। জনকে খেদিয়ে দিতে পারলেই স্বস্তি পাবে, কিন্তু নিরাশ করবার ধারণাটাও পছন্দ করতে পারছে না বিশালদেহী।

আচমকা দরজায় এসে দাঁড়াল আন্দ্রিয়া। 'ওহ্, জন! দুঃখিত। রান্নাঘরে ছিলাম, তাই খেয়াল করিনি কে এসেছে। ইদানীং ঝামেলায় আছি আমরা, তাই একটু সতর্ক থাকতে হচ্ছে।'

জন যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও সুন্দরী হয়েছে আন্দ্রিয়া।

'ঝামেলা?'

'রাসলিঙ। কাছাকাছি মেক্সিকান দস্যুদের হাইড-আউট। তুমি হয়তো শুনে থাকবে। মেজ নামে এক লোক ওদের নেতৃত্ব দেয়।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'কফি খাবে না? ভিতরে এসো।' বিশালদেহীর দিকে ফিরল আন্দ্রিয়া। 'ওকে চিনি আমি, জেস।'

ভিতরে ঢুকল জন।

লিভিংরুমটা বেশ বড়, পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো, জানালায় পর্দা ঝুলছে। চৌকোনা টেবিলে লাল-সাদা চেকের টেবিল-ক্লথ বিছানো; ইতোমধ্যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। কোণের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। কাছাকাছি রকারে বসে আছে এক লোক। সুট আর শক্ত কলার পরনে। কর্কশ, ধূর্ততায়

মেশানো মুখ তার, কিন্তু চোখজোড়া সতর্ক। সম্ভবত কোন কিছুই লোকটার নজর এড়ায় না।

বিশালদেহী এক মহিলা রয়েছে ঘরে। মোটা ভুরুর চেয়েও শক্তিশালী এবং সমর্থ মনে হচ্ছে মহিলাকে।

'ন্যান্সি? মি. ক্যালকিনকে কিছু কফি দেবে? কয়েকটা ডিমও ভেজে দাও।' জনের দিকে ফিরল আন্দ্রিয়া। 'মনে হচ্ছে কয়েক বেলা অভুক্ত আছ?'

'গতকাল শেষ খেয়েছি,' ব্যাখ্যা করল জন। 'ইচ্ছে ছিল ক্যাম্পে গিয়ে জেরিটোর সঙ্গে খাব। কিন্তু গিয়ে দেখি সব তছনছ করে ফেলেছে ওরা। এরপর থেকে জেরিটো বা আমি কিছুই খাইনি।'

খাবারটা নিঃসন্দেহে ভাল, কফিও দারুণ; অথচ দারুণ ক্ষুধার্ত থাকবার পরও উপভোগ করতে পারছে না জন। ঘরের পরিবেশে অস্বস্তিকর কী যেন আছে, আন্দ্রিয়ার আচরণও বেখাপ্পা ঠেকছে মাঝে মধ্যে। শহুরে মেয়েদের ক্ষেত্রে বোধহয় এটাই স্বাভাবিক।

পরিবেশে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য রয়েছে, কাউকেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। জনের সন্দেহ হলো হয়তো একটু আগে ঝগড়া করেছে এরা, এবং সবচেয়ে স্পর্শকাতর মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছে ও। চিন্তাটা অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে ওকে। জেরিটোকে এখানে আনবার আইডিয়াটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল।

'তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না, ম্যা'ম, কিন্তু আমার এক বন্ধু আহত হয়ে পড়ে আছে। দয়া করে যদি সামান্য খাবার আর ক্ষতের শুশ্রূষা করবার মত কিছু দিতে পারো, তা হলে নিজের পথে চলে যাব আমি।'

'নিশ্চই,' স্মিত হেসে বলল আন্দ্রিয়া। 'আগে খাওয়া শেষ করো, জন। দু'জনের জন্য যথেষ্ট খাবার পাবে।'

দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল মোটা ভুরু, ট্রেইলে নজর। শটগানটা এখনও হাতে রয়েছে তার। দৃশ্যত, ঝামেলার আশঙ্কা করছে এরা।

যথেষ্ট হয়েছে, নিরাশার সঙ্গে ভাবল জন। এরা কাছাকাছি থাকা অবস্থায় আন্দ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে খাবার প্যাকেট করছে আন্দ্রিয়া আর ন্যান্সি, দ্বিতীয় কাপ কফি গিলবার সময় দেখতে পেল জন, কাগজের খোঁজে ইতি-উতি তাকাল, না পেয়ে সুতী কাপড়ের একটা বারল্যাপ* থলেয় ঢোকাল সব খাবার, তারপর ওর সামনে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, জন,' আন্তরিক শোনাল আন্দ্রিয়ার কণ্ঠ। 'কিছুটা ঝামেলায় আছি আমরা, সেজন্যই অস্থির হয়ে আছে সবাই। পরেরবার

---

* বারল্যাপ (Burlap) থলে : বিশেষ ধরনের ব্যাগ যা ঘোড়ার স্যাডলে সহজে বহন করা যায়।

এদিকে এলে অবশ্যই দেখা করবে আমার সঙ্গে। করবে না?'

কফির তলানিটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল জন।

সহসা পাশের কামরায় ভোঁতা ও গম্ভীর শব্দ হলো, কিছু একটা বোধহয় মেঝেয় পড়েছে। নিমেষে আঁতকে উঠল ন্যান্সি, ঝট করে কোমরের উপর উঠে গেল মোটা ভুরুর শটগান।

'ধন্যবাদ, আন্দ্রিয়া, তোমাদেরও ধন্যবাদ,' মাথায় হ্যাট চাপাল জন। বিদায় নিতে পেরে যেন স্বস্তি বোধ করছে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ও। পোর্চ ছেড়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। লাগাম তুলে নিয়ে স্যাডলে চাপল, দরজা বা বাড়ির দিকে তাকাল না, কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারবে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মোটা ভুরু এবং ও চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবে।

ঘুরে হাত নাড়ল জন, কিন্তু উত্তর দিল না লোকটা।

বাড়ি থেকে অন্তত একশো গজ দূরে, গাছপালার আড়ালে আসবার পর হঠাৎ সচেতন হলো ও। আচ্ছা, পাশের কামরায় কে ছিল? কিসের ভয় করছিল ওরা? কেন অস্থির ছিল?

যাক্‌গে, আমার ব্যাপার নয় এটা, শ্রাগ করে চিন্তাটা বাতিল করে দিল জন। *এমনিতে ঝামেলার কমতি নেই।*

চোদ্দ

প্রায় বিকেল নাগাদ জেরিটোর কাছে পৌঁছল জন। ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে মেক্সিকান।

স্যাডল খসিয়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল ও, তারপর উপত্যকায় চলে এল। তৃণভূমিতে চরছে সব ঘোড়া। গেল্ডিং আর জেরিটোর জন্য অন্য একটা ঘোড়া ধরল। দুটোকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল, স্যাডল চাপিয়ে কাছাকাছি রাখল। বলা যায় না, কখন দরকার হয়ে পড়ে!

আগুনে কিছু কয়লা জ্বলছে এখনও। গাছের শুকনো ডাল আর বাকল যোগ করল জন, কিছুক্ষণের মধ্যে উজ্জ্বল আলো আর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। আন্দ্রিয়ার বাড়ি থেকে আনা প্যাকেট খুলল এবার–পুরানো, কাহিল চেহারার একটা কফিপট, দুটো কাপ এবং কফির গুঁড়ো দিয়েছে ওরা। সঙ্গে রয়েছে বেকন আর রুটি। কফি তৈরি করল ও, বেকন ভাজল এবং রুটি কাটল।

'কফির গন্ধটা দারুণ লাগছে, *অ্যামিগো!*'

জেগেছে জেরিটো। কয়েক টুকরো বেকন আর রুটি তাকে দিল জন। 'শুরু করো, খেতে খেতে কফি তৈরি হয়ে যাবে।' জেরিটো খাওয়া শুরু করতে যোগ করল: 'ফিশার'স হোলে গিয়েছিলাম। চেনো জায়গাটা?'

'*সি।* ওটাকে অবশ্য আমরা মেজি'স হোল বলি, ব্যাটা ধারে-কাছে থাকে কিনা। ডাকাত হোক আর যাই হোক, ওর বাড়িতে গেলে শূন্য হাতে ফিরে আসে না কেউ। একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে ওকে চিনি।'

'অদ্ভুত লাগল ওদের আচরণ,' চিন্তিত স্বরে বলল জন। 'ছটফট করছিল সবাই!'

'তোমার কাজের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে নাকি?'

'নাহ্, প্রশ্নই আসে না। এত নির্জন এলাকায় থাকে ওরা, অচেনা কেউ উপস্থিত হয়ে ঝামেলা করবে, এরকম আশঙ্কা করছিল।'

'আন্দ্রিয়াকে আগে থেকে চিনতে?'

'কিছুটা। বছর দুয়েক আগে আমাদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল ওরা, কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়েছিল। মেয়েটা সুন্দরী। নিজেও জানি না কী আশা করেছি। ধ্যেৎ! দু'একবার কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে, আমার মনে হয়েছিল…তো, এসব ক্ষেত্রে কেমন হয় ব্যাপারটা জানোই তো।'

'*সি*, জানি।'

'সুন্দরী, চটপটে ছিল ও। কমবয়েসী একজন লেডি যেমন হতে পারে। অনেক আগের কথা এটা। ওর হাতও ছুঁইনি আমি।'

'হয়তো ওটাই সমস্যা, *অ্যামিগো।* চেষ্টাও করোনি, তাই না?'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওকে ভয়ই পেতাম…কাছাকাছি গেলে অস্বস্তি হত। পোশাক বা আচরণ, পুরোপুরি পুবের ছিল ওর, অথচ আমি ছিলাম সামান্য একজন কাউহ্যান্ড…'

স্মিত হাসল জেরিটো। 'একজন কাউহ্যান্ড? *সি।* কোন ভাবেই সাধারণ কাউহ্যান্ড বলা যাবে না তোমাকে, *অ্যামিগো।* কলোরাডোর সবচেয়ে বড় বাথানটা তোমাদের।'

আয়েশ করে কফি গিলবার ফাঁকে হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে সবকিছু খুলে বলল জন। বলতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। উঠে গিয়ে আগুনে আরও ডালপালা যোগ করল ও, নেড়ে দেওয়ার ফাঁকে ভাবল কিছুক্ষণ। কেবলই আন্দ্রিয়ার বাড়িতে অদ্ভুত অভ্যর্থনা আর আড়ষ্ট সমাদরের কথা মনে পড়ছে, অজানা কোন কারণে ওকে বিদায় করতে অধীর হয়ে পড়েছিল সবাই, এমনকি আন্দ্রিয়াও। পাশের কামরায় কোন কিছু পড়বার শব্দ শুনে এমন চমকে উঠেছিল যেন গুলি খেয়েছে কেউ। আসলে ব্যাপরাটা কি?

গোল্লায় যাক! অন্যের চরকায় তেল দেওয়ার দরকার কি? এমনিতে যথেষ্ট ভোগান্তি হচ্ছে।

'কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও,' বলল জেরিটো। 'আমিও ঘুমাব।'

ভাগ্য ভাল হলে কাল শহরে নিয়ে যেতে পারবে জেরিটোকে, ভাবছে জন। কিছু লতাপাতা জোগাড় করে তার উপরে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও, স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটকে ঘাড়ের নীচে রেখেছে, আর খোদ স্যাডলটাকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করছে। আকাশের দিকে তাকাতে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেইন্ট চার্লস পীকের জমকাল শরীর দেখতে পেল, যেন ওদের উপর হামলে পড়ছে ওটা। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু।

আন্দ্রিয়ার মত মেয়ে ফিশার'স হোলে থাকছে, ব্যাপারটা অদ্ভুত বৈকি। আর যেখানে হোক, অন্তত এরকম নির্জন এবং আড়ষ্ট পরিবেশে ওর মত মেয়েকে আশা করা যায় না। মি. মোটা ভুরুর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে, অথচ জন বাজি ধরে বলতে পারবে মামুলি দুই ডলারের জন্য ওকে ছেঁদা করে ফেলতে দ্বিধা করবে না লোকটা।

আসলে ওদের ব্যাপারটা কি?

মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। উঠে আগুনে আরও কাঠ যোগ করল জন, তারপর বেডরোলে শুয়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে রাতের শব্দ শুনল। অস্বাভাবিক কিছু নেই, অথচ খুঁতখুঁত করছে মনটা।

রাতের অস্বাভাবিকতা বাদ দিয়ে অ্যান হলিস্টারকে খুঁজে বের করবার বিষয়ে ভাবতে শুরু করল আবার। প্রথমেই বিশ্লেষণ করল কী কী জানে আর কী কী করতে হবে ওকে।

আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে। পাইনের ঝাড়ে দোল দেওয়ার শব্দে মনে হচ্ছে হা-হুতাশ করছে বাতাস। ঢালের আরও উপরে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে স্প্রুসের সারি, নাকাল হচ্ছে ঝড়ো বাতাসের দাপটে। মনে মনে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনানীতে ঢুঁ মারছে জন–ঘুমানোর জন্য শতকীয়া গণনার মত–আসলে সমস্যার আশু সমাধান খুঁজছে। হয়তো অযথা চেষ্টা করছে। সামান্য সূত্র ধরে একটা মেয়েকে খুঁজে বের করা বোধহয় আদৌ সম্ভব নয় ওর পক্ষে…

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না, কিন্ত সকালে জেগে উঠে যেখানে থেমেছে, সেখান থেকে শুরু করল ও। কাজটা অসম্ভব কিছু নয়, গোয়েন্দাদের মত কেসও লিখতে হবে না ওকে; স্রেফ একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যস। এটা এমন এক দেশ, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম।

সবকিছু বিশদ জানবার চেষ্টা বাদ দিয়ে স্রেফ মেয়েটাকে খুঁজতে থাকো, নিজেকে শুধাল ও। হলিস্টার, রেফার্টি কিংবা স্নাইডারের খুনির মোটিভ জেনে কী হবে? নাকি আসে-যায় কিছু? না-জানা রহস্য উপেক্ষা করলে এমন কী ক্ষতি হবে?

'শহরে যাব আমরা,' নাস্তা শেষে জেরিটোকে বলল ও। 'বিশ্রাম নিতে পারবে এমন একটা জায়গায় রেখে যাব তোমাকে। তারপর ওই মেয়েটাকে খুঁজতে বেরোব।'

সূর্য উঠবার আগেই রওনা দিল ওরা। বেশ দ্রুত নেমে এল পাহাড় থেকে, তারপর পুবে বাঁক নিয়ে শহরের দিকে ঘোড়া ছোটাল। চলার পথে কয়েকবার ঘোড়া বদল করল। দুপুরে, শহরে পৌঁছে ট্রেসি'স কর্নারের সামনে থামল।

জেরিটোকে স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করতে এগোল জন। টের পেল হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ফ্রাংক কেড। 'জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে, বয়! ভিতরে এসো।'

'আসছি। আগে ওর জন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্রাম দরকার ওর।'

'চিন্তা করো না, এখানে অনেক বন্ধু আছে আমার,' বলল জেরিটো। 'কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে ওরা।'

সত্যি সত্যি মিনিট কয়েকের মধ্যে কয়েকজন মেক্সিকান পৌঁছে গেল রেস্তোরাঁর সামনে। কোথেকে বা কীভাবে খবর পেয়েছে, বোধহয় শুধু ওরাই জানে। জেরিটোকে স্যাডলে তুলে শহরের শেষ প্রান্তে মেক্সিকান শ্যাকগুলোর দিকে চলে গেল ওরা।

'রেলরোডের ওই লোকটা, এড ডিলন তোমার জন্য এটা দিয়ে গেল,' একটা চিঠি এগিয়ে দিল কুক।

চিঠি নিয়ে ক্লান্ত দেহ চেয়ারে ছেড়ে দিল জন।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুক, উসখুস করছে। 'অন্য একটা ব্যাপারে আলাপ করব তোমার সঙ্গে,' অধৈর্য কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল সে। 'জরুরি!'

চারপাশে নজর চালাল জন। ছয়-সাতজন লোক রয়েছে রেস্তোরাঁয়, এদের একজন স্মোক রেফার্টি। 'বেশ, মিনিট খানেক পর,' বলল ও। 'আগে এটা পড়ে নিই।'

খানিক ইতস্তত করল কেড, তারপর রান্নাঘরে চলে গেল। মিনিট খানেক পরই কফি নিয়ে ফিরে এল। 'খুব জরুরি ব্যাপার!' ফিসফিস করল সে।

'একটানা আট ঘণ্টা রাইড করেছি, ফ্রাংক,' খানিকটা অভিযোগের সুরে বলল ও। 'আগে তো একটু জিরিয়ে নিতে দেবে!'

নিতান্ত অনিচ্ছায় রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল কেড।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন। আরেকটু হলে রেফার্টিকে জিজ্ঞেস করছিল আরকান্সয়ারের ভাগ্যে কী ঘটেছে, শেষ মুহূর্তে জিভ সামলে নিল। পাথুরে নির্লিপ্ততা লোকটার মুখে। দুনিয়ার কোন কিছুতে আগ্রহ নেই। নীরব, নিঃসঙ্গ সময় কাটাচ্ছে। সম্ভবত ভাল খাবারের সমঝদারও নয় সে, কারণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম খায় এবং খাওয়ার সময় সন্তুষ্টি বা আনন্দ খেলা করে না চোখে। রেস্তোরাঁয় খাবার ফরমাশ দেওয়া ছাড়া তাকে কথা বলতে দেখেনি জন, কিংবা খবরের কাগজও পড়তে দেখেনি। ঠিকই কথা বলে, সম্ভবত ওর অনুপস্থিতিতে।

আরও এক কাপ কফি দিয়ে গেল কেড।

চিঠিটা খুলল জন। পল জার্ভিসের লেখা। তারিখ আছে বটে, কিন্তু কোন সম্ভাষণ নেই। লিখতে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করেনি সে।

এখনও যদি হাল ছেড়ে দিয়ে না থাকো—সম্ভবত তাই হয়েছে—তোমার বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে এই তথ্যগুলোর গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে।

প্রথমটা একটা পত্রিকার অংশবিশেষ, কিন্তু কোন তারিখ নেই।

মহিমাময় স্বপ্নের অপমৃত্যু

জুডাস বেলচারের মৃত্যুর কারণে ক্যান্সাস সিটি এবং মেক্সিকোর টোপোলোবাম্পোকে যোগাযোগকারী, মিসিসিপি-মিসৌরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্যাসিফিক ট্রেজার এক্সপ্রেস রেলওয়ে আর বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না।

জুডাস বেলচারই ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রেলরোড তৈরির স্বপ্নদ্রষ্টা। দুঃসাহসিক এই পরিকল্পনার অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। ওঁকে সহায়তা করতেন ওঁর দু'জন ব্যবসায়ী বন্ধু। বন্ধুরা আগেই মারা গিয়েছিলেন, আর এখন তাঁর মৃত্যুতে মহান এই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খনিগুলোর উন্নয়নে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখতে পারত বহুল আলোচিত এই রেলরোড।

একটা রহস্য রয়ে গেছে আজও: সার্ভে এবং প্রাথমিক কাজ করবার জন্য জুডাস বেলচারের দেওয়া পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা কি সত্যিই হারিয়ে গেছে?

দ্বিতীয়টিও পেপার কাটিং, তবে বহু পুরানো।

জন্ম

শহরের বিখ্যাত শিকারী বব পিটার্সের বিধবা পত্নী মিসেস নোরা পিটার্স ছয় পাউন্ড নয় আউন্স ওজনের এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। উল্লেখ্য, মি. পিটার্স ছিলেন শহরের সেরা স্পোর্টসম্যান। পশ্চিমে গিয়ে নিহত হন তিনি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জন, আস্ত বেকুব মনে হচ্ছে নিজেকে। অ্যান তা হলে জুডাস বেলচারের নিজের মেয়ে ছিল না—সৎ মেয়ে! জুডাসকে

বিয়ে করবার আগেও বিয়ে হয়েছিল নোরার!

প্যাসিফিক ট্রেজার এক্সপ্রেস রেলওয়ে সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ওর। বছর কয়েক আগে পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, আবছা ভাবে মনে পড়ছে: প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন প্যাসিফিকের পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রার কারণে পরিকল্পনাটা কার্যত ফাইলবন্দি এবং অলাভজনক একটা প্রজেক্টে পরিণত হয়।

ইউনিয়ন প্যাসিফিক বাস্তবে রূপ নিতে জুডাস বেলচারের স্বপ্ন নিশ্চই বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু পাঁচ মিলিয়ন টাকার কী হলো?

পরে হয়তো বাতিলযোগ্য এই পরিকল্পনাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় মনে হবে, কারণ ইউনিয়ন প্যাসিফিকের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও নিঃসন্দেহে বলা যায় আইডিয়াটা দারুণ ছিল।

সার্ভে কি সম্পন্ন হয়েছিল? প্রাথমিক কাজ করতে গিয়ে পুরো পাঁচ মিলিয়ন খরচ হয়ে গেছে? প্যাসিফিক ট্রেজার এক্সপ্রেসের নিশ্চই নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল, কী সেটা?

নোটবুক আর অন্যান্য চিঠি এখনও দেখা হয়নি, মনে পড়ল ওর। এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময়। এত কিছু ঘটেছে যে ওগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

আচমকা উঠে দাঁড়াল স্মোক রেফার্টি, দেখল জন, টেবিলের উপর রূপোর একটা ডলার রেখে বেরিয়ে গেল। পিছনে দরজা বন্ধ করে থামল সে, নিশ্চই রাস্তায় চোখ বুলানোর জন্য। কিন্তু এমন তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে গেল কেন? ওর অজান্তে কিছু ঘটেছে? এই প্রথম লোকটাকে আচমকা কিছু করতে দেখেছে।

জন যেখানে বসেছে, ওখান থেকে রাস্তা চোখে পড়ছে না। কোন কারণ ছাড়াই, রেস্তোরাঁর উল্টোদিকের বাড়ির দোতলায় চলে গেল ওর দৃষ্টি। পর্দাটা স্থির ভাবে ঝুলছে, যদিও নীচের দিকে সামান্য ফাঁক হয়ে আছে জানালার দুই কবাট।

জনের সামনে এসে দাঁড়াল ফ্রাংক কেড, অ্যাপ্রনে হাত মুছছে।

'ক্যাথি চলে গেছে!'

রাস্তায় কী ঘটছে বা ঘটতে পারে, এ নিয়ে ভাবছিল, তাই মুহূর্ত খানেক বেশি সময় লাগল কথাটার তাৎপর্য ধরতে। আবারও জানালার দিকে তাকাল জন। বন্ধ হয়ে গেছে ওটা।

রেফার্টি চলে গেছে বলে? কেন?

'কোথায় গেছে ও?' কুকের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'জানোই তো ও কেমন, কাজে কখনও অবহেলা করে না, আলসেমিও নেই। পরশু দুপুরের পর আর আসেনি এখানে। প্রথমে ভেবেছি ও বোধহয় অসুস্থ, কিন্তু আজও যখন এল না···

'ক্যালকিন, সত্যিই দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। তুমিও জানো, দারুণ ভয়ে

ভয়ে ছিল ও। নিশ্চই কিছু একটা ঘটেছে!'

'ঠিক আছে, ওর রুমে যাব আমি। চোখ-কান খোলা রেখো। হয়তো কিছু শুনতে পাবে। লোকজন খাওয়ার সময় কথা বলতে পছন্দ করে। আচ্ছা, শহরে নতুন কেউ এসেছিল?'

'সঠিক জানি না, আমার চেনা কেউ আসেনি। হ্যাঁ, মনে পড়ছে···পরশু এক যুবতী এসেছিল। দারুণ সুন্দরী। মনে হলো ক্যাথির পরিচিত, দু'জনে কথাও বলেছে কিছুক্ষণ। কোন একটা প্রশ্নের উত্তরে একবার না বলেছিল ক্যাথি—অতটুকু শুনেছি।'

'পরশু?'

'হ্যাঁ, সকালের ঘটনা। লাঞ্চের পর ক্যাথি আর আসেইনি।'

জানালার দিকে তাকাল জন, আলগোছে সিক্সশূটারের ফিতা সরিয়ে দিল। 'বেশ, এখনই যাচ্ছি।'

বেরিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্য থামল ও, রাস্তার দু'ধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়ল। একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকাল।

ক্যাথির কামরার দরজায় করাঘাত করল। উত্তর নেই। নব ঘোরাতে খুলে গেল কবাট, ভিতরে পা রাখল জন।

পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

বিছানায় ক্ষণিকের জন্য বসেছিল কেউ, তবে ঘুমায়নি। এ ছাড়া কোথাও কোন কিছু নাড়াচাড়া করবার চিহ্ন নেই। সারা কামরায় নজর চালাল জন, খানিক পরই টের পেল ক্যাথির ছোটখাট ব্যাগটা উধাও হয়ে গেছে।

কবাট সামান্য ফাঁক করে হলওয়েতে উঁকি দিল। নেই কেউ। নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এল ও, নিজের কামরায় ঢুকল। নবের নীচে একটা চেয়ার ঠেলে দিল।

সারা কামরায় চকিত দৃষ্টি চালাল ও। তারপর বিছানার কাছে চলে এল। ওয়ার্ডরোব খুলে ভিতরে তাকাল। কিছু খোয়া যায়নি···তবে সামান্য অসঙ্গতি রয়েছে!

হ্যাঙার থেকে একটা কোট নামিয়েছিল কেউ, তারপর আবার ঝুলিয়ে রেখেছে। তবে ভিন্ন জায়গায়, আদপে ওখানে রাখেনি জন। সাধারণত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পরে ভারী এই কোটটা, ব্যবহার কম বলে একেবারে শেষ দিকে রাখে। এখন ঠিক সামনে আছে ওটা—অন্যগুলোর সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে এবং দরজার সমান্তরাল অবস্থায়।

অবহেলা? নাকি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য এভাবেই রেখেছে কেউ?

হ্যাঙার থেকে কোটটা ছাড়িয়ে পকেটে তল্লাশি চালাল জন। দ্বিতীয় পকেটে একটা নোট পেল, তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা।

দয়া করে সাহায্য করো! এই মুহূর্তে আমার কামরায় আছে ওরা। ওদেরকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু মনে হয় না সফল হব। যদি সম্ভব হয়, তা হলে ট্রেসি'স কর্নারে যাব। মি. কেডের কাছে যেতে পারলে বোধহয় দুশ্চিন্তা করতে হবে না আর। লাঞ্চের সময় রাস্তায় দেখেছি ওদের। দেখেই আমার কামরায় ছুটে এসেছি একটা জিনিস লুকানোর জন্য, ওরা যাতে না পায়। এখানে, তোমার কামরায় রেখে যাচ্ছি ওটা।

—ক্যাথি

সফল হয়নি ক্যাথি। হয়তো হলওয়ে ধরে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে গিয়েছিল।

এখানেই থাকত পারত! থাকেনি কেন? দরজার নবের নীচে একটা চেয়ার ঠেলে দিলেই হত। সম্ভবত চেয়ারের কথা মাথায় আসেনি ক্যাথির, এবং খুঁজবার মত আরও একটা জায়গা আছে, তাও জানতে দিতে চায়নি প্রতিপক্ষকে। এ মুহূর্তে বোধহয় বন্দি হয়েছে মেয়েটা, অথবা মারা গেছে। কারা বন্দি করেছে ওকে, কিংবা খুন করেছে?

আচমকাই ঘটনাটা মনে পড়ল। আন্দ্রিয়ার বাড়িতে লিভিংরুমে থাকবার সময়, পাশের কামরায় কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল। তা হয় কী করে? চিন্তাটা বাতিল করে দিতে চাইল জন। আন্দ্রিয়া নিশ্চই কিছুই জানে না এসবের, ওর কোন হাত থাকতে পারে না। এমনকি বেলচার বা হলিস্টারকে চেনে কিনা, তাও সন্দেহ আছে।

হিনম্যান? অপহরণ মানায় না লোকটাকে। রেফার্টি? হতে পারে। তবে অন্য কেউ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—বর্ডেন বা ওর সাঙ্গপাঙ্গ। জেরিটোকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল লোকগুলো, ওকেও ধাওয়া করেছিল। কিন্তু কেন? কার হয়ে কাজ করছে লোকগুলো?

পনেরো

ক্যাথিকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা, কিন্তু কোথায়? কারা?

শহরটা ছোট্ট বলেই, কেউ নিশ্চই যেতে দেখেছে ক্যাথিকে। হয় ঘোড়ায় চড়ে কিংবা যে-কোন ধরনের একটা রিগে চড়ে শহর ছেড়েছে মেয়েটা। নাকি ট্রেনে? উঁহুঁ, সম্ভাবনা কম, চিন্তাটা বাতিল করে দিল জন। যদিও সম্ভব, কিন্তু

একটু খোঁজখবর নিলেই জানা যাবে। ঝুঁকিটা নেবে না ওরা।

লবিতে নেমে এল ও।

'মিস্ টার্নার?' জনের প্রশ্নের উত্তরে বলল সে। 'উঁহুঁ, দু'দিন দেখিনি ওকে। পরশু দুপুরের দিকে বেরিয়ে গেছে ও।

'অদ্ভুত, যাওয়ার সময় কিচ্ছু বলেনি! অথচ দেখা হলে সবসময় আমার সঙ্গে কথা বলে ও! ট্রেসি'স কর্নারে যাওয়ার সময়, প্রতি সকালেই মিনিট কয়েক এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে। সম্ভ্রান্ত মহিলা, অথচ একেবারে সহজ আচরণ!'

'ট্রেসি'স কর্নারের এক-তৃতীয়াংশ কিনে নিয়েছে ও,' জানাল জন, ওর ধারণা খবরটা শুনে প্রভাবিত হবে লোকটা, সম্ভবত সাহায্যও করবে নিজের সাধ্যমত।

'আগে তো বলোনি!'

'একাই গেছে ও?'

'নাহ্। দু'জন লোক এসেছিল দেখা করতে, বলল ওরা যে আসবে আগে থেকে নাকি জানত মিস্ টার্নার। ওদের এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু রাজি হয়নি, বলল নিজেরাই চলে যাবে। তা ছাড়া, একটা ব্যাগও সঙ্গে নিতে হবে। জানতে চেয়েছিলাম একেবারে বিদায় নিচ্ছে কিনা, উত্তরে ওরা বলল শুধু রাতটা বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াবে মিস্।'

'ওদের চলে যেতে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। মিনিট পনেরো পর দু'জনের সঙ্গে নেমে এল মিস্ টার্নার। আমার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। এই প্রথম ওকে কথাবার্তা ছাড়া যেতে দেখলাম। ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে, কারণ এর আগে কখনও এমন করেনি ও। সম্ভবত পুরানো বন্ধুদের পেয়ে উত্তেজিত ছিল বলেই আমার সঙ্গে কথা বলেনি।'

ফ্রাংক কেডের দেওয়া তথ্যটা মনে পড়ল জনের: রেস্তোরাঁয় এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিল ক্যাথি। 'আর কেউ ছিল ওদের সঙ্গে?' জানতে চাইল ও।

'এক যুবতী ছিল ওদের সঙ্গে। রিগে বসে ছিল মেয়েটা।'

'রিগটা কি বাকবোর্ড ছিল?'

'না, ছোটখাট একটা কাভারড ওয়্যাগন। পাহাড়ী অঞ্চলের ওয়্যাগনের মত নয় অবশ্য, তবে ক্যানভাসের আচ্ছাদন দেওয়া ছিল। পিছন দিক দিয়ে ওয়্যাগনে উঠেছিল মিস্ টার্নার।'

'ওয়্যাগনের ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখেছ?'

'না, আসলে দেখা দরকার মনে করিনি। ব্যাপারটা কি, কোন বিপদ হয়নি তো ওর?'

লোকটা সম্ভবত পছন্দ করে ক্যাথিকে, সুতরাং সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এর কাছ থেকে। 'হ্যাঁ,' বলল জন। 'কোথাও যাওয়ার প্ল্যান ছিল না ক্যাথির, কিন্তু ওকে সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছে লোকগুলো। যাই হোক, আমার

ধারণা কোথাও একটা ঘাপলা আছে।'

ভুরু কপালে তুলে ফেলল কেরানি। 'অপহরণ বা ওরকম কিছু নয় তো?'

'সম্ভবত। ও যদি ফিরে আসে, জানিয়ো আমাকে। ওই লোকগুলোকে দেখতে পেলেও জানিয়ো।' ঘুরে দাঁড়িয়েও ফিরে তাকাল জন। 'চেনো নাকি ওদের কাউকে?'

'নাহ্। কখনও দেখিনি ওদের, তবে ওই ওয়্যাগনটা আগেও দেখেছি। ঠিক কোথায় দেখেছি, মনে পড়ছে না, তবে দেখেছি যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি।'

'দেখো, মনে করতে পারো কিনা। ফ্রাংক কেডের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি আমি।'

রেস্তোরাঁর ঘটনাটা মনে পড়ছে জনের। বড্ড তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গিয়েছিল স্মোক রেফার্টি। কিছু নজরে পড়েছিল তার? উঁহুঁ, মনে হয় না। কারণ এটা আজকের ঘটনা, এদিকে ক্যাথি দু'দিন আগে চলে গেছে শহর ছেড়ে।

ক্যাথির কাছ থেকে কী তথ্য জানতে চাইছে ওরা? নাকি মেয়েটা মুখ খুলতে পারে ভেবে ওকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে?

কয়েকদিন আগের পুরানো একটা ঘটনা মনে পড়ল জনের। জ্যাক আর নোরা হলিস্টারের ছবি দেখে দারুণ চমকে গিয়েছিল ক্যাথি। জনের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল এদের প্রত্যেককে চেনে মেয়েটা। চিনতে পেরেছিল বলে বিস্মিত হয়েছিল ক্যাথি? নাকি ভয়ে? যারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে, এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই কি ছোট্ট এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে?

রেস্তোরাঁয় ঢুকল জন।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কেড। 'পেয়েছ ওকে? অসুস্থ নাকি?' অধীর স্বরে জানতে চাইল কুক।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল জন। এই ফাঁকে খাবার পরিবেশন করল সে।

'খেয়ে নাও, খাওয়ার সুযোগ হয়নি তোমার।' উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল কেড। 'সান, মেয়েটা বড় ভাল। এরকম মেয়ে কমই দেখেছি। কাজ করতে অনীহা নেই, রান্নার হাতও চমৎকার। মিশুক এবং সত্যিকার ভদ্র মেয়ে।'

হলিস্টারের দেওয়া কাজ সম্পর্কে তাকে জানাল জন, বলবার ফাঁকে নিজেও বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পাচ্ছে। জেরিটো বা অন্যদের প্রসঙ্গও বাদ দেয়নি। শেষে, ক্যাথির রেখে যাওয়া নোটটা দেখাল কুককে।

'সম্ভবত জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখেছিল ক্যাথি, অথবা ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল,' শেষে বলল ও। 'চটজলদি আমার কামরায় চলে যায় ও। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি তখন ছিলাম না। আমার মনে হয়, ক্যাথিও জানত আমাকে পাবে না। লুকানোর জায়গা হিসেবে আমার কামরার কথাই প্রথমে মনে এসেছিল ওর। নোট কোটের পকেটে রেখে এমন ভাবে ঝুলিয়ে

রেখেছিল, যাতে সহজেই আমার চোখে পড়ে।'

'কী জন্য ওকে ধরেছে লোকগুলো?'

'সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা আছে ওর।'

'ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে, ক্যালকিন। মহিলাদের ক্ষতি করতে চায়, এমন লোকদের পছন্দ করে না পশ্চিমের মানুষ। ওদের উদ্দেশ্য যদি সফল না হয়, হয়তো খুন করে ফেলবে মেয়েটাকে। তোমার মুখেই শুনেছি স্নাইডার এবং ফ্লেচারদের খুন করেছে এরা।'

'ঠিক এরাই যে খুন করেছে, তা কিন্তু বলিনি। তবে খুনি যারাই হোক, এসবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাদের। সত্যি কথা হচ্ছে, কেউ একজন এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে খুন করতে দ্বিধা করছে না, সেক্ষেত্রে এসবের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকে খুন-খারাবি করতে অভ্যস্ত ধরে নেওয়াই মঙ্গল।'

খিদে পেয়েছিল ওর, খাওয়ার ফাঁকে চিন্তা-ভাবনা করবার সুযোগ হলো। সময় নিয়ে খাওয়া সারল ও, যেহেতু অযথা ছোটাছুটি করে লাভ হবে না। সুনির্দিষ্ট সূত্র ধরে সক্রিয় হতে হবে, যেখানে গেলে কাজ হবে সেখানে যেতে হবে···

রেফার্টি···রেফার্টি হয়তো কিছু জানে।

জন যতদূর জানে, ধারে-কাছে নেই হেনরি হলিস্টার, সুতরাং ক্যাথির নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে কোটিপতির সম্পর্ক নেই। হয়তো অন্য কেউ জড়িত। দু'তিনটে পক্ষ থাকলেও এদের কারও বর্তমান অবস্থান জানা নেই ওর, তাই বুঝতেও পারছে না কোথায় খুঁজতে হবে···

ওয়্যাগনটাই একমাত্র সূত্র!

ধরা যাক, ভাবছে জন, এই ওয়্যাগনটাকে লারকিনের স্টোরের সামনে দেখেছিল, ডিপোর পাশে ছিল যেটা? তখন যা মনে হয়েছিল, এখনও নিঃসন্দেহ জন–ওকেই পাকড়াও করবার পাঁয়তারা করছিল ওয়্যাগনের লোকগুলো, কিংবা সুটকেসটা বাগানোর তালে ছিল। অথবা দুটোই হতে পারে।

খাওয়া শেষ করল ও।

'ফ্রাংক, দু'তিনদিনের খাবার একটা প্যাকেটে ভরে দাও। ভাবছি চারপাশে খোঁজাখুঁজি করব।' কুকের সঙ্গে কথা বললেও মনে মনে ভেবে চলেছে ও।

আরকান্সয়ার ন্যাট হিনম্যান? উঁহুঁ, লোকটা বোধহয় জড়িত নয়। টাকা পেলে যে-কোন লোককে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করবে সে, কিন্তু কোন মহিলাকে গুলি করবে না; কিংবা অপহরণও করবে না। এটা অবশ্য ওর নিজস্ব ধারণা, লোকটার ধাত সম্পর্কে যা বুঝেছে তারই উপসংহার। একটা মোষকে শিকার করবার মধ্যে যেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, হিনম্যানের কাছে মানুষ খুন করা তেমনই সহজ এবং প্রশ্নহীন। তবে পেশাদার খুনিরও নিজস্ব কিছু রীতি থাকে, ন্যাট হিনম্যানও ব্যতিক্রম নয়। বাচ্চা বা মহিলাকে খুন করা তার

স্বভাববিরুদ্ধ।

স্মোক রেফার্টি? হলিস্টারের ভাড়াটে বন্দুকবাজ, স্বভাবতই প্রথম থেকে ক্যাথি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকটা। প্রতিদিনই রেস্তোরাঁয় খেয়েছে রেফার্টি, ক্যাথির সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে; বহুবার মেয়েটিকে খাবারের ফরমাশ দিয়েছে।

উঁহুঁ, রেফার্টি নয়, অন্য কেউ জড়িত। লোকটা কে?

বিল বর্ডেন? বর্ডেন বা শর্টি, দু'জনেই স্রেফ হুকুমের চাকর। নামেই বন্দুকবাজ বলা যায় ওদের, কারও হয়ে কাজ করছে ওরা। কার হয়ে?

সহসা মেক্সিকান লোকটার কথা মনে পড়ল ওর, সেদিন ক্যান্টিনায় লোকটার অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়েছিল। জন জেরিটোর বন্ধু বলেই সাহায্য করেছিল সে।

ওই লোকটা কিছু জানতে পারে। মেক্সিকানরা অবশ্য এমনিতে অন্যদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে—সেটা প্রকৃতি, মানুষ, শহর বা বসতি সম্পর্কেই হোক। অন্যরা যা জানতে পারে না, মেক্সিকানরা কীভাবে যেন ঠিক ঠিক জেনে যায়।

অন্তত চেষ্টা করতে দোষ কি!

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ছোট্ট ক্যান্টিনায় চলে এল জন। ভিতরে ঢুকে হতাশ হলো। বারের সঙ্গে ঘর্মাক্ত লোমশ বাহু ঠেকিয়ে বসে আছে বারটেন্ডার। সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই সেলুনে।

জন ভিতরে ঢুকতে একটা গ্লাসে বীয়ার ঢালল সে। 'দারুণ দেখিয়েছ হে! ওহ্, যেভাবে সামলেছ ওদের, তুলনা হয় না!'

'ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য করেছিল, ওই মেক্সকে চেনো? ওর সঙ্গে জরুরি কিছু কথা ছিল।'

'লুই চামার কথা বলছ তো? কারও সঙ্গে কথা বলে না ও। ওকে ঘাঁটিয়ো না, *অ্যামিগো*। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবো যে সেদিন তোমার পক্ষ নিয়েছিল ও। লুই কিন্তু খারাপ লোক, *অ্যামিগো*, মহা বদ।'

'জেরিটোর বন্ধু ও।'

'জেরিটোর বন্ধু নয় কে? জেরিটো নিজেও মন্দ লোক, তবে মন্দের ভাল। খুবই বিপজ্জনক। লুই জেরিটোর বন্ধু হতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা কি জানো, কাউকেই নিজের বন্ধু মনে করে না ও।'

মুহূর্ত খানেক নীরব থাকল জন, বীয়ারে চুমুক দিচ্ছে, স্মিত হেসে শেষে মন্তব্য করল: 'তুমিও মানুষটা মন্দ নও। আরও একজন মন্দের ভাল।'

ন্যাকড়া দিয়ে বার মুছছে সে। 'যে যেমন, আসলে সে ঠিক তাই।'

'একটা মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ট্রেসি'স কর্নারের কিছু শেয়ার কিনেছিল ও।'

'নিখোঁজ?'

'ছোটখাট একটা ওয়্যাগন এসেছিল শহরে, হুডে ঢাকা ছিল ওটা। অন্তত

দু'জন লোক আর এক মহিলা ছিল ওয়্যাগনে। ওরাই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় যায়নি মেয়েটা, কিন্তু জানত জোর করে হলেও ওকে নিয়ে যাবে ওরা।' পকেট থেকে ক্যাথির লেখা নোট বের করে বারের উপর মেলে ধরল জন। 'মিনিট কয়েক সময় পেয়েছিল ও, আমার উদ্দেশে লিখেছিল এটা।'

নির্বিকার মুখে নোট পড়ল সে, জনের গ্লাস ভরে দিল। 'ওয়্যাগনটা নিক মুলানির। সিনোলার কাছাকাছি একটা বাথান আছে ওর। উন্নত জাতের কিছু গরু আছে ওর। শুনেছি বছরে নাকি তিন-চারটে বাচ্চা দেয় গাভীগুলো।'

'বিস্তর!'

'সি, বিস্তর।' শ্রাগ করে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল বারকীপ। 'হয় সত্যিই গাভীগুলো উন্নত জাতের, অথবা ওর ভ্যাকুয়েরোরা দড়ি চালাতে অতিমাত্রায় দক্ষ।

'কি জানো, শুধু বিস্তর বাছুরই নয়, ওর ভ্যাকুয়েরোদের সংখ্যাও বিস্তর। এদের অনেকেই কোন কাজকর্ম করে না, অথচ পকেটে টাকারও অভাব হয় না। প্রায়ই এখানে আসে ওরা, দেদার খরচা করে। তুমি যদি ওদিকে যাও, *অ্যামিগো,* সতর্ক থেকো।'

'মেয়েটাকে নিয়ে ফিরে আসব আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'আরেকটা কথা...লুইও আমার বন্ধু। প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করেছে সে। কখনোই ঘটনাটা ভুলব না। ভাল-মন্দ যাই হোক, সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছে ও।' বীয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল জন। 'ওর সঙ্গে দেখা হোক বা না-হোক, আজীবন আমার বন্ধু হয়ে থাকবে সে।'

ক্যান্টিনায় ঢোকবার আগে জনের পরিকল্পনা ছিল লুই চামাকে ভাড়া করবে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা ঠিক হত না। মেক্সিকানের নিজস্ব ঝামেলা আছে নিশ্চই, সেটা বাড়ানো ঠিক হবে না। ক্যাথিকে উদ্ধার করতে গেলে যে ঝামেলা হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। লুই চামার ঘাড়ে বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া একেবারে অনুচিত হত।

সিনোলার অবস্থান ফিশার'স হোলের কাছাকাছি। আন্দ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একটা কাঠের ফলক চোখে পড়েছিল—নামটা রং দিয়ে লেখা ছিল। তীর চিহ্ন দিয়ে দিক নির্দেশনাও রয়েছে ফলকে।

ফিশার'স হোলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। আন্দ্রিয়া সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আবারও তিক্ত অভ্যর্থনা পাওয়ার মানে হয় না। ওর প্রতি আন্দ্রিয়ার আগ্রহ থাকলেও সযত্নে চেপে গেছে মেয়েটি।

রেস্তোরাঁয় এসে খাবারের প্যাকেট নিল জন। ভিতরে কী আছে জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করল না। চাক-ওয়্যাগন কুক হিসাবে জীবনে বহু বছর কাটিয়েছে ফ্রাংক কেড, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী দরকার হতে পারে, জানে সে।

শহর থেকে বেরিয়ে সরাসরি দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল জন। হলৌকে পাশ

কাটিয়ে, চিকোসা ক্রীকের উদ্দেশে এগোচ্ছে। কেউ যদি ওর উপর নজর রেখে থাকে, হয়তো ধাঁধায় পড়ে যাবে। রাতে হিউর্ফানো নদীর পাশে ক্যাম্প করল ও, সকালে কফি গিলবার সময় কাছাকাছি দুটো দলছুট ঘোড়া চোখে পড়ল, ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে।

হ্রেষাধ্বনি করল ওর ঘোড়াটা। উত্তরে সাড়া দিল দলছুট দুটো, গতি বাড়িয়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল। হেন্ডারসনের ঘোড়া এগুলো, স্ট্যাম্পিডের সময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিকর্তব্য স্থির করতে না পেরে দুটোকেই ল্যাসো চালিয়ে ধরল জন, আপাতত সঙ্গে রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোড়ার দায়িত্ব জেরিটোর ছিল, সে যখন নেই, সেক্ষেত্রে দায়িত্বটা এখন ওর। তা ছাড়া, বাড়তি ঘোড়া হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। কার্যত, একটার পিঠে স্যাডল স্থানান্তর করে আবার যাত্রা করল ও।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বনভূমিতে প্রবেশ করল।

সময় নিয়ে গ্রীনহর্ন উপত্যকা পাড়ি দিল ও, ধুলো উড়িয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ইচ্ছে নেই। সন্ধ্যার বেশ আগেই ক্যাম্প করল।

এ পর্যন্ত সরাসরি ছুটেছে, কিন্তু সামনে শত্রু এলাকা। সিনোলা এখনও বেশ দূরে, তবে রেঞ্জের সীমানার বাইরেও অনেকদূর পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখে নিক মুলানির দক্ষ ভ্যাকুয়েরোরা।

ভোরে তাজা একটা ঘোড়ায় চড়ে আবার যাত্রা করল ও। নিচু এলাকা ধরে এগোচ্ছে, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে; সহসা কাঙ্ক্ষিত ট্রেইলটা খুঁজে পেল–ট্র্যাপারদের বহু পুরানো ট্রেইল, সরাসরি দক্ষিণে সেইন্ট চার্লস নদীর কিনারে চলে গেছে।

নদীটার উৎপত্তি ক্যানিয়নের তলা থেকে। চওড়া নদী পেরোতে হবে। বহু আগে এই ট্রেইলের কথা ওর বাবার কাছে শুনেছিল জন, স্মৃতিতে জমা রয়ে গেলেও খুঁটিনাটি মনে নেই। মাঝে মধ্যে কিছু নমুনা চোখে পড়ছে, যা থেকে বুঝতে পারছে এটার কথাই শুনেছিল, এবং সেভাবে এগিয়ে যেতে পারছে।

কারও চোখে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম বলে ইন্ডিয়ান এলাকায় ঢুকতে এই ট্রেইল ব্যবহার করত ট্র্যাপাররা। এমন ট্রেইলই দরকার ওর।

ওয়্যাগনের ট্র্যাক খুঁজছে জন। কারও সঙ্গে দেখা হোক চায়নি বলেই এ পর্যন্ত সচরাচর ট্রেইল এড়িয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে থেমে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল, কান পেতে অস্বাভাবিক শব্দ শুনবার প্রয়াস পেল। প্রায় অব্যবহৃত ট্রেইল, আশা করা যায় ভাগ্য ভাল থাকলে কারও চোখে ধরা না পড়েই মুলানি র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। ধরা পড়লে কী বলবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে–বলবে হেন্ডারসনের ঘোড়া রাউন্ড-আপ করছে। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা, তবে মুলানির ক্রুরা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।

টার্টল বাটের কাছাকাছি পৌঁছতে ওয়্যাগনের ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর। পরিচিত ট্র্যাক! জনের মনে পড়ল লারকিনের স্টোরের সামনে দিয়ে ট্রেনের

দিকে যাওয়ার সময় এরকম ট্র্যাক দেখেছে। ট্র্যাকার মাত্রই খুঁটিনাটি এসব তথ্য মনে রাখে। হয় একই ওয়্যাগন কিংবা প্রায় একই ধরনের অন্য একটি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে: ওয়্যাগনটা ফিশার'স হোলে গিয়েছিল এবং ফিরেও এসেছে। তারপর উত্তর-পুবে চলে গেছে। ওদিকে নিক মুলানির র‍্যাঞ্চ। তা হলে আগে ফিশার'স হোলে গেল কেন?

পাইনের ছায়ায় ঘোড়া থামিয়ে ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে দেখল জন, চারপাশের এলাকা জরিপ করল; মনে মনে ঘটনার একটা ছবি পেতে চাইছে।

ওয়্যাগনে যদি ক্যাথি টার্নারকে নিয়ে এসে থাকে লোকগুলো, তা হলে ফিশার'স হোলে গেল কেন? চার ঘোড়ার এ ধরনের ওয়্যাগন খুব দ্রুত চলতে পারে না, কিংবা এমন বাহন নিয়ে কেউ অযথা ঘুরে বেড়ায়ও না। আন্দ্রিয়ার বাড়ি যাওয়ার একটাই কারণ থাকতে পারে: কিছু পৌঁছে দিতে কিংবা আনতে গিয়েছিল।

আন্দ্রিয়ার বাড়িতে থাকবার সময় শোনা অস্বাভাবিক শব্দটা মনে পড়ল। পাশের কামরায় ভোঁতা শব্দে কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। শব্দটা শুনেই চমকে উঠেছিল অন্যরা। ক্যাথিই কি বন্দি ছিল পাশের কামরায়? ওর কণ্ঠ শুনতে পেয়ে শব্দ করে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিল মেয়েটা?

কিন্তু আন্দ্রিয়ার বাড়িতে কেন?

প্রশ্নটা ধাঁধায় ফেলে দিল ওকে। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এত জায়গা থাকতে কিনা ঠিক এখানেই এসেছে ওরা! অথচ আন্দ্রিয়ার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক থাকাটাই অস্বাভাবিক।

নাকি স্বাভাবিক?

ষোলো

উপত্যকার বুকে মেঘের ছায়া দ্বীপের পর দ্বীপ তৈরি করেছে, দূরে দিগন্তের নীল সীমানা দখল করে নিচ্ছে বৃষ্টিচ্ছু মেঘের দল। অধৈর্য ভঙ্গিতে খুর দাপাল জনের ঘোড়া, ছুটতে উন্মুখ, কিন্তু লাগাম টেনে রাখল ও—পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে।

একদম একা ও। একমাত্র বন্ধু, জেরিটো, আহত হয়ে পড়ে আছে বহু দূরে। আশপাশে কোথাও আছে ক্যাথি টার্নার, সম্ভবত মৃত্যুর মুখোমুখি।

বিপদের আশঙ্কা আছে, তবে সেটা কিসের জানা নেই ওর, শুধু জানে সামান্য কারণেও খুন করতে দ্বিধা করবে না এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যাদের

মুখোমুখি হতে হবে। টাকা, ক্ষমতা আর ধারণা রয়েছে তাদের, বিপরীতে জনের কিছুই নেই, যা আছে না থাকবারই নামান্তর। নিজের ধারণাকে সমৃদ্ধ করতে চাইছে ও: জানতে চাইছে অজানা অনেক বিষয়—কেন এত রক্তক্ষয়, নিখোঁজ একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সবার এত আগ্রহের কারণ। শত্রুদের পরিচয়ও জানবার ইচ্ছে ওর।

এ পর্যন্ত স্রেফ ঘটনার সাক্ষী ছিল ও, জেরিটোকে হামলা করবার সময় খানিকটা সক্রিয় হয়েছিল। ব্যস, এটুকুই। কিন্তু এখন দ্বিধা ঝেড়ে পাল্টা চড়াও হওয়ার সময় হয়েছে। শত্রুপক্ষ যে ওকে নিরীহ দর্শক ভাবছে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই; সুতরাং এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হবে। শত্রু এলাকায় পা রাখা মানেই যুদ্ধ ঘোষণা। সেক্ষেত্রে জয় বা মৃত্যু—যে-কোন একটা রয়েছে ওর ভাগ্যে।

চিন্তাটা অস্বস্তিকর। নিজেকে দুঃসাহসী মনে করে না জন। প্রয়োজন আর পরিস্থিতির বিচারে যা অপরিহার্য মনে হয়, তাই করতে অভ্যস্ত ও। মনে পড়ল ক্যাথিকে ট্রেসি'স কর্নারের শেয়ার কিনে শহরে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিল, মেয়েটা যদি ডেনভারে চলে যেত তা হলে এমন গ্যাঁড়াকলে পড়ত না।

ওয়্যাগনের ছাপ ফিশার'স হোলে গেছে। ওয়্যাগনে বন্দি ছিল ক্যাথি। পরে, হোল থেকে বেরিয়ে উত্তর-পুবে চলে গেছে ওয়্যাগনটা, সম্ভবত নিক মুলানির র‍্যাঞ্চে। ফিশার'স হোলে যাওয়ার একটাই কারণ মাথায় আসছে ওর: কিছু একটা পৌঁছে দিতে গিয়েছিল ওরা। সেক্ষেত্রে, আন্দ্রিয়ার বাড়িতেই রয়েছে ক্যাথি।

লিভিংরুমে বসে কফি খাওয়ার সময়, কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল পাশের কামরায়; অজানা কোন কারণে চমকে উঠেছিল বাড়ির লোকেরা—সতর্ক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ধরা যাক, ভাবছে জন, ওর কণ্ঠ শুনে চিনতে পেরেছিল ক্যাথি, এবং কিছু একটা মেঝেয় ফেলে ওকে সতর্ক করতে চেয়েছিল?

পাইনের প্রশান্তিময় ছায়া থেকে ঘোড়াকে আগে বাড়াল জন, ফিশার'স হোলের সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে এগোল ঘোড়াটা।

মনে মনে আশা করছে এতক্ষণে হয়তো দেরি হয়ে যায়নি।

ফিশার'স হোলে প্রবেশ করবার পরপরই, আচমকা বামে মোড় নিয়ে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোল, খোলামেলা এক চিলতে জায়গা পেরিয়ে হগব্যাক পাহাড়ের কিনারে পৌঁছে গেল। কিছু আড়াল রয়েছে এখানে। একটু পর রাত নামবে, অন্ধকার পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসবার আগে বাড়ির একেবারে কাছে পৌঁছতে চাইছে জন। যে-ঘোড়ায় চড়ছে এখন, জিমি হেন্ডারসনের ঘোড়া এটা, ওর জন্য নতুন হলেও পাহাড়ী ঘোড়া বলে সারাক্ষণই সতর্ক থাকছে, রাইডারের উপরও সন্তুষ্ট। অন্য দুটো ঘোড়া পিছন পিছন আসছে।

নিচু গাছপালার শাখাপ্রশাখা এড়াতে প্রায়ই ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। গাছের নীচে যথেষ্ট ছায়া, তবে দূরে শেষ বিকেলের আলোয় উজ্জ্বল

হগব্যাক পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলো চোখে পড়ছে। আর হোলের তলায় তৃণভূমি এখনও আলোকিত। প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে ঘোড়াটা, স্যাডলের খসখসে শব্দ বড়জোর কয়েক ফুট দূর থেকে শোনা যাবে। বেশ কয়েকবার থেমে কান পাতল ও।

উপত্যকায় পৌঁছে কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে কিংবা কী করবে, জানে না জন। যাই হোক, প্রথমে পুরো র‍্যাঞ্চটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মোটা ভুরুর শটগানঅলা আছে যখন, নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত।

বনের কিনারে চলে এল ও। দূরে বাড়ির আলো চোখে পড়ল, গুটিকয়েক গাছ নামমাত্র আড়াল তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে। বেশ দূরে হলেও, একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল, কপিকলের ধাতব শব্দ হলো—কেউ বোধহয় কুয়া থেকে পানি তুলছে। ঘুরে খোলা জায়গায় চলে এল জন, গাছ আর ঝোপ আংশিক আড়াল দিয়েছে এক একরের মত জায়গাটাকে। স্যাডলে বসেই র‍্যাঞ্চহাউসের উপর নজর রাখা যাবে, প্রায় সবকিছু চোখে পড়ছে; অথচ পিছনের পাহাড় আর বনভূমির গাঢ় পটভূমির কারণে র‍্যাঞ্চ থেকে ওকে চোখে পড়বে না।

কিছুক্ষণ নিরীখ করল ও, ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, পমেলে হাত রেখে নজর রাখছে জন। আবারও সন্দেহের কাঁটা বিঁধল মনে, ভুল করছে না তো? এটা আন্দ্রিয়ার বাড়ি। এ মুহূর্তে, স্পাইগিরি করা অবস্থায় যদি ধরা পড়ে, কী ভাববে মেয়েটা? ওয়্যাগনটা এখানে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমনও হতে পারে অন্য কোন জায়গা থেকে এসেছিল। আর···কোন বিড়াল হয়তো একটা পাত্র উল্টে ফেলেছিল বলেই রহস্যময় শব্দটা হয়েছিল?

তা হলে এমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল কেন সবাই? আন্দ্রিয়ার সঙ্গের লোকজন আসলে কারা?

আন্দ্রিয়ার বাড়ির অভ্যর্থনা বা সমাদর, কোনটাই উষ্ণ ছিল না। কেউই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করেনি ওর সঙ্গে। এক বেলা খাইয়ে আর কিছু খাবার দিয়ে, ওকে বিদায় করে স্বস্তি বোধ করেছে।

বাড়ির কাছাকাছি যেতে হবে, জানবার চেষ্টা করতে হবে অন্য কামরায় কে ছিল বা আছে এখনও। স্বস্তির বিষয়, কুকুর নেই বাড়িটায়, অন্তত ওর চোখে পড়েনি।

স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে পিকেট করল ও, রাইফেল হাতে বনের কিনারে চলে এল। ইতোমধ্যে উপত্যকায় অন্ধকার নেমে এসেছে, বাড়িতে দুটো আলোকিত জানালা দেখা যাচ্ছে। কোনটাই ওই কামরার নয়, যেখানে রহস্যময় শব্দটা হয়েছিল।

পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে নজর রাখল ও। বাড়ির পিছনের দরজা খুলে গেল, এক চিলতে আলো এসে পড়ল ছোটখাট আঙিনায়, লণ্ঠন

হাতে বেরিয়ে এল এক লোক। নিচু একটা শেডের দিকে এগোল সে, ভিতরে ঢুকে পড়ল···ঘোড়াকে খাবার দিচ্ছে? নাকি স্যাডল পরাচ্ছে?

শেডের দরজা খুলে গেল একটু পর। বেশ কয়েকটা ঘোড়াকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এল লোকটা। চারটে ঘোড়া। সবক'টাকে একসঙ্গে বেঁধে পঞ্চম ঘোড়ার জন্য ভিতরে ঢুকল সে।

তা হলে চলে যাচ্ছে ওরা!

নিচু স্বরে খিস্তি করল জন, পিকেট-পিন তুলে স্ক্যাবার্ডে ঢুকিয়ে রাখল রাইফেল, তারপর দড়ি গুটিয়ে স্যাডলে চাপল। কাছাকাছি একটা ট্রেইল চোখে পড়েছে। পাহাড় থেকে নেমে গেছে ওটা, সম্ভবত বুনো পশু বা গরুর ট্রেইল। ওটা ধরে সরাসরি বাড়ির পিছনে উপস্থিত হতে পারবে। এরা যে-দিকে যাত্রা করবে, তার উল্টোদিকে।

বাড়তি দুটো ঘোড়াকে লীড করে ট্রেইল ধরে এগোল জন। ছুটছে না, ঘোড়াটা দ্রুত হাঁটছে বলা যায়। তলায় পৌঁছে বড়বড় ঘাস ঠেলে এগোল।

আচমকা রাশ টানল ও, কান পাতল।

সশব্দে বন্ধ হলো একটা দরজা, প্রায় দু'শো গজ দূরে হলেও একজনের কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেল জন: 'বাতিটা নিভিয়ে দেওয়াই ভাল, পিট।'

'দূর! অযথা দুশ্চিন্তা করছ। বাতি জ্বলতে থাকলে সবাই ভাববে এখনও বাড়িতে রয়েছি আমরা।'

'কারা ভাববে?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল অন্য একজন। 'কয়েক মাইলের মধ্যে একটা কাকপক্ষীও নেই!'

'ওই লোকটা···মনে আছে, খাবারের জন্য এসেছিল সেদিন? ও ফিরে আসতে পারে।'

'আন্দ্রিয়া চেনে ওকে। সামান্য ড্রিফটার। ব্যাটা নাকি আন্দ্রিয়ার প্রতি দুর্বল ছিল একসময়। ওর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। ওকে দেখে কঠিন লোক মনে হয়েছে।'

'বাদ দাও তো! এখান থেকে কেটে পড়লেই নিশ্চিন্ত!'

'জলদি করো, বন্ধুরা! দিনের আলো থাকতে থাকতে মূল ট্রেইলে উঠতে চাই আমি।'

অন্ধকারে নড়াচড়া চোখে পড়ল জনের, তবে পরিষ্কার ঠাহর করতে পারল না।

একটু পর একজন বলল: 'পমেলের সঙ্গে মেয়েটার হাত বেঁধে দাও।'

স্যাডলে চাপল কেউ, ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে গাঢ় একটা কাঠামো চোখে পড়ল জনের।

'পিট? তুমি আগে যাবে। আমাদের চেয়ে ট্রেইলটা তুমিই ভাল চেনো।'

'ধ্যেৎ! আমার তো মনে হয় কেউই ভাল চেনে না! নর্থ ক্রীকের ট্রেইল ধরে যেতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

অস্পষ্ট হলেও কথাগুলো ঠিকই শুনতে পাচ্ছে জন, আরও কাছাকাছি চলে এসেছে এখন। ফের রাশ টানল ও, ইতিকর্তব্য স্থির করবার প্রয়াস পেল। এরকম নিচু আরও একটা তৃণভূমির কথা বলেছিল জেরিটো, মনে পড়ল, এখান থেকে কিছুটা পশ্চিমে এবং আরও উঁচুতে...সত্যিই কি আরও উঁচুতে বলেছিল?

গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে চরাচরে। স্বভাবতই ট্রেইলে পরস্পরের পিছু নিয়ে এগোবে ওরা। বিশালদেহী পিট থাকবে শুরুতে, শটগানটা কখনোই হাতছাড়া করে না লোকটা।

মোটা ভুরুর ব্যাপারে বিতৃষ্ণা রয়েছে জনের।

পাঁচজন...বিশালদেহীর ব্যাপারে হয়তো ভুল হচ্ছে। আন্দ্রিয়া লোকটাকে জেস বলে ডেকেছিল। তারমানে পিট অন্য কেউ। তা হলে দাঁড়াচ্ছে: পিট, জেস, হস্তিনী, ঝকঝকে সুট পরা লোকটা এবং আন্দ্রিয়া।

পিট থাকবে নেতৃত্বে, পরপরই সুটঅলা, স্রেফ সাবধানতার জন্য। তারপর বোধহয় ক্যাথিকে রাখবে–যদি ক্যাথিই ওদের বন্দি হয়ে থাকে। হস্তিনী যে ওকে বিশেষ প্রহরায় রাখবে, এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত জন; আন্দ্রিয়া এবং ক্যাথির ঠিক পিছনেই থাকবে মহিলা। সবশেষে জেস।

সবই অনুমান, তবে বাস্তবে খুব একটা হেরফের হবে না।

সহসা, বিশেষ কোন ভাবনা ছাড়াই, অদ্ভুত এবং দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ একটা আইডিয়া ক্রমশ প্ল্যানের রূপ পেল জনের মস্তিষ্কে। সম্ভবত ওর বোকামি বা হঠকারিতার কারণে, কিংবা এমনও হতে পারে এদের গন্তব্য বা যাত্রার উদ্দেশ্য জানা নেই বলে; জন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল–এখনই সক্রিয় হতে হবে। এক সেকেন্ডও অপচয় করা যাবে না।

সিদ্ধান্তটা হঠকারি হতে পারে, কিন্তু এ মুহূর্তে শ্রেয়তর কোন পরিকল্পনা আসছে না মাথায়। তুফান বেগে ছুটে গিয়ে ভড়কে দিতে হবে ওদের, গোলাগুলি হলে নির্দ্বিধায় ফুটো করতে হবে শত্রুকে, ক'জন মরল বা বাঁচল সেটা ঈশ্বর আর শয়তানই গুনুক!

বেশ দ্রুত এগোচ্ছে দলটা, নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনুসরণ করছে জন। একটু আগে নর্থ ক্রীকের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইলের কথা বলেছিল একজন, ফিশার'স হোলে আসা-যাওয়ার সহজ এবং সচরাচর পথ ওটা–জেরিটোর কাছে জেনেছে ও। যে-ট্রেইল ধরে জন এসেছে বা লোকগুলো ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে, ঠিক ট্রেইল বলা যাবে না; আগে থেকে চেনা-জানা না থাকলে ওই ট্রেইল ধরে ওয়্যাগন চালানো সত্যিই কঠিন।

লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে, ধারণা নেই জনের, তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তাও করছে না। ক্যাথিকে দল থেকে বের করতে পারলেই হলো, হগব্যাকের ট্রেইল ধরবে ও, সঙ্কীর্ণ জায়গাটায় পৌঁছতে পারলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ইচ্ছে করলে শত্রুপক্ষকে ট্রেইলের কিনারে আশ্রয় নিতে বাধ্য করতে

পারবে, এ সুযোগে শহরের উদ্দেশে এগিয়ে যেতে পারবে ক্যাথি।

বাড়তি ঘোড়া দুটোর বাঁধন মুক্ত করে দিল জন। তারপর বুনো চিৎকার করে সব ঘোড়া নিয়ে প্রায় হামলে পড়ল দলটার উপর।

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই বিপদ উপস্থিত হলো।

চার্জ করল ঘোড়াগুলো। মুহূর্তের মধ্যে হুলস্থুল ঘটে গেল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ওদের ঘোড়া, কোনটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কোনটা পিছিয়ে গেল গতি কমিয়ে। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাচ্ছে অবলা প্রাণীগুলো, সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাইডারদের কর্কশ এবং বিস্মিত চিৎকার।

ক্যাথির ঘোড়াটাকে স্পট করল জন, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লীড রোপ তুলে নিল হাতে। একপাশে সরে পড়বে, তখনই পাঁচ হাত দূরে দেখতে পেল হস্তিনীকে, ছুটে আসছে মহা উৎসাহে, হাতে একটা চাবুক। দূর থেকে চাবুক চালাল মহিলা, মাথা নিচু করে আঘাতটা এড়িয়ে গেল জন, তারপর স্পার দাবাল।

গর্জে উঠল একটা পিস্তল। ঘোড়ার পিঠে সিধে হলো কেউ, এতক্ষণ যেন স্যাডলে মুখ ডুবিয়ে ছিল। লোকটাকে মোটেই সুযোগ দিল না জন, পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় নির্দয় ভাবে সিক্সগানের ব্যারেল হাঁকাল। খুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ধাতব শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। অস্ফুট স্বরে চিৎকার করল লোকটা। স্যাডলচ্যুত হতে গিয়েও স্যাডল হর্ন চেপে ধরে কোন রকমে পতন ঠেকাল সে, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ঘোড়াটা।

'গুলি কোরো না!' চেঁচিয়ে সতর্ক করল কেউ। সম্ভবত শহুরে লোকটা, ধারণা করল জন। আশঙ্কাটা মোটেই অমূলক নয় তার: তুমুল গোলমালের মধ্যে যে-কেউ গুলিবিদ্ধ হতে পারে।

সামনে, ট্রেইলের একপাশে কিছু গাছপালা চোখে পড়ছে। দ্রুত বেগে জায়গাটা পেরিয়ে এল জন, বাঁক নিয়ে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল। অনেকটা পথ এগিয়ে সিডার সারির ভিতরে ঢুকে পড়ল। রাশ টেনে ক্যাথির ঘোড়ার বাঁধন কেটে দিল। 'তুমি ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল ও।

'কী করবে ওরা?'

'আমাদের ধরতে চেষ্টা করবে,' ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল জন। 'এবার পাসে ঢুকে পড়ব আমরা। ওদেরকে আটকে রাখবার চেষ্টা করব আমি, এই সুযোগে তুমি যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাবে।'

'না।'

'কি?'

'তোমার সঙ্গে থাকব আমি, জন। দারুণ ভয় লাগছে!'

হয়তো সত্যিই ভয় পেয়েছে মেয়েটা। কারণও রয়েছে। তবে ঠিকই মাথা উঁচু রেখেছে ক্যাথি, দেখে মনে হচ্ছে না ভয় বা শঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত; কিংবা হিস্টিরিয়াগ্রস্তও নয়। মোটেই বোকা নয় ও, কিংবা ভয় পেয়ে মুষড়ে পড়বার বান্দাও নয়।

যাত্রা করল ওরা। যতটা সম্ভব ঘেসো এলাকা ধরে এগোচ্ছে জন, যাতে শব্দ কম হয়।

নর্থ সেইন্ট চার্লস নদীর কিনারে পৌছে গেল ওরা, নদীর কিনারা বরাবর এগোল। একবার থেমে কান পেতেছে, খুরের দূরাগত শব্দ শুনতে পেয়েছে। সম্ভবত শর্টকাট কোন ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে প্রতিপক্ষ, ছুটে আসছে ওদের দিকে।

টার্টল বাটের কাছে এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে দক্ষিণে এগোল ওরা, এ ট্রেইল ধরে আগেও এসেছে জন; ক্ষণিকের জন্য থেমে যতদূর সম্ভব ট্র্যাক মুছে ফেলবার চেষ্টা করল। যা অন্ধকার, এমনও হতে পারে অস্পষ্ট ট্রেইলটা চোখে পড়বে না ওদের, চলার মধ্যে পেরিয়ে যাবে নিজেদের অজান্তে, রেলরোড আর আরকান্সাস নদীর দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে ছুটতে থাকবে।

পাহাড়শ্রেণীর কোল ঘেঁষে দক্ষিণে ছুটতে থাকল ওরা, গ্রীনহর্ন ক্রীক পেরিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিল। চলার পথে সম্ভাব্য সব কাভারের সুবিধা নিচ্ছে, বালিময় অ্যারোয়োর তলা ধরে এগোচ্ছে যেখানে ট্র্যাক পড়বার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

এবার গতি কমাল জন।

'কী ঘটেছে বলবে আমাকে?'

'নোটটা পেয়েছ? দেখেছি কোন কিছুই তোমার নজর এড়ায় না, সেজন্য কোটে রেখেছি ওটা, জানতাম তোমার চোখে পড়বে। লিখেছিও এমন ভাবে অন্য কারও হাতে পড়লেও যাতে কিছু বুঝতে না পারে।'

'পেয়েছি।'

'ওরা আমার রুমে ঢুকে পড়েছিল। তো, তোমার রুম থেকে বেরিয়েই ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে সতর্ক করল যদি কোন গোলমাল করি কাজ তো হবেই না, বরং অন্য কেউ অযথা প্রাণ হারাবে। সেজন্যই যতটা সম্ভব ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। আমাকে নিয়ে এখানে এল ওরা।'

'কী চায় ওরা?'

ইতস্তত করছে ক্যাথি। আরও কয়েক গজ এগোল নীরবে। চারপাশে চাপ-চাপ অন্ধকার, তবে চোখ সয়ে এসেছে ওদের, তা ছাড়া আকাশে তারাও ফুটতে শুরু করেছে। 'ওরা বলল আমাকে নাকি খুন করবে হেনরি হলিস্টার,' শেষে মুখ খুলল মেয়েটা। 'সেজন্যই আমাকে নিজেদের নিরাপদ হেফাজতে রেখেছে।'

'হলিস্টার কয়েকদিন শহরে ছিল। চাইলেই তোমাকে খুঁজে বের করতে পারত।'

'কথাটা আমিও বলেছি ওদের। জবাবে ওরা বলল হলিস্টার এখনও আমার সত্যিকার পরিচয় জানতে পারেনি। শুধু আমার ব্যাপারেই নয়, নিজেদের নিয়েও শঙ্কিত ছিল ওরা, ভয় পাচ্ছিল হলিস্টার ওদের অবস্থান জানতে পারলে বিপদে পড়ে যাবে।'

'সেজন্যই তোমাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল?'

'ওরা বলছিল এ ছাড়া কোন উপায় নেই। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন খুন হয়েছে, এবং পরবর্তীতে আমার খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই নাকি বেশি। আমি অবশ্য কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। আংশিক সত্যি বলেছে ওরা। জ্যাক হলিস্টার খুন হয়েছিল, এবং এর পরপরই পালিয়ে এসেছি আমি।'

'তুমি ওকে চিনতে?'

'হ্যাঁ, তবে কখনও ওকে পছন্দ হয়নি আমার। জুড চাচাকে ঘৃণা করত সে।'

'চাচা?'

'আমার মা ওঁর হাউসকীপার ছিল। নোরা জ্যাক হলিস্টারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল জুড চাচা। কাজের ব্যস্ততায় নোরা বা অ্যানকে ভুলে থাকতে পারতেন, কিন্তু অবসরে দু'জনের অভাবই বোধ করতেন। বহুবার কথাটা বলেছেন। কি জানি, হয়তো অ্যানের ছায়া দেখেছেন আমার মধ্যে, মেয়ের মত আমাকে স্নেহ করতেন।'

বহু দূরে, অন্ধকার পটভূমির বিপরীতে তারার মত কয়েকটা আলোক বিন্দু জ্বলজ্বল করছে—শহরের বাতি। ডিপোর কাছাকাছি দীর্ঘ একটা কাঠামো স্থির হয়ে আছে, কোন ট্রেন বোধহয়।

শহরের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরে ক্লান্তি যেন বেড়ে গেল, নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হলো জনের। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং বিপর্যস্ত ও, খাবারের চেয়ে একটা বিছানাই লোভনীয় মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও একটু সবুর করলে এমন কিছু যাবে-আসবে না।

'কোথায় যাচ্ছিল ওরা?' জানতে চাইল জন।

'ওরা আমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে অবশ্য বিশ্বাসই করতে পারিনি। নিজের কানে ওদের পরিকল্পনা করতে শুনেছি।'

'কারা—পুরুষরা?'

'হ্যাঁ, কাজটা পুরুষরাই করত। কিন্তু নির্দেশটা দিয়েছিল আন্দ্রিয়া, স্পষ্ট বলে দিয়েছিল ঠিক কী কী করতে হবে।'

আন্দ্রিয়া?

সতেরো

গভীর রাত তা বলা যাবে না, তবে বেশিরভাগ বাড়ির আলো নিভে গেছে।

সেলুনগুলোও নীরব। শহরের শূন্য রাস্তায় পা রাখল ঘোড়া দুটো। আবছা আলোয় বাড়ি বা দালানের কাঠামো অস্পষ্ট হলেও চোখে পড়ছে, কিছু কিছু বাড়িতে বাতি জ্বলছে–জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা আলো দেখে মনে হচ্ছে কুচকুচে কালো মুখ দিয়ে আলো উগ্‌রে দিচ্ছে কোন দানব!

রেস্তোরাঁর পিছন অংশে বাতি জ্বলছে দেখে সে-দিকে এগোল ওরা। সময়মত পৌঁছেছে, আর একটু দেরি হলে ঘুম থেকে জাগাতে হত ফ্রাংক কেডকে।

হিচ রেইলে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল ফ্রাংক কেড, হাতে বাসন-কোসন ধোয়ার ন্যাকড়া। বেল্টের উপরে, শার্টের তলা কিছুটা ফুলে আছে–সিক্সশূটারের বাঁট বোধহয়, ধারণা করল জন।

'ক্যাথি, তুমি ঠিক আছ তো?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল কেড।

'জন নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'ভিতরে নিয়ে যাও ওকে, ফ্রাংক,' ক্লান্ত স্বরে বলল জন। 'সিক্সশূটারটা তৈরি রেখো। আর…জানালার কাছে যেতে দিয়ো না ওকে। ঘোড়া দুটোর ব্যবস্থা করছি আমি।'

ঘোড়া নিয়ে লিভারি বার্নে পৌঁছে দিল ও, বেরিয়ে এল বড়জোর মিনিট তিনেক পর। সচেতন যে প্রায় সবার নজরে রয়েছে। নাটকে এখন আর অলস দর্শক নয় ও, বরং ইচ্ছে থাকুক বা না-থাকুক, সক্রিয় ভূমিকা চালিয়ে যেতে হবে। অথচ গুপ্ত শূটারদের অবস্থান বা পরিচয় জানা নেই ওর। এমন পরিস্থিতিতে জেফ বা মা-কে পাশে পেলে দারুণ হত, আফসোসের সঙ্গে ভাবল ও, কিংবা কোন ওসমনকে!

এত রাতে কেউ অভ্যর্থনা জানাবে ভাবেনি জন, কিন্তু ঠিকই জুটল। লেজ দুলিয়ে হেলে-দুলে এগিয়ে এল ওর "কুকুর বন্ধু", দশ হাত দূরে থামল শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। ওটার পাশে এসে বসল জন, ঝুঁকে মাথায় হাত চালাল। বিস্মিত কিন্তু একইসঙ্গে সন্তুষ্ট দেখাল ওটাকে। সম্ভবত বহুদিন পর ওটাকে এভাবে আদর করল কেউ।

কুকুরকে আদর করবার উসিলায় চারপাশে, বিশেষ করে জানালায় দৃষ্টি চালানোর সুযোগ হলো জনের। হোক না রাত, কোথায় কে ঘাপটি মেরে আছে, বলা কঠিন। ঝুঁকি না নেওয়াই উত্তম।

এখন থেকে দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা দুটো দালানের মধ্যবর্তী গলিতে ঢুকে পড়ল ও, তবে ট্রেসি'স কর্নারের পিছন-দরজায় না গিয়ে আরেক গলি ধরে মূল রাস্তায় ফিরে এল, যেখান থেকে রাস্তায় বেরোনোর আগে চারপাশ দেখে নিতে পারবে।

রেস্তোরাঁর উল্টো দিকের বাড়ির সেই জানালার পাল্লা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে। হয়তো সবসময়ই এরকম থাকে। ফুটপাত ধরে এগোল ও, ট্রেসি'স

কর্নার পর্যন্ত বড়জোর ত্রিশ গজ দূরত্ব, কিন্তু যাওয়ার পথে নিজেকে আদর্শ একটা টার্গেট মনে হলো।

কিচেন থেকে উঁকি দিল কেড, ন্যাকড়ায় হাত মুছছে। 'বসো। খাবার নিয়ে আসছি তোমার জন্য।'

'ক্যাথি কোথায়?'

'আমার কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছে। একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারী।'

একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে কফির মগ আর পাত্র টেনে নিল জন। স্বাদটা দারুণ লাগল। জানালা-পথে রেললাইন চোখে পড়ছে। ট্রেনটা ইতোমধ্যে ছেড়ে গেছে, প্রাইভেট-কারটা যেখানে ছিল, জায়গাটা শূন্য।

'আরকান্সয়ারকে দেখেছ?'

'কাউকে দেখিনি। তোমার এক মেক্সিকান বন্ধু এসেছিল। ওই যে, বদ স্বভাবেরটা।'

'কেন এসেছিল, বলেছে?'

'না। ভিতরে উঁকি দিয়ে কেটে পড়েছে ব্যাটা। সম্ভবত তোমাকে খুঁজছিল।'

ফ্রাংক কেড খাবার পরিবেশন করতে খাওয়া শুরু করল জন। বিক্ষিপ্ত মনে ভাবনার পাহাড় জমেছে, কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে ঠিক ভাবে ভাবতেও পারছে না।

ক্যাথিকে খুন করবার নির্দেশ দিয়েছিল আন্দ্রিয়া! এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না জন। কার মনে কী চলছে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, কিংবা অন্য কারও পক্ষে বুঝাও কঠিন। মেয়েটি সুন্দরী, এ তথ্যটা ছাড়া কি আন্দ্রিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানত ও?

জুডাস বেলচারের সেফ থেকে কি চুরি গিয়েছিল? পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা বা রেলরোডের সঙ্গে নিশ্চই সম্পর্ক আছে জিনিসটার, অন্তত তাই ধারণা ওর। অ্যান হলিস্টারকে খুঁজে বের করতে চাইছে হেনরি হলিস্টার। বাড ব্যাগট কী চাইছে? একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তরটা সহজে অনুমেয়···টাকা। বাড়তি হিসেবে ক্ষমতাও হতে পারে, কিন্তু টাকাই আসল।

মাথায় দপদপে ব্যথা অনুভব করছে ও। ভাবনা বাদ দিয়ে কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুশ্চিন্তা করে বা ভাবনার পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করে কাজ নেই, পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার এখন।

'ফ্রাংক?'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল কুক।

'ক্যাথিকে রাখতে পারবে এখানে? আবার যদি ওকে মুঠোয় পায় ওরা, হয়তো খুন করে ফেলবে। ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।'

'আসলে ব্যাপারটা কী?'

আগে যা বলেনি, তাই ব্যাখ্যা করল জন। সমস্যা হচ্ছে, নিজেও বেশি

কিছু জানে না।

হোলস্টারে পিস্তল দুটো পরখ করল ও, তারপর বেরিয়ে এসে হোটেলে ঢুকে পড়ল। অবস্থা দেখে মনে হলো আপাতত দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চাইছে প্রতিপক্ষ, কিন্তু কখন অবস্থা পাল্টে যাবে, আগে থেকে বলা কঠিন।

ছোট্ট এই শহরে এসে অ্যান হলিস্টার বা বেলচারকে খুঁজে বের করবার কাজ নিয়েছিল। কিন্তু নিজের অজান্তে কারও বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিয়েছে, তারপর একের পর এক ঘটনার শুরু। নিজেকে কৃতিত্ব না দিলেও বলা যায়, ওর কাজকর্মে অন্য কারও গূঢ় পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। কারণ, ও আসবার আগেই খুন হয়েছে স্যাম স্নাইডার।

তারপরই বাড ব্যাগট আর আরকান্সয়ারের আগমন।

আপাতত একটাই কর্তব্য ওর: ক্যাথিকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখা এবং হাতের কাজটা শেষ করা কিংবা ব্যর্থতা মেনে নিয়ে সরে যাওয়া। বেশ কয়েকবার হাল ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করেছে, যদিও ধারণাটা মোটেই পছন্দ করেনি। জীবনে কখনও কোন কাজ নিয়ে বাকি রাখেনি ও।

ক্যাথি বোধহয় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বিপদ আর ওর মাঝখানে রয়েছে ফ্রাংক কেড, এবং ঠিক সামনে জনের অবস্থান।

কামরায় ঢুকে দরজার নবের নীচে একটা চেয়ার ঠেলে দিল ও, তারপর বুট খুলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। শরীর এত ক্লান্ত যে কিছুক্ষণ না ঘুমালে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বা রাইডিঙের সময় ঘুমিয়ে পড়বে।

ফ্লেচারদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল জ্যাক হলিস্টারের। কোন এক পর্যায়ে বাপের কাছে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছিল ফ্লেচাররা···কিংবা অন্য কারও কাছে। এমনও হতে পারে বাড ব্যাগটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল তারা।

জ্যাক, হেনরি বা ব্যাগট···তিনজনের যে-কোন একজন বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল ফ্লেচার দম্পতিকে। তাদের জিনিসপত্র তল্লাশি করেছে নিশ্চই, কিন্তু সফল হয়নি, কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা–অর্থাৎ ব্যাগেজটা তুলে নেয়নি কেউ। তারপর স্যাম স্নাইডারের পিছু নেয় তারা, লোকটার কাছ থেকে তথ্য বের করবার চেষ্টা করে। স্নাইডার পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পরে খুন হয়ে যায়। প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, হেনরি হলিস্টারের ভাড়াটে ক্রুরাই দায়ী।

চোখ বুজল জন। রাস্তায় চলন্ত বাকবোর্ডের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল, হার্নেসের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়াও একজনের কণ্ঠ কানে এল: '···ঘোড়াকে দানাপানি দিতে গেলে খড় দরকার হবে।'

পাশের কামরায় নিচু স্বরে কথা বলছে কেউ, বীয়ারের ব্যারেল ভরা একটা ওয়্যাগন পার হলো···শব্দটা একটু ভিন্ন রকমের।

নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

আবছা অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল জন। কামরাটা অবশ্য পুরোপুরি অন্ধকার নয়। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ আর বোর্ডওঅকে কারও বুটের

আওয়াজ কানে এল ওর।

ক্যাথির একটা কথা মনে পড়ায় ঘুম ভেঙেছে: এখানে কিছু একটা রেখে গেছে মেয়েটা।

উঠে বসল ও, মোজা পরা পা রাখল মেঝেয়। জিনিসটা কি, কোথায় লুকিয়েছে ক্যাথি?

আর…নোটবুকটা এ পর্যন্ত পড়াই হয়নি! দু'এক পাতায় চোখ বুলিয়েছে বটে, কিন্তু সবকিছু জানতে হলে সময় নিয়ে পড়তে হবে।

লণ্ঠনের চিমনি সরিয়ে সলতেয় দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছোঁয়াল জন, আগুন ধরবার পর চিমনি বসিয়ে দিল জায়গামত। তারপর নোটবুকটা বের করল।

জিনিসটা ডায়েরির মত। জুডাস বেলচারের। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় জমি বা গরু ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ। টাকার অঙ্কগুলো শুরুতে ছোট হলেও ক্রমশ বড় হয়ে গেছে। একজন মানুষের ধনী হওয়ার রেকর্ড। মাঝে মধ্যে লোকসান হয়েছে, কিন্তু সাধারণত ভাল জিনিস পছন্দ করেছে সে এবং মুনাফায় বিক্রি করেছে। ঝকঝকে পরিষ্কার হস্তাক্ষর। এক পৃষ্ঠায় বিক্রয়যোগ্য কিছু সম্পত্তির তালিকা রয়েছে, সম্ভাব্য মূল্যও নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু কার কাছে বিক্রি করা হলো, উল্লেখ নেই।

তারপর, হঠাৎ কিছু সংক্ষিপ্ত নোট পাওয়া গেল: *এ-? একটা ঘাপলা আছে এখানে।* কয়েক মাস পরের আরও একটি: *এন এবং এ চলে গেছে।* তারপর প্রায় তিক্ত একটা উপলব্ধি: *কীভাবে কথা বললে খুশি হবে মেয়েরা, শিখিনি আমি। কখনও বলতে পারব না কতটা ভালবাসি বা আমার জীবনে কতটা দরকার ওকে।* পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় ব্যবসায়িক লেনদেনের বিবরণ, আরও কিছু বিক্রয়ের হিসাব, কিন্তু সেই টাকায় কী করা হয়েছে উল্লেখ নেই; তারপর: *শূন্য! শূন্য! সবই শূন্য! এন জীবনের সবকিছু জুড়ে ছিল। এ…? সামান্য বাচ্চা, অথচ এমন নির্লিপ্ত…নিষ্ঠুর…শীতল আর নিষ্ঠুর!*

পরের লেখাগুলোয় তারিখের মধ্যে বেশ ব্যবধান। মাঝে মধ্যে লেনদেন লেখা হয়েছে, প্রায় সবই বড় অঙ্কের। তারপর সাধারণ দুটো শব্দ: *ডিভোর্স দিয়েছে।* কয়েকদিন পরের একটা লেখা: *জ্যাক হলিস্টারকে বিয়ে করেছে। হায়, ঈশ্বর! এ যে মস্ত বোকামি! এ ঠিকই বেঁচে যাবে, যত চিন্তা নোরাকে নিয়ে।*

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যবসায়িক লেনদেনের বিবরণে পূর্ণ, শিরনামা বা টাকার অঙ্ক সুস্পষ্ট।

ক্যাথি এসেছিল। আমার ডেস্কে ফুলের তোড়া রেখেছে! কি মিষ্টি মেয়েটা! আমার নিজের মেয়ে যদি এমন শান্ত আর ভদ্র হত! জেএইচ জানে না বিষধর বিছুটি হাতে তুলে নিয়েছে!

নোটবুক বন্ধ করে পাশে রাখল জন। ঘুমে ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। জেএইচ…নিশ্চই জ্যাক হলিস্টার। বিছুটি বলতে কাকে বুঝিয়েছে?

নোরা নয়। পালিয়ে যাওয়ার পরও স্ত্রীকে ভালবাসত জুডাস বেলচার, তার লেখায় সুস্পষ্ট সেটা। অ্যান? বাচ্চা মেয়ে ছিল তখন অ্যান। কিন্তু বেলচার লিখেছে *এ* অর্থাৎ *অ্যান ঠিকই বেঁচে যাবে।*

নোটবুকটা তুলে নিল ও। ঘুম জড়ানো চোখে পরের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বুলাল। *টোপোলোবাম্পো থেকে শুরু। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। টাই টি'সান দেখা করেছে আমাদের সঙ্গে। টার্মিনাল হিসাবে টোপোই চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। পরে, একা, আমাকে বলেছে কেউ থাকে ওখানে। একটা লোক, এক মহিলা আর বাচ্চা একটা মেয়ে। নিশ্চই জেএইচ, এন এবং এ। কিন্তু কীভাবে সেখানে···?*

আবারও ঘুমিয়ে পড়ল জন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর, পূর্ণ সজাগ। মুহূর্ত খানেক স্থির ভাবে পড়ে থাকল, মনে করবার প্রয়াস পেল কোথায় ছিল। হোটেলে, ওর কামরায় জুডাস বেলচারের নোটবুকটা পড়ছিল। চমকে বিছানার উপর হাতড়াল, যথাস্থানে আছে ওটা। আবছা আলোয় দরজার দিকে তাকাল, নবের নীচে আছে চেয়ারটা।

বিছানা ছেড়ে কামরার অন্য কোণে চলে এল জন, গাঢ় অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়েছে। বড়সড় বৌলে পানি ঢেলে চোখে-মুখে পানির ছিটা দিল।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে যা পড়ছিল, মনে পড়ল ওর–কেউ থাকে ওখানে। জায়গাটা কোথায়? সম্ভবত মেক্সিকোয়। টোপোলোবাম্পো মেক্সিকোর একটা শহর, ওখানেই প্যাসিফিক ট্রেজার এক্সপ্রেস রেলওয়ের শেষ টার্মিনাল তৈরির পরিকল্পনা করেছিল জুডাস বেলচার। টাই টিসান নামে কেউ মেক্সিকোর প্রতিনিধিত্ব করছিল, তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা জ্যাক হলিস্টারের খোঁজ জানতে পেরেছিল বেলচার।

পাহাড়ের ছবি, ডিগার পাইন···সবকিছু মিলে যায়।

ব্যাপারটা এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ হেনরি হলিস্টার, বাড ব্যাগট বা ন্যাট হিনম্যানের মতই, জুডাস বেলচারের মৃত্যুর পর জ্যাকও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সবাই অ্যানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে, মেয়েটিকে নিজের মুঠোয় রেখে বেলচারের সমুদয় সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছে···

দিনের পুরো সময়টা ঘুমিয়েছে ও। রাত এখন···

শ্রবণেন্দ্রিয়কে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিল জন, চারপাশ একেবারে নীরব হয়ে আছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের শূন্য রাস্তায় নজর চালাল ও। অন্ধকার এবং নীরব সবকিছু। কিছুই নড়ছে না। ঘুরে দাঁড়াবে, এসময় পাশের বাড়ির ছাদে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখের কোণে।

একটা লোক, কিংবা তার ছায়া, ঝুঁকে পড়েছে পাথরের চিমনির উপর।

আঠারো

ঘাড়ের উপর মাথাটা আস্ত থাকবার অনেক কারণের একটা হচ্ছে: কখনও জানালার দিকে পুরোপুরি ফিরে দাঁড়ায় না জন। অভ্যাসটা বহুদিনের। জানালা দিয়ে কিছু দেখতে হলে, যে-কোন একপাশে দাঁড়ায় ও; এবং এই মুহূর্তে ঠিক তাই করছে।

লোকটার হাতে রাইফেল দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু জন নিশ্চিত হতে পারল না ওর জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে নাকি আরও দূরের কোন জিনিস দেখছে। রাইফেলধারী যেখানে আছে, ওখান থেকে ওর বিছানা চোখে পড়বে না; সেক্ষেত্রে ও নয়, টার্গেট অন্য কেউ।

ক্যাথি?

আপাতত নিরাপদ মেয়েটা। ফ্রাংক কেডের কামরায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

স্বস্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টো চিন্তা খেলে গেল মাথায়: রেস্তোরাঁয় ফ্রাংক কেডের নিরাপদ হেফাজতে ছিল বটে, এ মুহূর্তে সেখানে নাও থাকতে পারে ক্যাথি।

রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। পরে কোন একসময় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তখন বোধহয় লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েছিল, ক্লান্তি আর ঘুমের কারণে মনে করতে পারছে না এখন। কামরাটা এ মুহূর্তে পুরোপুরি অন্ধকার, এবং ওপাশের ছাদ থেকে রাইফেলধারীর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবে নড়াচড়া চোখে পড়তে পারে।

কামরার ভিতর থেকেও লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সে, চিমনির পিছনে ঢাকা পড়েছে শরীরের অর্ধেক। লোকটার উপর নজর রেখে গায়ে কাপড় চাপাল জন, গানবেল্ট জড়াল কোমরে। ট্রাউজারের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে আবছা আলোর মধ্যে দেখল, কিন্তু অন্ধকারে কাঁটাগুলো চোখে পড়ল না, এদিকে বাতি বা দেয়াশলাই জ্বালানোর সাহসও করতে পারছে না। অন্ধকারে ডুবে থাকা শহরের নৈঃশব্দ, আর ফ্যাকাসে আকাশ দেখে সময় আন্দাজ করল: সম্ভবত ভোর হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

লোকটা যে-ই হোক, জন মোটামুটি নিশ্চিত যে আরকান্সয়ার নয়। খোলা ছাদ আসলে একটা ফাঁদ–যদি পরিস্থিতি উল্টে যায়, এটা বুঝবার মত ধূর্ততা রয়েছে ন্যাট হিনম্যানের।

তবে ওই দালানের দোতলায় থাকে হিনম্যান, এবং জন নিঃসন্দেহ যে,

এ মুহূর্তে হিনম্যান যদি কামরায় থেকে থাকে, ছাদে রাইফেলধারীর নড়াচড়া ঠিকই টের পেয়েছে। সেক্ষেত্রে, কী করবে সে? সম্ভবত কিছুই করবে না, তবে বিরক্ত হবে। গোলাগুলি হলে সবার দৃষ্টি কাড়বে, এবং এই একটা ব্যাপার দারুণ দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে ন্যাট হিনম্যান।

ক্যাথি কি ওর কামরায় ফিরে এসেছে? এখন নিশ্চই ঘুমাচ্ছে?

রাইফেলধারী কি রেস্তোরাঁর কাউকে টার্গেট করেছে? নিশ্চিত হয়ে গুলি করবার অপেক্ষায় আছে? ফ্রাংক কেড ভোরে জাগে, দিনের আলো ফুটবার আগেই কাজ শুরু করে। সকালে, খাবার পরিবেশন করবার আগে আগে রেস্তোরাঁ আর সাইডওঅক ঝাঁট দেয়। জনের ধারণা ভুল না হলে, রেস্তোরাঁর ভিতরে থাকা কিংবা সামনের সাইডওঅকের যে-কাউকে এক গুলিতে খতম করে দিতে পারবে লোকটা।

জানালার পাশে, মেঝেয় এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে পাশের বাড়ির ছাদে।

লোকটার উদ্দেশ্য যাই হোক, দ্রুত কাজ সেরে ফেলা উচিত, কারণ দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ও ছাড়াও অন্যরা জেগে উঠবে, ঘটনাটা চাক্ষুষও করবে কেউ কেউ।

আচমকা লোকটাকে রাইফেল তুলে নিতে দেখতে পেল জন, যেন ওর মনের ভাবনা কোন ভাবে জেনে গেছে অ্যাম্বুশকারী!

কাকে গুলি করবে সে, জানা নেই জনের, কিন্তু ট্রেসি'স কর্নারের দিকে নিশানা করেছে লোকটা। বড়জোর ষাট ফুট দূরে রয়েছে সে, রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়েছে, এসময় নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল জন: 'আমি হলে এ কাজ করতাম না।'

কেউ কেউ আগে গুলি চালায়, পরে প্রশ্ন করে। ব্যাপারটা জানে বলে আগেই হাতে সিক্সশূটার তুলে নিয়েছে জন। লোকটাকে খুন করবার ইচ্ছে নেই বলে কথা চালিয়ে গেল: 'চাইলে নেমে যেতে পারো ছাদ থেকে, নইলে কিন্তু ছাদ থেকে খসে পড়বে।'

রাইফেল নামিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লোকটা, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করল।

নিজেকে যতটা দক্ষ ভাবত সে, আসলে মোটেই ততটা চৌকস নয়। জনের মাথার এক ফুট উপরে জানালার ফ্রেমে বিঁধল বুলেট। প্রায় একইসঙ্গে গুলি করেছে জন, দুটো অস্ত্রের গর্জন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। দেখে মনে হলো রাইফেলে লেগেছে গুলিটা, কারণ তপ্ত ইস্ত্রি ধরেছিল যেন, এমন ভাবে আচমকা রাইফেল ছেড়ে দিল লোকটা, তারপর আতঙ্কিত খরগোশের মত ছুটে গেল ছাদের পিছনের অংশে।

দ্রুত জানালা বন্ধ করে দিল জন, পিস্তলে নতুন কার্তুজ ভরল, শূন্য খোলটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। এবার বিছানায় শুয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে একটা বুট তুলে নিয়ে পায়ে গলানোর প্রয়াস পেল।

হলওয়েতে ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ও, উত্তেজিত স্বরে কী ঘটেছে জানতে চাইছে একজন। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ওর কামরার সামনে এসে থামল পদশব্দ। বুট হাতে বিছানা ছাড়ল জন, নবের নীচ থেকে চেয়ার সরিয়ে দরজা খুলল।

'কাউকে খুঁজছ নাকি?' জানতে চাইল ও।

'একটা গুলি হয়েছে! এখান থেকে গুলি করেছে কেউ!'

'গুলি? দূর, গুলি নয়, বুটটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, মিস্টার। নিশ্চই গুলির মত শব্দ হয়নি!'

জনকে ঠেলে কামরার ভিতরে পা রাখল কেরানি, পিছু নিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকে পড়েছে।

কামরায় জন ছাড়া কেউ নেই, জানালা বন্ধ এবং কাচও অক্ষত।

বিছানায় বসে অন্য বুট পায়ে গলাল জন। দরজায় স্মোক রেফার্টিকে দেখতে পেল, ওর বিছানায় স্থির হয়ে আছে লোকটার দৃষ্টি। সহসা ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে এল সে, কিন্তু জন আরও দ্রুত তৎপর হলো–চট করে জুডাস বেলচারের নোটবুকটা তুলে নিয়ে হিপ পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

'গুলির শব্দ শুনতে পাওনি তুমি?' জানতে চাইল কেরানি।

'একটা শব্দ শুনেছি অবশ্য। তবে গুলির না অন্য কিছুর, এ নিয়ে তেমন আমল দেইনি। হলেও চমকে যাওয়ার কি আছে? এরকম হাজারটা শহরে রাত কাটিয়েছি, এবং দু'একজন মাতাল কাউবয় থাকে যাদের কাজই হচ্ছে রাত-দুপুরে গুলি ফুটিয়ে ফুর্তি করা।'

কেরানি বেকুব নয়। স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে, একটা ভুরু কিঞ্চিৎ উঠে গেছে।

'ওপাশের ছাদে বোধহয় কাউকে দেখেছি,' খেই ধরল জন। 'তবে স্পষ্ট দেখিনি, চোখের কোণ দিয়ে দেখলে যা হয়। কিন্তু ছাদ থেকে গুলি করবে কেন কেউ? যদি না কাউকে খুন করবার ইচ্ছে থাকে।' স্মোক রেফার্টির দিকে তাকাল ও, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল শেষ কথাটা। 'যা দিনকাল পড়েছে, সারাক্ষণ সতর্ক থাকা ছাড়া উপায় নেই!'

উৎসাহী লোকজন বেরিয়ে যাওয়ার পর চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, ভেস্ট তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল। তারপর কোট পরল।

লবিতে স্মোক রেফার্টিকে অপেক্ষা করতে দেখতে পেল ও। এই প্রথম ওর সঙ্গে কথা বলল বন্দুকবাজ। 'নোটবুকটা দেখতে পেলে খুশি হবে বস্।'

'পাবে, পরে।'

'কিন্তু এখনই চাইবে সে ওটা।'

'দুঃখিত।'

'ওর হয়ে কাজ করছ তুমি, মিস্টার।'

'হ্যাঁ, একটা মেয়েকে খুঁজে বের করবার জন্য। ব্যস। মেয়েটাকে কীভাবে খুঁজে বের করব, সেটা আমার ব্যাপার।'

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল রেফার্টির মুখে। কখনও ভাবান্তর হয়ও না বোধহয়। শুধু চোখজোড়া সামান্য নড়ে উঠল, শান্ত চাহনি বড়বড় নীল চোখে। 'ওই নোটবুকটা দরকার বসের, মিস্টার। এখনই দরকার।'

'দুঃখিত।'

'বেশ। ওকে বলব আমি।' ঘুরে দাঁড়াল সে, মাঝপথে ক্ষিপ্র বেগে ঘুসি হাঁকাল।

বিশালদেহী হলেও দারুণ ক্ষিপ্র রেফার্টি, এদিকে জন ছিল পুরোপুরি অপ্রস্তুত। ডান হাতের জোরাল ঘুসি ধেয়ে আসছে, দেখে শেষ মুহূর্তে বাম দিকে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল ও। হয়তো অবচেতন মন সতর্ক করে দিয়েছে বলে, কিংবা স্রেফ দৈবক্রমে-কোনটা বলা কঠিন-পাশ কেটে চলে গেল ঘুসিটা। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল বন্দুকবাজ-পড়বি তো পড় একটা টেবিল আর গুটিকয়েক চেয়ারের উপর!

'চুক্-চুক্,' জিভ আর ঠোঁট সহযোগে মেকী দুঃখ প্রকাশ করল জন, তারপর দ্রুত পায়ে লবি পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

*

বিকেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও। ক্যাথিকে এক টেবিল থেকে এঁটো থালাবাসন তুলে নিতে দেখতে পেল। 'কাজটা যখন করতেই হবে, জানালা থেকে দূরে থেকো।'

'জন, এখন কী করব আমরা? কী করা উচিত?'

এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ হয়তো চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু জনের পক্ষে সম্ভব হলো না। আগ-পাছ ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেজন্য সময় দরকার।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যাথি, পুরোপুরি জনের সাহায্যের উপর নির্ভর করছে। এদিকে ফ্রাংক কেডও ওর উত্তর শুনবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু উত্তরটা জানা নেই ওর। রৌদ্রস্নাত রাস্তায় চোখ চালাল জন, ফাঁদে আটকা পড়া পশুর মত অনুভূতি হচ্ছে ওর, এবং ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ক্যাথি নির্ভর করছে ওর উপর, অথচ মেয়েটাকে খুন করতে চাইছে প্রতিপক্ষ; সম্ভবত এখন ওকেও খুন করবে।

নোটবুকটা যে ওর কাছে আছে, জেনে গেছে স্মোক রেফার্টি। অপদস্থ হওয়ার বদলা নিতে চাইবে লোকটা। এ ধরনের কিছু ঘটতে পারে, চিন্তাই করেনি সে। বন্দুকবাজের অহমে লেগেছে ঘটনাটা। নোটবুকটা দরকার হবে হেনরি হলিস্টারের, দেখেই বুঝতে পারে সে; সে-হিসাবে একটা প্ল্যানও করেছিল। জন স্বেচ্ছায় না দেওয়ায় জোর করে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল দু'একটা জবর ঘুসিতে কায়দা করে ফেলতে পারবে ওকে, তারপর নোটবুকটা নিয়ে যাবে।

নেহাত ভাগ্যের জোরে ঘুসিটা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ও। বারবার সৌভাগ্যের রাণী ঝাড়-ফুঁক দেবে না ওর মাথায়।

'ফ্রাংক,' বলল জন। 'পিছন দরজায় একটা চোখ রেখো সারাক্ষণ।'

রাস্তায় চোখ বুলালে যে-কারও মনে হবে ঘুমন্ত শহর। যার যার কাজে ব্যস্ত লোকজন–স্টোর থেকে সাপ্লাই কিনছে, বুট মেরামত করছে, ঘোড়ার নাল পরাচ্ছে, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ডাক্তারের অফিসে উঠে যাচ্ছে, কিংবা গরু, ভেড়া বা রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ করে অলস সময় কাটাচ্ছে। শতকরা নব্বইজন আশপাশে কী ঘটছে এ সম্পর্কে অসচেতন, জানে না একশো গজ দূরে ভয়ানক বিপদে আছে অসহায় একটা মেয়ে।

ডেনভারে চলে গেলে কেমন হয়? হয়তো নিরাপদে পৌঁছতে সক্ষম হবে। ট্রেনে যাওয়া যাবে না, কারণ প্রতিপক্ষ ট্রেনের উপর নজর রাখবে। ঘোড়ায় যেতে হবে। ক্যাথি যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং ওর জানা তথ্যগুলোও দরকার তাদের···অন্তত তাই ভাববে ওরা।

কফির পাত্র নিয়ে এল ক্যাথি, ওর সঙ্গে বসল। 'জন? কী করব আমরা এখন?'

'পালাব। ধারণাটা পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু উপায় নেই। এ জায়গাটা বেশি খোলামেলা। যে-কোন দিন হয়তো রাস্তায় বেরোলে খুন হয়ে যেতে পারি আমরা। বাজি ধরতে পারো, ওরা নজর রাখছে আমাদের উপর। তাড়াহুড়ো করছে না বটে, কিন্তু জীবিত অবস্থায় এখান থেকে চলে যেতে দেবে না আমাদের। সম্ভবত পাহাড়ে চলে যেতে পারলে এড়ানো যাবে ওদের।

'পাহাড় বা ট্রেইল সম্পর্কে স্মোক রেফার্টির জ্ঞান কতটা জানি না, তবে মোটামুটি ধারণা আছে আমার। ডেনভারে কিছু বন্ধুও আছে। অতটা পথ যেতে পারলে, অনায়াসে আমাদের বাথানে চলে যেতে পারব।'

'তোমাদের বাথানে?'

'হ্যাঁ, কলোরাডোয়। সার্কেল-কে। ওখানে পৌঁছতে পারলে নিশ্চিন্ত, তবে সেজন্য অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এত টাকার ব্যাপার যখন, মনে হয় না কোন ঝুঁকি নেবে ওরা। আন্দ্রিয়াও নেবে না।'

'আন্দ্রিয়া?'

'হ্যাঁ। কীভাবে জানি না, তবে এসবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওর।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাথি। 'জানো না? জন, ওকেই তো খুঁজছ তুমি! অ্যান নামটা কিন্তু আন্দ্রিয়ার সংক্ষেপ বা ডাকনাম।'

ইশ্‌শ্‌···আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। অ্যান···আন্দ্রিয়া···

কয়েক বছর আগে দেখা মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের তুলনা প্রায় হাস্যকর হলেও গুরুত্বপূর্ণ ঠেকছে জনের কাছে। আন্দ্রিয়া যখন ওদের বাথানে গিয়েছিল, কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু মেয়েটাকে কখনোই বুঝবার চেষ্টা করেনি। ধাতটা তাই অচেনা রয়ে গেছে। বিস্ময়ের কিছু নেই। স্বয়ং জুডাস বেলচারের ধারণায় আন্দ্রিয়া দারুণ নির্লিপ্ত এবং নিষ্ঠুর। ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিল মানুষটা।

'আমাকে বরাবরই ঘৃণা করে ও,' হঠাৎ বলল ক্যাথি। 'একসময় ওকে

বন্ধু মনে করতাম। ওর অনেক আচরণ দুর্বোধ্য এবং অনিচ্ছাকৃত মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি জানি ওগুলো সবই ঠাণ্ডা মাথায় করেছিল অ্যান।'

'জুডাস বেলচার তোমাকে পছন্দ করত।'

'ভালমানুষ, তবে খুব নিঃসঙ্গ জীবন ছিল ওঁর। নিজেকে একঘরে করে রাখতেন সবসময়। বেশিরভাগ মানুষ ওঁকে ভুল বুঝত। ব্যবসার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস আর কড়া ছিলেন জুড চাচা, কিন্তু অনেক ঘটনাই জানি আমি যেখানে নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের উপকার করেছেন তিনি, অথচ তারা হয়তো জানেও না যে কার সাহায্য পাচ্ছে। এত ভালমানুষ আর দেখিনি আমি।'

'এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের, ক্যাথি। ছুটতে হবে। আশপাশে আশ্রয় নেওয়ার বা লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা নেই। কোথাও নিরাপদ নই আমরা। রাইড করতে জানো তুমি? দিন-রাত একটানা রাইড করতে পারবে? মাঝে মধ্যে হয়তো ঘুমানোর সুযোগও পাবে না।'

'জানি···পারব।'

'ফ্রাংক?' খানিকটা চড়া স্বরে কূককে ডাকল জন।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে।

একটা স্বর্ণঈগল টেবিলে রাখল ও। 'পাঁচ দিনের খাবার প্যাকেট করে দাও। সন্ধ্যার আগেই তৈরি রেখো।'

'ঘোড়া পাবে কোথায়? স্টেবলে গেলেই ধরা পড়ে যাবে ওদের চোখে। সম্ভবত তখনই কাজ সেরে ফেলবার চেষ্টা করবে ওরা।'

'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ রাতেই এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি। ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

'ওরা নিশ্চই নজর রাখবে।'

রাস্তায় বেরোনো মানেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ডেকে আনা। সকালে ছাদে যে-ই থাকুক না কেন, ক্যাথিই ছিল তার টার্গেট। ক্যাথির কামরার উদ্দেশে গুলি করতে চেয়েছিল সে, জানত না মেয়েটি কামরায় রাত কাটায়নি। সন্দেহ নেই, ছাদ থেকে ক্যাথির কামরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। তবে লোকটা অযথা তাড়াহুড়ো করেছে, অবিচক্ষণও বলা চলে তাকে। স্মোক রেফার্টি বা ন্যাট হিনম্যান হলে এ ধরনের ভুল করত না।

সহসা রাস্তায় একটা হুড তোলা ওয়্যাগন চোখে পড়তে সিধে হয়ে বসল জন। ক্যাথিও দেখেছে ওয়্যাগনটা। 'নিক মুলানির ওয়্যাগন,' নিচু স্বরে মেয়েটিকে বলল ও। 'সম্ভবত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, কিংবা তোমার জন্য।'

ট্রেনের দূরাগত হুইসেল কানে এল। প্রবল আগ্রহ নিয়ে শব্দটা শুনল ওরা। ওই ট্রেনটা নিরাপদ কোথাও নিয়ে যেতে পারত ওদের, কিন্তু সম্ভব হবে না। ডিপোর দিকে রাস্তায় দৃষ্টি চালাতে গোল্ডেন স্পার সেলুন থেকে কর্কশ চেহারার কয়েকজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল, রাস্তা ধরে স্টেশনের উদ্দেশে এগোল লোকগুলো। অন্য একটা সেলুন থেকেও বেরিয়ে

এসেছে আরও কয়েকজন, সবার গন্তব্য স্টেশন।

পরে আরও একটা ট্রেন আসবে। ওটাকেও চোখে চোখে রাখবে ওরা। হয়তো···

'ফ্রাংক,' কুককে ডাকল জন। 'ঘোড়া কোথায় পাব, বলতে পারো?'

চেয়ার ছেড়ে কাউন্টারে চলে এল ও, এক শীট কাগজ তুলে নিয়ে টেবিলে ফিরে এল। গভীর ভাবনার সময় কাগজে আঁকিবুঁকি কাটতে বা বালিতে কাঠি দিয়ে যে-কোন কিছু আঁকতে পছন্দ করে ও। মনোসংযোগ বাড়ে তাতে।

'সাপার করবার জন্য লোকজন আসবে,' মনে করিয়ে দিল কেড। 'অন্য শহরের তুলনায় এখানে আগে-ভাগে খেয়ে নেয় সবাই।' ক্যাথি আর জনের মাঝখানে বসে পড়ল সে। 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'বলো ফেলো। আমার হাত শূন্য।'

'ট্রেসির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।'

স্থির দৃষ্টিতে কুকের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'কয়েকটা ঘোড়া আছে ওর,' বলে গেল কেড। 'দারুণ ঘোড়া। সচরাচর এত চৌকস ঘোড়া দেখা যায় না। একসময় রাইড করতে পছন্দ করত ও। শত মাইলের মধ্যে এত ভাল ঘোড়া কারও কাছে নেই।

'হলিস্টার, বাড ব্যাগট, স্মোক রেফার্টি বা ওদের সঙ্গে যারা আছে, সবাই এখানে নতুন। ট্রেসির কাছে যে ঘোড়া আছে, খবরটা ওদের জানবার কথা নয়।'

'আমাদেরকে ঘোড়া দেবে ও?'

'সেটা অবশ্য নিশ্চিত বলতে পারছি না। দিতেও পারে···যদি তোমাকে দেখে, মানে তোমাকে যদি পছন্দ হয়। ঘোড়ার ব্যাপারে দারুণ ঈর্ষাকাতর ও।

'এখন অবশ্য রাইড করে না ট্রেসি। তবে বাড়ির পিছনের তৃণভূমিতে ওগুলোকে ছুটতে দেখতে দারুণ উপভোগ করে। সারাক্ষণ বাড়ির গ্যালারিতে বসে থাকে ও, ঘোড়াগুলো ছোটাছুটি করে, খেলে পরস্পরের সঙ্গে, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে রেশমী পশম···

'যদি দেখা করো ওর সঙ্গে, এবং তোমাকে যদি পছন্দ হয় ওর···অনেক যদির ব্যাপার।'

'দেখতে কেমন ও?'

'ট্রেসি?' মনে মনে কী যেন ভাবল কেড। 'এখন অবশ্য বয়স হয়েছে ওর। বহুদিন ধরে আছে এখানে। শুনেছি একসময় ড্যান্স-হলের মেয়ে ছিল ও, সত্যি-মিথ্যে জানি না। একা থাকে, এবং একা থাকতেই পছন্দ করে। কয়েকটা কুকুর, একটা তোতাপাখি আর বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ান আছে ওর।'

'ইন্ডিয়ান?'

'কিকাপু ইন্ডিয়ান। বুড়ো, কিন্তু বিশালদেহী। প্রায় দানব বলা যায়। মুখ দেখে মনে হবে শত বছর বয়েস, অথচ এখনও দারুণ শক্তিশালী লোকটা। কোন ইন্ডিয়ানকে এত সুঠামদেহী হতে দেখিনি আমি। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সেরা কুস্তিগীর ছিল একসময়। শুনেছি কখনও ওকে হারাতে পারেনি কেউ। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিল লোকটা, ট্রেসি ওকে বাড়িতে কাজ দিয়েছে।

'গীটার আর বইপত্র নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয় ট্রেসি। প্রচুর পড়ে। গানও গায়। তবে শুধু নিজের জন্য গায়। ওর মুখেই লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, রোম…অনেক শহরের নাম শুনেছি। সবগুলোর অবস্থান জানিও না আমি। কমবয়সে নিশ্চই অনেক পুরুষের কাঙ্ক্ষিত মেয়ে ছিল ও।'

'কি মনে হয়, আমাদের ঘোড়া ধার দেবে ও?'

শ্রাগ করল কুক। 'বলা কঠিন। মুডের উপর নির্ভর করে ও। কখন কী করে, আগাম বলা মুশকিল। তবে ব্যবসার ব্যাপারে কিন্তু টনটনে জ্ঞান ওর, সামান্য লোকসানও মানতে রাজি নয়। প্রতিটি সেন্টের হিসাব রাখে, এক ডলারকে কীভাবে দ্বিগুণ করতে হবে, সেটাও জানা আছে ওর। এ পর্যন্ত কাউকে ঘোড়া ধার দেয়নি ও। তবে তোমাকে যদি পছন্দ হয়, দিতেও পারে।'

'রেফার্টি আসছে।'

নড়েচড়ে, দরজার মুখোমুখি হয়ে বসল জন।

ভিতরে পা রাখল বন্দুকবাজ। একা। খুঁটিয়ে তাকে দেখল জন। যতটা মনে করত, আসলে তারচেয়েও বিশালদেহী সে, চলাফেরাও স্বতঃস্ফূর্ত।

এই প্রথম, সরাসরি ওর দিকে তাকাল সে। 'দারুণ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল রেফার্টি। 'দারুণ দেখিয়েছ। তবে খেসারতও দিতে হবে। কারণ ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হয়নি আমার।' ক্যাথির দিকে সরে গেল বন্দুকবাজের দৃষ্টি। 'দুঃখজনক, এই মেয়েটাও কমবয়েসী।'

'তোমারও এমন কোন বয়স হয়নি, স্মোক,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'এবং সুস্থ, সবল মানুষ তুমি। ওভাবেই থাকবার চেষ্টা কোরো।'

স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

বন্দুকবাজের টেবিলে চলে গেল ফ্রাংক কেড। 'কিছু দেব তোমাকে, মি. রেফার্টি?'

'গরুর মাংসের রোস্ট,' নির্বিকার মুখে ফরমাশ দিল সে। 'আলু, পেঁয়াজ আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে কী যেন বানাও? ওটা দিয়ো।' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে, আচরণে মনে হলো জন বা ক্যাথির উপস্থিতি ভুলে গেছে।

ক্যাথির হাতে সামান্য চাপ দিল জন। 'চিন্তা কোরো না,' ফিসফিস করল ও। 'ঠিকই সফল হব আমরা।' বললেও ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট সন্দিহান ও, তবে আশা করছে এভাবে হয়তো নিজের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করতে পারবে।

শহরটা একেবারে খোলামেলা। নদী ধরে গেলে সামান্য আড়াল পাওয়া যাবে, কিন্তু বেশিদূর নয়, কয়েকশো গজ দূরেই উন্মুক্ত প্রেয়ারির শুরু। ঘোড়া পেয়ে যদি যাত্রাও করতে পারে, তুফান বেগে ছুটতে হবে ওদের, তবে দূরত্ব এত বেশি যে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ বাড়তি ঘোড়া থাকবে না সঙ্গে···

'ট্রেসিকে চেনো না তুমি,' পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু স্বরে বলল ফ্রাংক কেড, শুধু জন আর ক্যাথিই শুনতে পেল। 'ওর উপর ভরসা করে বসে থেকো না।'

সাপার করবার জন্য আসছে লোকজন। প্রথমেই চারজন ঢুকল, চেনে জন–নিক মুলানির ক্রু। মুলানির লোকজন ছাড়াও হলিস্টারের ভাড়াটে লোকেরাও রয়েছে শহরে, এবং দু'পক্ষই চায় ওদের।

'এই সুযোগে বরং পেটপূজা সেরে নিই,' বলল জন।

কিচেনে গিয়ে ওর জন্য খাবার নিয়ে এল ক্যাথি। নিজের জন্যও একটা থালা নিয়ে এসেছে। পাশের চেয়ারে, একেবারে ওর গা ঘেঁষে বসল ক্যাথি, যাতে নিচু স্বরে আলাপ করতে পারে দু'জন।

সূর্যাস্তের রক্তিম আলোয় উল্টোদিকের বাড়ির দেয়াল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় কী? ট্রেসির সঙ্গেই বা দেখা করবে কীভাবে? শুধু নদীর শুকনো তলায় কিছুটা কাভার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঠিকই ওদিকে নজর রাখবে শত্রুপক্ষ।

হঠাৎ চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্মোক রেফার্টি। দরজার কাছে চলে গেল সে, হাত বাড়িয়ে পাল্লা মেলতে যাবে, তখনই ঘোষণাটা দিল জন। 'ঠিক আছে, স্মোক। তাস বাঁটা হয়ে গেছে, এবার খেলা শুরু হবে।'

থমকে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ চাহনিতে বিদ্ধ করল ওকে, কিছুটা হলেও বিহ্বল দেখাচ্ছে। কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছে না, বুঝতে পারুক, তাও চায়নি জন। নিক মুলানির লোকজন শুনেছে, শুনতে পাক, তাই আশা করেছে ও।

শিগ্‌গিরই অন্ধকার নামবে। মুলানির এক ক্রু উঠে দাঁড়াল, খিলাল গুঁজে রেখেছে দাঁতের ফাঁকে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। চোখ তুলে স্মোক রেফার্টির অবস্থান দেখে নিল, তারপর হালকা পায়ে অনুসরণ করল।

ক্যাথির দিকে ঝুঁকে এল জন। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল: 'পক্ষ যদি বাছাই করতেই হয়, তা হলে শক্তিশালী পক্ষে থাকা উচিত। আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ওরাই করবে। দেখো!'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাথি, মনে মনে ভাবছে ওর মাথা ঠিক আছে কিনা। উত্তরে স্মিত হাসল জন, তারপর শ্রাগ করল।

'আমার কামরায় কী যেন রেখে এসেছ?' এবার নিচু স্বরে জানতে চাইল ও, শুধু ক্যাথিই শুনতে পাচ্ছে।

'সবচেয়ে উপরের ড্রয়ারে। কাগজের নীচে।'

'আমার সৌভাগ্য কামনা করো,' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল জন। নিক মুলানির ক্রুদের টেবিলের পাশে এসে থামল। 'তোমরা বরং ভেতরে থাকো, বাইরে গেলেই কচুকাটা হয়ে যাবে।'

উনিশ

বোধহয় শুরু থেকেই স্মোক রেফার্টিকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল মুলানির লোকরা, ভাবছে জন, কিংবা হতে পারে ওর কথায় চরমপত্র ঘোষণা করা হয়ে গেছে, সুযোগটা লুফে নিয়েছে তারা। যাই হোক, দরজা খোলা মাত্র রেফার্টির পিছু নেওয়া লোকটাকে আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখতে পেল ও। নাপিতের দোকান থেকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল আরও একজন।

ওরা হয়তো ভাবছে ঠিকই কোণঠাসা করে ফেলেছে বন্দুকবাজকে। কিন্তু রেফার্টির মত লোকের ক্ষেত্রে শেষকথা বলে কিছু নেই। পিস্তল হাতে গুলি করতে পারলেই পিস্তলবাজ বলা যায় না কাউকে, বরং পিস্তলবাজ হতে হলে কখন, কাকে গুলি করতে হবে জানতে হয়; এ ধরনের পরিস্থিতি বহুবার পেরিয়ে এসেছে বলেই রেফার্টি জানে কী করতে হবে।

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা রাইফেল তুলছে দেখেও তাকে থামানোর কিংবা রাইফেলের নিশানা থেকে সরে যাওয়ার কোন চেষ্টা করল না রেফার্টি, বরং সরাসরি তার দিকেই ছুটে গেল, এবং মুহূর্তের মধ্যে প্রতিপক্ষের অজান্তে দু'জনের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো। যে-ই গুলি করবে, সঙ্গীর গায়েও লাগতে পারে; তাই দু'জনেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল।

রাইফেলধারী দু'পা সরে গেল, বন্ধুকে লাইন-অব-ফায়ার থেকে দূরে রাখতে চাইছে; কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি ক্ষিপ্র স্মোক রেফার্টি, ইতোমধ্যে কাছাকাছিও চলে গেছে। ভোজবাজির মত তার হাতে উঠে এল পিস্তলটা, আগুন ওগরাল, দেখল লোকটার হাত থেকে রাইফেল পড়ে যাচ্ছে।

বাম হাতে হিচিং রেইল চেপে ধরল রেফার্টি, ওটাকে পিভট হিসাবে ব্যবহার করে চোখের নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল। পিছনের লোকটা সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখে গুলি করেছে ততক্ষণে। ঘূর্ণন শেষে, ডান পা মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল রেফার্টি। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে সিধে হলো লোকটা, দু'পা এগোল সামনে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল ধূলিময় মাটিতে।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল স্মোক রেফার্টি, দৃষ্টি রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়ানো জন ক্যালকিনের উপর। জন বেরিয়ে এসেছে জানত না সে, তবে আশা করেছে নিক মুলানির অন্য কোন ক্রু সঙ্গীদের সাহায্য করতে বেরিয়ে আসবে। কেউ যদি বেরোত, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যেত।

এক পা পিছিয়ে এল জন, ঘাড় ফিরিয়ে মুলানি-বাহিনীর দিকে তাকাল। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জন, একজনের হাতে কাঁটাচামচ আর ছুরি রয়েছে এখনও, আর চতুর্থজন ধীরে ধীরে কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'তোমাদের কাজকর্ম দেখছি মোটেই সন্তোষজনক নয়,' হালকা চালে বলল ও। 'যাই হোক, মনে হয় খাওয়া সেরে নিলেই ভাল করবে।'

স্টোর থেকে বেশ কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক মহিলা, পুরোপুরি হতচকিত, একটা হাত চেপে ধরেছে মুখের সঙ্গে। কসাইয়ের দোকান থেকে সাদা অ্যাপ্রন পরা এক লোক বেরিয়ে এল। 'পুরোটাই দেখেছি আমি,' লোকটার কথা স্পষ্ট শোনা গেল রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে। 'ওকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল ওরা। আত্মরক্ষা করেছে বিশালদেহী।'

'রেফার্টি নামের ওই লোকটা কয়েকদিন ধরে এখানেই আছে। কখনও কাউকে বিরক্ত করেনি। চুপচাপ স্বভাবের মানুষ, নিজের চরকায় তেল দিতে অভ্যস্ত।'

'এরা মুলানির লোক,' বলল অন্য একজন। 'হারু পার্টি!'

'শহরে এসে সবসময়ই গোলমাল করে ওরা। উচিত সাজা হয়েছে! এবার বোধহয় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক দরকার, দড়ি হাতে অন্যগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে।'

দরজাটা খোলা রয়েছে, তাই রেস্তোরাঁর ভিতরে প্রত্যেকে শুনতে পাচ্ছে কথাগুলো।

টেবিলের কাছে ফিরে এল জন। 'ফ্রাংক, আরেক কাপ কফি দাও তো! এই মুহূর্তে রাস্তায় বেরোনো ঠিক হবে না।'

'ওকে খুন করব আমি!' বিড়বিড় করল মুলানির এক ক্রু। 'ওটাই যদি...'

লোকটার দিকে ফিরল জন। 'হ্যাঁ, চেষ্টা করলে ওটাই হবে তোমার জীবনের শেষ কাজ। মাথাটা খাটাও। রেফার্টিকে তো চেনো না, আস্ত নরক নামিয়ে আনবে ও।'

রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। উত্তেজিত স্বরে তর্ক করছে লোকজন। সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন বেপরোয়া লোককে শহর থেকে খেদিয়ে দেওয়া উচিত—মন্তব্য করল কেউ কেউ।

উত্তেজিত মন্তব্য সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েছে জন। সবার নজর যখন অন্য দিকে, এটাই হতে পারে ওদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। কাপ হাতে উঠে দাঁড়াল

ও, চট করে কিচেনে ঢুকে পড়ল। দরজার আড়ালে গিয়ে ক্যাথির উদ্দেশে ইশারা করল।

কিছুক্ষণ পর পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সূর্যের আলো তখন ফিকে হয়ে এসেছে। ফ্রাংক কেডের পুরানো একটা কোট গায়ে চাপিয়েছে জন। এ মুহূর্তে শোডাউন নিয়ে মেতে আছে সবাই। ওদের পাশ কাটিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে যাচ্ছে লোকজন। এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল জন, হয়তো ভবিষ্যতে আর পাবেও না।

প্রায় একশো গজ আসবার পর থামল ওরা। পিছু নিয়ে আসছে না কেউ। রাস্তায় লোকজনের উত্তেজিত তর্ক শোনা যাচ্ছে। বাঁক নিয়ে গাছের আড়ালে চলে এল ওরা, তারপর ট্রেসির বাড়ির দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় উঠে এল।

বাড়িটা লগের তৈরি। এক অংশ দোতলা, শহরের মুখোমুখি। নীচতলার দুটো কামরায় বাতি জ্বলছে। বাড়ির অন্য অংশও আলোকিত। ওরা কাছাকাছি পৌঁছতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা, এক প্যান পানি ছুঁড়ে ফেলল। ক্ষণিকের জন্য থামল মহিলা, শহরের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, দৃশ্যত গোলাগুলির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ওদের পদশব্দ শুনতে পেল মহিলা, থমকে গিয়ে মুখোমুখি হলো।

'ম্যা'ম? তুমিই ট্রেসি?'

'ভিতরে আছে ও,' জবাব এল। 'বিরক্ত করা যাবে না ওকে।'

'ব্যাপারটা জরুরি,' বলল জন। 'আমার সঙ্গের এই লেডির নিরাপত্তার বিষয়ে আলাপ করতে হবে। টের পেয়েছ বোধহয় শহরে গোলমাল হয়েছে?'

'গুলির শব্দ শুনেছি আমি।'

'ওকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দিতে হবে,' ক্যাথির দিকে ইশারা করল জন। 'কয়েকটা ঘোড়া ধার করতে এসেছি আমরা।'

'ঘোড়া? তোমার নিশ্চই মাথা খারাপ হয়েছে! কাউকে ঘোড়া ধার দেয় না মিসেস কোবার্ন। বিশ্বাস করো, কাউকে না!'

'দেখা করতে পারব ওর সঙ্গে? দয়া করে ওকে বলো যে আমরা কথা বলতে চাই।'

নেহাত বিরক্তি নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরল মহিলা। জন আর ক্যাথি দরজার কাছাকাছি পৌঁছতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ওদের। 'বেশ,' খানিক ইতস্তত করবার পর বলল। 'বলে দেখব। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, বেশি আশা কোরো না। নিজের গরজ ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করে না মিসেস কোবার্ন।'

অ্যাপ্রন খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখল সে, তারপর ভিতরের একটা দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে; ক্ষণিকের জন্য ভিতর থেকে বাদ্য আর মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এল: "দ্য গোল্ডেন ভ্যানিটি" গাইছে কেউ।

অপেক্ষায় থাকল ওরা।

ভয় পাচ্ছে ক্যাথি। 'জন? মহিলা যদি ঘোড়া না দেয়, তা হলে কী করব?'

এতক্ষণ হয়তো শহরে ওদের অনুপস্থিতি টের পেয়ে গেছে প্রতিপক্ষ, নিশ্চই খোঁজাখুঁজি চলছে। তবে বেশ সাবধানতার সঙ্গে কাজটা করতে হবে তাদের, বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে না, কারণ পশ্চিমে শহুরে মানুষ বাড়াবাড়ি সহ্য করে না। তা ছাড়া, এখানে কোন ল-অফিসারও নেই। যার যার নিজস্ব সমস্যা যেহেতু লোকজন নিজেরা মিটিয়ে ফেলে; খেপে গিয়ে মুলানির ক্রু বা অন্যদের উপর চড়াও হতে পারে।

ভালই লাগছে অপেক্ষা করতে। ঘরটা উষ্ণ, ঝকঝকে পরিষ্কার; বাতাসে রুটি আর কফির সুঘ্রাণ।

আচমকা বাইরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ান। দানবই বলা উচিত। দীর্ঘ সুঠামদেহী বলে সুনাম আছে জনের, কিন্তু গায়ে-গতরে ওর চেয়ে দ্বিগুণ হবে কিকাপু ইন্ডিয়ান। শক্তিশালী চওড়া কাঁধ, পেশি কিলবিল করছে বাহুতে। বয়স হয়েছে, কিন্তু জরার কোন চিহ্ন নেই শরীরে।

'আমি জন ক্যালকিন,' পরিচয় দিল ও।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল: 'চিনি তোমাকে,' থেমে যোগ করল: 'বুটিদার একটা ঘোড়া রাইড করতে।'

বেশ কয়েক বছর আগের কথা এটা। এখন আর বুটিদার অ্যাপালুসায় রাইড করে না ও, এখানকার শত মাইলের মধ্যেও আসেনি কখনও। ওকে কোথায় দেখেছে ইন্ডিয়ান, জানতে চাওয়ার আগেই অন্দরমহলের দরজা খুলে কামরায় ঢুকল মহিলা, ইশারা করল ওদের।

দীর্ঘ ও পরিসর হলওয়ে ধরে এগোল ওরা। দু'পাশে দেয়াল-লাগোয়া বুকশেল্ফে অসংখ্য বই। লিভিংরূমের দরজায় উপস্থিত হলো, সম্ভবত দোতলার অংশ এটি, ধারণা করল জন। দরজায় মৃদু করাঘাত করল মহিলা, তারপর দরজা মেলে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল। ওরা ঢুকে পড়তে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

উঁচু একটা মঞ্চে, বিশাল চেয়ারে বসে আছে ট্রেসি কোবার্ন। জনের প্রথমে মনে হলো নির্জলা অহংকার সিংহাসনের মত জায়গায় আসীন করেছে মহিলাকে, তারপর ব্যাপারটা চোখে পড়ল—ঘরের মেঝে থেকে প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু মঞ্চের কারণে শহর বা আশপাশের এলাকা পরিষ্কার চোখে পড়ছে।

র‍্যাঞ্চটা পাহাড়ী ঢালে, শহর থেকে বড়জোর একশো ফুট উঁচু হবে। এক রাস্তা বিশিষ্ট শহরের প্রায় সবই চোখে পড়ছে এখান থেকে। খুঁটিনাটি দেখবার জন্য চেয়ারের পিছনে তেপায়ার উপর একটা টেলিস্কোপ বসানো। শহরটা শুধু দেখতেই পাবে না, বরং চাইলে যে-কারও মুখ খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ রয়েছে মহিলার।

ট্রেসি কোবার্ন ছোটখাট গড়নের মহিলা, লম্বায় বড়জোর পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি হবে, তবে এই বয়সেও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া এবং সুন্দরী। ঘন কালো চুল, মাঝে মধ্যে দু'একটা ধূসর রং পেয়েছে; বয়স যাই হোক, পঁচিশ বছরের যুবতীর মতই মসৃণ, নিটোল এবং উজ্জ্বল ত্বক। আরও একটা জিনিস দৃষ্টি কেড়ে নেয়, শঙ্কিত চাহনিতে জিনিসটা দেখল জন: চেয়ারের ডান পায়ার সঙ্গে একটা হোলস্টার স্থায়ী ভাবে জুড়ে দেওয়া, পয়েন্ট ফোর-ফোর কোল্ট শোভা পাচ্ছে ওখানে।

দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট চলে গেল, কিচ্ছু বলল না ট্রেসি কোবার্ন, স্রেফ খুঁটিয়ে দেখছে ওদের। 'বোসো, প্লীজ,' শেষে দুটো চেয়ারের দিকে ইশারা করল মহিলা।

দরজার দিকে তাকাল ট্রেসি। 'জুলি? কফি দেবে আমাদের? আমার জন্যও এনো।' তারপর জনের উপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'তুমি নিশ্চই জন ক্যালকিন। তোমার কথা অনেক শুনেছি, ইয়াং ম্যান।'

জনের উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না সে, ক্যাথির দিকে ফিরল। 'ওহ্, তুমি আসায় সত্যিই খুশি হয়েছি। ঠিক তোমাকেই দরকার ছিল! বয়স কম এবং দারুণ সুন্দরী। তোমার মত মেয়েকে একনজর দেখবার জন্য পঞ্চাশ মাইল রাইড করবে কাউবয়রা, তারপর ফিরতি পথে এক ছুটে পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দেবে যদি তুমি ওদের উদ্দেশ্যে মিষ্টি একটা হাসি উপহার দাও।

'কথাটা উঠল যখন, না বলে পারছি না, এমনও সময় গেছে যখন একজন পুরুষের মুখে হাসি দেখতে পঞ্চাশ মাইল রাইড করতে রাজি ছিলাম আমি।'

'কিছু মনে কোরো না, ম্যা'ম,' বলল জন। 'কিন্তু আমার ধারণা, সেটা করবার দরকার হয়নি কখনও।'

জনের দিকে ফিরল মহিলা, চোখজোড়া সামান্য জ্বলজ্বল করছে। 'হ্যাঁ, সত্যিই ক্যালকিন তুমি। এভাবেই কথা বলে ওরা।'

'ক্যালকিনদের কাউকে চেনো?'

প্রশ্নটা উপেক্ষা করল ট্রেসি, শুধু যোগ করল: 'ক্যালকিনদের গুপ্ত ভাণ্ডারগুলো সম্পর্কে অনেকেই জানে, দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন জায়গায় লুটের মালামাল লুকিয়ে রেখেছিল তোমার পূর্বপুরুষরা। আমার তো মনে হয় তুমি জানো ওসব কোথায়।'

'কিছুই জানা নেই আমার। যদি সত্যিও হয়ে থাকে, গল্পগুলো অন্যদের মত আমার কাছেও সমান-রহস্যময়। আমার পূর্বপুরুষ মানুষটা যে-কোন বিচারে শয়তানের সমতুল্য ছিল। কাউকে বিশ্বাস করত না। কিছু যদি লুকিয়েও রেখে থাকে সে, ওসবের হদিশ কেউই জানে না।'

ক্যাথির বিভ্রান্তি দূর করতে খেই ধরল ও: 'আমাদের এক পূর্বপুরুষ জলদস্যু ছিল। গল্পটা হচ্ছে ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এখানে আসে সে, সঙ্গে ছিল রত্ন ভরা কয়েকটা জাহাজ। পশ্চিম উপকূলে

যখন পৌঁছায় সে, ততক্ষণে পোকায় খেয়ে ফেলেছে জাহাজগুলো, প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম। বাধ্য হয়ে এখানে জাহাজ ভিড়ায় সে, রত্নগুলো এখানে-সেখানে লুকিয়ে রেখেছে।'

'সত্যি এসব?'

'কে জানে! যে-কোন বিচারে বদমাশ টাইপের লোক ছিল সে। স্রেফ লোকজনকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যও গল্পটা নিজেই ছড়িয়ে থাকতে পারে।'

'কিন্তু তারপরও বলা যায়, বিস্তর টাকা-পয়সা ছিল তার কাছে,' বলল ট্রেসি কোবার্ন। 'দারুণ আরাম-আয়েশের মধ্যে থাকত সে।' ক্যাথির দিকে ফিরল মহিলা। 'পরে অবশ্য হর্ন হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয় সে, কুইবেকের গ্যাসপে পেনিনসুলায় বসতি করে।' থামল ট্রেসি কোবার্ন, জনের দিকে ফিরল। চাহনি নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। 'কী চাও তুমি?'

'দুটো ঘোড়া। ক্যাথিকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব আমি, নইলে ঠিক খুন হয়ে যাবে ও।'

'কাউকে ঘোড়া ধার দেই না আমি। ওগুলো আমার নিজের জন্য। পোষা। প্রতিটাই দারুণ ঘোড়া।'

'তাই শুনেছি আমি।'

'কার ভয়ে পালাচ্ছ? হেনরি হলিস্টার নাকি বাড ব্যাগটের ভয়ে?'

তা হলে এদের সম্পর্কে জানে ট্রেসি কোবার্ন! ভাবছে জন, আর কতটা জানে? সহসা ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠল ও। আসলে ফাঁদে পা দেয়নি তো?

জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রেসি, ঝাড়া কয়েক মিনিট, আনমনে চেয়ারের হাতলে আঙুল ঠুকছে।

ট্রেসি কোবার্ন সম্পর্কে ভাবছে জন। বয়সের তুলনায় মহিলা এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া এবং সুন্দরী। কিন্তু আরও কী যেন আছে। হ্যাঁ, ধূর্ত। দারুণ চালাক, সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ও। কাছাকাছি একটা শহর থাকবার পরও কেন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে? শহরের রাস্তায়ই বা নজর রাখে কেন? স্রেফ কৌতূহল? নাকি সতর্কতা হিসেবে-বিপজ্জনক লোককে আগে থেকে চিনে রাখতে চায়?

শহরে ঘটনা সম্পর্কে কতটা জানে ট্রেসি?

ক্যাথির দিকে তাকাল জন। চোখ বিস্ফারিত মেয়েটার, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কী দেখেছে ও, নাকি আশঙ্কা করছে?

কামরার চারপাশে তাকাল জন, সূত্র পেতে চাইছে, সামান্য ইঙ্গিত, কিংবা…

লাল ভেলভেটের ড্র্যাপ, ঝকঝকে আসবাব। প্রায় অচেনা কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, সবক'টা স্বাক্ষর করা। যথেষ্ট দূরে বলে ছবির নীচের লেখাগুলো পড়া সম্ভব হলো না। অতীতে কি অভিনেত্রী ছিল ট্রেসি কোবার্ন?

'বোধহয় অযথা তোমার সময় নষ্ট করছি,' শেষে বলল ও। 'আশা করছি

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা দিতে পারব। আসলে ঘোড়া পাওয়ার পরপরই যাত্রা করব।'

'তোমাদের খুঁজতে এখানে আসবে না ওরা,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল মহিলা। 'অতটা বোকা নয় ওরা।'

'কিন্তু কখন যাব আমরা?'

'কাউকে ঘোড়া ধার দেই না আমি।'

উঠে দাঁড়াল জন। 'ধন্যবাদ। আমরা তা হলে চলে যাচ্ছি।'

'বসো!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ট্রেসি কোবার্নের স্বর। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, সরাসরি জনের দিকে। 'প্রাইভেট কারে হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছ তুমি, তাই না? কেন?'

'একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে আমাকে ভাড়া করেছে সে।'

'ও?' ক্যাথির দিকে ইঙ্গিত করল ট্রেসি।

'না। অন্য একটা মেয়ে। জুডাস বেলচারের মেয়ে।'

'পেয়েছ ওকে?'

'জানি কোথায় আছে ও।'

'খবরটা জানিয়েছ হলিস্টারকে?'

'এখনও জানাইনি। তবে, এতক্ষণে হয়তো খবরটা জেনে গেছে সে। একা আমিই মেয়েটাকে খুঁজিনি, আরও কয়েকজনকে কাজে লাগিয়েছে হলিস্টার।'

'তো এখন পালাচ্ছ তুমি।'

মহিলার মুখোভাব দেখে বিরক্তি এবং অসন্তোষ বোধ করল জন। 'হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি, আপাতত। তবে পালাচ্ছি না। খুন হওয়ার আগেই নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিতে হবে ক্যাথিকে।'

'আর তুমি?'

'আমিও যাব। কাউকে খুন করতে চাই না বলেই যাব।'

সুচাল আঙুল চালিয়ে ড্রাম বাজাল মহিলা, অন্তত ছয়টা আংটি রয়েছে একেক হাতে। 'একটা ঘোড়া দেব তোমাকে, যেতেও দেব,' তারপর তর্জনী তুলে ক্যাথির দিকে ইঙ্গিত করল। 'কিন্তু ও এখানেই থাকবে।'

বিশ

তর্ক করা কখনও কখনও অর্থহীন, এসব পরিস্থিতিতে ঝটপট কাজ দেখানোই

উচিত।

চট করে এক পা আগে বাড়ল জন। ট্রেসি কোবার্ন ওর উদ্দেশ্য আঁচ করবার আগেই, এক টানে চেয়ারের লাগোয়া হোলস্টার থেকে বের করে ফেলল কোল্টটা। 'চুপচাপ বসে থাকো, ট্রেসি। কখনও কোন মহিলাকে গুলি করিনি আমি, কিন্তু বেতাল করলে একটুও দ্বিধা করব না।'

দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে এল ও, একইসঙ্গে যাতে ট্রেসি এবং দরজা কাভার করতে পারে। 'চলো, ক্যাথি, বেরিয়ে যাই।'

'তুমি একটা আস্ত বেকুব!' চাপা স্বরে বিদ্রূপ করল ট্রেসি।

'আমার মত অনেকেই বেকুব। জানি না এসব থেকে কী পেতে চাইছ, ট্রেসি, কিন্তু টিকতে পারবে না এমন একটা খেলায় যোগ দিয়েছ তুমি।'

'তাই নাকি?' প্রায় তিক্ত শোনাল মহিলার কণ্ঠ। 'আমার তো মনে হয় না। কী মনে করো, এখানে খুব সুখে আছি? থাকছি, এরচেয়ে ভাল ভাবে থাকবার উপায় নেই বলে। হোটেল আর রেস্তোরাঁর সামান্য আয় থেকে মোটামুটি চলে যায় আমার।' ও, আবারও তর্জনী তুলে ক্যাথিকে নির্দেশ করল ট্রেসি। 'পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রার হদিশ জানে ও। সঠিক অবস্থান না জানলেও, এটা অন্তত জানে কীভাবে খুঁজে বের করা যাবে।

'ওকে আমার কাছে রেখে যাবে। কথা দিচ্ছি, ভাল একটা শেয়ার পাবে ও। তুমি ওকে এখান থেকে নিয়ে গেলেও, হয়তো পথেই খুন হয়ে যাবে মেয়েটা। বাড ব্যাগট বা হলিস্টারকে চিনি আমি, কেউ কারও চেয়ে সুবিধের নয় ওরা।

'ওদের প্রসঙ্গ উঠলই যখন, তোমার কথাও চলে আসছে। এসবে তোমার কী স্বার্থ? আমাদের মতই লাভের ধান্ধা করছ নিশ্চই?' নীল চোখে ক্যাথিকে বিদ্ধ করল ট্রেসি কোবার্ন। 'শোনো, মেয়ে, ওকে যদি বিশ্বাস করো, ঠকবে শেষে।'

'ক্যাথি? চলো!'

আগে আগে হাঁটছে ক্যাথি। হলওয়ে ধরে কিচেনে চলে এল ওরা। স্টোভে কাজ করছিল হাউসকীপ মহিলা, পদশব্দে ফিরে তাকাল, জনের হাতে পিস্তলটা দেখেও না দেখবার ভান করল।

বিনা ঝামেলায় বাড়ির বাইরে পা রাখল ওরা।

তবে বাইরে অপেক্ষায় ছিল ইন্ডিয়ান দানব। আলতো হাতে পিস্তলটা ধরে রেখেছে জন, নলটা ইন্ডিয়ানের দিকে তাক করা নেই। 'দুটো ঘোড়ায় স্যাডল পরাও,' নির্লিপ্ত স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'একটায় সাইড-স্যাডল লাগবে। ক্যাথিকে নিরাপদ কোন জায়গায় পৌঁছে দেব আমি।'

একটা শব্দও খরচ করল না সে, বার্নে ঢুকে দুটো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল। দারুণ ওগুলো, এত তেজী ঘোড়া সত্যিই বিরল। দ্রুত, দক্ষ হাতে স্যাডল চাপাল ইন্ডিয়ান। সারাক্ষণ তার উপর নজর রাখল জন, নিশ্চিত হলো জুত মত পেটি টাইট করেছে লোকটা।

সিঁড়ির গোড়ায় ফ্রাংক কেডের দেওয়া খাবারের প্যাকেট রেখে গিয়েছিল জন, ওটার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। ঘোড়ায় স্যাডল পরানোর পর সিঁড়ির কাছে চলে গেল ইন্ডিয়ান, প্যাকেট তুলে নিয়ে বেঁধে দিল জনের ঘোড়ার স্যাডলের পিছনে, তারপর বার্নে ঢুকে পড়ল আবার। তৃতীয় একটা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল একটু পর।

শহরের দিকে তাকাল জন। রাস্তায় একত্র হয়েছে বেশ কিছু লোক। সম্ভবত এদিকেই আসবে তারা।

'উঠে পড়ো, ক্যাথি,' স্যাডলে চাপবার সময় বলল ও। সম্পূর্ণ মনোযোগ বাড়ির দিকে।

'মহিলার কাছে একটা শটগান আছে,' জানাল কিকাপু। 'শিগ্‌গিরই বেরিয়ে আসবে ও। চলে যাও। আমিও চলে যাব।'

'ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'এখন আর আমাকে দেখতে পারে না ও,' থামল সে, মনে মনে বোধহয় উল্টেপাল্টে দেখল ধারণাটা। 'আসলে কখনোই আমাকে পছন্দ করত না।'

ক্যাথি রওনা দিয়েছে। সবে স্যাডলে চেপেছে জন, ঠিক এসময়ে সজোরে খুলে গেল দরজাটা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেসি কোবার্ন, হাতে শটগান। গুলি করবার জন্য শটগান তুলল সে, কিন্তু দরজার পাল্লা ফিরে এসে আঘাত করল কনুইয়ে, অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা। তবে ট্রিগারে চাপ পড়ায় বাকশট বেরিয়ে গেছে, বার্নের উপর দিয়ে লক্ষ্যহীন গন্তব্যে চলে গেল।

মহিলাকে দরজায় দেখেই স্পার দাবিয়েছে জন, চট করে বাড়ির পিছনে চলে এল। মুহূর্ত খানেক পরই রেঞ্জের বাইরে চলে গেল।

শটগান তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ির কোণে পৌঁছে গেল ট্রেসি, অন্য ব্যারেল খালি করল এবার। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির অন্য কোণ ঘুরে ক্যাথির পিছনে ঘোড়া ছুটিয়েছে জন। মোড় ঘুরবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, ইন্ডিয়ানকে দৃষ্টিসীমায় দেখতে পেল না।

গতি কমাল ক্যাথি, ওর পাশে চলে এল জন। 'এবার ঘোড়াচোর হয়ে গেলাম আমরা।'

'বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে গেলে ছেড়ে দেব এগুলোকে,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেল জন, পিছন ফিরে তাকাল আবার। ট্রেসি কোবার্নের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ঘোড়সওয়াররা। কয়েকজন দেখতে পেয়েছে ওদের, পিছু নিয়েছে আড়াআড়ি পথে।

সামনের জমি আপাত দৃষ্টিতে সমতল মনে হলেও, আসলে বিস্তৃত ঢালের আকারে দূরের পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চিমে হূকার হিল্‌সের উদ্দেশে ছুটছে ওরা।

'আমাদের ধরতে পারবে না ওরা,' মন্তব্য করল জন। 'এরই মধ্যে যথেষ্ট এগিয়ে গেছি আর ঘোড়াগুলোও দুর্দান্ত।'

'ইন্ডিয়ান লোকটা কোথায় গেল? ও কি আমাদের সঙ্গে আসবে?'

চিহ্নও নেই কিকাপুর, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দুটো বাকশট ছাড়া গোলাগুলির শব্দ শুনতে পায়নি জন, অবশ্য উদ্বেগ আর উত্তেজনার কারণে ঠিক মনোযোগও দেয়নি। সঙ্গে ইন্ডিয়ান লোকটা থাকলে দারুণ উপকার হত, কারণ পাহাড়ী এলাকাটা ওর চেয়ে অনেক বেশি চেনে সে; তবে ইন্ডিয়ান আদৌ দেখা নাও দিতে পারে।

এ নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তা করছে না ও। দুশ্চিন্তার আরও অনেক বিষয় রয়েছে। ওদের পিছু নিয়েছে শহর থেকে আসা ঘোড়সওয়াররা। সম্ভবত নিক মুলানির ক্রু এরা। নিশ্চই এলাকাটা খুব ভাল করে চেনে সবাই।

ট্রেসির মুখে বাড ব্যাগটের কথা শুনেছে। তার মানে ধারে-কাছেই আছে সে। লোকটা কীভাবে জড়িয়ে পড়ল জানা নেই জনের, তবে এটা জানে যে নির্দ্বিধায় ওকে খুন করবে সে এবং চাইবে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকুক ক্যাথি। নিঃসন্দেহে হেনরি হলিস্টারেরও একই ইচ্ছে। ব্যাগট দারুণ ধূর্ত লোক, ওদের গতি বা সম্ভাব্য গন্তব্য আঁচ করতে পারবে, বুঝে নেবে অনুসরণ করে সফল হতে পারবে কিনা।

একমাত্র উপায়: লোকটাকে ধোঁকা দিতে হবে।

হূকার হিল্‌সকে পিছনে ফেলে বিস্তীর্ণ ড্র ধরে দক্ষিণে এগোল ওরা। ক্রীকে সামান্য পানি বইছে, হেঁটে পার হলো ঘোড়াগুলো। পানি এত কম যে জনের ধারণা ক্রীকের তলায় ওদের ঘোড়ার ট্র্যাক ঠিকই চোখে পড়বে। তবে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা তো থাকছেই।

হিউর্ফানো নদী পেরিয়ে, কিনারা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমের এবড়োখেবড়ো অঞ্চলের দিকে এগোল ওরা।

ঘোড়াগুলো সত্যিই তেজী। ইতোমধ্যে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে ওরা। হয়তো নিরাপদে পাহাড়ে পৌঁছতে পারবে, কিন্তু তারপর? প্রতিপক্ষ ওদেরকে পালাতে দেবে না, পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা এবং রেল কোম্পানির সম্পত্তির আকর্ষণ মরিয়া হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পাঁচ মিলিয়নের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই জনের। হয়তো বোকামি হচ্ছে, বুড়ো বয়সে পরে অনুতাপও হবে বোধহয়, কিন্তু ওর প্রত্যাশা দুই হাঁটুর মাঝখানে একটা গতিশীল ঘোড়া, যেটায় চড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পাড়ি দিতে পারবে। আর কিছু নয়।

নিঃসঙ্গ রীজের চূড়ায় উঠবার সৌভাগ্য সবার হয় না—যেখান থেকে নীচে মাইলকে মাইল বিস্তৃত সবুজ তৃণভূমি দেখা যায়, প্রেয়ারি ধরে ধেয়ে আসা পাইন সুবাসিত বাতাস পুলকিত করে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মনকে; অভিভূত করে তুষারশুভ্র পাহাড়শ্রেণীর পিছনে অস্তমান সূর্যের আলোর ঝিলিক বা বিকেল গড়ানোর দৃশ্য—পাথরে গোলাপী আভা লেগে থাকে কিংবা শেষ বিকেলের আকাশে ফুটে ওঠে জাফরানী রং…সবই অপূর্ব! অচেনা-অজানা ঝর্নার পানি পান করবার নেশা, নিঃসঙ্গ ক্রীকে মাছ ধরবার ইচ্ছে, কিংবা দুর্গম পাহাড়ের বুকে নিজের চিহ্ন রেখে যাওয়ার বাসনাটাই রোমাঞ্চকর।

রাইড করবার সময় তেমন কথাই হলো না। জন অবশ্য চলবার সময় কথা বলা পছন্দও করে না। ক্যাথিও বোধহয় ওর অনীহা ধরতে পেরেছে, কিংবা নিজেও উৎসাহী নয়। প্রথম কারণ: কথা বলবার সময় মানুষের ইন্দ্রিয় ঈষৎ ভোঁতা হয়ে যায়—ক্ষণিকের জন্য হলেও—শ্রবণশক্তির ক্ষমতা কমে যায়। সেক্ষেত্রে অনেক শব্দই শুনতে পাওয়া যায় না।

ট্রেইলটা সঙ্কীর্ণ, সামনে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়ের উপর চোখ রেখে চলছে ওরা, পাহাড়ের তামাটে শরীর বেগুণী বর্ণ ধারণ করতে দেখতে পেল, দেখল ক্যানিয়নের আনাচে-কানাচে ছায়া ঘনাচ্ছে।

পাহাড় মানেই ফাঁদ। কথাটা জনের চেয়ে বেশি জানে না আর কেউ। গুটিকয়েক পাস বা কয়েকটা ট্রেইল আছে বড়জোর; সম্ভবত সবগুলোই চেনা আছে নিক মুলানির ক্রুদের। তা ছাড়া, জন জানে, ট্রেইল ধরে পাহাড়ে ওঠাও কম বিপজ্জনক নয়। যে-কোন ট্রেইলেরই গন্তব্য রয়েছে, আবার ট্রেইল না থাকলে কোথাও যাওয়াও সম্ভব নয়। বন্ধুর জমি ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটলেও পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, দেখা যায় খাড়া একটা ক্লিফের কিনারে পৌঁছেছে, যার পিছনে গভীর গিরিখাদ রয়েছে; অগত্যা ফিরে আসা ছাড়া উপায় থাকে না।

ওকে খুন করতে চায় প্রতিপক্ষ, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই; সম্ভবত ক্যাথিকেও ছাড় দেবে না। নিরাপদ কোথাও মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারত জন, ফিরে এসে মুখোমুখি হত শত্রুদের। তা ছাড়া, কাজও প্রায় শেষ। অ্যান হলিস্টার বা বেলচারকে খুঁজে পেয়েছে, একসময় আন্দ্রিয়া নামেই চিনত যাকে। আন্দ্রিয়াকে রক্ষা করবার মানসিকতা এখন আর নেই ওর, দাদা-নাতনী দু'জনেই মধুর হাঁড়িতে হাত ঢোকাতে অধীর হয়ে পড়েছে। দু'জন পরস্পরের মুখোমুখি হলে অনিবার্য সংঘর্ষ ঘটবে, হয়তো সেটাই ঘটা উচিত।

অতীত জানে বলেই ক্যাথি আন্দ্রিয়ার জন্য মূর্তিমান হুমকি। সম্ভবত জুডাস বেলচারের অঢেল বিত্ত সম্পর্কেও জানে ও, সেক্ষেত্রে আন্দ্রিয়া ছাড়াও অনেকের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাথি। ওর মৃত্যু কামনা করবে সবাই।

জেরিটোর কাছে বহু পুরানো, অস্পষ্ট একটা ট্রেইলের কথা শুনেছিল জন, সেইন্ট চার্লস পীকের কোল ঘেঁষে, অফির ক্রীকের দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা, কিছুদূর এগোলে ডীয়ার ক্রীকে পৌঁছে যেতে পারবে।

ক্লান্ত দেহে ডীয়ার ক্রীকের পশ্চিমে, অফির ক্রীকের কিনারে ক্যাম্প করল ওরা। কফি পান করবার পর আগুন নিভিয়ে দিল জন, তারপর আরও মাইল খানেক এগোল। পানি খাইয়ে গাছপালার ছায়ায় এক চিলতে তৃণভূমিতে পিকেট করল ঘোড়া দুটোকে। ধারে-কাছে জীবন্ত কোন প্রাণীর চিহ্ন চোখে পড়ল না।

ক্লান্ত ঠিকই, কিন্তু দু'জনের কারোই ঘুম পাচ্ছে না।

'জন? সত্যিই ভয় লাগছে আমার।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ওরা কেউই খাতির করবে না আমাদের।'

'কিন্তু ট্রেসি! অথচ আমি ভেবেছি...'

'মধু থাকলে ভ্রমর আসবেই! অন্যদের সঙ্গে ট্রেসির ভেদাভেদ নেই। আরও ভাল ভাবে, ভাল কোন জায়গায় থাকবার ইচ্ছে ওর, সেটা সম্ভব করতে সবই করবে ও। পাঁচ মিলিয়নের লোভে পেয়ে বসেছে ওদের। এত টাকার ব্যাপার যখন, কাউকে বিশ্বাস করি না আমি।'

'এমনকি তুমিও ওই টাকা চাও?'

উত্তর দেওয়ার আগে খানিক ভাবল জন। 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, কারণ টাকার জন্য পাগল না হওয়ার মত বোধটুকু আছে আমার। হয়তো লোভ আমাকেও পেয়ে বসবে, তবে এ মুহূর্তে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকাতে পারলেই খুশি আমি।'

'জীবনে কী প্রত্যাশা তোমার, জন?'

'দেশটা ঘুরে-ফিরে দেখব আরও, তারপর কোন একদিন নিজের জন্য ছোট একটা জায়গা পছন্দ করব। হয়তো বোকাসোকা দেখে একটা মেয়েকে বিয়েও করে ফেলব। গরুর পাশাপাশি ঘোড়া পালব। ব্যস, নিশ্চিন্তে কেটে যাবে জীবনটা।

'কেউ কেউ শহুরে জাঁকজমকে থাকতে পছন্দ করে। মহিলাদের সমীহ আদায় করতে কিংবা সুনাম পেতে চায়, সঙ্গে চায় সমৃদ্ধি। কিন্তু ওসব চাই না আমার। নির্জন প্রান্তরে চলে যাওয়া ট্রেইল পাড়ি দেওয়ার, রীজের চূড়া থেকে চারপাশে তাকানোর সুযোগ কিংবা একটা ক্যাম্পের কাঠপোড়া ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই দিব্যি চলে যায় আমার।'

'তোমার চাওয়া নিতান্তই কম।'

'হয়তো। কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে লোকজন। জীবন যতদিন থাকে, চাওয়া-পাওয়ার হিসাবও কখনও শেষ হয় না। আমার ভাইয়ের কথাই ধরো, সাফল্য চায় ও, হয়তো পাবেও। কিন্তু আমার মত অনেকের জীবনে চাওয়া খুব কম। অল্প এবং মামুলি জিনিসেই সন্তুষ্ট।'

'কী মনে হয়, আমাদের অনুসরণ করবে ওরা?'

'হ্যাঁ। আমাদের গন্তব্য অনুমান করে আগেই পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এখানেই চালাকিটা। ওদেরকে ধোঁকা দেব আমরা। এমন ভাবে এগোব, ওদের ধারণা হবে নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে ওখানে যাব না।'

'ওহ্, লোকগুলোকে ঘৃণা হচ্ছে আমার!'

'উঁহুঁ, ঘৃণা কোরো না, তার যোগ্য নয় কেউ। কাউকে কখনও ঘৃণা করিনি আমি, করবও না। যার যার করণীয় করে সবাই, মাঝে মধ্যে হয়তো কাজটাকে অনুচিত মনে হয় অন্যদের। শত্রুকে ঘৃণা করে অযথা শক্তি খরচের কী দরকার! প্রয়োজনে গুলি করো তাকে, কিন্তু ঘৃণা করবার দরকার নেই।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি, জন!'

'আমি আসলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ। কেউ যখন আমার দিকে পিস্তল তোলে, নিজেকে রক্ষা করি। কেউ যদি আমাকে শিকার করতে আসে, ধরে নিই আমারও তাকে শিকার করবার অধিকার আছে।

'এবার বিশ্রাব নেব আমরা। দিনের আলো ফুটবার আগে দক্ষিণে রওনা হব। গবলবার নব পেরিয়ে, হার্ডস্ক্র্যাবল মাউন্টেন ছাড়িয়ে যেতে হবে। ওই পাহাড়টা সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না, কিন্তু ওক ক্রীক ধরে একটা ট্রেইলের কথা জানা আছে। আপাতত ওটাই আমাদের গন্তব্য।'

ওক ক্রীক গন্তব্য, নিজেকেও বলল জন, কিন্তু জানে আদৌ ও-দিকে যাওয়া হবে না।

পাইনের পাতা আর শাখাপ্রশাখা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। নিশ্চিন্তে ঘুমাল।

ওরা যখন জাগল, চারপাশে তখনও অন্ধকার। বাতাস ঠাণ্ডা। গা থেকে পাইনের পাতা ঝেড়ে ছোট্ট তৃণভূমিতে চলে এল জন, পিকেট-পিন তুলে ঘোড়া দুটোকে পানির কাছে নিয়ে গেল–ইচ্ছেমত পানি খাওয়ার সুযোগ দিল ও, সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছে মৃদু মৃদু, ভোরের আকাশে ফুটে থাকা শেষ কয়েকটা নিষ্প্রভ তারার দিকে তাকাল।

মাথা তুলল ওর ঘোড়াটা, চিবুক থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে। 'আয়, বাছা,' মৃদু স্বরে ডাকল ও। 'অনেকদূর যেতে হবে।' ওর দিকে ফিরল ঘোড়াটা, তারপর মুখ দিয়ে গুঁতো দিল ওকে। দুই কানের মধ্যবর্তী জায়গাটা ঘষে দিল জন। সত্যিই দুর্দান্ত ঘোড়া, ছেড়ে দিতে কষ্টই হবে। কিন্তু উপায় নেই। হয়তো ইতোমধ্যে ওদের বিরুদ্ধে ঘোড়া চুরির অভিযোগ এনেছে ট্রেসি কোবার্ন।

'জন? সত্যিই কি পালিয়ে যেতে পারব আমরা?' স্যাডল পরানোর সময় উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ক্যাথি।

'নিশ্চই,' বলল ও, কিন্তু ততটা আত্মবিশ্বাসী নয়। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অনেক, তা ছাড়া এলাকাটাও ওর চেয়ে বেশি চেনে।

দুলকি চালে গবলবার নবের দিকে এগোল ওরা। বাতাস স্থির হয়ে আছে। খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। আচমকা গতিপথ পরিবর্তন করল জন–শত্রুপক্ষের জন্য অনুসরণের কাজটা কঠিন করে তুলতে চাইছে–জাংকিন্স ক্রীকের দিকে এগোল। টানা মাইল দুয়েক ক্রীকের কিনারা ধরে এগোল, এতে ট্র্যাক পড়বে কম; তারপর ক্রীক পেরিয়ে একটা চড়াই পাড়ি দিয়ে হার্ডস্ক্র্যাবল বেসিনে পৌঁছল।

দুপুরে সুউচ্চ বীয়ার মাউন্টেনের পাদদেশে থামল ওরা। মাথার উপর আকাশ ঢেকে রাখা পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, পানি বা ঘাসও রয়েছে। খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে মিনিট ত্রিশ পর যাত্রা করল।

শহর থেকে যাত্রা করবার পর খুব কমই কথা হয়েছে ওদের মধ্যে।

ক্যাথির শঙ্কা কাটছে না, জনও উদ্বিগ্ন। নিজের জন্য নয়, বরং মেয়েটার জন্য ভয় পাচ্ছে। তবে জানে ঠিক কখন মুখোমুখি হবে শত্রুর, কিছু গোলাগুলিও হবে। একা ও, বিপক্ষে যে কতজন আছে শুধু খোদাই জানেন!

বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। এবার সতর্ক হওয়ার পালা, যত কম সম্ভব ট্র্যাক পিছনে ফেলে যেতে চাইছে জন; একইসঙ্গে উত্তরে, কিছুটা পুব দিকে সরে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন। আশা করছে প্রতিপক্ষ ধরে নেবে ওক ক্রীক পেরিয়ে ক্যানন সিটির ট্রেইল ধরবে ওরা।

ক্যানিয়নের মুখে এসে ইচ্ছে করেই কিছু ট্র্যাক ফেলে গেল ও, পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, তবে বোঝা যাবে ওক ক্রীকের ট্রেইল ধরেছে। ক্রীক ধরে প্রায় আধ-মাইল এগোল, তারপর ভিন্ন পথে ফিরে এসে ক্রীকে নেমে পড়ল। কয়েক জায়গায় ক্রীক ছেড়ে জমিতে উঠে এল, তবে ট্র্যাক মুছে দিল যতটা সম্ভব—ধুলো ছড়িয়ে দিল কিংবা ছাপের উপর পাতা ছড়িয়ে দিল।

কার্লে পীকের পাদদেশ ছুঁয়ে, গ্রেপ ক্রীক ধরে এগোল কিছুক্ষণ, তারপর পশ্চিম দিক থেকে আসা অন্য একটা ক্রীক ধরে এগোল। দারুণ ক্লান্ত বোধ করছে দু'জন। ঘোড়াগুলোও। এ পর্যন্ত পিছনের ট্রেইলে কাউকে চোখে পড়েনি, যদিও দু'বার কয়েকটা হরিণকে চমকে দিয়েছে।

আচমকা খাড়া হয়ে গেল জনের ঘোড়ার কান দুটো, মুহূর্ত খানেক পর মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল ও।

সামনে, পঞ্চাশ গজ দূরে একজন লোক আর এক মহিলা কথা বলছে!

একুশ

ওরা যেমন দেখেছে, একইসঙ্গে ওদেরও দেখতে পেয়েছে দুই নারী-পুরুষ। এড়ানোর উপায় নেই যখন, অগত্যা সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল জন।

জন আর ক্যাথিকে নিরীখ করল ওরা, ঘোড়াগুলোও দেখল। পশ্চিমা মানুষ বলেই বোধহয়, পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না তাদের।

'স্যার,' মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে বলল জন। 'ম্যা'ম? একটা সমস্যায় পড়েছি। কিছু খাবার আর তাজা দুটো ঘোড়া দরকার আমাদের। এই ঘোড়াগুলো আমাদের নয়, তাই ছেড়ে দিতে হবে। আশা করি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে ওরা।'

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করল দু'জনই, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর লোকটা বলল: 'বাড়িটা কাছেই। চলে যাও, তোমাদের পিছন

পিছন আসছি আমরা।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনায় পৌঁছে লাগাম টানল ওরা। 'জন? কী করব আমরা?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল ক্যাথি।

'যা করা উচিত। সত্যি কথাই বলব। মিথ্যে বলে লাভ নেই। একটা মিথ্যে ঢাকতে কয়েকটা বলতে হবে।'

স্যাডল ত্যাগ করে ক্যাথিকে নামতে সাহায্য করল জন। দারুণ ক্লান্ত বোধ করছে মেয়েটা, মুহূর্ত কয়েক ওর বাহু ধরে থাকল, তারপর একটু দূরে সরে গেল। 'জন, এত ক্লান্তি লাগছে! আমি বোধহয় পারব না!'

'উপায় নেই, ক্যাথি। ঘোড়া না পেলে হাঁটতে হবে, তবু থাকা যাবে না এখানে। থাকলে অযথা বিপদে পড়বে এই মানুষগুলো।'

ঘোড়ার গা থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলে ওগুলোকে করালে নিয়ে এল জন। 'সম্ভব হলে এদের কিছু দানা-পানি দাও,' বাড়ির কর্তাকে বলল।

'তুমি বরং ভিতরে যাও। লিজা তোমার জন্য কিছু একটা তৈরি করে দেবে।'

'দুটো ঘোড়া দরকার। কিনব।'

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল লোকটা, চাহনি কঠিন। 'এ বিষয়ে পরে কথা হবে,' ঘোড়ার কাছে চলে গেল সে। 'কোত্থেকে পেলে এগুলো?'

'ট্রেসি কোবার্নের ঘোড়া। রেল ডিপোর ওই শহরে যে-রেস্তোরাঁটা আছে, ওটার মালিক। পুরো মালিকানা অবশ্য ওর একার নয়, ফ্রাংক কেড আর এই লেডিও সমান অংশীদার।'

'ও তোমার স্ত্রী নয়?'

'না, স্যার। বন্ধু বলা যেতে পারে। মহা বিপদে আছে মেয়েটা।' হ্যাট সরিয়ে কপাল আর ভুরুর ঘাম মুছল জন, তারপর হ্যাটবেন্ড পরিষ্কার করল। 'সত্যি কথাই বলছি, খুনোখুনির ভয় ছিল বলে চলে এসেছি আমরা।' লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখে দ্রুত মাথা নাড়ল ও। 'মেয়েঘটিত সমস্যা নয়, ব্যাপারটা আসলে টাকার। ওরা যদি ক্যাথিকে ধরতে পারে, নির্ঘাত খুন করে ফেলবে।'

'তোমাকে?'

'অবশ্যই। আমি এতে অভ্যস্ত, সেজন্যই ক্যাথির মত ভড়কে যাইনি। কয়েকবার গুলিও খেয়েছি।'

জনের সিক্সশূটারে দৃষ্টি চালাল সে। 'কেমন চালাতে পারো এটা?'

'মন্দ নয়।'

আগেই বাড়িতে ঢুকে গেছে ক্যাথি, এবার জনও ঢুকে পড়ল। ক্যাথিকে কোথাও দেখতে পেল না, মহিলা স্টোভে কাজ করছে–কিছু রান্না করছে বোধহয়।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল লিজা। বড়বড় সুন্দর চোখে মায়া ফুটে উঠেছে। চুলে ধূসর ছোপ পড়তে শুরু করলেও, এখনও বেশ আকর্ষণীয়া; এবং

মায়াবতী, চেহারার মধ্যে মায়া মায়া ভাব রয়েছে। 'ওকে ভালবাস তুমি?' সৌজন্যমূলক কোন আলাপ নয়, প্রথমেই অদ্ভুত প্রশ্নটা করে বসল মহিলা।

একেবারে বেকুব বনে গেল জন। 'ইয়ে…মানে…' আমতা আমতা করে বলল শেষে, 'এ মুহূর্তে জান নিয়ে ছুটছি আমরা। ভালবাসা দূরে থাক, আসলে দু'দণ্ড কথা বলবার সুযোগও নেই।'

'মেয়েটা দারুণ সুন্দরী। এমন মিষ্টি চেহারা দেখা যায় না সচরাচর।'

'ঠিকই বলেছ, সত্যিই সুন্দরী ও। আর আমি হচ্ছি ভবঘুরে স্বভাবের মানুষ। কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি না। ট্রেইল দেখলে ছুটতে থাকি, ওটা কোথায় গেছে, কখনোই আমল দেই না। এ ধরনের জীবন কোন মেয়ের কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।'

'আমার স্বামীও ওরকম ছিল। এখন অবশ্য পুরোপুরি বদলে গেছে। স্বামী হিসেবে দায়িত্বে অবহেলা করেনি কখনও।'

অস্বস্তি বোধ করছে জন, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারছে না। বিপদে না থাকলে, বিশেষ করে ক্যাথির কারণে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেত এবং যাত্রা করত নিজের পথে।

'তোমাদের জায়গাটা সুন্দর,' মন্তব্য করল ও, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে পেরে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে।

'সুন্দর ভাবে গড়ে নিয়েছি আমরা। দু'জনে।'

'হাত ধোয়ার মত বেসিন আছে?' চারপাশে তাকাল ও।

'পিছনের দরজার কাছে পাবে। সাবান আর তোয়ালেও আছে।'

হাত-মুখ ধু'তে বাইরে বেরিয়ে এল জন, দেখল স্টেবল থেকে দুটো ঘোড়া নিয়ে আসছে বাড়ির মালিক। ওদের গিয়ার চাপিয়েছে পিঠে। হিচ রেইলের সঙ্গে ঘোড়া দুটো বাঁধল সে।

'তাড়াহুড়োয় চলে যেতে হতে পারে তোমাদের,' ব্যাখ্যা দিল সে।

'কত পাওনা হয়েছে তোমার?' —

শ্রাগ করল সে। 'যদি কিনতে চাও, মাথা পিছু ষাট ডলার। আর যদি ধার নিতে চাও, গন্তব্যে পৌঁছে ছেড়ে দিয়ো। বাড়ি ফিরে আসবে ওরা।'

'কিনে নেওয়াই মঙ্গল।'

বাড়ি ঢুকল সে, তার পিছু নিয়ে এগোল জন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাউকে বিশ্বাস না করাই শ্রেয়, বিশেষ করে লোকটা যখন পিছনে থাকে। ডাইনিংরুমে এসে দেখল টেবিলে খাবার পরিবেশন করেছে গৃহকর্ত্রী, আর কফি ঢালছে ক্যাথি।

পকেট থেকে টাকা বের করল জন। একশো বিশ ডলার স্বর্ণমুদ্রা গুনে এগিয়ে দিল লোকটার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে মুদ্রাগুলো দেখল সে, তারপর চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে।

'স্বর্ণমুদ্রা খুব কমই দেখা যায় এদিকে,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল লোকটা।

'টাকাটা সৎ উপায়ে অর্জন করেছি, এবং সামান্যই অবশিষ্ট আছে।'

কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। সঙ্গে কত টাকা আছে, কাউকে জানতে দিতে অনিচ্ছুক বলেই মিথ্যে বলেছে জন। কথায় আছে বিপদ কখনও একাকী আসে না। আপাত দৃষ্টিতে যাকে সৎ বলে মনে হয়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে-ই লোভী হয়ে উঠতে পারে। মানুষের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে জন, সঙ্গ উপভোগ করে, কিন্তু সবাইকে বিশ্বাস করে ঠকতে রাজি নয়।

যত দ্রুত সম্ভব যাত্রা করাই উচিত। কিন্তু এমন আরামদায়ক জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার আকর্ষণ লোভনীয় হয়ে উঠছে। ওয়েবদের বাড়িটা সত্যিই আরামদায়ক, সুন্দরও। জানালায় নকশাদার পর্দা ঝুলছে, মেঝেয় গালিচা। প্রতিটি বাসনকোসন ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝেয় বসে খেতেও অনীহা হবে না কারও, যদিও আদৌ সেটা করবার প্রয়োজন নেই, কারণ ডাইনিং টেবিলটা যথেষ্ট বড়।

স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে ক্যাথি। এদিকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে জন।

এ পর্যন্ত ভালই এগিয়েছে ওরা, ব্যবধানটা ধরে রাখা উচিত। তবে জন নিঃসন্দেহ যে যথেষ্ট দূরে রয়েছে প্রতিপক্ষ। কেউ কেউ ধোঁকা খেয়ে ক্যানন সিটিতে চলে যাবে, কাছাকাছি শহর ওটাই এবং আইনের সাহায্য পেতে হলে ওখানেই যেতে হত ওদের। এগিয়ে এসে মুখোমুখি হতে চাইবে শক্ররা।

তবে ক্যানন সিটিতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর।

গল্প ভালই করতে জানে ক্যাথি। ওর ভুবনে অবশ্য আগন্তুকদের স্থান নেই। আচমকা মা-র কথা মনে পড়ল জনের, ক্যাথির সঙ্গে জেসিকা ক্যালকিনের গল্প কেমন জমবে কিংবা নিত্যসঙ্গিনী হিসেবে ক্যাথিকে কীভাবে নেবেন ওর মা, ব্যাপারটা আনমনা করে তুলল ওকে। ভাবনাটাকে বেশিদূর এগোতে দিল না, লাগাম টানল। এ ধরনের ভাবনা আসলে ফাঁদ। বাঁধনহীন একজন মানুষকে বিপদে ফেলে দিতে পারে। জোড়া হার্নেসে আটকা পড়বার আগে বহু বিস্তৃত প্রান্তর, তৃণভূমি আর পাহাড়সারি পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে ওর।

'বিপদে পড়তে না চাইলে,' পরামর্শ দিল বাড়ির মালিক। 'উত্তরে যাওয়া উচিত হবে না। লুকআউট মাউন্টেনের দিকে যেতে চাইলে কপার গাল্শ হয়ে যেতে পারো। উত্তরে গেলে কোণঠাসা হয়ে পড়বে।'

'জায়গাটা কেমন?'

'হাজার ফুট নিচু খাদ। জায়গাটার নাম রয়েল গর্জ। ঠিক শুরুতেই ক্যানন সিটির অবস্থান।'

বিহ্বল বোধ করছে জন, তবে মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। মনে মনে কষে গাল বকল নিজেকে। এতটা ভুলোমনা হলো কী করে? সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটটা সম্পর্কে জানত ও, অথচ বেমালুম ভুলে গেছে! বিশাল এবং গভীর খাদ। প্রাকৃতিক একটা মৃত্যুফাঁদ।

'তোমার শত্রুরা এলাকাটা চেনে?'

'সম্ভবত।'

'তা হলে নির্ঘাত গ্রেপ ক্রীক এবং কপার গাল্শে তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে ওরা।'

ঠিকই বলেছে ওয়েব। খাওয়ার ফাঁকে সমস্যাটা নিয়ে ভাবল জন, সহজ এবং নিরাপদ একটা সমাধান বের করবার প্রয়াস পেল।

'যদি লুকআউট মাউন্টেনের দিকে যাও,' পরামর্শ চালিয়ে গেল ওয়েব। 'টেক্সাস ক্রীকের পশ্চিমের ট্রেইল ধরে রোড গাল্শের দিকে যেতে পারো, তা হলে হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে ওদের।'

কফির মগ হাতে উঠে দাঁড়াল জন, দরজার কাছে চলে এল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল: 'তোমরা বরং আমাদের কথা ভুলে যাও। ট্র্যাক ধরে ঠিকই এখানে চলে আসবে ওরা, সেক্ষেত্রে কিছু জিজ্ঞেস করলে বোলো বাড়িতে ছিলে না তোমরা। তোমাদের অনুপস্থিতিতে করাল থেকে কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে চলে গেছি আমরা।'

'মিথ্যে বলতে ভাল লাগে না আমার।'

'মিস্টার, এই লোকগুলো সত্যি সত্যি খারাপ, কেউ কেউ ঠাণ্ডা মাথার খুনি। শারীরিক অত্যাচার, খুন-জখম ওদের কাছে মামুলি ব্যাপার। ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে হলে বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে, সেক্ষেত্রে বোলো কয়েকটা ঘোড়া আর কিছু খাবার চুরি হয়েছে তোমাদের অনুপস্থিতিতে, তা হলে কোন ঝামেলায় পড়বে না।'

'বেশ। ভেবে দেখব।'

চোখাচোখি হলো ক্যাথির সঙ্গে। উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, তবে জন নিজেও ক্লান্ত; কিন্তু যাত্রা করা ছাড়া উপায় নেই। ধাওয়ার পর্ব সবে শুরু হয়েছে। তাজা ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়েছে যখন, এগিয়ে থাকবার সুবিধা কাজে লাগানো উচিত। তা ছাড়া, নতুন একটা আইডিয়াও খেলেছে ওর মাথায়। হঠকারি আইডিয়া হতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে দারুণ সম্ভাবনাময়।

কফি শেষ করে বেরিয়ে এল জন। ঘোড়া দুটো তৈরি করে ক্যাথির জন্য অপেক্ষায় থাকল। দেখল বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটা। ক্যাথিকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল ও। মেয়েটির জন্য করুণা আর সহানুভূতি বোধ করছে, সাইড-স্যাডলে দীর্ঘ পথ রাইড করা চাট্টিখানি কথা নয়।

লুকআউট মাউন্টেনের দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা। বেশ কিছুটা এসে ফিরে তাকাল জন, দেখল র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ওয়েব দম্পতি।

*

'ফিল?' চিন্তিত শোনাল মিসেস ওয়েবের কণ্ঠ। 'যুবকের কোমরটা কেমন চওড়া ছিল, খেয়াল করেছ? অদ্ভুত! এমন সুঠামদেহী একহারা গড়নের

তুলনায় কোমরটা কেমন বেখাপ্পা লাগছিল!'

'আমি নিশ্চিত মানিবেল্টের কারণে, লিজা,' উত্তরে বলল ফিল ওয়েব। 'স্বর্ণমুদ্রায় ঘোড়ার দাম মিটিয়েছে ও, এমন ভাবে টাকা দিচ্ছিল যেন খুচরো পয়সা দিচ্ছে। মনেই হয়নি সঞ্চয়ের শেষ টাকাগুলো খরচ করছে। বরং মনে হচ্ছিল নিজের সামর্থ্য বা ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন সে, খরচের ব্যাপারে একটুও চিন্তা করছিল না।'

'জেম মাউন্টেনের বহু পুরানো ট্রেইলটার কথা বলোনি ওদের।'

'ভাল ঘোড়া আছে ওদের সঙ্গে। রোড গাল্‌শ বা টেক্সাস ক্রীকের কাছে পৌঁছে যেতে সময় লাগবে না।'

'খেয়ে নাও, ফিল। তুমি স্যাডল সাজাতে সাজাতে বাড়তি খাবার তৈরি করে ফেলব আমি।' একটু থামল মহিলা। 'ভারী কোটটা নিয়ো সঙ্গে, বাইরে ঠাণ্ডা পড়বে।' আবারও দ্বিধা করল লিজা ওয়েব। 'দু'জনকে দারুণ লাগছিল! মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে সত্যিই ভাল লেগেছে আমার।'

ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল ফিল, দেখল পাতলা একটা তোয়ালেয় জড়িয়ে খাবার হাতে দরজায় অপেক্ষা করছে লিজা। বারল্যাপ ব্যাগে ওটা ঢোকাল মহিলা। 'কেবলই মেয়েটার কথা ভাবছি, ফিল। ওহ্, ওর সঙ্গে কথা বলতে এত ভাল লেগেছে! মেয়েটা এখানে থাকলে দারুণ কাটবে আমাদের!'

'চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলো, লিজা। মেয়েটা হয়তো সন্দেহ করে বসে আছে।'

'অন্তত কিছুদিনের জন্য? ফিল, অন্যদের ক্ষেত্রে তো তেমন কোন সমস্যা হয়নি।' প্রায় মিনতির মত শোনাল মহিলার কণ্ঠ।

'সবাই আমাদের সমীহ করে, শুধু এজন্যই ঝামেলা হয়নি। কিন্তু কমবয়েসী একটা মেয়ে থাকলে, যে-কোন সময় সমস্যা হতে পারে। ছেলেটার পিস্তল, ঘোড়া বা স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পেলেই খেপে যাবে মেয়েটা। চিন্তাটা বাদ দাও। জানি খুব একা লাগে তোমার, কিন্তু অন্তত এদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। যুবকের মানিবেল্টটা পেলেই খুশি হব আমি।'

'মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য? আচ্ছা, এক সপ্তাহ?'

সামান্য ভাবল ফিল ওয়েব। 'যাচ্ছি আমি। ওর আগেই জায়গামত পৌঁছতে হবে। পথটাই রুক্ষ।'

'যা ভাল মনে হয়, তাই কোরো, ফিল। কিন্তু অপেক্ষায় থাকবার সময় গায়ে কোট চাপিয়ো। পাহাড়ে যা ঠাণ্ডা পড়ে!'

*

এল্কহর্ন মাউন্টেনের একটা খাঁজে উঠে এসে পিছন ফিরে তাকাল জন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর ফেলে এসেছে ওরা, সকালের কোমল রোদে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সবুজ তৃণভূমি। কোথাও কেউ নেই, কেউ পিছু নিয়ে আসছে না। নিশ্চিন্ত মনে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছিল ও, তখনই চোখের কোণে ঠেকল কী যেন—সঙ্গে সঙ্গে ফিরে

তাকাল।

ধুলো? যথেষ্ট দূরে বলে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ধোঁয়াও হতে পারে। কিংবা অস্বাভাবিক ভাবে জন্মানো কোন উদ্ভিদ বা গুল্ম। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, আনমনে ভাবছে: উঁহুঁ, ধুলো নয়।

ঠিকই বলেছে ফিল ওয়েব। গ্রেপ ক্রীক এবং কপার গাল্শ, দু'জায়গায়ই লোক রাখবে নিক মুলানি বা বাড ব্যাগট—এতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ পাহাড় পেরিয়ে পুবে যেতে হলে ওই দুটোই সুবিধাজনক ট্রেইল। সেক্ষেত্রে, পশ্চিমে বাঁক নেওয়াই উচিত হবে।

টেক্সাস ক্রীক? মনে মনে ভাবছে জন। টেক্সাস ক্রীকের কাছাকাছি যদি আরকান্সাস নদী পেরোয়, তা হলে সরাসরি পাহাড়ী এলাকা ধরে ডেনভারে চলে যেতে পারবে। ওখানে পৌঁছে, দক্ষ কোন ল-ইয়ারের সাহায্য নিয়ে প্রায় সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও, ধারণাটা স্বস্তিকর ঠেকল না জনের কাছে।

আইন বা কোর্টকাচারির ব্যাপারে ওর জ্ঞান একেবারে কম, সে-তুলনায় হেনরি হলিস্টার বা বাড ব্যাগটের অভিজ্ঞতা ঈর্ষণীয়। তা ছাড়া, আইনের কাজ মানেই দীর্ঘসূত্রিতা। এ ধরনের ঝামেলায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই জনের। ক্যাথির নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করে নিজের পথে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ওর।

টানা এগিয়ে চলল ওরা। বিকেল নাগাদ ক্যানিয়নের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এখানে-সেখানে ছায়া পড়েছে, তবে সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক বাকি।

'ভাবছি ফিরে গেলেই বোধহয় ভাল হবে, ক্যাথি,' আচমকা মুখ খুলল জন। 'কাছাকাছি রেলরোড রয়েছে, ট্রেনে চড়বার সুযোগ পেয়ে যেতে পারি। কেড থাকায় নিরাপত্তাও পাওয়া যাবে। এমন কিছু ঘটবে, কল্পনাও করবে না ওরা; তা ছাড়া, সব রহস্যের মূল কিন্তু ওখানেই রয়েছে।'

'সেটা কি ঠিক হবে, জন? যেখান থেকে পালিয়ে এসেছি, আবার ওখানে ফিরে যাব? শত্রুর মুঠোয়...'

'সবাই না হলেও বেশিরভাগ লোক আমাদের পিছু নিয়েছে। যাক্গে, খুব একটা নিশ্চিত নই আমি, হয়তো বোকামিই হবে।'

তবে যতই চিন্তা করছে, ধারণাটা ততই সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে ওর কাছে। পিছু নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে শত্রুপক্ষ, ঘুণাক্ষরেও আশা করবে না ফিরে যাবে ওরা। তা ছাড়া, শহরে থাকলে পল জার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে, এবং এক অর্থে ইউএস মার্শাল অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ থাকবে।

ক্যানিয়নের সঙ্কীর্ণ চেরা গলে ওপাশে চলে গেল ওরা, ধীর গতিতে এগোচ্ছে ঘোড়া দুটো। জায়গাটা ছড়ানো-ছিটানো গাছ আর ঝোপঝাড়ে ভরা। চলবার পথে দক্ষিণে দৃষ্টি চালাল জন, আচমকা আলোর একটা ঝলক দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবাল ও। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে ঘোড়াটা,

লাফ দিতে গিয়ে হামলে পড়ল ক্যাথির ঘোড়ার উপর।

কোত্থেকে কী হলো বুঝতেই পারল না জন। খুলিতে তীব্র আঘাত টের পেল, পরমুহূর্তে অনুভব করল স্যাডল থেকে পড়ে যাচ্ছে। পাথরের উপর পড়ল ও, গড়াতে শুরু করল দেহ। খামচে ধরবার প্রয়াস পেল, কিন্তু সমতল পাথুরে পৃষ্ঠের কারণে সুবিধে করতে পারল না। ছেঁচড়ে নামতে থাকল। মিনিট কয়েক পর একেবারে তলায়, পাথরের স্তূপে এসে পড়ল। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবার আগে ওর মনে হলো কাছাকাছি আবারও গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল।

*

আচমকা তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল ক্যাথির ঘোড়া। পিছন থেকে জনের ঘোড়া চড়াও হতে, স্বভাবতই ছুট লাগিয়েছে ওটা। জনের সোরেলটা ওটাকে পেরিয়ে যাওয়ার পর, পিছু নিল গেল্ডিং। হাত বাড়িয়ে লাগাম টেনে ধরল ক্যাথি, কিন্তু গতি কমাতেও ভয় পাচ্ছে, কারণ এইমাত্র আরও একটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে। এক সারি পাথরের আড়ালে আসবার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, দ্রুত রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে পিছন ফিরে তাকাল।

পাথরের স্তূপে কিছু একটা নড়াচড়া করছে, ধক্ করে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। সহসা দেখতে পেল লোকটাকে–ফিল ওয়েব! এই লোকের কাছ থেকে ঘোড়া কিনেছিল ওরা!

স্বস্তি বোধ করল ক্যাথি। 'ওহ্, মি. ওয়েব! খোদা সহায় যে সময়মত এসেছ তুমি!' পিছন ফিরে জায়গাটার দিকে তাকাল ও যেখানে পড়ে গেছে জন। কিছুই নড়ছে না। ছোট্ট এক চিলতে খোলা জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস, কিছু ঝোপ আর গাছপালা, এখানে-সেখানে পাথরের স্তূপ পড়ে আছে। শেষ বিকেলের আলোয় দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়া।

'আমাদের বরং র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়া উচিত,' মৃদু স্বরে বলল ওয়েব। 'তোমার বন্ধু গুলি খেয়েছে, কে জানে হয়তো মারাও গেছে! সকালে ওর লাশ নিতে ফিরে আসব আমি।'

'কিন্তু জখমও তো হতে পারে! আহত হয়ে ওখানে পড়ে...'

'মারা গেছে ও। খতম। নিশানা নিখুঁত ছিল। তা ছাড়া, পরের গুলিটার শব্দ শুনতে পাওনি? এখনও ধারে-কাছে আছে ওরা। তোমার বন্ধুকে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে শেষে আমরাই বিপদে পড়ব। উঁহুঁ, ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এসো, আপাতত আমাদের সঙ্গে থাকবে তুমি।'

'বেশ,' মোটেও সন্তুষ্ট মনে হলো না ক্যাথিকে। 'থাকব। তবে ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত।' তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল: 'উঁহুঁ, মরতেই পারে না ও! অসম্ভব!'

হাত বাড়িয়ে ওর ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল ওয়েব, ক্ষীণ হাসল। 'সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়েছ, আর এখন এই দুর্ঘটনা...যাক্গে, খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ভাল লাগবে তোমার। লিজা অপেক্ষা করছে তোমার

জন্য। তোমাকে দেখে নির্ঘাত অবাক হবে ও, তবে খুশিও হবে। স্ত্রী হিসাবে ওকে খুশি করবার জন্য ছোটখাট অনেক কাজই করা উচিত আমার, তাই না?'

'কিন্তু জনের কী হবে?'

ফের হাসল সে। 'এক রাতের ব্যাপার। বেঁচে থাকলে, কাল ওকে খুঁজে পাব আমরা।'

বাইশ

ঠাণ্ডা···দারুণ ঠাণ্ডা লাগছে! জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে এ অনুভূতিটা হলো, নাকি ঠাণ্ডার কারণে সচেতনতা ফিরে পেয়েছে, নিশ্চিত নয় জন ক্যালকিন। তবে ঠাণ্ডা আর যাই হোক, বেঁচে থাকবার কিংবা চেতনা হারিয়ে সজ্ঞান হওয়ার বোধটুকু নিঃসন্দেহে আনন্দময়। ঝাড়া মিনিট কয়েক পড়ে থেকে আনন্দ উপভোগ করল ও। টের পাচ্ছে আড়ষ্ট অবস্থানে আছে, সম্ভবত জ্ঞান হারানোর পর থেকে; তাই আরামদায়ক একটা অবস্থানে আসা প্রয়োজন মনে করল। তা ছাড়া, দেখা দরকার শরীরের কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে।

উবু হয়ে পড়ে আছে ও। চিৎ হওয়ার প্রয়াস পেল, প্রথমে কষ্টেসৃষ্টে মাথা ঘোরাল, একটা হাত পাশে ছড়িয়ে দিল। হাতড়াল অন্ধকারে। স্পর্শে টের পেল শীতল পাথুরে দেয়াল রয়েছে সামনে।

মরে গেছে নাকি? সন্দেহ হলো ওর। উঁহুঁ, ঠাণ্ডা লাগছে যখন, তার মানে মারা যায়নি।

মুহূর্ত কয়েক প্রচণ্ড আতঙ্ক বোধ করল, কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখল জন। জড়সড় ভঙ্গিতে হাত বাড়াল ও। পাথর ঠেকল হাতে। পাথুরে দেয়াল। এবার নীচের দিকে হাত প্রসারিত করল, বালিতে পড়ে আছে ও।

হাত তুলতে পারছে, কয়েক ইঞ্চি অবশ্য–উপরে পাথরের স্তূপ পড়ে আছে। চোখ পুরোপুরি মেলেছে ও। চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার। তবে বাম দিকে, কিছুটা আবছা আঁধার চোখে পড়ছে। সে-দিকে হাত বাড়াল ও।

শূন্য। কিছুই ঠেকল না হাতে। পাথুরে দেয়াল নেই ওদিকে। নড়েচড়ে আরামদায়ক একটা অবস্থানে নিজেকে স্থির করল জন, তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। উপর দিকে, কিছু একটা নড়াচড়া করেছে! বালি গড়ানোর ক্ষীণ শব্দ এবং ছোট্ট একটা নুড়িপাথর উপড়ানোর আওয়াজ কানে এসেছে। একবার নয়···কয়েকবার!

উপরে, কিছু একটা বা কেউ আছে। প্রায় নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে। শঙ্কা বোধ করল জন, চট করে কোমরে হাত বাড়াল। জায়গামত আছে পিস্তল দুটো। বাউই ছুরিও রয়েছে খাপের ভিতর। খাপ থেকে নিঃশব্দে ছুরিটা বের করে হাতে নিল। কিছুটা উপরে, সম্ভবত পাথুরে চাতালে ক্রল করছে কেউ। একজন মানুষ। পাথরের সঙ্গে কাপড়ের সংঘর্ষের খসখসে শব্দ শুনতে পেয়েছে ও।

উপরে আছে লোকটা। কিন্তু কত উপরে? সম্ভবত পনেরো ফুট।

ধীরে ধীরে নিকট অতীত মনে পড়ল ওর।

বাম হাত তুলতে যেতে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল। কাঁধে লেগেছে গুলি। ডান হাতে খুলি পরখ করল। রক্ত শুকিয়ে, চুলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মুখেও লেপ্টে আছে। হাতড়ে ক্ষতটা খুঁজে পেল–ইঞ্চি দেড়েক দীর্ঘ ও গভীর; খুলির চামড়া কেটে চলে গেছে, তবে বুলেটের ধাক্কায় কঙ্কাশনে আক্রান্ত হয়েছে।

স্থির ভাবে পড়ে থাকল ও, শ্রবণশক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। খুব কাছে ছোট একটা পাথর পড়ল। তারপর পরিচিত কণ্ঠে কেউ ডাকল ওকে: 'ক্যালকিন?'

র‍্যাঞ্চার! ফিল ওয়েব।

সাড়া দিতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জন। ওয়েব কেন এসেছে এখানে? কীভাবে সে জানল যে ঠিক এখানেই খোঁজ করতে হবে? নিশ্চল পড়ে থাকল জন, বুক ধুকপুক করছে, আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে গেছে; সাড়া দেওয়ার জন্য প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে, কিন্তু অবচেতন মন ইচ্ছেটার গলা টিপে ধরেছে।

'ক্যালকিন? বেঁচে থাকলে সাড়া দাও। তোমাকে সাহায্য করতে চাই আমি। ক্যাথি আমাদের সঙ্গে আছে। র‍্যাঞ্চে লিজার সঙ্গে আছে ও। পেয়েছি যখন, কিছুদিন ওকে আমাদের সঙ্গে রাখব।'

পড়ে আছে জন, এমনকি চোখের পাতাও নাড়ছে না। ওকে খুঁজতে অন্ধকারে কেন এসেছে ওয়েব? ঠিক এখানেই বা এল কীভাবে? ট্র্যাক দেখে? র‍্যাঞ্চ থেকে ট্র্যাক অনুসরণ করতে করতে এসেছে? জন মোটামুটি নিশ্চিত যে পিছনে কোন ট্র্যাক ফেলে আসেনি, ক্ষীণ কিছু চিহ্ন যাও বা পড়েছে, সেটা ধরে এখানে আসা প্রায় অসম্ভব।

অপেক্ষা করাই উচিত। পরিস্থিতি ভেবে দেখতে হবে।

এখানে কেন এসেছে ওয়েব? এমন অদ্ভুত ভাবে ক্যাথির প্রসঙ্গ তুলছে কেন? *'পেয়েছি যখন, কিছুদিন ওকে আমাদের সঙ্গে রাখব'*–কথাটার মানে কী?

সহসা ধাঁধার উত্তর পেয়ে গেল। মাঝবয়সী লোকটাই ওকে ট্রেইলের সন্ধান দিয়েছিল, বলেছিল কোন্ পথে কীভাবে যেতে হবে। রোড গাল্‌শ হয়ে টেক্সাস ক্রীকে পৌঁছতে হবে। আর কেউ জানত না এদিকে এসেছে ওরা,

অথচ তারপরও হামলা হয়েছে ওর উপর! কে গুলি করেছে? নিক মুলানির ক্রুরা? কিন্তু এত জলদি ওর খোঁজ পাওয়ার কথা নয় তাদের। নাকি বাড ব্যাগটের ভাড়াটে লোক? উঁহুঁ, এটাও প্রায় অসম্ভব।

গুলি লাগবার পরের ঘটনা মনে পড়ল—ট্রেইলের পাশে পাথরের স্তূপ ছিল, প্রথমে সেখানে পড়ে ও, ক্রমশ ঢালু জমি ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যায় দেহটা, শেষে একেবারে তলায় এসে থেমেছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ও।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। পুরোপুরি রাত এখন। ওয়েব বলেছে র‍্যাঞ্চে আছে ক্যাথি, নিশ্চই সে-ই ক্যাথিকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেছে···আর এখন ফিরে এসেছে ওর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য!

ওকে সাহায্য করতে চাইছে লোকটা। দেখে দয়ালু মনে হয়, চেহারাটাই ওরকম, যথেষ্ট সদয় এবং উদার।

ক্যাথিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে যেতে দীর্ঘ পথ রাইড করেছে লোকটা, ফিরেও এসেছে আবার। ক্যাথি কি আহত হয়েছে? অজানা ভয় গ্রাস করল জনের ভিতরটা।

সত্যি কিছু হয়েছে নাকি ক্যাথির?

যদি নাই হবে, তা হলে একা কেন ফিরে এসেছে ওয়েব? ওকে খুঁজবার সময় ক্যাথিকে সঙ্গে রাখলেই স্বাভাবিক হত, অথচ রাখেনি সে। হয় ক্যাথি আহত হয়েছে, কিংবা ওয়েব চায়নি জনকে খুঁজে পাওয়ার সময় সঙ্গে থাকুক কেউ।

কেন?

ধরা যাক, ওয়েবই গুলি করেছিল ওকে। সেজন্যই সে জানে ঠিক কোথায় থাকতে পারে জন। সে এও জানে যে ওর কাছে বেশ কিছু টাকা আছে।

চিন্তাটা বাতিল করে দিল জন। অসম্ভব মনে হচ্ছে। *মানুষগুলো এত ভাল! ভদ্র এবং উদার!* সন্দেহ করাই অনুচিত।

মনটা খুঁতখুঁত করছে। কী যেন মনে পড়বে পড়বে করেও মনে পড়ছে না, খুবই পরিচিত লাগছে একটা ব্যাপার; মনে পড়া জরুরি মনে হচ্ছে!

মা-র একটা মন্তব্য মনে পড়ল ওর, আপাত "ভদ্র এবং উদার" মনে হওয়া অতিথিদের সম্পর্কে জেসিকা ক্যালকিন ওকে বলেছিলেন: 'দেখেছ? লোকজন এসবই মনে রাখে। নিজেকে এভাবে গড়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরো, জন। ভাল পোশাক পরবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, চোস্ত আচরণ করবে।'

জেসিকা ক্যালকিনের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পরিষ্কার এবং বাস্তবসম্মত। 'একটা ইঁদুর আর স্কুইরেলের মধ্যে পার্থক্য কী? খুবই সামান্য। কিন্তু মানুষ স্কুইরেল যতটা পছন্দ করে, ঠিক ততটাই ঘৃণা করে ইঁদুর। কারণ একটাই: স্কুইরেলের বাহ্যিক চেহারা অনেক সুন্দর, থাকেও পরিচ্ছন্ন জায়গায়। অথচ ইঁদুর থাকে গর্ত বা আবর্জনার মধ্যে।'

এ মুহূর্তে জেসিকা ক্যালকিনের মন্তব্যটা হাস্যকর এবং অদ্ভুত লাগছে

জনের কাছে, কিন্তু ধারণাটা ঠিকই হালে পানি পেল। আসলেই কি বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্ক বা মিল আছে কোনও?

এই অতিথি ভদ্রলোককে বহুদিন আগে, অন্তত বারো-পনেরো বছর আগে দেখেছিল জন। ছেলেবেলায়। এক লোকের গল্প করছিল সে: 'দারুণ! জায়গাটা এত সুন্দর! লোকটাও ভদ্র এবং উদার। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, ওকে দেখে মনে হয় না নিজে এসব করেছে, কারণ পরিশ্রমী মানুষের হাত দেখলেই বোঝা যায়। খুব বেশি গরুও নেই ওদের।'

স্থির ভাবে শুয়ে থেকে কান পাতল জন।

কী যেন বলেছিল লোকটা?

'ভদ্র এবং উদার,' পুনরাবৃত্তি করেছিল সে। 'একটা চেস্টনাট ঘোড়া দেখলাম। দুর্দান্ত ঘোড়া। কিনতে চাইলাম আমি, কিন্তু বেচবেই না সে। এত ভাল ঘোড়া সত্যিই দেখিনি আমি। ও নাকি কার কাছ থেকে কিনেছিল ওটা, বলেছে আমাকে।'

ওর বাবাও ছিলেন, মনে পড়ল জনের, লোকটার গল্পে আচমকা আগ্রহী হয়ে জানতে চেয়েছেন: 'সাদামুখো চেস্টনাট? তিনটা পা সাদা রঙের?'

'আরে, কীভাবে জানলে তুমি! দাম যতই হোক, কিনবার ইচ্ছে ছিল আমার, সাতশো পর্যন্ত বলেওছি, কিন্তু লোকটা বেচলই না।'

চেয়ারের হাতলে আঙুল ঠুকছিলেন ফ্রেড ক্যালকিন, চিন্তিত থাকলে সচরাচর যা করেন। 'ওই ঘোড়াটা চিনি আমি। আশ্চর্য! কীভাবে ওটার মালিক হলো লোকটা? মুন-চাইল্ড নামে এক ইন্ডিয়ান মেয়ে ছিল ঘোড়াটার মালিক, আমাদের বাথানে এসেছিল কিছুদিন আগে। ঘোড়াটা দেখে আমারও পছন্দ হয়। মেয়েটাকে দু'শো ডলার পর্যন্ত অফার করেছিলাম, কিন্তু রাজি হলো না, বলল ঘোড়াটাকে কখনোই বেচবে না। বুনো ছিল ওটা। ওর স্বামী নাকি শুধু ওর জন্যই ঘোড়াটাকে ধরেছিল।'

আরও কী কথা হয়েছিল, শুনতে পায়নি জন, কারণ জেসিকা ক্যালকিন এসে শুতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কামরায় চলে গেলেও "মুন-চাইল্ড" শব্দটা ঠিকই ওর স্মৃতিতে গাঁথা রয়ে গেছে। নামটা সুন্দর। আর ছাড়া স্বামীর দেওয়া ঘোড়াকে কখনও বেচবে না, সম্ভবত এতেও কিছুটা রোমান্টিকতা রয়েছে; জনও কৌতূহল বোধ করেছিল। ঘোড়াটাকে দেখতে পেলে সুখী হবে, এমনও ভেবেছিল তখন। দু'শো ডলার অনেক টাকা, তখনকার দিনে বহু জিনিস কিনতে পারত মুন-চাইল্ড, অথচ প্রস্তাবটা পায়ে ঠেলে দিয়েছে মেয়েটা।

ফিল ওয়েবই সম্ভবত সেই লোক, চেস্টনাটের মালিক। *ভদ্র এবং সদয়!*

'ক্যালকিন? সম্ভবত সাহায্য দরকার তোমার, করতে রাজিও আছি আমি। তোমার মেয়েমানুষের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।'

কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে অধৈর্য হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু স্থির ভাবে পড়ে থাকল জন। চারপাশে অন্ধকার, তাই বুঝতে পারছে না ঠিক কী ধরনের

বিপদে পড়েছে। সম্ভবত পাথুরে একটা খোড়ল বা পাহাড়ী খাঁজে আটকা পড়েছে ও, বোল্ডারের ফাঁকে গর্তও হতে পারে। ফিল ওয়েব এখানে নামতে পারছে না কিংবা নামতে অনিচ্ছুক, যেহেতু সে জানে না জন আদৌ বেঁচে আছে কিনা অথবা কী অবস্থায় আছে, তাও জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করল সে, বিড়বিড় করে বলল কী যেন, তারপর ক্রমশ দূরে সরে গেল পায়ের শব্দ। কিন্তু কত দূরে গেছে?

অন্ধের মত হাত চালিয়ে চারপাশে জমি পরখ করল জন। ঘাস, বালি, পাথর...এবং সবশেষে একটা ফাটল ঠেকল। তলাটা খুঁজে পেল না। কয়েক ইঞ্চি হতে পারে, আবার পঞ্চাশ ফুটও হতে পারে। অগত্যা পড়ে থেকে ভাবতে শুরু করল।

কোথায় আছে ও? বোকামি করেনি তো? ওয়েবের ডাকে সাড়া দেয়নি কেন? এ পর্যন্ত ওর এমন কী ক্ষতি করেছে লোকটা? ক্যাথির শুশ্রূষা করছে সে।

কতক্ষণ পর জানে না-হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, নয়তো জ্ঞান হারিয়েছে আবার-ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, দিনের আলো চোখে পড়ল। চারপাশে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সম্ভবত আলোর কারণেই জেগেছে, কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সচেতন করে তুলেছে ওকে। বুনো প্রকৃতির মাঝে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত লোক মাত্রই ক্ষমতাটা আয়ত্ত করে নেয়।

ফিসফিসানির মত একটা শব্দ কানে এল ওর। প্রথমে নিশ্চিত হতে পারল না জন, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার শোনা যেতে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। উপরে জিন্স বা ভারী কোন কাপড় পরিহিত কেউ ক্রল করছে। পাথরের স্তূপ ধরে নীচে নামছে সে, জন যেখানে পড়ে আছে-পাহাড়ী চাতাল থেকে বড়জোড় দুই ফুট উঁচুতে। চাতালের কারণে ওকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা।

নিজের অবস্থান বিচার করল ও। নড়াচড়া করতে পারছে না বললেই চলে। একটা হাত প্রায় অকেজো হয়ে গেছে।

লোকটা যে-ই হোক, সৎ উদ্দেশে আসছে তা বলা যাবে না, কারণ সেক্ষেত্রে সরাসরি আসত সে, লুকোচুরির কোন চেষ্টা করত না। শব্দ হচ্ছে কিনা, তাতেও আমল দিত না। ওকে খুন করবার উদ্দেশ্যে আসছে না তো?

জনের পায়ের দিকে আছে লোকটা। পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়েছে ও, তলায়-চাতালের নীচে এসে থেমেছে, চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথার রক্তাক্ত দিকটা পাথুরে খাঁজের কাছাকাছি-ওর ডান দিকে, তাই বাম হাতে ধরা বাউই ছুরিটা দেহের আড়ালে পড়ে গেছে, পায়ের দিক থেকে কেউ এলে দেখতে পাবে না।

ডান হাত নাড়তে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করল, অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করা থেকে কোন রকমে নিবৃত্ত করল নিজেকে। সফল হলো না। পরিস্থিতি নাজুক। একেবারে সহজে কাজ সারতে পারবে লোকটা। বাউই ছুরিটা কোন

কাজে আসবে না। দশ হাত দূর থেকে একটা গুলি করলেই হবে, অসহায় অবস্থায় মরতে হবে ওকে।

অজান্তে ঘামতে শুরু করল ও। সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, প্রয়োজনে সক্রিয় হতে পারবে না বা লোকটাকে বাধাও দিতে পারবে না। পায়ের কী অবস্থা, জানা নেই ওর। হয়তো দু'পাই ভেঙে গেছে। বাহুর মত পায়েও ব্যথা হচ্ছে, শুরু থেকে। পা পরখ করবার সুযোগ হয়নি ওর–সময় হয়নি, গুলি খাওয়ার পর থেকে বড়জোর ঘণ্টা খানেক সচেতন ছিল।

লোকটা যে-ই হোক, ওকে খুন করতে আসছে। চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করল ও, দেখবার চেষ্টা করল।

যুবক নয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট সবল এবং শক্তিশালী লোক ফিল ওয়েব। ষাট বছর বয়সী অনেক বুড়োকে দেখেছে বা চেনে জন, যাদের সামর্থ্য যুবকদের চেয়েও বেশি।

যাই করুক, খুব দ্রুত–চোখের পলকে করতে হবে।

মুখের একপাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, টের পেল জন। পাথুরে ফাটল থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল না কেন? নিশ্চই পিস্তল ছিল ওয়েবের কাছে, এবং ও নড়াচড়া করলে দ্বিধা ছাড়াই গুলি করত। ওর কাছেও আছে একটা, তবে ডান হাত এ মুহূর্তে অকেজো হয়ে আছে। বাম হাতই ভরসা। মহা ফ্যাসাদে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেভাবেই হোক, বেরিয়ে যেতে হবে···

সফল হতেই হবে। ক্যাথি বন্দি হয়েছে। মেয়েটা জানে না কিছু, জানবেও না, একেবারে শেষ মুহূর্তে হয়তো বিপদের স্বরূপ দেখতে পাবে, কিন্তু তখন আর কিছুই করবার থাকবে না।

চারদিক নিস্তব্ধ। লোকটা চলে গেছে নাকি? কোথায় আছে সে? এমন কোন জায়গায় সরে গেছে, যেখান থেকে অনায়াসে ওর উপর নজর রাখতে পারছে? এ মুহূর্তে ওকেই দেখছে সন্দেহের দৃষ্টিতে, বুঝতে চাইছে মরে গেছে নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে? জীবনের ক্ষীণতম নমুনা আবিষ্কার করতে চাইছে? ওর নিঃশ্বাসের কারণে বুকের ক্ষীণ নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে?

চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করলেও, ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর দৃষ্টিতে। হ্যাঁ, চলে এসেছে সে, দশ ফুটও হবে না দূরত্ব। পাহাড়ী চাতালের ছায়া পড়েছে গায়ে। জন শুধু কোমর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, কোমরের পাশে ডান হাত চোখে পড়ল–একটা ছুরি রয়েছে ফিল ওয়েবের হাতে।

পিস্তলের চেয়ে অনেক ভাল। ছুরির বিরুদ্ধে সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে ওর। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ বা ঠেকানো দূরে থাক, নড়তেই পারবে না ও। সব সুবিধাই লোকটার।

আরও কাছে চলে এসেছে সে, প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে। একটা সাপের মতই নিঃশব্দ এবং সতর্ক তার নড়াচড়া। জনের উপর স্থির হয়ে আছে ফিল

ওয়েবের দৃষ্টি। একাগ্রচিত্তে দেখছে, শরীরের প্রতিটি পেশি টানটান হয়ে গেছে।

অন্তত একটা সুবিধা আছে, ভাবছে জন, ওয়েব জানে না তাকে সন্দেহ করছে ও। লোকটার পক্ষে কি আন্দাজ করা সম্ভব?

চার ফুটের মধ্যে চলে এসেছে ওয়েব। 'বেঁচে আছ নাকি, ক্যালকিন?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল। 'কী নামে যেন তোমাকে ডাকে মেয়েটা—জন? ঠিকে ঝি হিসেবে ওকে দরকার আমাদের। বহুদিন ধরে সব কাজ একাই করছে লিজা। এতক্ষণে বোধহয় মেয়েটাকে শিকলও পরিয়ে ফেলেছে। এ ব্যাপারে একটুও দেরি করে না লিজা। মেয়েটার গোড়ালিতে শিকল আর হাতে হ্যান্ডকাফ পরাবে। তারপরও কাজ করতে পারবে ও। মাঝে মধ্যে অবশ্য দু'একজন গোয়ার্তুমি করে বটে, কিন্তু চাবুকপেটা করলে ভালমানুষ হয়ে যেতেও দেরি করে না।'

অপেক্ষা করছে সে, আশা করছে জনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া বা তৎপরতা দেখতে পাবে। চাতালের সঙ্গে প্রায় ঠেকে গেছে তার মাথা। হাত বাড়িয়ে চাতাল থেকে এক মুঠো বালি তুলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে মারল।

জন জানে কী করছে ফিল ওয়েব। বালি এসে ওর মুখে, বন্ধ চোখের পাপড়িতে পড়ল। কিন্তু একটুও নড়ল না ওর চোখের পাতা।

মুহূর্তে অদম্য একটা ইচ্ছে পেয়ে বসল, তবে নিজেকে সামলে নিল ও। এখন সক্রিয় হলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে!

'মরে গেছ নাকি?' খরখরে স্বরে জানতে চাইল ফিল ওয়েব, কণ্ঠে তাচ্ছিল্য। 'নাকি মরমর অবস্থা? বেশ, দেখা যাক।'

বয়স্ক হতে পারে, কিন্তু চিতার ক্ষিপ্রতায় সক্রিয় হলো সে। এক পা এগিয়ে এসেই ছুরি চালাল।

চট করে একটা পা বাড়াল ও—যদিও জানে না আদৌ পা নাড়তে পারবে কিনা—আড়ষ্ট পা ছুটে গেল ওয়েবের ঊরু বরাবর। ছোঁয়া পাওয়া মাত্র সর্বশক্তিতে লাথি ঝাড়ল জন। বেমক্কা আঘাতে পিছিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, ছুরির নিশানা টলে গেল।

ইতোমধ্যে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে জন। প্রয়োজন আর পরিস্থিতির গুরুত্ব শক্তি যুগিয়েছে ওকে, জানে হয় মারতে হবে নইলে নিজেই খুন হয়ে যাবে। দেহের নীচ থেকে বেরিয়ে এল ওর ছুরি ধরা হাত। দেখামাত্র পিছিয়ে গেল ফিল ওয়েব, কিন্তু উপর দিকে ছুরি চালিয়েছে জন, বাহুর খানিক নীচে লাগল আঘাত। বাউই ছুরিটা পুরানো হলেও রেজরের মতই ধারাল। মুহূর্তে গভীর ক্ষত তৈরি হয়ে গেল ওয়েবের বাহুতে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় আর যন্ত্রণা প্রকাশ করল র‍্যাঞ্চার, পিছিয়ে গেল টলমল পায়ে, অক্ষত ডান হাতে ছোবল মারল হোলস্টারে।

লোকটার ক্ষিপ্রতা দেখতে পেল জন—শ্লথ গতিতে ঘটছে যেন, পরিষ্কার চোখে পড়ল সবকিছু—হোলস্টারচ্যুত হলো কোল্টটা, উঠে আসছে...

ছুরিটা ছুঁড়ে মারল ও। বড়জোড় সাত ফুট দূরত্ব, এবং নিখুঁত নিশানায় ছুঁড়ে দিয়েছে।

ছোট্ট কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। লক্ষ্যে আঘাত করেছে ছুরি। ফিল ওয়েবের পেটে আমূল বিঁধে গেছে। মাখনের চাকে ঢুকেছে যেন, এমন অনায়াস আর দ্রুত ঢুকেছে!

বাচ্চাদের মত চিৎকার করে উঠল ফিল ওয়েব, হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিল। এক পা পিছিয়ে গেল সে, পেটের উপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে, যেন কী ঘটেছে কোন ভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না। ব্যাপারটা হয়তো আদপে ওরকমই ঘটেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, অন্যদের খুন করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বার কারণে নিজের বেলায়ও যে এমন কিছু ঘটতে পারে, উপলব্ধি করতে পারেনি সে। বেশিরভাগ খুনিই উপলব্ধি করতে পারে না।

ছুরির হাতল চেপে ধরল সে, একটু পর ছেড়েও দিল। 'ও-হ্!' প্রায় মেয়েলি কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করল র‍্যাঞ্চার, চোখ তুলে তাকাল জনের দিকে। 'হতেই পারে না! তুমি তো পড়ে ছিলে···কীভাবে এটা ঘটল! অসম্ভব···!'

প্রসঙ্গটা তুলবার কারণ জানে না জন, বোধহয় স্মৃতিতে বহুদিন ধরে ছিল বলে। 'মুন-চাইল্ডের ভাগ্যে কী ঘটেছে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও। 'কী করেছ ওকে?'

তাকিয়ে থাকল ওয়েব। 'মুন-চা···? আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত,' রুদ্ধ স্বরে বলল সে। 'অনেকদিন। একসময় ওর উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। লিজা ভয় পাচ্ছিল ওকে। সবসময় সুযোগ খুঁজত মেয়েটা, অপেক্ষায় থাকত। পায়ের শিকল নিয়েই লিজাকে দু'বার হামলা করেছিল।'

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে।

এক পা এগোল জন, ঠেলে শুইয়ে দিল র‍্যাঞ্চারকে। ওয়েবের পিস্তল তুলে নিয়ে বাউই ছুরিটা বের করে নিল।

অন্য যে-কেউ হলে হয়তো সহানুভূতি বোধ করত জন, কিন্তু ফিল ওয়েবের জন্য বিন্দুমাত্র করুণাও অনুভব করছে না। এ পর্যন্ত ক'জনকে খুন করেছে সে? সম্ভবত এদের বেশিরভাগই ওয়েবকে বন্ধু মনে করে ঠকেছে।

ক্যাথিকে উদ্ধার করতে হবে, যদি না এতক্ষণে খুন হয়ে গিয়ে থাকে।

তেইশ

পাথুরে কিনারায় উঠে এসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন ক্যালকিন। ওর ঘোড়াটা ভেগেছে, ইতোমধ্যে হয়তো র‍্যাঞ্চেও চলে গেছে। সহসা মনে পড়ল, ফিল ওয়েবের ঘোড়াটা নিশ্চই ধারে-কাছে আছে।

র‍্যাঞ্চে মিসেস ওয়েবের সঙ্গে আছে ক্যাথি, ঘুণাক্ষরেও জানে না বিপদের খাঁড়া ঝুলছে মাথার উপর।

ফিল ওয়েবের ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল ও। দারুণ সতর্ক ছিল লোকটা, যতটা সম্ভব ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেছে। তবে মিনিট কয়েকের চেষ্টা সফল হলো ওর—খুঁজে পেল। কিন্তু ওয়েবের ট্র্যাক ধরে ঘোড়ার কাছে যেতে সময় লাগবে, সুতরাং ধারণাটা বাতিল করে দিয়ে চারপাশে তাকাল; বিশেষ করে যে-দিক থেকে ট্র্যাক এসেছে, সে-দিকে। পঞ্চাশ গজ দূরে কিছু ঝোপ আর ইতস্তত বেড়ে ওঠা ছোটখাট গাছপালা দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ওখানেই আছে ঘোড়াটা। পিস্তল হাতে সে-দিকে এগোল ও। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে কাঁধ, পিস্তল ধরে রাখতেও যন্ত্রণা বোধ করছে।

সত্যি সত্যিই ঝোপের পিছনে ঘোড়া খুঁজে পেল জন, বেঁধে রাখা হয়েছে একটা গুল্মের সঙ্গে। স্যাডলে চড়ে তৎক্ষণাৎ ক্যানিয়নের ফটকের দিকে এগোল, খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

*

হিমেল সকালে ঘুম ভাঙল ক্যাথির, চোখ মেলে প্রথমে সাদা সিলিং চোখে পড়ল ওর। মুহূর্ত কয়েক স্থির ভাবে পড়ে থাকল ও। গতরাতে এতটা ক্লান্ত ছিল, জন ক্যালকিনকে নিয়ে সীমাহীন উদ্বেগে থাকলেও, শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল ও। ঘরে কোন জানালা নেই। নিতান্ত সাধারণ দেয়াল—কোন ছবি বা পেইন্টিং, কিচ্ছু নেই। উঠে বসতে গেল ও, মৃদু ঝনঝন শব্দটা কানে বাজল।

বিস্ময়ে হতবাক হলেও, উঠে বসল ক্যাথি। ঝনঝন শব্দটা আবার হলো, শীতল স্পর্শ অনুভব করল চামড়ায়। তাকাল ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে ওকে!

দুই কব্জিতে দুটো লোহার ব্যান্ড, দুই ফুট দীর্ঘ একটা শিকল দিয়ে সংযুক্ত। একই ভাবে, দু'পায়েও শিকল পরানো হয়েছে। পায়ের শিকলের

দৈর্ঘ্য তিন ফুট হবে।

রাজ্যের আতঙ্ক বোধ করল ক্যাথি। এসব কি?

ঘরের একমাত্র দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় লিজা ওয়েবকে দেখতে পেল ক্যাথি।

'ওহ্, জেগে গেছ? ঘুমাতেও পারো তুমি, মেয়ে! সারা জীবনে কাউকে এমন গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে দেখিনি আমি!'

'কী হয়েছে? আমাকে কী করেছ তুমি?' হাতের হ্যান্ডকাফ দেখিয়ে জানতে চাইল ও।

'এগুলো? সব মেয়েকেই এগুলো পরাই আমরা। না পরিয়ে উপায় কি, প্রায় সবাই পালানোর চেষ্টা করে। মেয়েদের যে আজকাল কী হয়েছে, বুঝি না! এত অস্থির সবাই, কোথাও স্থির হতে চায় না!'

'দয়া করে আমাকে যেতে দাও। জনকে খুঁজে বের করতে হবে, জানতে হবে কী হয়েছে ওর। ও হয়তো আহত হয়েছে।'

'ফিল ওর ব্যবস্থা করবে,' মধুর হাসি ফুটল মহিলার ঠোঁটে। 'যদি আহত না হয়ে থাকে, ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে ফিল। সবসময়ই তাই করে ও। এসব কাজে দারুণ দক্ষ ও, সত্যিই দক্ষ।

'তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি। কোন না কোন মেয়ে ছিল এখানে, তাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি, নিজের কাজ নিজে করতে ভাল লাগে না এখন।'

'অন্য মেয়েও ছিল এখানে?'

'হ্যাঁ। বেশি নয়, সঠিক বললে তিনজন। ইন্ডিয়ান মেয়েটাকে দিয়ে শুরু। শেষ দিকে ওকেই ভয় পেতাম আমি। এমন চালাক আর ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে দেখিনি। সারাক্ষণ সুযোগ খুঁজত, সতর্ক দৃষ্টি রাখত। ওকে এত সুন্দর একটা বাড়িতে থাকতে দিয়েছি, অথচ মেয়েটা কিনা আমাদের খুন করবার পরিকল্পনা করেছিল! মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হয় কেন, বলো তো?'

একেবারে শান্ত, চুপচাপ হয়ে গেছে ক্যাথি। বিপদের স্বরূপ টের পাচ্ছে এখন। মহা বিপদে পড়েছে; এবং সম্ভবত, বিশ্বাস করতে না চাইলেও, মনে হচ্ছে মারা গেছে জন ক্যালকিন। যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে নিজের চেষ্টায় এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে ওকে।

জনের উপর কতটা নির্ভরশীল ছিল, এই প্রথম উপলব্ধি করছে। তবে এও ঠিক, জনের কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিসও শিখেছে। চিন্তা করো, ভাবো–বলত জন–সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে, ঠিকমত চিন্তা করতে পারলে সমাধানটা পাওয়া যাবেই; আর যদি সহিংস হতে হয়, দ্রুত এবং দ্বিধা ছাড়াই আঘাত করবে, এত জোরে মারবে যাতে প্রথমবারে সফল হও।

'মানুষ সত্যিই অকৃতজ্ঞ,' একমত হলো ক্যাথি। 'কফি আছে? নাকি আশা করছ আমিই তৈরি করব?'

'তৈরি করাই আছে, তবে তুমি নিজে আমাকে পরিবেশন করলে সত্যি

খুশি হব,' সন্তুষ্টি ঝিলিক মারছে মহিলার নীল চোখে। 'কিন্তু ভুলেও গরম কফি আমার দিকে ছুঁড়ে মেরো না, তা হলে ফিলকে দিয়ে চাবুকপেটা করব তোমাকে। কি জানো, কাউকে চাবুকপেটা করতে সত্যিই উপভোগ করে ও।' আবারও হাসল মহিলা, নীল চোখগুলো এখন আর সুন্দর বা মায়াবী মনে হচ্ছে না ক্যাথির কাছে। 'বেতাল কিছু করতে যেয়ো না। অন্য মেয়েগুলো সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছে। কাজ হয়নি।'

'অন্য মেয়ে? ইন্ডিয়ান এক মেয়ের কথা বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ, আরও দুটো মেয়ে ছিল। একজন ছিল তোমার মতই কমবয়েসী, তবে বেশিদিন টেকেনি। একটা ছেলেকে পছন্দ করত ও, কিন্তু বাপ-মা সেটা পছন্দ করত না, ওদের ধারণা ছিল ছেলেটা খারাপ।

'ওদের ধারণা অবশ্য ভুল ছিল না। মা-বাবাকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গী হয় মেয়েটা, দু'দিন শহরে কাটানোর পর কাজের উসিলায় উধাও হয়ে যায় ছেলেটা। যাওয়ার সময় বলে গেল দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু সেলুনে গিয়ে বদ্ধ মাতাল হয়ে যায় সে, বেমালুম ভুলে যায় মেয়েটাকে। তো, বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না বেচারীর, অগত্যা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক রাতে এখানে উপস্থিত হলো ও। ওকে জায়গা দিলাম আমরা।

'ছেলেটা কিন্তু সত্যি সত্যি ফিরে এল। এখানেও এল। আমাদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইল ওকে। এমন ভাবে কথা বলছিল যেন একটা ঘোড়া কিনছে। ফিল অবশ্য ছেলেটাকে একটুও পছন্দ করেনি, তবে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা গল্প করেছে দু'জন। দেদার ড্রিঙ্ক করেছে। ফিল নিজে পান করে না, তবে অতিথিদের জন্য রাখে জিনিসটা।

'ছেলেটা মাতাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ফিল। তারপর বলল যে ইচ্ছে করলে মেয়েটাকে ফেরত পেতে পারে, তবে ন্যায্য দাম দিতে হবে। দামও চুকিয়ে দিল সে। তারপর বার্নে চলে গেল দু'জন, জানাল মেয়েটা ওখানেই আছে।'

'তারপর?'

'গেটের একপাশে অন্ধকার জায়গায় শটগানটা রেখেছিল ফিল। ছেলেটা গেট পেরিয়ে বার্নের দিকে ছুটল। একটু পর শটগানের গর্জন শুনতে পেলাম। তখন রান্নাঘরে ছিলাম আমরা–মেয়েটা আর আমি। কিসের শব্দ, জানতে চাইল ও। বললাম: তোমার প্রেমিক খতম। কখনও বুড়ো হবে না সে।

'তারপর থেকে আর কোন ঝামেলা করেনি ও, সত্যিই করেনি। প্রতিটা নির্দেশ বিনা তর্কে মেনে চলত। তুমিও কি ওর মত সব নির্দেশ মেনে চলবে, ক্যাথি?'

'নিশ্চই,' সপ্রতিভ হাসি দেখা গেল ক্যাথির ঠোঁটে। 'কেন করব না? কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার। আর ওই লোকগুলো যদি আসেও, টাকার জন্যে আসবে।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল লিজা। 'টাকা?'

'কী মনে হয় তোমার, কী কারণে আমার পিছু নিয়েছে ওরা? ওদের ধারণা, জুডাস বেলচারের লুকানো স্বর্ণমুদ্রার খবর শুধু আমিই জানি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওকে দেখছে মহিলা, শেষে ক্ষীণ হাসল। 'আশা করি ধাপ্পা দিচ্ছ না। যদি তাই হয়ে থাকে, আচ্ছামত চাবুকপেটা করব তোমাকে।'

'তোমাদের আর ওই লোকগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছি না আমি। কী কারণে পালাচ্ছিলাম আমরা? গল্পের অর্ধেকটা বলেছি।'

সতর্কতার সঙ্গে দুটো কাপে কফি ঢালল ক্যাথি, টেবিলে লিজার পাশে নামিয়ে রাখল একটা। তারপর কামরার ওপাশে, বিছানার কাছে চলে গেল ও–ঝনঝন শব্দ হচ্ছে শিকলের–বিছানায় বসল।

'লোকগুলো এলে, যদি ওদের ভাগিয়ে দিতে পারো,' বলল ক্যাথি। 'তা হলে রফা করতে পারি তোমাদের সঙ্গে। মরবার সময় পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেছে জুডাস বেলচার, কেউই টাকাগুলোর হদিশ জানে না।'

'তুমি কীভাবে জানো কোথায় আছে?'

'আমার মা ওর হাউসকীপার ছিল। মেয়ের মত আমাকে স্নেহ করত বেলচার।' কফিতে চুমুক দিল ক্যাথি। 'আমাকে লুকিয়ে রাখো, ওদের কাছে ধরিয়ে দিয়ো না। ওরা চলে গেলে টাকার হদিশ জানাব তোমাদের...অর্ধেক অর্ধেক বখরা হবে।'

সময়, নিজেকে বলল ক্যাথি, *সময় দরকার আমার। যদি কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে পারি...*

সময় এবং সুযোগ, দুটোই চাই। জন যেন কী বলেছিল? *যদি সহিংস হতেই হয়, দ্রুত এবং দ্বিধা ছাড়াই আঘাত করবে, এত জোরে মারবে যাতে প্রথমবারে সফল হও।*

কিন্তু কীভাবে? কখন?

মহিলার বয়স বড়জোর চল্লিশ হবে। সমর্থ সুঠাম দেহ। চলাফেরা যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত। দারুণ সতর্ক এবং মাথাটাও ঠাণ্ডা।

একটা হাতিয়ার লাগবে। কিছু কি আছে ওর কাছে? কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। ঝনঝন শব্দ হলো শিকলের।

হ্যাঁ, আছে। শিকলটা!

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লিজা ওয়েব। 'ফিল আসছে!'

খোদা, দয়া করো! এখন নয়! দু'জনের বিরুদ্ধে কিছুই করবার থাকবে না আমার!

'উঁহুঁ, ফিল নয়। অন্য কেউ–কয়েকজন।'

'সম্ভবত আমার খোঁজে আসছে ওরা,' শঙ্কিত স্বরে বলল ক্যাথি।

দ্রুত পায়ে পাশের কামরায় চলে গেল লিজা, পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল। একটু পর আঙিনায় এসে থামল কয়েকটা ঘোড়া।

করাঘাতের শব্দে দরজা খুলল লিজা ওয়েব। 'কে?' জানতে চাইল।

মাথা থেকে হ্যাট সরাল নিক মুলানি। 'পালিয়ে আসা একজোড়া যুবক-

যুবতীকে খুঁজছি আমরা, ম্যা'ম। দু'জনকে ট্র্যাক করে এ পর্যন্ত এসেছি।'

'হ্যাঁ, এসেছিল ওরা। রাতটা কাটিয়েছিল এখানে। বোধহয় পশ্চিমে গেছে ওরা, খেয়াল করিনি···তবে উত্তর-পশ্চিমে টেক্সাস ক্রীকের দিকেও যেতে পারে।'

আঙিনা থেকে এগিয়ে এল এক এক রাইডার। 'ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছি, বস্। দুটো বা তিনটে ঘোড়ার। উত্তরে গেছে ওরা।'

'দুটো ট্রেইল আছে,' জানাল লিজা। 'একটা টেক্সাস ক্রীকের দিকে গেছে, অন্যটা উত্তর-পুবে কপার ক্যানিয়ন হয়ে ক্যানন সিটিতে গেছে।' সামান্য থামল মহিলা। 'বেশ দেরি করে রওনা দিয়েছিল ওরা। আমার স্বামীর কাছ থেকে দুটো ঘোড়া কিনেছে, স্বর্ণমুদ্রায় দাম দিয়েছে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' হ্যাট থেকে ধুলো ঝাড়ল নিক মুলানি। 'চলো, বয়েজ, খুব বেশি এগিয়ে নেই ওরা।'

ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ দূরে হারিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে পিছনের কামরায় চলে এল লিজা। 'বদলোক,' অননুমোদনের সুরে স্বগতোক্তি করল মহিলা। 'এ ধরনের লোক কমবয়েসী কোন মেয়েকে খুঁজবার কথা নয়।'

'আরও কয়েকটা দল আছে,' বলল ক্যাথি। 'এরচেয়ে খারাপ লোকও আছে। একটা মেয়েও থাকতে পারে। খুব সুন্দরী।'

'সোনার কথা বলেছিলে না? ওগুলো কি খুব দূরে কোথাও আছে?'

'কাগজপত্র পড়ে যা বুঝেছি, বেশি দূরে নয়।'

'তোমার সঙ্গে আছে ওগুলো?'

'ওই মেয়েটার কাছে আছে। তবে কাগজপত্র না হলেও চলবে, কি লেখা আছে পড়েছি আমি। হয়তো মনে করতে পারব···আমাকে অর্ধেক দিতে রাজি থাকলে···'

'নিশ্চই, কেন দেব না?'

ঘুরে দাঁড়াল লিজা। পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই পায়ের শিকলের একটা লূপ ছুঁড়ে দিল ক্যাথি। নিখুঁত নিশানা! লিজা ওয়েবের গোড়ালিতে জড়িয়ে গেল শিকল। এমন একটা সুযোগ খুঁজছিল ক্যাথি, আচমকা পেয়ে গেছে লিজার মুহূর্তের অসতর্কতায়, টাকার লোভে বেখেয়াল হয়ে পড়েছিল মহিলা।

পা সরিয়ে শিকলে টান দিল ক্যাথি, চোখের পলকে দু'পা পাশে সরে গেল; লিজা ওয়েবের গোড়ালি ঘিরে শিকলের ফাঁসটা পূর্ণ হলো। গায়ের জোরে শিকল বরাবর টান পড়তে দিল ও। প্রভাবটা হলো দারুণ। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল লিজা, বেকুব বনে গেছে। সে-সুযোগটা নিল ক্যাথি, হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডকাফের শিকল দিয়ে মহিলার গলায় ফাঁস পরিয়ে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে।

'মেরো না ওকে,' পিছনে জন ক্যালকিনের কণ্ঠ শুনতে পেল ক্যাথি। 'দরকার নেই।'

রাজ্যের স্বস্তি নিয়ে ফিরে তাকাল ক্যাথি, দরজায় দেখতে পেল জনকে। 'আমি···আমি তো মনে করেছি তুমি মারা গেছ! ভেবেছি···'

'জানি,' এগিয়ে এসে লিজা ওয়েবের অ্যাপ্রনের পকেট থেকে চাবি বের করল জন, তারপর মহিলার উদ্দেশে বলল: 'শুয়ে থাকো, ওঠবার চেষ্টা না করলেই ভাল করবে।'

*

একেবারে মোক্ষম সময়ে পৌঁছেছে জন। হয়তো ক্যাথির হাতে খুন হয়ে যেত মহিলা, কিংবা উল্টোটাও ঘটতে পারত, কে জানে!

একটুও সময় নষ্ট করেনি ওরা। ক্যাথির ঘোড়াটায় স্যাডল পরাতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগিয়েছে দক্ষিণে–ওয়েস্টক্লিফ শহরের দিকে। লোকমুখে শহরটার কথা বহুবার শুনেছে জন। বেরোনোর আগে লিজা ওয়েবকে ও বলেছিল: 'জানি না আসলে কী কারবার চালাচ্ছ এখানে, সেটা যাই হোক, নতুন একজন পার্টনার খুঁজে নিতে হবে তোমার। আমাকে অনুসরণ করছিল তোমার স্বামী, একটু বেশিই সাহস দেখিয়ে ফেলেছে সে। সবারই সামর্থ্যের সীমা আছে তাই না?'

ফিল ওয়েবের কাছ থেকে নেওয়া পিস্তলটা ক্যাথিকে দিয়েছে ও। 'এটা হয়তো দরকার পড়বে। অনেকদূর যেতে হবে আমাদের, কিছু জায়গা সত্যিই খারাপ।'

'জীবনে কাউকে দেখে এত খুশি হব, কখনও কল্পনাও করিনি!'

'দেখে তো মনে হলো ভালই করছিলে। সত্যি খুন করতে ওকে?'

'খুন করবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এত ভয় লাগছিল···আতঙ্কের মধ্যে কত অদ্ভুত কাজই করে মানুষ!'

'আমিও ভয় পেয়েছিলাম,' স্বীকার করল জন। 'এখনও পাচ্ছি।'

মিচেল মাউন্টেনের একটা ঢালের চূড়ায় উঠে এসে পিছন ফিরে তাকাল ও। ফলিং রক গাল্‌শের কাছাকাছি ধুলো চোখে পড়ল।

দুশ্চিন্তার ব্যাপার: পিছনে তাজা ট্র্যাক ফেলে যাচ্ছে।

তবে দুটো দুর্দান্ত ঘোড়া রয়েছে সঙ্গে।

চব্বিশ

মাঝরাতের পর শহরে পৌঁছল ওরা। নীরব অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা। বরাবরের মতই আলোকিত হোটেলের লবি। ইতস্তত দু'একটা বাড়ির আলো বাদ দিলে

শহরটাকে ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। সরাসরি রেস্তোরাঁয় চলে এল ওরা। করাঘাত করবার পরপরই দরজা খুলল ফ্রাংক কেড।

'খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম,' বলল কুক। 'কানাঘুষা করছে শহরের লোকজন। শুনলাম ট্রেসির দুটো ঘোড়া চুরি করেছ তোমরা?'

'কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছি ওগুলোর পিঠে, তারপর ছেড়ে দিয়েছি। আজ বা কালকের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে ঘোড়াগুলো।'

'যা খেপেছে ও! না দেখলে বিশ্বাস করবে না। রেস্তোরাঁ থেকে ক্যাথিকে বাদ দিতে বলল। ওকে বললাম যে এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার কিনেছে ক্যাথি। শুনেও পাত্তা দিল না। বলল আগেই শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। তো, শেষে এমন চেঁচামেচি শুরু করল যে, বাধ্য হয়ে সব শেয়ার কিনবার প্রস্তাব দিলাম আমি।'

'তো?'

'ট্রেসি রাজি হয়ে গেল। চিন্তাও করিনি কখনও রেস্তোরাঁ বেচে দেবে ও, কিন্তু এমন খেপে গেছে…তো, ও বেচল আর আমি কিনে নিলাম।' চওড়া হাসি দেখা গেল কেডের মুখে। 'কিন্তু সমস্যা কি জানো, আজকের মধ্যে সব টাকা দিতে হবে।'

'স্মোক রেফার্টি এসেছিল?'

'প্রায় প্রতিদিনই দেখেছি ওকে। প্রাইভেট-কারটা ফিরে এসেছে। আগের মতই লাইনের এক পাশে আছে।'

'হিনম্যান?'

'সেও এসেছে। খেয়ে-দেয়ে চলে গেছে প্রতিবার। নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত। রোববারে গির্জায়ও গিয়েছিল। গির্জার যাজক ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি ওকে।'

'তুমি তা হলে গির্জায়ও যাও, ফ্রাংক?' পুরোপুরি বিস্মিত জন।

'ওভাবেই তো বড় হয়েছি,' ক্ষীণ হেসে বলল সে। 'বাচ্চা বয়সে গির্জায় গানও গাইতাম। তবে এরপর কিন্তু কাউ-ক্যাম্প ছাড়া কোথাও গান গাইনি।'

রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। 'সবাই আলোচনা করছে তোমাদের ব্যাপারে,' পুনরাবৃত্তি করল কেড। 'জুডাস বেলচার নাকি প্রচুর টাকা রেখে গেছে। কয়েক মিলিয়ন। সব লুকানো আছে কোথাও।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জন। 'তবে জুডাস বেলচার বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। আমার ধারণা, ওই কয়েক মিলিয়ন টাকা কোথাও লুকিয়ে রাখেনি সে, বরং লাভজনক কোন খাতে বিনিয়োগ করেছে। সারা জীবনে বলতে গেলে তেমন কোন ভুলই করেনি সে।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'হোটেলে যাচ্ছি, ঘুমানো দরকার।'

'সতর্ক থেকো, জন, প্লীজ!' ওর আস্তিনে হাত রাখল ক্যাথি। 'জানি না তোমার সাহায্য ছাড়া কী করব আমি!'

'আমি থাকলে যা করতে, সম্ভবত তারচেয়েও ভাল করবে,' জবাব দিল

জন। 'কাছাকাছি থেকো। দিনটা আজ খুব খারাপ যাবে, টের পাচ্ছি আমি।'

ঘোড়া দুটোকে নিয়ে স্টেবলে এল ও। দলাইমলাই করল নিজ হাতে, তারপর দানাপানি দিয়ে বেরিয়ে এল। মোটামুটি নিশ্চিত যে ঘোড়াগুলোকে শিগ্গিরই দরকার হবে, তাই সতেজ ও ফুরফুরে অবস্থায় রাখা উচিত।

হোটেলে নিজের কামরায় এসে প্রথমেই তীক্ষ্ণ নজর চালাল ও। সম্ভবত কেউ আসেনি। জানালা-পথে পাশের ছাদের দিকে তাকাল। শূন্য। নীচের রাস্তাও শূন্য, যদিও সকাল হতে বেশি দেরি নেই আর।

প্রথমে হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাজ শেষ ওর, চুক্তি অনুযায়ী অ্যানকে খুঁজে পেয়েছে। দাদা-নাতনীর দেখা হওয়া উচিত, সাক্ষাৎটা দু'জনেরই প্রাপ্য।

শুয়ে পড়ল ও। বিছানাটাকে এত আরামদায়ক মনে হচ্ছে! স্বস্তিতে চোখ বুজল জন, মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বরাবরের মত ভোরে নীচে নেমে এল ও। সিঁড়ির গোড়ায় মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল, নজর চালাল পুরো রাস্তায়।

যা আশা করেছিল, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে শহরটা। বোর্ডওঅক ঝাঁট দিচ্ছে এক লোক, সাপ্লাই স্টোরের সামনে ঘোড়া-সমেত একটা ওয়্যাগন বাঁধা, হোটেল পেরিয়ে যাচ্ছে এক রাইডার, স্কার্ট উঁচু করে ধরে বোর্ডওঅকে হাঁটছে দু'জন মহিলা।

'রাতে ফিরে এসেছ?'

প্রশ্নটা শুনে পাশ ফিরে তাকাল জন।

ডেস্ক পরিষ্কার করছে কেরানি। 'লোকজন তোমার খোঁজ করছিল। থাকবে নাকি?'

'আরও কয়েকদিন।'

'ট্রেসি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ফিরে এলে যেন হোটেল থেকে খেদিয়ে দেই তোমাকে।' স্মিত হাসল সে, শ্রাগ করল। 'কখনও বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না ও। তাই কোথায় থাকছ, জানবার কথা নয় ওর। যাক্গে, যদ্দিন ভাড়া পাচ্ছি, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার।'

'ধন্যবাদ।'

'মুলানি আউটফিটের কয়েকজন লোক আশপাশে আছে। সতর্ক থেকো, আর পিস্তলের ফিতা আলগা করে নাও।'

ভাল পরামর্শ। তাই করল জন।

'জুডাস বেলচারের কয়েক মিলিয়ন টাকার গল্প বিশ্বাস করো তুমি?'

'নাহ্।'

'সবার সন্দেহ ওই টাকার জন্যই উঠে-পড়ে লেগেছে সবাই—প্রাইভেট-কারের ওই লোকটা, ট্রেসি, নিক মুলানি, বাড ব্যাগট এবং তুমি।'

'লোকজন তো কত গল্পই করে! এ ধরনের বিষয় পেলে রীতিমত বর্তে যায়।' রাস্তায় জনের চোখ, মনে মনে অন্য একটা বিষয়ে ভাবছে। 'একটু

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতে পারবে কষ্ট করে কামানো টাকা লুকিয়ে রাখবার মত মানুষ ছিল না জুড়াস বেলচার। বাজি ধরতে পারো, টাকাগুলো যেখানেই থাকুক, উপযুক্ত জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়েছে।'

'হতে পারে,' শ্রাগ করল সে। 'মাটিতে সোনা লুকিয়ে রাখা মজার কোন বিষয় নয়। লোকজন এ ধরনের গল্প পছন্দ করে। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে তুমি আর ওই মেয়েটা নাকি সোনার হদিশ জানো।'

'জানলে তো ভালই হত,' সহাস্যে, হালকা সুরে বলল জন। 'লেজ তুলে পালাতাম এখান থেকে!'

প্রথমে হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দরজার কাছাকাছি এসে রাস্তা ধরে দু'দিকে দৃষ্টি চালাল জন, তারপর রাস্তার ওপাশে দোতলার জানালার দিকে তাকাল। নিশ্চিন্ত হওয়ার পরই কেবল রাস্তায় পা রাখল।

মিথ্যে বলেনি কেরানি। ঠিকই ওর উপর নজর রেখেছে সবাই। সারা শহর গল্পে মশগুল, সোনার স্বপ্নে বিভোর! সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্তেজনাকর হয়ে উঠছে গল্পটা।

বলা যায় আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাইভেট-কারটা। দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল জন, করাঘাত করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা, দীর্ঘদেহী সেই নিগ্রো ভিতরের অফিসে নিয়ে এল ওকে। এক মুহূর্ত পর সামনে উপস্থিত হলো হেনরি হলিস্টার, ভেস্টের বোতাম আঁটছে। ঠুলির মত ফুলে গেছে চোখের নীচে, মুখে ক্লান্তির ছাপ।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওর দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে দেখতে পাব ভাবিনি,' তির্যক সুরে বলল সে। 'যে-হারে চারপাশে ছোটাছুটি করেছ।'

'একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে বলেছ তুমি। কাজটা করেছি।'

মোটেও বিস্মিত মনে হলো না তাকে। 'তাই?'

'ওকে না ঘাঁটানোই ভাল। মেয়েটা বিপজ্জনক।'

'ওকে খুঁজে বের করবার জন্য ভাড়া করেছি তোমাকে, পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়।'

'বেশ, ওকে খুঁজে বের করেছি। আন্দ্রিয়া নামে পরিচয় দেয় ও, ফিশার'স হোলে থাকে। কিছুদিন আগেও থাকত, তবে এখন আছে কিনা জানি না। কয়েকজন বিপজ্জনক লোক রয়েছে ওর সঙ্গে, তবে নেতৃত্ব ও-ই দিচ্ছে।'

'বেশ। এবার যেতে পারো তুমি।'

'আগে এক হাজার ডলার দাও। ওকে খুঁজে বের করেছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কোটিপতি, অপেক্ষায় আছে জন।

'টাকাটা পাওয়ার যোগ্য নও তুমি।'

জনের হাসি আরও ত্যক্ত করে তুলল কোটিপতিকে। 'যোগ্য কি অযোগ্য, সেটা বিবেচনার বিষয় নয়,' নির্লিপ্ত সুরে বলল ও। 'এটাই ছিল তোমার অফার এবং কাজটা শেষ করেছি আমি।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কোটিপতি। 'বেশ।' দ্রুত হাতে স্থানীয় একটা ব্যাংকের চেক লিখল সে। 'এটা নিয়ে বেরিয়ে যাও।'

'ভুয়া না হলেই বাঁচি!'

'ভুয়া নয়।' আচমকা চোখ তুলে তাকাল সে। 'আচ্ছা, আগে কি কখনও ওকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, আমাদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল। কয়েকদিন ছিল।'

তথ্যটা শুনে খুশি হলো হলিস্টার। 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। কী মনে হয়, কোথায় লুকিয়েছে ও?'

'উঁহুঁ, কোথাও লুকায়নি ও, বরং অপেক্ষায় আছে।'

'অপেক্ষায় আছে?'

'হ্যাঁ, তোমার জন্য, কিংবা অন্য কারও জন্য। চাইছে কেউ খুঁজে বের করুক ওকে। সবার অজান্তে এবং নিভৃত কোন জায়গায় সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাইছে ও, যাতে কাজ শেষে সরে পড়বার চিহ্ন খুঁজে না পায় কেউ। এসব অবশ্য আমার নিজস্ব ধারণা। যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে, তোমার অপেক্ষায় আছে ও এবং পাশাপাশি আরও একজনকেও চাইছে।'

যুগপৎ বিস্ময় আর বিরক্তি বোধ করছে সে, বিতৃষ্ণার চাহনি হানল জনের দিকে। 'কে হতে পারে লোকটা?'

'পাওনা মিটিয়ে দিয়েছ, এখন আর তোমার ভাড়া করা লোক নই আমি। চাও বা না-চাও, তবুও একটা উপদেশ দিচ্ছি। আন্দ্রিয়া হলিস্টারকে খুঁজতে যেয়ো না। ওকে ওর মত থাকতে দাও। তোমার যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং এখান থেকে চলে যাও যত দ্রুত সম্ভব।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, চোখজোড়া বিস্ফারিত। 'কি! আমার যা আছে, তাই নিয়ে কেটে পড়ব? কী জানো তুমি, বেয়াদব হতচ্ছাড়া কাউবয়! এতগুলো বছর কেন শ্রম দিয়েছি, কষ্ট করেছি, প্ল্যান করেছি? সেটা তুমি কী করে জানবে! সবকিছু ছেড়ে চলে যাব? মাথা খারাপ!

'বেলচারের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারব আমি! ইচ্ছে করলে উপসাগর পর্যন্ত রেলরোড চালু করতে পারি! লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার! কীভাবে করতে হবে, জানত বেলচার! এখন যদি হাল ছেড়ে দেই আমি, তা হলে বাকি থাকবে কী!'

'তোমার জীবন,' মৃদু স্বরে বলল জন, তারপর বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে গেল ও। সাবধানের মার নেই।

চেকটা ভুয়া নয়।

কাজ শেষ, পকেটেও টাকা এসেছে। পরিষ্কার বিবেক নিয়ে এবার চলে যেতে পারে। যত যাই হোক, একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে রাজি হয়েছিল। ব্যর্থ হয়নি ও। কিছু নগদ টাকা দরকার ছিল যাতে বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারে। একটা বছর দিব্যি চলে যাবে, একটু হিসাব করে খরচ করলে দুই বছরও চলতে পারে। লিভারি বার্নটা কাছেই, বেশি যত্ন

পেয়ে আলসেমিতে পেয়ে বসতে পারে ওর নিজস্ব ঘোড়াটাকে। গত কয়েকদিন ধরে অন্যের ঘোড়ার পিঠে সময় কাটছে।

সুতরাং যাবে না কেন? দ্বিধা কিসের?

অন্তত একটা কারণ আছে: এখনও নাস্তা করা হয়নি। আরেকবার দেখা হবে ফ্রাংক কেডের সঙ্গে। ক্যাথির সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

দিব্যি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে মেয়েটা। রেস্তোরাঁর শেয়ার আছে, তা ছাড়া কেডের মত বন্ধু পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। কিছুদিনের মধ্যে শহরের খুঁটিনাটি সবকিছুই জেনে যাবে ক্যাথি। নিজের জন্য একটা বাড়িও তৈরি করে নিতে পারবে। তা হলে অযথা দুশ্চিন্তা করছে কেন ও?

আন্দ্রিয়া বোধহয় ধারে-কাছে আছে এখনও, নিক মুলানির লোকজনও সুযোগ খুঁজছে। ব্যর্থতা সহজে ভুলবার লোক নয় ওরা। তবে এরা প্রত্যেকেই জনের সমস্যা, ক্যাথির সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই।

স্মোক রেফার্টি? লোকটার কাছ থেকে ঝামেলা আশা করেছিল জন, অথচ কখনোই তেমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি; আর এখন হেনরি হলিস্টারের সঙ্গে লেনদেন চুকে যাওয়ায়, ধরে নেওয়া যায় ঝামেলাটা কখনোই বাস্তবে রূপ পাবে না।

গোল্ডেন স্পার সেলুনের বাইরে ঘোরাফেরা করছে কর্কশ চেহারার তিন-চারজন লোক। সেলুনটা ট্রেসি'স কর্নার থেকে বেশি দূরে নয়। জনকে তীক্ষ্ণ নজরে রেখেছে এরা, ওকে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সেলুনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল। পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন, দাঁতের ফাঁকে খিলাল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সরাসরি এগোল জন, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো চ্যালেঞ্জটা নেবে, কিন্তু এড়িয়ে গেল।

ট্রেসি'স কর্নারে ঢুকল ও। একেবারে নির্জন রেস্তোরাঁটা। এড ডিলন ছাড়া আর কেউ নেই। কফি গিলছে ট্রেনম্যান।

চেয়ারে বসে পাশের চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে হ্যাট ঝুলিয়ে রাখল জন। সহাস্যে ওর দিকে এগিয়ে এল ক্যাথি।

'যাওয়ার আগে বিদায় জানাতে এলাম,' প্রায় নিস্পৃহ স্বরে বলল ও।

'বিদায় জানাতে?'

'হ্যাঁ। কেডের এখানে নিরাপদে থাকবে তুমি। ছোটখাট হলেও ব্যবসাটা মন্দ নয়। এদিকে, আমারও কাজ শেষ। আন্দ্রিয়াকে খুঁজবার জন্য পাওনা টাকাও বুঝে নিয়েছি।'

'ও হয়তো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'সেটা হলিস্টারের সমস্যা। মেয়েটাকে না ঘাঁটাতে সতর্ক করে দিয়েছি ওকে।'

নাস্তা নিয়ে ওর সঙ্গে টেবিলে বসল ক্যাথি। 'সত্যি চলে যাচ্ছ তুমি?'

'বহু জায়গা দেখিনি আমি, অনেক জায়গায় যাইনি।'

'ফ্রাংক আমাকে বলেছে তুমি আসলে ড্রিফটার। একেবারে ঝাড়া হাত-

পাঅলা লোক। কোথাও বেশিদিন স্থির থাকতে পারো না।'

সত্যি কথা। তবু খানিকটা বিরক্তি বোধ করছে জন। এ তথ্যটা ক্যাথিকে সরবরাহ না করলেও পারত কেড। গুরুত্বহীন একজন মানুষ হতে ভাল লাগে না কারও।

চোখের কোণে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়তে চোখ তুলে তাকাল ও। ওর দিকে এগিয়ে আসছে এড ডিলন।

'ব্যাপারটা আমার নয়,' বলল সে। 'কিন্তু তোমার কাজকর্ম ভাল লেগে গেছে, সেজন্যই বলছি কথাটা। সবাই বলাবলি করছে শহর থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারবে না তুমি। সম্ভবত নিক মুলানির লোকজন কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' ক্যাথির দিকে ফিরল জন। 'এখানে নাস্তা করতে না এসে ঘোড়ার জন্য স্টেবলে যাওয়া উচিত ছিল আমার।'

তাকিয়ে থাকল ক্যাথি। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

নিক মুলানির লোকজন? ভাবছে জন। খিলালঅলা বোধহয় একজন। কী চায় লোকটা? সাধারণত ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে ও, কিন্তু কেউ যদি চায়, তাকে নিরাশও করে না। এত ছোট শহরে কাউকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন বৈকি। কেউ যদি রাস্তার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেঁচায়: 'আমি থাকব না এখানে, চলার পথে এসেছি!' হয়তো কথাটা শেষ করবার আগেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে তার, রাস্তার ওপাশে আর যাওয়া হবে না কখনও।

এতদিনে শহরের প্রায় সবক'টা লোকই জেনে গেছে ট্রেসি'স কর্নার থেকে হোটেলে ফিরবার সময় রাস্তার পাশের ফুটপাত বা সাইডওঅক ধরে এগোয় জন। এ ধরনের অভ্যাস কারও নজর এড়ায় না, লোকজনের গল্পে এসবও চলে আসে, যেহেতু গল্প করবার বিষয় আদৌ কম।

'কী করবে, জন?' শেষে জানতে চাইল ক্যাথি।

'কেন, বেরিয়ে যাব। তারপর সরাসরি ওদের সামনে চলে যাব, নইলে শেষে আমার পিঠে গুলি করবে ওরা।'

'একটা শটগান আছে আমার কাছে,' জানাল ফ্রাংক কেড।

'এসবের বাইরে থাকো তুমি। এখানে যদি কোন ঝামেলা হয়ে থাকে, তা হলে আমার কারণে হয়েছে। চলে যাওয়ার সময় সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে যাব কিংবা সঙ্গে নিয়ে যাব আমি।'

নাস্তাটা দারুণ লাগছে। সময় নিয়ে কফি পান করল জন। ইচ্ছে করে দেরি করছে। জানে বাইরে একাধিক লোক রয়েছে, এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে আসবে ওরা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নেবে, যাতে জন পাল্টা হামলা করলেও সুবিধে করতে না পারে।

'ফ্রাংক,' কুককে ডেকে বলল ও। 'দিনের এ সময়ে কখনও সাইডওঅক ঝাঁট দিয়েছ?'

'মাঝে মধ্যে। কখনও কখনও দেরি হয়ে যায়।'

'কাজে লেগে পড়ো,' পরামর্শ দিল ও। 'ওদের উপর নজর রেখো। কাজটা শেষ করবার আগে আমাকে একটা ধারণা দিতে পারবে ঠিক কোথায় কোথায় অবস্থান নিয়েছে ওরা?'

ঝাড়ু নিয়ে বেরিয়ে গেল সে, ঝাঁট দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দরজার কাছ থেকে শুরু করে সাইডওঅকের দিকে সরে গেল। ওপাশের বাড়ির দোতলার জানালায় চলে গেল জনের দৃষ্টি। অন্তত ছয় ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে কবাট দুটো।

ওই লোকটাও জড়িত। রহস্যময় লোকটার উপস্থিতি কাকতালীয় ঘটনা নয়।

কাজ শেষে ফিরে এল কেড। 'অন্তত চারজন ওরা। একজন ঠিক রাস্তার ওপাশে, দু'জন স্পারের সামনের ওঅটর ট্রাফের কাছাকাছি। স্পারের পাশের বেঞ্চে বসে আছে চতুর্থ লোকটা। পরিকল্পনা মাফিক অবস্থান নিয়েছে ওরা, তৈরি সবাই।'

'যেয়ো না তুমি, জন! প্লীজ!' ক্যাথির বিস্ফারিত চোখে রীতিমত আতঙ্ক ফুটে উঠল।

'উঁহুঁ, যেতেই হবে, ক্যাথি। আমাকে কিছু কারিশমা দেখানোর জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, ওদের চেষ্টাকে সম্মান না দেখালে চলবে কী করে!'

'লোকজন রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে,' জানাল কুক। 'বুঝে গেছে সবাই।'

'দেখলে তো? চাইলেও এখন আর এদেরকে নিরাশ করতে পারব না আমি। ঘটনা ঘটবে অনুমান করে রাস্তা থেকে সরে গেছে ওরা, এখন যদি কিছু না ঘটে, কেমন দেখায়?' বেশ সহজ সুরে কথা বলছে জন, অথচ ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু কাজটা করতেই হবে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওরা, শেষে এখানে চলে আসবে। বিপদে পড়তে পারে কেড বা ক্যাথি। সুতরাং ওরই বেরিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হওয়া উচিত। তবে একটা পরিকল্পনা খাড়া করা দরকার, অযথা ছুটে গিয়ে প্রাণ হারানোর কোন মানে হয় না।

'অপেক্ষা করে লাভ হবে না,' শেষে বলল ও। 'কফিটা গরম রেখো, ফ্রাংক। আরেক কাপ খাব।'

ছুটে এল ক্যাথি, জনের দেওয়া পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল। 'এটা নাও,' বলল ও। 'হয়তো বাড়তি পিস্তল দরকার হতে পারে।'

নির্মল হাসি ফুটে উঠল জনের মুখে। পশ্চিমে মেয়ে হলে এমন বিচক্ষণই হওয়া উচিত!

দরজার নবে হাত রাখল ও। *বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে সরে যেতে হবে,* ভাবছে–*চটজলদি এক পা সরে গিয়ে*...

এরচেয়ে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য বা দক্ষতার সঙ্গে বোধহয় কেউ করতে পারত না কাজটা। দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল ও, প্রায় চোখের নিমেষে, খুবই ক্ষীণ শব্দ হলো; এবং হাতে পিস্তলও চলে এসেছে।

যার যার সিক্সশূটারের দিকে হাত বাড়াল ওরা। আচমকা পঞ্চম এবং ষষ্ঠজন উদয় হলো দৃশ্যপটে, একজনের হাতে একটা রাইফেল শোভা পাচ্ছে।

পঁচিশ

রাস্তায় পা রাখল জন। প্রতিপক্ষের সংখ্যা আর অবস্থান দেখে রীতিমত ভড়কে গেছে, বুঝে গেছে হয়তো আজই জীবনের শেষ দিন–স্বর্গের টিকেট কেনা হয়ে গেছে! ঠিক উল্টো দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে খিলালঅলা, বড়জোর ত্রিশ ফুট দূরে। কখনও কাউকে গুলি করে আনন্দ বোধ করেনি জন, তবে এই লোকটার ক্ষেত্রে প্রায় সেরকমই অনুভূতি হলো ওর।

লোকটার শার্টের পকেট থেকে তামাকের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছিল, জনের বুলেট প্যাকেট ফুটো করে বুকে ঢুকে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে কিছুটা পিছনে এবং উপর দিকে একটা রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল জন। শার্পস পয়েন্ট ফাইভ-জিরো, ধারণা করল ও।

রাস্তার লোকটা হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল, কিন্তু পায়ে জোর না পাওয়ায় পড়ে গেল আবার। পরমুহূর্তে মুহুর্মুহুঃ গুলির শব্দে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। সহসা জেরিটো আর লুই চামাকে দেখতে পেল জন, সমানে গুলি করছে নিক মুলানির লোকজনের উদ্দেশে। শার্পসটা গর্জে উঠল আবার, পরমুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো রাস্তা, শুধু তিনটা লাশ আর জনের বন্ধুরাই রয়েছে।

পিছন ফিরে তাকাল ও, দোতলার জানালাটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল। শার্পসের মালিক নিজের পরিচয় জানান দিতে নারাজ।

চারজন লোক পড়ে আছে রাস্তায়। একজন উঠে বসবার চেষ্টা করছে, অন্য তিনজন দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করবার অতীত হয়ে গেছে।

দুই মেক্সিকান এগিয়ে এল ওর দিকে। 'খতম! শেষ হয়ে গেছে ওরা!' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল জেরিটো।

'নিক মুলানি···?'

'সেও খতম। হেন্ডারসন নিজেই র‍্যাঞ্চটা পুড়িয়ে দিয়েছে। চুরি করা গরু ছিল ওদের করালে। জানোই তো, আমাদের ঘোড়ার পাল স্ট্যাম্পিড করেছিল ওরা. আমাকে গুলি করেছে। বাথানে গিয়ে হেন্ডারসন দশ সেকেন্ড

সময় দিল ওদের–হয় তল্লাট ছেড়ে ভাগবে, নইলে গাছে ঝুলবে। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করেনি ওরা। লেজ তুলে পালিয়েছে সবাই।'

চামার দিকে তাকাল জন। 'তুমিও হেন্ডারসনের হয়ে কাজ করো?'

সিগারেট ধরিয়েছে সে, ওটা না সরিয়েই জবাব দিল: 'কারও হয়ে কাজ করি না আমি।'

'তো···ধন্যবাদ, লুই।'

জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলল সে। *'পর নাডা,'* আঙুল দিয়ে সমব্রেরোর কিনারা স্পর্শ করল মেক্সিকান, ঘুরে দাঁড়িয়ে গোল্ডেন স্পার সেলুনের উদ্দেশে এগোল।

লোকজন বেরিয়ে আসছে, কেউ কেউ রাস্তায়ও চলে এসেছে। পড়ে থাকা লাশগুলো দেখল, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে সরে গেল। জাতভাইয়ের পিছু নিয়েছে জেরিটো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে এগোল জন।

ডেস্কে কেরানিকে দেখতে পেল ও। 'তুমি আসবার আগে একেবারে নিরামিষ শহর ছিল এটা,' বলল সে। 'নিরামিষ থাকুক, কখনও চাইনি আমি, তবে ওরকম থাকাই বোধহয় ভাল।'

'চাও চলে যাই আমি?'

শ্রাগ করল সে। 'তোমার যখন মর্জি হবে।'

দোতলায় চলে এল ও। কামরায় ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার নীচে দু'হাত বেঁধে সিলিঙের দিকে তাকাল। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি আর অজানা ট্রেইল টানছে ওকে।

দীর্ঘক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকল, চোখ বুজে রেখেছে। চোখ মেলে প্রথমে ওয়ার্ডরোবের দিকে তাকাল।

এখানেই একটা কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে ক্যাথি।

সহসা শার্পসটার কথা মনে পড়ল, দোতলা থেকে গর্জে উঠেছিল সময়মত। নির্ঘাত আরকান্সয়ার ন্যাট হিনম্যান। কিন্তু কেন ওকে সাহায্য করল লোকটা?

আবার চোখ বুজল ও, ঘুম পাচ্ছে না, স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছে। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল পেশি, ওর হাতে খুন হওয়া লোকটার কথা ভাবছে না। এদের মত লোকের ধাত ভাল করে জানা আছে। নাম বা ঠিকানা জানা নেই, কিন্তু চরিত্রটা জানে। ঝামেলাবাজ, সুযোগসন্ধানী, খ্যাতিপাগল। অথচ জানে না পিস্তল হাতে খ্যাতি বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

হয়তো ওয়ার্ডরোবের ভিতরে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান। মুখ ফুটে কিছু বলেনি ক্যাথি, তবে জনের ধারণা জুডাস বেলচার খুন হওয়ার পর সেফ থেকে এটাই চুরি করতে চেয়েছিল প্রতিপক্ষ। জিনিসটা কী জানে না জন, তবে অনুমান করতে পারছে।

ক্যাথির সঙ্গে দেখা করতে হবে। কেডের সঙ্গেও কথা বলা দরকার।

তারপর পশ্চিমে সান জুয়ান এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে। কিছু আত্মীয় আছে ওর, সান জুয়ানের পশ্চিমের একটা বাথানে থাকে এরা।

আন্দ্রিয়ার কী হলো? কোথায় আছে মেয়েটা? মুলানির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল মেয়েটা, কিন্তু পর্যুদস্ত হয়েছে মুলানি। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার আউটফিট। তবে শটগানঅলা মোটা ভুরু আর হস্তিনী রয়েছে আন্দ্রিয়ার সঙ্গে, শহুরে লোকটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। আসলে কে সে?

জুডাস বেলচারকে মনে পড়ল ওর। মানুষটা যেন যাদু জানত। জানত কীভাবে টাকা বানাতে হবে, কোথায় রেলরোড তৈরি করতে হবে, কিংবা উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তরকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে; কিন্তু আগাগোড়া একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। প্রিয়জনদের কাছ থেকে ভালবাসা চাইত সে, কিন্তু জানত না প্রয়োজনটা কীভাবে প্রকাশ করতে হবে। পায়ওনি।

শুধু ক্যাথিই ব্যতিক্রম। হাউসকীপারের বাচ্চা মেয়েটির কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছে সে।

আন্দ্রিয়া কী করবে এখন?

ধূর্ত, কঠিন মনের মেয়ে। নিষ্ঠুর এবং নির্লিপ্ত তো বটেই। এখন কী করবে ও?

রেকর্ড অনুসারে আন্দ্রিয়া জুডাস বেলচারের মেয়ে, যদিও আদপে তা ঠিক নয়, সৎ মেয়ে। কোন উইল যদি না থাকে, তা হলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে আন্দ্রিয়া; কিন্তু মেয়েটার সন্দেহ মরবার আগে ঠিকই একটা উইল রেখে গেছে বেলচার, হয়তো কোথায় আছে তাও জানে।

উইল যদি থেকে থাকে, আন্দ্রিয়া এটাও জেনে থাকবে যে উইল থেকে ক্যাথিই লাভবান হবে।

সেক্ষেত্রে, যে-কোন উপায়ে ক্যাথিকে সরিয়ে দিতে হবে ওর।

একবার ক্যাথিকে অপহরণ করেছিল ওরা, সম্ভবত উইলটা সম্পর্কে জানবার জন্য; বোধহয় সোনার অবস্থানও জেনে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের, যেহেতু স্বর্ণমুদ্রা, কয়েন বা বার নিয়ে ভাবছে ওরা।

ক্যাথিকে সরিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, আর কাউকে নিয়ে ভাবতে হবে না। পথের কাঁটা সরে যায় তা হলে।

হেনরি হলিস্টারের কী হবে? নোরা বেলচারের ভাগ্যেই বা কী ঘটেছে? মারা গেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কীভাবে? কোথায় মারা গেছে? কবে? দারুণ সফল এবং আগাগোড়া ভালমানুষ ছিল জুডাস বেলচার, অথচ পিছনে লোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ আর খুনোখুনির একটা ট্রেইল রেখে গেছে সে।

দরজায় করাঘাতের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল জন। আলগোছে হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করে মুঠোয় রাখল, দেহের পাশে স্থির হলো হাতটা। দরজার নবের নীচে আজ কোন চেয়ার রাখেনি। 'আসুন,' আহ্বান করল ও।

হেনরি হলিস্টার।

ক্লান্ত এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে লোকটিকে। হ্যাট হাতে ভিতরে পা রাখল সে। 'জরুরি কিছু কথা আছে।'

'বসো,' ছেঁচড়ে আরও একটু উঁচু হলো জন। জানে পিস্তলটা দেখতে পাবে কোটিপতি।

'ওটার দরকার হবে না।'

স্মিত হাসল ও। 'কখন কী হয়, বলা যায় না!'

'পরিস্থিতি খুব খারাপ। সামান্য একটা সমস্যা ছিল শুরুতে। আন্দ্রিয়া বা অ্যান, যাই বলো, ও-ই ছিল উত্তরাধিকারী। ওর মা ছিল আমার ছেলের স্ত্রী। মেয়েটাকে সত্যিই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আমি।'

ফের হাসল জন, লোকটার মুখে বিরক্তি দেখতে পেল।

'ওকে খুঁজে পাওয়ার পর অদ্ভুত কথা শুনতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে কথাই বলবে না। আমার ব্যাপারে নাকি ওর কিছু যায়-আসে না, কিংবা ওর ব্যাপারেও আমার মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

'মিথ্যে বলেছে নাকি?'

আবারও বিরক্তি ফুটে উঠল কোটিপতির মুখে, এবার আরও স্পষ্ট ভাবে। 'অবশ্যই! আমি ওর সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। ব্যবসা সম্পর্কে জানি আমি। তরুণী কোন মেয়ে...'

'হলিস্টার,' তাকে থামিয়ে দিল জন। 'বোঝাই যাচ্ছে আন্দ্রিয়াকে চিনতে পারোনি তুমি। সাধারণ মেয়ে নয় ও। কমবয়েসী এবং মেয়ে, এ পর্যন্ত ঠিকই ধরেছ; কিন্তু বরফের মতই ঠাণ্ডা বা নির্লিপ্ত থাকতে জানে ও। ধূর্ত, চটপটে এবং বিপজ্জনক। তোমার চেয়ে তিনগুণ বেশি চালাক আন্দ্রিয়া, তারচেয়েও বেশি নীচমনা। ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। হেরে যাবে।'

'হয়তো,' বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল হেনরি হলিস্টার। 'কিন্তু তুমি আমার পক্ষে থাকলে সেটা ঘটবে না। তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে কাজ করি,' সরাসরি জনের দিকে তাকাল সে। 'আমার ধারণা, একটা কিছু জানো তুমি। চাবিটা তোমার কাছেই রয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার এটা...'

'টাকার ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার।'

অধৈর্য হয়ে পড়ল কোটিপতি। 'বোকার মত কথা বোলো না! টাকার ব্যাপারে দুনিয়ায় কার আগ্রহ নেই? এমন মানুষ হয় নাকি? লক্ষ লক্ষ টাকা, ওই টাকা পেলে রেলরোডটাকে খাড়া করতে পারব আমি।'

'না।'

'মানে? না বলতে কী বোঝাচ্ছ?'

মেঝেয় পা রাখল জন, পিস্তলে হাত রয়েছে এখনও। 'এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই আমার।'

অবিশ্বাস ফুটে উঠল কোটিপতির চোখে, বিশ্বাসই করতে পারছে না। জন উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হতে ইশারায় ওকে বসতে বলল। 'প্রাথমিক কাজ

সেরে রেখেছে বেলচার। সার্ভে শেষ, পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে গেছে, কিছু টাকাও বিনিয়োগ করেছে। কাঁচা কাজ করত না ও। যেটায় হাত দিত, বুঝে-শুনে আর চিন্তা-ভাবনা করেই করত। ও নেই বটে, খোদা শান্তি দিন ওর আত্মাকে, কিন্তু কাজটা পড়ে থাকবে কেন? ওর স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে হবে। জুডাসের যেহেতু বৈধ কোন উত্তরাধিকারী নেই, আমরাই তো ওই টাকা কাজে লাগাতে পারি।'

'কে বলল বৈধ উত্তরাধিকারী নেই?'

'আন্দ্রিয়ার কথা বলবে তো? ও তো সৎ মেয়ে, তা ছাড়া আন্দ্রিয়াকে কখনোই পছন্দ করত না জুডাস।'

'কোন উইল রেখে যায়নি সে?'

'না। হঠাৎ মারা গেছে। উইল তৈরি করবার সুযোগই পায়নি।'

অনায়াসে কোটিপতিকে পড়তে সক্ষম হলো জন, চিন্তাটা হলিস্টার নিজেও পছন্দ করতে পারছে না। একটা উইল তার সমস্ত পরিকল্পনা বা স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারে। প্রথমে আন্দ্রিয়াকে খুঁজে বের করে মেয়েটার উপর কর্তৃত্ব ফলাতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব নয় আবিষ্কার করে ভিন্ন পথ ধরেছে–খড়কুটোর মত আগলে ধরতে চাইছে বিকল্প উপায়গুলো। সুযোগ ফস্কে যেতে দিতে নারাজ।

'অযথা সময় নষ্ট করছ, হলিস্টার,' শেষ কথা বলে দিল জন। 'এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না আমি। কাল বা পরশু, সম্ভবত কালই, এখান থেকে চলে যাব। ফিরেও আসব না।

'এ পর্যন্ত বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে, অথচ বিনিময়ে কিছুই পায়নি এরা। শুরু থেকে, আসলে তোমাদের কারোই কোন সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া,' কথাটা সঠিক কিনা জানে না জন, তবে ওর সন্দেহ ঠিক এমন কিছুই ঘটবে। 'হয়তো শিগ্‌গিরই একজন ইউএস মার্শাল তদন্ত করতে আসবে। নিশ্চই,' এবার ডাঁহা মিথ্যে ঝেড়ে দিল। 'স্নাইডারের বন্ধু-বান্ধব আছে, আত্মীয়ও থাকতে পারে। ওরা হয়তো স্নাইডারের মৃত্যুর পুরোদস্তুর তদন্ত দাবি করে বসবে।'

পুরোপুরি বিহ্বল দেখাল কোটিপতিকে। 'স্নাইডার আবার কে?'

উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ও। 'ছোট্ট একটা পরামর্শ দিচ্ছি। জলদি তোমার কারে চেপে চলে যাও এখান থেকে। ধরে নাও এটা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা, এবং ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কোরো। ওরা তোমার পিছু নেবে, তবে দেরি না করলে হয়তো এড়াতে পারবে ওদের।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'তুমি যদি আমাকে খুনও করো,' বলে গেল জন। 'তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, কারণ স্নাইডারের ব্যাপারে অনেকেই জানে। অ্যান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য ওকে বক্স-কারে বন্দি করেছ, অত্যাচার করেছ। অনেকেই জানে তোমার মুঠো থেকে পালিয়ে গিয়েছিল স্নাইডার, পরে খুন হয়ে যায়।'

নির্বিকার মুখে উঠে দাঁড়াল সে। প্রথম পরিচয়ের সময় দৃঢ়চেতা মনে হয়েছিল তাকে, কিন্তু গত কয়েকদিনে বড়সড় কোন পরিবর্তন ঘটেছে লোকটার মধ্যে। হয়তো ব্যর্থতা, কিংবা অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও সেজন্য দায়ী হতে পারে। ক্ষমতা হারিয়েছে মানুষটা। এ মুহূর্তে কোটিপতি হেনরি হলিস্টার একজন মরিয়া কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

জনের আগে আগে বেরিয়ে গেল সে, নীচের হলে নেমে গেল।

ঘুরে ওয়ার্ডরোবের কাছে চলে গেল জন, তাকের উপর বিছানো কাগজের তলা হাতড়াল। সহজেই খুঁজে পেল জিনিসটা–কাগজে ভরা একটা খাম। এটা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে মোটেই অধীর মনে হয়নি ক্যাথিকে, তবে ফেরত দেওয়ার সময় হয়েছে। খামটা কোটের ভিতরের পকেটে রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও।

ডেস্কের উপর ঝুঁকে আছে কেরানি। 'কখন যাবে?' জানতে চাইল সে।

পেরিয়ে যাচ্ছিল জন, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে হাত ছড়িয়ে দিতে দেখতে পেল।

'ট্রেসি তাগাদা দিচ্ছে,' ব্যাখ্যা করল সে। 'তুমি শহরে আসবার পর সবার যেন সুড়সুড়ি লেগে গেছে।'

'হেনরি হলিস্টারকে জিজ্ঞেস কোরো। ওর হয়েই কাজ করেছি আমি।'

সহসা বাড ব্যাগটের কথা মনে পড়ল ওর। কোথায় লোকটা?

রাস্তা থেকে লাশগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাটিতে পড়া রক্তের উপর বালি ছিটানো। জন রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বেশ কয়েকজনই ফিরে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু কিছু বলল না কেউ। নিজেদের মধ্যেও মন্তব্য বিনিময় করল না। শুধু জনের কুকুর দোস্তকে খানিকটা আগ্রহী মনে হলো। মুখ তুলে তাকাল ওটা, আদরের আব্দার জুড়েছে লেজ নেড়ে। ঝুঁকে ওটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল জন, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ট্রেসি'স কর্নারে ঢুকে পড়ল।

র‍্যাঞ্চার দম্পতি রয়েছে। দু'জনেই ফিরে তাকাল ওর দিকে। 'স্যার? কোন ঝামেলা হবে না তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার। 'আমি চাই না বিপদের মধ্যে পড়ুক আমার স্ত্রী।'

'না, স্যার,' জবাব দিল জন। 'তোমাদের যাতে বিরক্ত হতে না হয়, খেয়াল রাখব আমি।'

'ধন্যবাদ। কোন কোন সময় এড়িয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন, সেজন্যই জানতে চাইলাম।'

অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ফ্রাংক কেড। 'তুমি ঠিক আছ তো?' উল্টোদিকের চেয়ারের সঙ্গে হেলান দিল সে। 'বাড ব্যাগট আছে শহরে। ওই মেয়েটাও এসেছে, আন্দ্রিয়া। ওর সঙ্গে কয়েকজন লোক রয়েছে।'

'বিশালদেহী, মোটা মোটা ভুরু?'

'হ্যাঁ। আর এক শহুরে বাবু।'

ক্যাথি কোথায়? চারপাশে দৃষ্টি চালিয়েছে জন, কিন্তু মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। ক্যাথির অনুপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে। কিছুটা বিরক্তিও বোধ করছে, কারণ এরপর আর রেস্তোরাঁয় আসা হবে না ওর।

খাবার পরিবেশন করল কেড। পুরো রেস্তোরাঁয় র‍্যাঞ্চার দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্তে খাওয়া শুরু করল জন। ক্যাথি নিশ্চই কোথাও গেছে। রেস্তোরাঁয় থাকলে এতক্ষণে দেখা করত ওর সঙ্গে।

সময় নিয়ে খাওয়া সারছে ও, আশা করছে যে-কোন সময়ে চলে আসবে ক্যাথি। কিন্তু খাওয়া প্রায় শেষ হতে চলল, তবুও ক্যাথির দেখা নেই। মগ থেকে কফি ঢালছে, এসময় দেখল দরজা খুলছে ফ্রাংক কেড, প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল ও।

বেকুব বনে গেল জন। ক্যাথি নয়। আন্দ্রিয়া। দলবল নিয়ে এসেছে।

ছাব্বিশ

'জন!' দু'হাত ছড়িয়ে দিল আন্দ্রিয়া। 'ওহ্, তোমাকেই খুঁজছি! ভাবছিলাম কোথায় দেখা পাব!'

'কাছাকাছিই ছিলাম।'

মোটা ভুরু, হস্তিনী এবং শহুরে বাবু রয়েছে মেয়েটার সঙ্গে। সরাসরি জনের টেবিলে চলে এল ওরা।

জনের ডান পাশে বসতে গেল মোটা ভুরু। কিন্তু বাধা দিল জন, চায় না বিশালদেহী একজন মানুষ পাশে বসুক, লোকটা বাধা দিলে প্রয়োজনের সময় ক্ষিপ্র গতিতে ড্র করতে পারবে না। 'তুমি,' বলল ও। 'ওপাশে বসো। আশা করি কিছু মনে করবে না?'

কিছু মনে তো অবশ্যই করল সে, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তবে অনুরোধটা রাখল। জনের ডান দিকে বসল শহুরে বাবু।

ঘাড় ফিরিয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশে তাকাল ও। 'ফ্রাংক? কফি দাও এদের।'

উদ্বিগ্ন মুখে ওর দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'কথা দিলে রাখি আমি,' তাকে আশ্বস্ত করল জন।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি,' বলল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল র‍্যাঞ্চারের স্ত্রী, মিষ্টি হাসল জনের উদ্দেশে।

দারুণ মানুষ, ভাবল জন। তবে সবাই যে সত্যিই দারুণ তা বলা যাবে না, সম্প্রতি হওয়া অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে ওকে খুন করতে চেয়েছিল এমন এক জোড়া দম্পতি। মিষ্টি স্বর আর মায়াভরা চোখ লিজা ওয়েবের, দেখে কখনোই মনে হবে না ভিতরে গরল আছে।

'একেবারে মোক্ষম সময়ে এসেছ,' আন্দ্রিয়ার উদ্দেশে বলল ও। 'চলে যাচ্ছি আমি। ট্রেইলে উঠে পড়ব আবার।'

'ট্রেইলে?' হতচকিত মনে হলো ওকে।

'হ্যাঁ। জানোই তো, আমি আসলে ড্রিফটার। কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি না। বহু জায়গা দেখবার বাকি আছে। পশ্চিমে সান জুয়ান মাউন্টেনের দিকে যাব, তারপর উত্তরে, ব্রাউন'স হোল এলাকা হয়ে কলোরাডোয় যাব।'

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে এরা, জানে জন, এবং কিছু বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। তবে ওর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেসবের সম্পর্ক নেই। সম্ভবত এটাও ভাবেনি যে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে ও। ধান্ধায় এসেছে ওরা, ধরে নিয়েছে জনেরও নিজস্ব ধান্ধা রয়েছে।

'সুন্দর এলাকা। সান জুয়ানের পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ জমা রয়ে গেছে এখনও,' বলে চলল ও। 'ছোট্ট একটা শহর আছে ওখানে। একসময় নাম ছিল অ্যানিমাস সিটি, শুনেছি এখন ওটার নাম ডুরাঙ্গো। আমার মনের মত শহর।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মোটা ভুরু। 'প্রকৃতি বা শহর নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমরা।'

লোকটার দিকে ফিরল জন, মিষ্টি হাসি উপহার দিল, কিন্তু মনে মনে ভাবছে ভোঁতা নাকে একটা বিরাশি শিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিলে কতটা আনন্দ পাবে।

'জন,' ওর দিকে ঝুঁকে এল আন্দ্রিয়া, নিজের আবেদন সম্পর্কে সচেতন। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ এল—পারফিউম? নাকি···মেয়েটার নিজস্বও হতে পারে, ভাবল জন। 'তোমার সাহায্য দরকার আমার। বাবার বিষয়-সম্পত্তির সুরাহা করছিলাম আমরা, তখনই আবিষ্কার করলাম কিছু কাগজপত্র খোয়া গেছে। বাবার মৃত্যুর পর সেফ খুলে কাগজগুলো চুরি করেছে কেউ।'

'অসৎ লোকের অভাব নেই দেশে।'

'আশা করছি আমাদের হয়ে কাগজপত্রগুলো খুঁজে বের করবে তুমি।'

'আমি?' মাথা নাড়ল ও। 'যদ্দূর মনে পড়ছে মি. বেলচারের মৃত্যুর সময় টেক্সাসে গরু পাঞ্চিং করছিলাম। দু'একবার দেখেছি বটে, কিন্তু চিনতাম না ওকে। লোকজনের কাছে শুনেছি খুবই ভালমানুষ ছিল।'

মোটা ভুরু নড়েচড়ে বসল আবার; ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল চেয়ারটা। ভারী দু'হাত তুলে টেবিলের উপর রাখল হস্তিনী। এই প্রথম দু'জনের মধ্যে সাদৃশ্যটা চোখে পড়ল জনের। সন্দেহ নেই, ভাই-বোন। তবে স্বামী-স্ত্রীও হতে পারে। মাঝে মধ্যে নিজের চেহারার মত কাউকে বিয়ে

করে লোকজন, আদর্শ পছন্দ বলে হয়তো সবারই তাই করা উচিত।

'জন, প্লীজ!' সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই, এখন ছলনারও আশ্রয় নিয়েছে আন্দ্রিয়া। টাকার গন্ধ পেয়েছে বলে? আনমনে ভাবছে জন। 'জন, আমার তো মনে হয় ইচ্ছে করলেই কাগজগুলো খুঁজে বের করতে পারবে তুমি, সেক্ষেত্রে সমস্ত ঝামেলার অবসান হবে। মিটমাট হয়ে যাবে সবকিছু। আর কোন খুনোখুনি হবে না।'

'ফিউনারেলে যাবে না?'

যেন চড় কষেছে জন, এমন প্রতিক্রিয়া হলো আন্দ্রিয়ার। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, শেষে জানতে চাইল: 'কার ফিউনারেল?'

স্মিত হাসল ও। 'গতকাল আমাকে যারা খুন করবার চেষ্টা করেছিল, তাদের ফিউনারেল।'

মুহূর্ত কয়েক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। চেয়ার পিছন দিকে ঠেলে উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার লোকটা, সেই শব্দে নীরবতা ভেঙে গেল।

'দুঃখিত যে তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে, স্যার!' র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে বলল জন। 'আশা করি যাত্রাটা উপভোগ্য হবে তোমাদের। সময়মত রওনা দিলে ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবে র‍্যাঞ্চে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমাদের ওদিকে যদি যাও কখনও, বাথানে যেয়ো কিন্তু। আর কিছু না হোক, অন্তত কফি খাওয়াতে পারব।'

পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে আন্দ্রিয়ার পুরুষ্টু ঠোঁটজোড়া। চেষ্টাকৃত হাসি দেখা গেল মুখে, তবে কার্যকরী নয় মোটেই। 'লোকগুলো যাই করে থাকে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও। 'নিজেদের বা মুলানির মর্জিমাফিক করেছে।'

'একটা ভুল করেছে ওরা,' বলল জন। 'মনে করেছিল আমি একা।'

ফের নীরবতা নেমে এল। জনের দেওয়া এই তথ্যটাও পছন্দ হচ্ছে না কারও। শুধু ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছে, ভাবেনি অন্য কেউও আছে বা থাকবে। বাস্তবিক অর্থে, একাই আছে জন। জানত না ছোট্ট এ শহরে প্রয়োজনের সময় কিছু বন্ধু জুটে যাবে, কিংবা এখন তারা কোথায় আছে তাও জানে না। ক্যাথি কোথায় আছে, সামান্য এ তথ্যটাও জানা নেই ওর।

কেশে গলা পরিষ্কার করল শহুরে বাবু। 'আমার তো মনে হয় ব্যবসার ব্যাপারে আলাপ সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, মি. ক্যালকিন,' মৃদু স্বরে প্রস্তাব করল সে। 'ওই কাগজগুলো যদি তোমার কাছে না থাকে, তা হলে নিশ্চই জানো কার কাছে আছে কিংবা ওগুলোয় কী লেখা আছে।'

'আন্দ্রিয়া, এরা কারা? কেমন মানুষ? এদের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তোমার বয়স কম, সৌন্দর্য বুদ্ধি বা সম্ভাবনা···সবই আছে তোমার। সবকিছু ভুলে গিয়ে পুবে চলে গেলেই পারো, ওখানে সুখী হতে পারবে তুমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি, কঠিন হয়ে উঠছে চাহনি। 'ক্যাথি, তাই না? তোমাকে পটিয়ে ফেলেছে ও!'

'আমি আসলে ভবঘুরে মানুষ। এসবের সঙ্গে জড়াতে চাই না. ভাগও

চাই না। তোমাকে খুঁজে বের করবার জন্য আমাকে ভাড়া করেছিল হেনরি হলিস্টার। কোন ভাবে সে আবিষ্কার করেছিল আমাদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলে, কিন্তু এরপর তোমাকে হারিয়ে ফেলে সে। যাই হোক, সে ধরে নেয় তোমার অবস্থান জানা আছে আমার এবং যথেষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তথ্যটা জানিয়ে দেব ওকে। ওর ধারণা ছিল জুডাস বেলচারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তুমি।'

জন আশা করছে ওর মুখ দেখে কিছু বোঝা যাবে না, যতটা সম্ভব নির্বিকার মুখে বলে চলল: 'ব্যাপারটা অবশ্য নেহাত অস্বাভাবিক, কারণ আদপে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। আর যদ্দূর জানি, তোমার সঙ্গে কখনোই সম্পর্ক ভাল ছিল না বেলচারের।'

চুপ মেরে গেছে সবাই। আশাহত, হতাশ এবং বিস্মিত। পায়ের অবস্থান বদল করল মোটা ভুরু, বোনের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। হয়তো এটা ওদের জন্য অজানা একটা তথ্য।

আচমকা খেপে গেল আন্দ্রিয়া, সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। 'আমিই ওর বৈধ উত্তরাধিকারী! আমি ছাড়া আর কে আছে?'

'বেলচার নিঃসঙ্গ মানুষ ছিল,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। 'হয়তো আত্মীয় নয় এমন কারও মধ্যে অনুরাগ খুঁজে পেয়েছিল সে। একেবারে শেষ মুহূর্তে উইল বদলে ফেলে।'

হাত বাড়িয়ে জনের বাহু চেপে ধরল শহুরে বাবু। 'কিসের উইল? জুডাস বেলচার উইল রেখে গেছে নাকি?'

'রেখে যাওয়ারই তো কথা,' নিরাবেগ স্বরে বলে গেল ও। 'একটু চিন্তা করে দেখো। ঘাঘু ব্যবসায়ী ছিল সে। কী মনে হয়, ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছাড়া এত কিছু করেছে? রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, আন্দ্রিয়াই উত্তরাধিকারী হতে পারত, কিন্তু কখনোই বুড়োর প্রতি দরদ বা ভালবাসা প্রকাশ করেনি ও। একেবারে বাচ্চা বয়সেও বেলচারকে পছন্দ করত না।'

'মিথ্যে! সবই মিথ্যে!' শীতল ক্রোধে প্রতিবাদ করল আন্দ্রিয়া। 'ডাঁহা মিথ্যে বলছ তুমি! আমিই ওর একমাত্র উত্তরাধিকারী! আমার মা-কে বিয়ে করেছিল সে...'

'কিন্তু তাকে ছেড়ে অন্য একজনের সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল মহিলা।'

'তা হলে আর কে আছে?' কর্কশ এবং পীড়াদায়ক শোনাল মেয়েটির কণ্ঠ। 'সমস্ত সম্পত্তি আর কাকে দিয়ে যেতে পারে বেলচার?'

'আমার কথা ভাবোনি, আন্দ্রিয়া?' রান্নাঘরের দরজা থেকে ভেসে এল ক্যাথির কণ্ঠ। মেয়েটা কখন এসেছে টের পায়নি কেউ।

'তুমি! তুমি কেন?' নিখাদ তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল আন্দ্রিয়ার চোখে-মুখে। 'তুমি ওর কিছু হও নাকি? ফুঃ! সামান্য হাউসকীপারের মেয়ে! তোমার উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রশ্নই আসে না!'

'নিঃসঙ্গ একজন মানুষের ঘর সামলেছে আমার মা। মানুষটাকে দেখে

কঠিন এবং নির্লিপ্ত মনে হত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নরম একটা মন ছিল ওর। নিপাট ভদ্রলোক ছিল সে। তোমার মা ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে আরও মনমরা হয়ে পড়ে সে। একা দিন কাটানো দুঃসহ হয়ে পড়েছিল তার জন্য। মা আসায় স্বস্তি পেয়েছিল জুডাস বেলচার। যতক্ষণ বাসায় থাকত, আমাকে নিয়ে সময় কাটাত। এমন ভালমানুষ সারা জীবনেও দেখিনি আমি।'

'তুমি ওর উত্তরাধিকারী? পাগলের প্রলাপ! অসম্ভব!'

'ঠিকই বলেছে ও,' বলল জন।

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল ওর দিকে। রাগ উবে গেছে আন্দ্রিয়ার মুখ থেকে, অন্তত দেখে বোঝা গেল না। যেভাবে তাকিয়ে আছে, জন জানে ওর কথা বিশ্বাস করেছে মেয়েটি। ধরে নিয়েছে সত্যিই জানা আছে ওর। আদপে অবশ্য তা নয়, স্রেফ অনুমান করেছে; কারণ খামের ভিতরের কাগজগুলো পড়া দূরে থাক, খুলে চোখও বুলায়নি।

ভাবছে আন্দ্রিয়া। সতর্ক এবং কঠিন চাহনি ফুটে উঠেছে চোখে। হেরে গেছে মেয়েটা, চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে। আচমকা দৃষ্টি ফিরিয়ে ক্যাথির দিকে ফিরল, হাসল। 'বেশ, যদি তাই হয়ে থাকে, তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আমরা কি যেতে পারি? অনেক কাজ পড়ে আছে।' আচমকা ঘুরে দাঁড়াল, পা বাড়িয়ে বলল: 'বিদায়, ক্যাথি। বিশ্বাস করো, মন থেকে বিদায় জানাচ্ছি তোমাকে…বিদায়!'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল মোটা ভুরু। দরজার কাছাকাছি চলে গেছে আন্দ্রিয়া, ওর কানের কাছে ফিসফিস করছে শহুরে বাবু। দু'জনের ঠিক পিছনে হস্তিনী।

চোখ তুলে জনের দিকে তাকাল মোটা ভুরু। পরমুহূর্তে মুঠি পাকিয়ে ঘুসি হাঁকাল সে।

বিশালদেহী বা শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু শ্লথ সে। চরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল জনের মুখে লাগল না ঘুসিটা, পাশ কেটে চলে গেল, এবং একই মুহূর্তে মুখে তীব্র আঘাত অনুভব করল সে। বাম হাতে জবর ঘুসি চালিয়েছে জন। দ্বিতীয় ঘুসিতে ঠোঁট ফেটে একটা দাঁতের অংশ ঝিলিক দিল, আর তৃতীয় ঘুসি আঘাত করল সোলার প্লেক্সাসে। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল সে, এক পা পিছিয়ে গেল, মুখ হাঁ করে ফেলেছে বাতাসের চাহিদা মেটাতে। বাম হাতে হুক কষল জন, মোটা ভুরুর অরক্ষিত খোলা মুখ আর চোয়ালে পড়ল ওজনদার ঘুসি। মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল সে, চোয়াল ভেঙে গেছে তার। এক পা পিছিয়ে গেল জন, চোখে চোখে রেখেছে লোকটাকে।

দরজায় থমকে দাঁড়িয়েছে আন্দ্রিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওদের। জনের ধারণা কখনও এতক্ষণ ধরে ওকে দেখেনি মেয়েটা। বিষাক্ত স্বরে নির্দেশ দিল মোটা ভুরুকে: 'শেষ করে দাও ওকে!'

কারও দৃষ্টিতে এতটা অভিশাপ বা অমঙ্গল কামনা ফুটে উঠতে দেখেনি জন। হুমকি দেওয়ার বা সতর্ক করবার প্রয়োজন হয়নি, স্রেফ দৃষ্টি দিয়ে ওর

প্রতি সমস্ত ঘৃণা উগরে দিল মেয়েটা।

ক্ষুৎপিপাসা, সমৃদ্ধি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এমনকি যৌনতা দিয়েও ঘায়েল করা যায় কাউকে কাউকে। কিন্তু আন্দ্রিয়ার অস্ত্র শুধুই ঘৃণা। জুডাস বেলচার, ক্যাথি এবং জনের প্রতি ঘৃণা। তবে বেলচারের প্রতি পরিমাণটা বেশি বোধহয়।

জুডাস বেলচারের মৃত্যুতে কিছু যায়-আসে না মেয়েটির। জনের ধারণা, শুধু ভোগ করবার জন্য বেলচারের সমৃদ্ধি চায় না আন্দ্রিয়া, বরং মানুষটার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য, তার জীবনের সমস্ত শ্রম বা নিষ্ঠা নিষ্ফল ও নিরর্থক প্রমাণ করবার জন্য পেতে চাইছে।

কী কারণে মানুষটির প্রতি এত তীব্র ঘৃণা বোধ করছে আন্দ্রিয়া, জানে না জন, তবে অনুমান করতে পারছে। স্পৃহাটা সম্ভবত আন্দ্রিয়ার ভিতরে বহুদিন ধরে বসবাস করছিল। মা-র সঙ্গে জুডাস বেলচারের বাড়িতে আসবার কারণে নিজের বাপকে খুবই ছোট এবং নগণ্য একজন মানুষ মনে হয়ে থাকবে ওর, সেজন্যই বিত্তশালী বেলচারকে ঘৃণার চোখে দেখেছে। ঘৃণার উৎসটা যাই হোক, সেটা যে বিপজ্জনক এবং শুরু থেকে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জনের পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাথি, ওর বাহুতে হাত রাখল। 'জন? দয়া করে সতর্ক থেকো। কথা দাও, সতর্ক থাকবে!'

'তুমিও সতর্ক থেকো,' উপদেশ দিল ও। 'তোমাকেও ঘৃণা করে ও।'

মুহূর্ত খানেক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকজন চলাফেরা করছে, বেশিরভাগই চ্যাপ্‌স আর ব্যান্ডানা পরিহিত, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে, কেউ রাইড করছে। আচমকা সজোরে খুলে গেল দরজাটা, ভিতরে ঢুকল র‍্যাঞ্চার লোকটি। থমকে দাঁড়িয়ে রেস্তোরাঁর অপেক্ষাকৃত কম আলোর সঙ্গে চোখজোড়াকে মানিয়ে নিল সে, তারপর এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'কোন সমস্যা হয়নি তো? শেষ হয়েছে ঝামেলাটা?'

'মনে হয়। আমি দুঃখিত, স্যার, তোমাদের চলে যেতে হলো।'

'দারুণ সামলেছ, ইয়াং ম্যান! তুলনা হয় না।' রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আমার ছেলেরা আশপাশে থাকবে, আগামী কয়েকদিন রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই পাবে ওদের। সাহায্য লাগলে ডেকো।'

'ধন্যবাদ। ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই তোমার, স্যার। সবচেয়ে বড় কথা, এটা তোমার ঝামেলা নয়।'

'একটু বোধহয় ভুল করেছ, এর সঙ্গে আমিও কিছুটা জড়িত,' কঠিন চাহনি ফুটে উঠল তার চোখে। 'কি জানো, আন্দ্রিয়াকে অনেকদিন ধরে চিনি, তোমার চেয়ে বেশি তো অবশ্যই। আমার পরিবারের সঙ্গে জানাশোনা ছিল ওদের। একবার যখন অসুস্থ ছিলাম, ওর মা আমার যত্ন নিয়েছিল। স্বল্পভাষী কিন্তু সহৃদয় মহিলা। ভদ্রও।'

'তোমার পরিচয়টা জানতে পারি, স্যার?'

'জিমি হেন্ডারসন। জেরিটো আমার হয়ে কাজ করে।'

'জেরিটোর কাছ থেকে তোমার কথা অনেক শুনেছি। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্যার। যাকগে, ওরা কি শহর ছেড়ে চলে গেছে?'

'গেছে বটে, কিন্তু সতর্ক থেকো। আন্দ্রিয়া যতদিন ধারে-কাছে থাকবে, তোমাদের বিপদের সম্ভাবনা একটুও কমবে না।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'ক্যাথি কিন্তু এখনও হোটেলের একটা কামরায় থাকছে।'

হ্যাট খুলে সুইটব্যান্ড পরিষ্কার করল জন। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত শূন্যতা বোধ করছে। শুরু হয়েছিল বটে, তবে সমাপ্তিও খুব কাছাকাছি। চলে গেছে মেয়েটা, না গেলেও শিগ্‌গিরই চলে যাবে। যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে।

ওঁদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল আন্দ্রিয়া, ঘটনাটা মনে দাগ কেটে ছিল। মানুষ মাত্রই দুর্বলতার শিকার, সুন্দর একটা মুখ মনে রাখবার মত বোকামি কারও পক্ষেই অস্বাভাবিক নয়।

ক্যাথি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মেয়ে। অসাধারণ মেয়ে। হয়তো আরও কিছুদিন পর ওর সঙ্গে পরিচয় হলে···

কফির কাপ হাতে ওর টেবিলে এসে বসল ক্যাথি। কথা বলল না কেউ, কিন্তু সময়টা উপভোগ করছে। রেস্তোরাঁর শান্ত উষ্ণ পরিবেশ, বাইরে লোকজনের চলাফেরার মৃদু শব্দ আর রান্নাঘরে বাসনকোসনের টুংটাং শুনতে মন্দ লাগছে না।

'তুমি কি শিগ্‌গিরই চলে যাবে?'

'আগামীকাল। আজই যেতে পারতাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। যদিও···'

'যদিও?'

'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার, যেন একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে—করা উচিত ছিল, অথচ করিনি।'

স্মিত হাসল ক্যাথি। 'কী কাজ?'

নার্ভাস বোধ করছে জন, নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। মনে হলো কলারটা খুব এঁটে বসেছে, ঘামে লবণাক্তও মনে হচ্ছে; অথচ আদপে কোন কলার পরেনি।

কফিতে চুমুক দিল ও, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলল। খিস্তি করতে পারলে হয়তো ভাল লাগত, তবে সামনে বসা ক্যাথির কারণে নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে। 'তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম কথাটা,' শেষে বলল ও। 'ফ্লেচারদের চিনতে তুমি?'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় জ্যাক হলিস্টারের হয়ে কাজ করত ওরা। হঠাৎ করেই কাজ ছেড়ে সেন্ট লুইয়ে চলে যায়। কী ঘটছে বুঝতেই পারিনি আমি, পরে শুনেছি কেবল। আমার বিশ্বাস, আন্দ্রিয়া মানে অ্যানকে ব্যবহার করবার ইচ্ছে ছিল জ্যাকের, ও বড় হলে জুডাস বেলচারকে মানসিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কোন প্ল্যান করেছিল বোধহয়। জ্যাকের উপর সন্দিহান হয়ে উঠে নোরা, তাই আন্দ্রিয়াকে মা-র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল

জ্যাক। তখন আর নোরাকে দরকার ছিল না ওর। শুধু আন্দ্রিয়াকে হলেই চলত।'

'কী ঘটেছিল?'

'পরে যা শুনেছি, টাকার বিনিময়ে জ্যাকের অবস্থানের কথা বাড ব্যাগটকে জানিয়ে দিয়েছিল ফ্লেচাররা, কিংবা ওরকম প্ল্যানই করেছিল। জ্যাক বা অন্য কেউ, দ্রুত তৎপর হতে সেটা বাস্তবে রূপ পায়নি।'

'পরিণতিতে খুন হয়ে যায় ফ্লেচাররা।'

রাস্তায় নজর চালাল জন, স্বাভাবিক দৃশ্য, কিন্তু কাউবয়রা এখনও শেডে বসে আছে বা আশপাশে ঘোরাফেরা করছে।

'আন্দ্রিয়াকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। শৈশবে একসঙ্গে খেলতাম আমরা। জুডাস চাচার সঙ্গে থাকত ও তখন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতাম আমরা—মা আর আমি। জুড চাচা অন্যদের সঙ্গ পছন্দ করতেন। উপরে উপরে খুব কঠিন গম্ভীর মানুষ মনে হত ওকে, কিন্তু আসলে খুব সহৃদয় বিবেচক মানুষ। আন্দ্রিয়া বরাবরই ওকে নিয়ে তামাশা করত, যা ইচ্ছে বলে বেড়াত। অবশ্য সবই পিছনে পিছনে।'

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখল জন। দু'একটা জানালায় বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। উল্টো দিকে জেনারেল স্টোরের সামনের পোর্চে বেঞ্চিতে বসে আছে দুই কাউবয়, হোটেলের ফটকের ধারে ঘোরাফেরা করছে অন্য একজন।

রাস্তা ধরে স্টেশনের দিকে তাকাতে আচমকা থমকে দাঁড়াল জন। প্রাইভেট-কারটা নেই!

চলে গেছে? হাল ছেড়ে দিয়েছে হেনরি হলিস্টার? যদি তাই করে থাকে, তা হলে সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলতে হবে তাকে।

হোটেলে ঢুকল ও। কেরানিকে তেমন আগ্রহী মনে হলো না ওর প্রতি, ফিরে তাকাল বটে, তবে কিছু বলল না। 'হেনরি হলিস্টারের কারটা দেখছি. চলে গেছে,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'হলিস্টার চলে গেছে বটে, কিন্তু রেফার্টি যায়নি। এখানেই রয়ে গেছে। আমার ধারণা পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে।'

এখনও শহরে রয়েছে রেফার্টি? কেন?

অন্ধকার কামরায় ঢুকল জন। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কয়লার লণ্ঠন ধরাল, তারপর চিমনি বসিয়ে দিল। মুহূর্ত কয়েক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, চারপাশে দৃষ্টি চালাল। আকর্ষণীয় পরিবেশ বলা যাবে না, তবে কিছুটা হলেও মায়ায় পড়ে গেছে।

শার্ট খুলে বেসিনে ঠাণ্ডা পানি ঢালল ও, বুক আর কাঁধ ধুয়ে ফেলল। তারপর পরিষ্কার একটা শার্ট পরল। 'অযথাই টাকা অপচয় করছ,' স্বগতোক্তি করল ও। 'খড়ের গাদায় শুলেই ঘুম আসবে তোমার। ওই মেয়েটার সঙ্গে

আবার দেখা করে মায়া বাড়িয়ে লাভ আছে?'

চুল আঁচড়ে গায়ে কোট চাপাল ও। কোটের পকেট থেকে ক্যাথির দেওয়া খাম বের করল, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভিতরে কী আছে দেখবে।

যা অনুমান করেছিল, তারচেয়েও বেশি রয়েছে কাগজগুলোয়। উইল ছাড়াও ঘোষণাপত্র রয়েছে, সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে ক্যাথি টার্নার। সম্পত্তির বিবরণও রয়েছে একটা তালিকায়। আইনী আরও কিছু কাগজ রয়েছে।

সব কাগজ ভাঁজ করে খামে ভরে পকেটে ফেরত পাঠাল ও। ক্যাথির জন্য অপরিহার্য ছিল, এগুলো ছাড়া আর কী আছে মেয়েটার? সামান্য একটা রেস্তোরাঁর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার ছাড়া কিচ্ছু নেই।

ওর পকেটে এ মুহূর্তে জুডাস বেলচারের আজীবনের কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পত্তি রয়েছে। বর্তমানে এসব ক্যাথির সম্পত্তি।

হলওয়েতে ক্ষীণ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেল জন। খুবই হালকা পায়ে এক পা এগোল কেউ, পরমুহূর্তে একেবারে নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ও।

সাতাশ

চারদিকে অটুট নিস্তব্ধতা। কোথাও কোন শব্দ নেই। ফের হলওয়েতে সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো, কেউ পায়ের ভর বদল করেছে। লোকটা অবশ্যই বিশালদেহী। একটু পর হালকা পদশব্দ দূরে সরে গেল, নীরবতা নেমে এল আবার।

সময় হয়ে গেছে। এবার ওর পালা, অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে জন। এও জানে, আসন্ন শোডাউনে হয়তো ভরাডুবি ঠেকাতে পারবে না। পিস্তলে যতই দক্ষতা থাকুক, ভাগ্য বলে একটা কথা আছে; জরুরি মুহূর্তে ড্র শ্লথ হয়ে যেতে পারে, কিংবা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। পকেটের কাগজগুলো ক্যাথির হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

শূন্য হলওয়েতে চোখ চালিয়ে নিশ্চিন্ত হলো ও, হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। লবিতে গল্প করছে দু'জন ড্রামার, চোখ তুলে তাকানোর গরজ অনুভব করল না কেউ। ডেস্কের পিছনে চেনা কেরানিকে দেখতে পেল না জন, যে আছে ওর অপরিচিত।

রাস্তা অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা। ট্রেন দেরি করে পৌঁছেছে স্টেশনে, ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে লোকোমোটিভ, আর ঠিক পিছনে সারি সারি চৌকো আলো দেখা যাচ্ছে। জানালা-পথে বোর্ডওঅকে আলো এসে পড়েছে। ধারে-কাছে কোথাও অদ্ভুত স্বরে চেঁচাল একটা গাধা।

তিনটে ব্লক, রাস্তায় মাত্র দুটো বাতি জ্বলছে, আর কয়েকটা জানালা আলোকিত।

একেবারে ছোট শহর। আজই এখানে ওর শেষদিন। কাল ভোরে রওনা দেবে। নির্জন প্রেয়ারি, পাহাড়ী উপত্যকা বা বিস্তীর্ণ মেসার ঘাসের উপর বেডরোল বিছিয়ে ঘুমানোর আনন্দই আলাদা, চোখ মেললেই খোলা আকাশে হাজারো তারা চোখে পড়ে, সব স্বপ্ন সুখস্বপ্ন হয়ে যায়।

অবশ্য ওর মা-র প্রত্যাশা এরকম কিছু নয়। জেসিকা ক্যালকিনের ইচ্ছে মেঝো ছেলের মতই থিতু হবে জন, নিজের মনের মত একটা জায়গায় স্থির হবে, সংসার করবে। নাতী-নাতনীর মুখ দেখবার সৌভাগ্য হবে তাঁর।

মা অপেক্ষা করতে পারবে, সময়ও পেরিয়ে যায়নি, আনমনে ভাবল ও।

রাস্তার ওপাশে কারও নড়াচড়া দেখে থমকে দাঁড়াল জন। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অস্বাভাবিক বিশাল দেহ। একটা পোস্ট আছে মাঝপথে, তবে ওটাকে ছাড়িয়ে গেছে জনের সতর্ক দৃষ্টি।

'ক্যালকিন?' স্মোক রেফার্টির কণ্ঠ ভেসে এল।

'চলে গেলে না কেন? তোমার বস্ তো বিদায় নিয়েছে।'

'মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হলো, ক্যালকিন। আশপাশে বন্ধুর অভাব ছিল না তোমার, বিশেষ করে একসময়কার বাফেলো শিকারী, ন্যাট হিনম্যানের কথা না বললেই নয়। ওর চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হচ্ছে ওর পঞ্চাশ বোরের শার্পসটা।'

'উপকারী বন্ধু, তাই না? অথচ কেন আমার উপকার করল, কারণটা জানি না আমি।'

'পয়সাঅলা এক বন্ধু আছে তোমার, ক্যালকিন। তবে এখন আমারও আছে একজন।'

জার্ভিস! নিশ্চই জার্ভিসই ভাড়া করেছে হিনম্যানকে। ভাবছে জন, ঋণ শোধ করেছে সে।

ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে সে, গাঢ় অন্ধকার পটভূমির কারণে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে অবস্থানটা ঠিকই আঁচ করতে পারছে জন। দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, রেফার্টি ড্র করলে দেখতে পাবে না ও; হয়তো এ মুহূর্তে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে লোকটার হাতে। উঁহুঁ...তা হলে পিস্তলের নলে ঝিলিক চোখে পড়ত।

'হেনরি হলিস্টারের যথেষ্ট টাকা আছে।'

'কিন্তু আমার নতুন বসের চেয়ে বেশি নয়। কি জানো, টাকাপয়সা আসল ব্যাপার নয়। শুধু একটা কাজই করবার আছে এখন—তোমার গতি

করা। সহজ কাজ। ব্যস, তা হলে চুকে যাবে সবকিছু।'

'কিন্তু ততটা সহজ মনে হচ্ছে না এখন, তাই না?'

'জানি না। ড্রিফটার হিসেবে তোমার নিশানা ভাল। ভালই দেখিয়েছ এ পর্যন্ত। তবে নিজের ক্ষেত্রে কতটা দ্রুত বা নিশানা নিখুঁত এ নিয়ে ভাবিনি আমি, যদিও একসময় ভাবতাম কোন একদিন ওসমানদের মুখোমুখি হব। সবাই তো বলে পিস্তলে নাকি দারুণ চালু ওরা।'

স্মৃতিতে সামান্য দোলা অনুভব করল জন, সহসাই মনে পড়ল–হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়–স্মোক রেফার্টির বেল্টে বাকল্স রুপার তৈরি, বেশ বড়সড় ওটা। ইন্ডিয়ান রুপা।

রেফার্টি নড়াচড়া করলে হয়তো সামান্য ঝিলিক চোখে পড়বে...

'তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে, স্মোক। আমার মা ওসমান পরিবারের মেয়ে।'

আচমকা প্রতিফলিত আলোর সামান্য ঝিলিক দেখতে পেল জন। সঙ্গে সঙ্গে ড্র করল। বাহুতে তীব্র ব্যথা অনুভব করল, তবে গ্রাহ্য করল না। পিস্তল দুটো উঠে এসেছে তালুয়, সেকেন্ডের দু'এক ভগ্নাংশ শ্লথ। পাহাড়ী চাতালে পড়ে যাওয়ার কারণে...আগে জ্বালানোর সময় পেল না, ঠিক জরুরি মুহূর্তে, আসল কাজের সময় বাগড়া দিয়েছে! সামনের পোস্টে বিদ্ধ হলো একটা বুলেট, কাঠের টুকরো এসে আঘাত করল মুখে, পরমুহূর্তে আগুন ওগরাল ওর পিস্তল।

এক পা এগিয়ে এল স্মোক রেফার্টি, দেহের পাশে ধরে রেখেছে পিস্তলটা। কথা বলবার সময় পিস্তল তুলল সে। 'তুমি দেখছি ততটা ক্ষিপ্র নও। মোটেই ফাস্ট নও!'

পিস্তল তুলবার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পা এগিয়ে এসেছে বন্দুকবাজ, জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা চৌকো আলো পড়ল তার দেহে। ইতোমধ্যে রাস্তার দু'ধারের বাড়ির দরজা আর জানালা খুলে উঁকি দিয়েছে কৌতূহলী লোকজন। ইতোমধ্যে দুটো গুলি করেছে জন, পরপর আরও তিনটা পাঠিয়ে দিল একই ঠিকানায়।

আরও এক পা এগিয়ে এল স্মোক রেফার্টি। 'উঁহুঁ, অত ফাস্ট নও তুমি। আমি তো মনে করেছি...' টলমল পায়ে সামনে বাড়ল সে, তারপর আধ-পাক ঘুরে গেল দেহ, সেকেন্ড দুয়েক পর ধূলিমলিন রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল।

নীরব হয়ে গেছে পুরো রাস্তা। লোকজন সতর্ক পায়ে এগিয়ে আসছে, ঘটনার ফলাফল প্রত্যক্ষ করবে।

এরা চায় শহর ছাড়ুক জন, জানিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। থাকবার ইচ্ছেও নেই ওর। সিলিন্ডার খুলে শূন্য খোল ফেলে পিস্তলে তাজা বুলেট ভরল ও।

বেরিয়ে এসেছে ফ্রাংক কেড। 'জন? ঠিক আছ তো তুমি?'

'আমার জন্য অপেক্ষায় ছিল ও, ফ্রাংক। ভেবেছিল ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে।'

বেশ কিছু লোক ভিড় করেছে রেফার্টির লাশের আশপাশে, এদের একজন বলল: 'ক্যালকিন? এ পর্যন্ত যথেষ্ট গোলাগুলি বা খুনোখুনি হয়েছে। অন্য কোথাও গিয়ে করোগে এসব। সকালে সূর্যোদয়ের পর যদি তোমাকে শহরে দেখি, তা হলে নেক-টাই পার্টির আয়োজন করব আমরা।'

'তার দরকার হবে না। খুনজখম আমারও ভাল লাগে না, কিন্তু কেউ যদি আমার গলা ফুটো করতে চায়, নিজেকে বাঁচানো ছাড়া আর কী করবার আছে আমার? তা ছাড়া, আমি এসব শুরু করিনি।' থামল ও, সামান্য দ্বিধার পর যোগ করল: 'ঘোড়া আর মালপত্র নিতে হবে। ঠিক আছে?'

'বেশ,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আর কোন গোলাগুলি করতে পারবে না।'

'সব দোষ ওই মেয়েটার,' বলল অন্য একজন। 'মেয়েটাই রেফার্টিকে ভাড়া করেছে। নিজ কানে ওদের কথা শুনেছি, রেফার্টিকে নির্দেশ দিচ্ছিল ঠিক কী করতে হবে।'

'যাই হোক, আমরা চাই না আর কেউ খুন হোক এ শহরে।'

জিনিসপত্র গোছাতে বেশিক্ষণ লাগল না ওর। সুটকেসটা বিছানার পাশে রেখে দিয়েছে, যার ইচ্ছে ওটার মালিকানা দাবি করুক, কিছু যায়-আসে না ওর। বেরিয়ে এসে স্টেবলে গেল, ঘোড়াটাকে নিয়ে ট্রেসি'স কর্নারে চলে এল।

ঝলমলে আলো জ্বলছে রেস্তোরাঁয়, যদিও বেশ রাত হয়ে গেছে। গোল্ডেন স্পারের পোর্চে এক আইরিশ গান ধরেছে: "টেন্টিং টুনাইট অন দ্য ওল্ড ক্যাম্প-গ্রাউন্ড"।

স্যাডল ছেড়ে নামল ও, রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল।

ক্যাথি রয়েছে। খামটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল জন। 'একটু আগে পড়লাম। সবকিছু বুঝে নিতে হলে বোধহয় অভিজ্ঞ কোন ল-ইয়ারের সাহায্য লাগবে তোমার।'

'চলে যাবে তুমি, তাই না? কি জানো, আমিও যাব। দয়া করে ডেনভার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাকে? এত করেছ আমার জন্য, আরও একটু করো না হয়!'

সান জুয়ান মাউন্টেনে না হয় পরেই যাওয়া যাবে, নিজেকে শুধাল জন।

'কাছাকাছি পুয়েবলো নামে ছোট একটা শহর আছে, দক্ষিণে ঘোড়া ছোটালে পৌঁছে যাবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে,' জানাল ও। 'শহরের লোকজন ভাল। অপেক্ষায় থাকব আমি।'

'অপেক্ষায় থাকবে মানে? একসঙ্গে যাব না আমরা?'

'না। সাবধানের মার নেই, ক্যাথি, তোমার সঙ্গে একটা উইল আছে। ওরা ঠিকই বুঝে নেবে। তুমি যে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ, অন্যরা জানতে না পারলেই মঙ্গল। আমি চলে যাওয়ার ঘণ্টা খানেক পর বেরিয়ো। আমার উপর নজর রাখবে ওরা, সেক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো দেখতেই পাবে না।'

'বেশ। পুয়েবলোয় পৌঁছবার আগেই ধরে ফেলব তোমাকে,' সোৎসাহে

বলল ক্যাথি। 'একা একা রাইড করতে পারব না আমি!'

ফ্রাংক কেডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ও, দ্রুত স্যাডলে চেপে যাত্রা করল। অবচেতন মনে টের পাচ্ছে, চলবার পথে হয়তো দেখা হয়ে যাবে বাড ব্যাগটের সঙ্গে, নির্ঘাত ঝামেলা হবে তখন; তবে তৈরিই থাকবে ও।

রাস্তা ধরে এগোনোর সময় ডজন খানেক লোককে রাইফেল বা শটগান হাতে বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সশস্ত্র বিদায় সংবর্ধনা বলা যায়, তবে কিছু মনে করল না জন। ছোট্ট এই শহরে সময়টা মন্দ কাটেনি ওর।

*

ছোট্ট একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসে পিছন ফিরে তাকাল চার রাইডার। পিছু নিয়ে আসছে না কেউ, আসবার কথাও নয়। কারণ নিজেদের দাবি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল শহরের লোকজন: 'এখনই ভাগো!' শুধু শহর থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশই দেয়নি, ওদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছে চৌহদ্দিতে আবার কখনও দেখা গেলে কপালে খারাবি আছে।

শহরের লোকজন আর কোন ঝামেলা, গোলাগুলি বা খুনোখুনি চায় না। শুধু বহিরাগতদের কারণে আচমকা অশান্ত হয়ে উঠেছিল ছোট্ট শহরটা। 'ঘোড়ায় চেপে ছুটতে থাকো,' নির্দেশটা ছিল এরকম। 'যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্তু কখনও আর ফিরে এসো না।'

'ট্রেনের জন্যও অপেক্ষা করতে পারব না?' প্রায় মিনতি করেছিল শহুরে লোকটা।

'না। ঘোড়া আছে তোমাদের সঙ্গে। ওগুলোকে কাজে লাগাও।'

রীজের চূড়া থেকে চারপাশে দৃষ্টি চালাল ওরা, তারপর ওপাশের ঢাল ধরে নামতে শুরু করল। 'ক্যানন সিটিতে যাব,' প্রস্তাব করল আন্দ্রিয়া হলিস্টার। 'না গেলে চলবে না। ওখানকার ব্যাংকে টাকা আছে আমার।'

বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওর দিকে তাকাল ভাঙা নাকঅলা। তবে হস্তিনীই দাবিটা প্রকাশ করল: 'শুরু থেকে টাকার কথা বলে আসছ আমাদের, অনেক শুনেছি, এবার নিজের চোখে দেখতে চাই!' মাথা ঝাঁকিয়ে মোটা ভুরুর দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। 'জেসের শুশ্রূষা দরকার। বিশ্রাম নিতে হবে। যথেষ্ট টাকাও দরকার আমাদের।'

'নিশ্চই। ক্যানন সিটিতে গেলেই পেয়ে যাবে সব।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

'ঘুরপথে যাচ্ছি না আমরা?' হঠাৎ জানতে চাইল বিশালদেহী মহিলা।

'হ্যাঁ, কিন্তু নিক মুলানির রেঞ্জ ধরে যাওয়া কি ঠিক হবে? এমনিতে যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছে, এবার হয়তো আমাদের ঘোড়া আর স্যাডল কেড়ে নেবে ওরা।'

'ঘোড়াগুলো তো মুলানির,' মন্তব্য করল শহুরে বাবু।

আবারও নীরবতা নেমে এল। টানা এগিয়ে চলল ওরা। উজ্জ্বল সকাল তপ্ত দুপুরে রূপ নিল, পাইনের ছায়ায় ক্যাম্প করল ওরা। ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট শহুরে লোকটা। দিনটাকে অশুভ মনে হচ্ছে তার, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা দিয়ে যার শুরু!

কফি খাওয়ার পরও চাঙা বোধ করল না কেউ।

'ভাবতেই পারিনি এভাবে লেজ তুলে পালাতে হবে। অথচ তুমি বলেছ শত শত স্বর্ণমুদ্রা কোলে এসে লুটিয়ে পড়বে!'

'প্ল্যানটা কেঁচে গেছে শহরের লোকজনের জন্য,' আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেল আন্দ্রিয়া। 'একটু ভিন্ন ভাবে চেষ্টা করতে হবে এখন। চিন্তা কোরো না, বিকল্প একটা উপায় ভেবে রেখেছি।'

মিনিট কয়েক পর নতুন একটা সম্ভাবনা বাতলে দিল আন্দ্রিয়া। 'সবাই দেখছি এমন হতাশ হয়েছ যে একটু চিন্তা-ভাবনা করতেও চাইছ না! ওরা আমাদের আগেই শহর ছেড়েছে। মজার ব্যাপার কি জানো, জন ক্যালকিনের পিছু নিয়ে ক্যাথিও বেরিয়ে গেছে। অন্য কেউ না দেখলেও আমি দেখেছি। স্যাডলব্যাগ ছাড়া কারও সঙ্গে বাড়তি কিছু নেই। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ওদের যে-কোন একজনের কাছে আছে উইলটা।'

আগ্রহী হয়ে উঠল শহুরে লোকটা, চিন্তা করছে। চারজনের বিরুদ্ধে দু'জন। তা ছাড়া চমকের বাড়তি সুবিধা তো রয়েছেই। 'হয়তো কাজ হবে,' শেষে বিড়বিড় করল সে। 'হতেও পারে।'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে হতাশা বোধ করছে সে। এ পর্যন্ত অনেক সময়, শ্রম আর টাকা বিনিয়োগ করেছে, অথচ বিনিময়ের খাতা শূন্য এখনও। একসময় জুডাস বেলচারের হয়ে কাজ করত সে, মনে মনে সমীহ করত মানুষটাকে। জানত বহু টাকার মালিক সে।

সবাই জানত আন্দ্রিয়া হলিস্টারই বেলচারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সাহায্য দরকার ছিল আন্দ্রিয়ার এবং প্রস্তাব পাওয়া মাত্র সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু মাস পেরোনোর আগেই, সেই আনন্দ উবে গেছে। খরচ হয়ে যাওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার ইচ্ছে তার, এবং এই ঝামেলা থেকে বেরিয়েও যেতে চায়।

'সামনে একটা র‍্যাঞ্চ আছে,' জানাল আন্দ্রিয়া। 'খাবার পাওয়া যাবে।'

'ভাল লাগছে না আমার!' অসন্তোষ প্রকাশ করল শহুরে লোকটা। 'একটুও পছন্দ হচ্ছে না! সম্ভবত ওদের খোঁজে এখানেই এসেছিল মুলানি। ওরও পছন্দ হয়নি জায়গাটা।'

'দূর! রাত নয়, দিন এখন। এতই যদি ভয় পেয়ে থাকো, তা হলে এগোও তোমরা, আস্তে ধীরে যাও। এই ফাঁকে বাথানটায় গিয়ে কিছু খাবার জোগাড় করব আমি, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে ফেলব তোমাদের।' সামনের পাহাড়সারির দিকে ইশারা করল আন্দ্রিয়া। 'ওখানে একটা ট্রেইল আছে, সরাসরি ক্যানন সিটিতে চলে গেছে। আশা করছি শহরে দেখা হবে

তোমাদের সঙ্গে।'

ঘোড়ার গতিমুখ পরিবর্তন করে ঢাল ধরে নেমে গেল আন্দ্রিয়া, সূর্যের দিকে তাকাল। বেশি সময় লাগবে না। পশ্চিমের মানুষ সবসময়ই পথচলা লোকজনকে খাবার দিয়ে সাহায্য করে।

র‍্যাঞ্চের আঙিনায় যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে মেঘ ভারী হয়েছে আকাশে। বাতাস গুমট। দূর থেকে এক মহিলাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল, চোখের উপর হাত তুলে সূর্যের আলো আড়াল করেছে।

আন্দ্রিয়া স্যাডল থেকে নামতে মিষ্টি হাসি উপহার পেল। মহিলার মায়াভরা নীল চোখে খুশি উপচে পড়ছে। 'ওহ্, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি কেউ আসবে এখানে, তাও আবার কোন মেয়ে! গত কয়েকদিন এমন নিঃসঙ্গ লাগছিল! এসো! ভিতরে এসো!'

ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরে পা রাখল আন্দ্রিয়া। জানালায় সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে···সত্যি সুন্দর জায়গাটা! 'ওহ্, এত সুন্দর! নির্জন জায়গায় এত সুন্দর একটা বাথান আছে, ভাবতেই পারিনি!'

'সেজন্য যথেষ্ট খাটতে হয়েছে,' জানাল মহিলা। 'কারও সাহায্য পাওয়া তো এখানে ভাগ্যের ব্যাপার। আমি সবসময়ই আশায় ছিলাম কোন একদিন সমর্থ চটপটে এক তরুণীকে পাব।'

'পেয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, অনেক মেয়েই তোমার অধীনে এখানে কাজ করতে উপভোগ করবে, যদি দেখে পরিবেশটা!'

'এখানে বসো,' আন্তরিক, সহানুভূতিপূর্ণ সুরে বলল লিজা ওয়েব। 'দারুণ এক কাপ কফি দিচ্ছি তোমাকে।'

'কিছু খাবার দিতে পারবে? কয়েকজন বন্ধু আছে আমার, ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেছে ওরা।'

'নিশ্চই! কী বললে, আগে আগে গেছে ওরা? মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। আবহাওয়া ভাল হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে পারত ওরা। যাক্‌গে, কী নাম তোমার?'

'আন্দ্রিয়া।'

'নিশ্চই নেবে, আন্দ্রিয়া। কিন্তু অযথা বৃষ্টিতে ভিজবার কী দরকার? খানিক বিশ্রাম নিয়ে তারপর না হয় যাবে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর নাগাড়ে ছুটে ধরে ফেলতে পারবে বন্ধুদের।'

বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা পড়ল বাইরে।

তাই তো, খানিকটা বিশ্রাম নিলে এমন কি ক্ষতি হবে, ভাবল আন্দ্রিয়া। তিন উজবুকের জন্য বৃষ্টিতে কাকভেজা হওয়ার কোন মানে নেই। ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর অনায়াসে ধরে ফেলতে পারবে তাদের, তা ছাড়া ক্যানন সিটিতে তো দেখা হওয়ারই কথা।

'বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে, আন্দ্রিয়া। তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করব, তুমি বরং এই ফাঁকে একটু গড়িয়ে নিচ্ছ না কেন? বৃষ্টি শেষ হতে হতে

খাবার প্যাকেট করে ফেলব আমি, তুমিও চট করে রওনা দিতে পারবে।'

'তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'নাহ্! যাও, সোজা ঢুকে পড়ো ওই কামরায়! কটটা তেমন আরামদায়ক নয় বটে, কিন্তু এখন বোধহয় মেঝেয়ও শুতে পারবে তুমি!' মিষ্টি হাসল মহিলা, চোখে কৌতুক ঝিলিক মারছে। 'যাক্‌গে, শুয়ে পড়ো। বৃষ্টি বন্ধ হলে তোমাকে ডেকে দেব।'

নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল আন্দ্রিয়া। ওহ্, এত ক্লান্ত লাগছে! বিছানায় শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি যেন আরও বেড়ে গেল। আপনাআপনি বুজে আসছে চোখের পাতা। যেন গত কয়েকদিন ধরে টানা ছুটে চলেছে, সামান্য বিশ্রামও জোটেনি।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল ও। কামরাটা বড় অদ্ভুত! ধূসর রঙের দেয়াল, জানালা নেই…সম্ভবত কোন স্টোররূম বা ওরকম কিছু।

অজান্তে বন্ধ হয়ে গেল ওর চোখ। *বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেবে*, নিজেকে শুধাল ও, *বড়জোর ঘণ্টা খানেক…*

মহিলা এত ভাল…কী সুন্দর নীল চোখ!

রাজ্যের ঘুম নেমে এল চোখে–গভীর নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম। চিন্তাগুলো মুহূর্তে হারিয়ে গেল…

*

র‍্যাঞ্চ থেকে বহু দূরে, আচমকা ঘোড়া থামাল জেস রোলন, লাগাম টানটান রেখে পিছন ফিরে তাকাল সে। 'এতক্ষণে ওর চলে আসবার কথা, রে,' আঁটসাঁট ব্যান্ডেজের আড়াল থেকে কোন রকমে কথাগুলো বের করতে পারল সে।

'আমার মতামতটা শুনবে?' বলল মোটা ভুরুর বোন। 'আসলে চালাকি করে কেটে পড়েছে আন্দ্রিয়া। আমাদের কাছ থেকে সরে পড়বার উসিলা খুঁজছিল, র‍্যাঞ্চটা দেখে আর দেরি করেনি।'

'সেক্ষেত্রে,' নির্বিকার স্বরে বলল শহুরে বাবু। 'আমার তো মনে হয় আন্দ্রিয়ার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলাই ভাল। ওর সঙ্গে কাজ করে প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিচ্ছু পাইনি।'

আবারও ফিরে তাকাল সে। কোন রাইডারকে দেখা যাচ্ছে না, এমনকি ধুলোও নেই…এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটা কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে ঠিকই চলে আসত, কারণ দুলকি চালে এগিয়েছে ওরা, আন্দ্রিয়া যাতে পিছন থেকে ধরে ফেলতে পারে।

আকাশ এখন সুনীল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে। ট্রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা খসে পড়ল জোরাল বাতাসে। ভাবুক দৃষ্টি মেলে চারপাশে তাকাল শহুরে লোকটি, পাহাড় থেকে ভেসে আসা ভেজা বাতাসের সঙ্গে পাইনের গন্ধ পেল। অজান্তে

পুলকিত হলো তার দেহ। দূরে, বহুদূরে আকাশের সীমানার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়শ্রেণী মুগ্ধ বিস্ময় হয়ে ধরা দিল তার চোখে।

নাহ্, দেশটা সত্যিই সুন্দর। অপূর্ব!

শাশ্বত সৌন্দর্য ভরা এই প্রকৃতিকে ভালবাসবে যে-কেউ, এমনকি শহুরে ফুলবাবুরাও ব্যতিক্রম নয়।

***

ওয়েস্টার্ন

তালাশ

গোলাম মাওলা নঈম

নিখোঁজ এক মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। তেমন কোন সূত্র না থাকলেও সাধারণ কাজই বলতে হবে এটাকে।
কিন্তু কাজে হাত দিয়েই হাড়ে হাড়ে ভুলটা টের পেল জন ক্যালকিন। কারও বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে যেন. ওকে খুন করতে হন্যে হয়ে পড়েছে কিছু লোক।
কুখ্যাত খুনি ন্যাট হিনম্যান, টাকার পাগল বাড ব্যাগট, বন্দুকবাজ স্মোক রেফার্টি, কোটিপতি রেল ব্যবসায়ী হেনরি হলিস্টার···সবাই একত্র হয়েছে পশ্চিমের অখ্যাত ছোট্ট এক শহরে। কী চায় এরা? বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসা ক্যাথি টার্নার বা যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত আন্দ্রিয়াও এদের চেয়ে কম রহস্যময় নয়।
ঘটতে শুরু করল ঘটনা। একের পর এক খুন হচ্ছে। নিখোঁজ মেয়েটাকে খুঁজবে কি, প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ল জনের জন্য।
তবে শুরু যখন হয়েছে, যাই ঘটুক বা যত রহস্যই থাকুক, শপথ করল, শেষটা দেখে ছাড়বে ও!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET